অনুসন্ধান
কিতাবুল মোকাদ্দস

একটি পূর্ণ অধ্যয়ন কিতাবুল মোকাদ্দস

তৌরাত শরীফের চতুর্থ খণ্ড:

শুমারী কিতাব

BACIB VERSION

গবেষণা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা: সামসুল আলম পলাশ (এম. টিএইচ)

প্রকাশক:

বিবলিক্যাল এইডস্ ফর চার্চেস এণ্ড ইনষ্টিটিউশনস্ ইন বাংলাদেশ (BACIB) এবং ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (IBC)

Exploratory Kitabul Moqaddas (অনুসন্ধান কিতাবুল মোকাদ্দস)

Bible Text: BACIB VERSION KM

Copyright © Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Study materials are taken from: Various sources of published Study Bibles, Bible Handbooks and Commentaries.

List of the Various Sources:

- The NIV Study Bible, published by the Zondervan Corporation, 1985
- GNB Study Bible, published by United Bible Societes, 2001
- New Unger's Bible Handbook, published by LD, ABWE, 2001
- Halley's Handbook, published by Zondervan, 1961
- New Bible Commentary, published by Universities and Colleges Christian Fellowship, 1994
- New Testament Commentary, published by PCB, 2007
- Bijoy Study Bible, published by AOG, Bangladesh, 2006
- Life Application Study Bible, published by Tyndale House Publishers, Inc. and Zondervan Publishing House, 1988
- Kitabul Moqaddas Dictionary, published by BACIB, 2010

Research, Study, Translation, Editing and Rewriting: Shamsul Alam Polash (M. Th)

Co-translator: Joash Nitol Baroi, Samuel Alam Ricky, Bitu Bakshi

Graphics and Maps: Ruth Salome

This *Exploratory Kitabul Moqaddas* has been developed and Printed under the partnership program with Light Foundation Bangladesh.

Published by:

Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Road # 4, House # 12, Sector # 7, Uttara, Dhaka 1229
Phone and Email to Contact: 01789822058; contact@ibc-bacib.com; bacib321@gmail.com

Visit: www.ibc-bacib.com

BACIB

International Bible CHURCH

চতুর্থ খণ্ড : শুমারী

ভূমিকা

আল্লাহ্ ইসরাইল জাতিকে মরুভূমির মধ্য দিয়ে তাঁর প্রতিজ্ঞা করা দেশে পরিচালনা করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। এই মরুভূমিতে থাকাকালীন সময়ে তাদের অনেক আঁকা-বাঁকা পথে ও নানা প্রকারের সমস্যার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হয়েছিল। প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশের আগে তাদের জীবনে কি কি ঘটেছিল এবং কেন ঘটেছিল কিতাবটির মধ্যে তারই চিত্র আঁকা হয়েছে।

লেখক: ঐতিহ্যগতভাবে বিশ্বাস করা হয়ে থাকে যে, নবী মূসা এই কিতাবটির লেখক। এই বিশ্বাসের কারণ হল: (১) মূসার লেখবার কাজের কথা লেখা আছে (৩৩:১-২; হিজ ১৭:১৪; ২৪:৪; ৩৪:২৭); (২) ঐতিহ্যগত বিশ্বাস যে, তৌরা মূসা লিখেছেন আর শুমারী হল সেই তৌরার একটি অংশ এবং একই লেখকের কাছ থেকে তা এসেছে। তবে এই কথা দাবী করার কোন কারণ নেই যে, কিতাবটির যে রকম গঠন আমরা এখন পাই মূসা ঠিক এভাবেই সম্পূর্ণ করেছিলেন। ইসরাইলের ইতিহাসে যারা পাক-কিতাব লিখবার কাজ করেছেন তারা হয়তো কিতাবটিকে এভাবে সাজিয়েছেন ও যেমন বলা যায় যে, মূসার নম্রতার বিষয়ে যে কথা পাওয়া যায় তা হয়তো মূসা নিজে লিখেন নি (১২:৩)। তবে হয়তো কিতাবটির বেশীরভাগ লেখাই মূসা লিখে গেছেন।

যাদের জন্য লেখা হয়েছে: আল্লাহ্‌র বেছে নেওয়া লোক বনি-ইসরাইলদের জন্য।

লেখার সময়: খুব সম্ভবত ১৪৫০ - ১৪১০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ।

শিরোনাম: "শুমারী কিতাব" নামটি এসেছে এই কিতাবের গ্রীক নাম "এরিথময়" ও ল্যাটিন নাম "নুমেরি" থেকে। কিন্তু ইবরানী ভাষায় এর নাম দেয়া হয়েছে "*বিমিদবার*" বা "মরু এলাকায়" কথাটার হিব্রু অর্থ থেকে। এই সবক'টি নামই উপযুক্ত। লোকদের অনেক দলের তালিকা ও সংখ্যা এর মধ্যে আছে (দেখুন ১:২০, ৩:২১, ৭:১২, ২৬:৫, ২৬:৫৭)। তবে সব চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞাত দেশে তাঁর লোকদের মরু এলাকার মধ্য দিয়ে যাত্রার বর্ণনা। প্রতিজ্ঞা করা ঐ দেশ ছিল লোকদের মিসরের গোলামী থেকে মুক্তি ও আসল স্বাধীনতার স্বপ্ন।

কিতাবটির ধরন বা প্রকৃতি। পয়দায়েশ হচ্ছে সবকিছু আরম্ভের কতাব। হিজরত হচ্ছে উদ্ধারের কিতাব। লেবীয় পুস্তক হচ্ছে গুনাহ্ ঢাকা দেওয়ার কতাব। শুমারী হচ্ছে

পরীক্ষা করার কিতাব। কিতাবটিতে দেখা যায় বনি-ইসরাইলদের দু'বার গণনা করা হয়েছিল (১ ও ২৬ অঃ)। মিসর থেকে যাত্রার আরম্ভে তাদের প্রথম গণনা করা হয়েছিল। মরু-এলাকায় ৩৮ বছর কাটাবার পরে দ্বিতীয়বার তাদের গণনা করা হয়েছিল। বনি-ইসরাইলরা মরু-এলাকায় কিভাবে সময় কাটিয়েছিল সেটাই শুমারী কিতাবে বলা হয়েছে। কিতাবটিতে বনি-ইসরাইলদের মিসর থেকে যাত্রার পরে দ্বিতীয় বছরের দ্বিতীয় মাস থেকে চল্লিশ বছরের দশম মাস পর্যন্ত ঘটনাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু যে বছরগুলোতে বনি-ইসরাইলরা ঈমানহীনতায় ঘোরাফেরা করে কাটিয়েছিল সেই সময়ের বিষয়ে খুব অল্পই লেখা হয়েছে।

শুমারী কিতাবটি লেখবার কারণ: শুমারী কিতাব ইসরাইল জাতির মরু এলাকার মধ্য দিয়ে যাত্রার বিষয়ে বর্ণনা দেয়। আল্লাহ্ তাদের যেভাবে সংগঠিত হবে বলে চেয়েছিলেন তা তারা সেখানে শিখেছিল। মরু এলাকায় তারা আরো শিখেছিল কিভাবে লেবীয়রা ইমামদের কাজে সাহায্য করবে। সেখানে তারা আরো জানতে পেরেছিল কে তাদের নেতা থাকবেন যখন তারা কেনানে প্রবেশ করবে।

কিন্তু মরু এলাকার মধ্যে দিয়ে বনি-ইসরাইলদের চলার পথে আল্লাহ্‌র প্রতি তাদের অবাধ্যতাও তারা দেখিয়েছে। তারা নিন্দা করে বলেছে যে, আল্লাহ্ তাদের মিসর থেকে বের করে এনেছেন খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে রেখে মেরে ফেলার জন্য। তারা তাদের নেতা মূসা ও হারুনকে মেরে ফেলতেও চেয়েছে। এই সমস্ত গুনাহের কারণেই আল্লাহ্ তাদের একটা সহজ সোজা পথ দিয়ে প্রতিজ্ঞাত দেশে নিয়ে যান নি। এভাবে মূসা সহ বয়স্ক যত লোক মিসর থেকে এসছিলেন তাদের চল্লিশটি বছর মরু-এলাকায় ঘোরাফেরা করতে হয়েছে এবং শেষে তাদের সেখানেই মারা যেতে হয়। কেবল যারা নতুন বংশ (১৪:২২-২৩,২৯-৩০) তারাই তাদের বিশ্বস্ত নেতা ইউসা ও কালুতের পরিচালনায় কেনান দেশে পৌঁছাতে পারে। এই সব ঘটনা থেকে শিখবার বিষয় হচ্ছে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করা। যারা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে ও তাঁর

উপর নির্ভর করে তারা তাঁর আশীর্বাদ পায়। আর যারা তা করে না তারা আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞার কোন ফল পায় না। প্রতিজ্ঞা করা দেশে যাবার জন্যই ইসরাইল জাতির লোকেরা মরু-এলাকায় পথ চলছিল। কিন্তু যে সমস্ত জাতির লোকেরা সেই দেশে ও তার আশেপাশে বাস করছিল তারা ছিল ইসরাইলদের বিরুদ্ধে। তাদের কাছে ইসরাইল জাতি ছিল বড় ভয়ের বিষয়। শুমারী কিতাবে আমরা একটা পবিত্র ধর্ম-যুদ্ধের ধারনা দেখতে পাই যে, যুদ্ধে আল্লাহ্ ইসরাইল জাতিকে তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের ধ্বংস করতে সাহায্য করেছেন।

কিতাবখানির ধর্মতাত্ত্বিক বার্তা ও মূলসূর: বনি-ইসরাইলের মরুভূমিতে ঘুরে বেড়ানোর কাহিনীর মধ্য দিয়ে শুমারী কিতাবখানি অনেক ধর্মতাত্ত্বিক গুরুত্ব আমাদের কাছে তুলে ধরে। ইসরাইলদের প্রথম বছরে মিসর থেকে বের হওয়ার পরে পুরো জাতি সিনাই পর্বতে মাবুদের সঙ্গে একটি চুক্তিতে প্রবেশ করে তাঁর লোক হবার জন্য– যাদের মধ্যে তিনি তাঁর রাজকীয় সাক্ষ্য-তাঁবু স্থাপন করবেন আর সেটাই ছিল হিজরত কিতাবের কাহিনী। শুমারী কিতাবের ঘটনা যেখান থেকে শুরু হয়, সেখানে দেখা যায় যে, মাবুদ ইসরাইলদের সৈন্য হিসাবে তাঁদের বিভিন্ন তাঁবু পুনর্গঠন করেন। তাঁর বিজয়ী সৈন্যবাহিনী হিসাবে মাবুদকে সঙ্গে নিয়ে এবং তাঁকে প্রধান করে সিনাই পর্বত ত্যাগ করে এগিয়ে যায়। কিতাবখানি ছবির মত করে ইসরাইলদের আত্মপরিচয় প্রকাশ করে মাবুদের মুক্ত করা নিয়মের লোক হিসাবে যারা এই পৃথিবীতে তাঁর রাজ্য স্থাপনের দায়িত্ব পালন করে এবং তাদের কাজ হিসাবে মাবুদের সেবা করে। আল্লাহ্ ইতিহাসে পরোক্ষ্যভাবে প্রকাশ করেন যে, পতিত মানবতার অঙ্গনে তিনি আক্রমণ করেন যেন তাঁর সৃষ্টি মুক্তি পায়– এবং এই লক্ষ্যেই তাঁর লোকেরা সম্পূর্ণভাবে দায়িত্ববান থাকবে। কিন্তু তাদের অবাধ্যতার কারণে প্রতিজ্ঞাত দেশে জাতিদের মধ্যে তাঁর রাজত্ব কায়েম করার জন্য তিনি যাদের ব্যবহার করছেন সেই সেই দায়িত্ব বায়জাপ্ত করেন।

পটভূমির পিছনের কাহিনী: শুমারী কিতাব হচ্ছে পুরাতন নিয়মের প্রথম পাঁচটি কিতাব নিয়ে যে ভাগকে তৌরাত শরীফ বলে, তার চতুর্থ কিতাব বা খণ্ড। হিজরত কিতাবে আরম্ভ হওয়া ও লেবীয় কিতাবে চলা মরু-এলাকায় ইসরাইলদের চলমান যাত্রার একটা বিবরণ হচ্ছে এই কিতাব। লেবীয় কিতাবে আমরা ইসরাইল জাতিকে সিনাই পাহাড়ের কাছে থাকার সময় পবিত্রতা পাক-পবিত্রতা সম্পর্কে আল্লাহ্‌র আইন-কানুন জানতে দেখতে পাই। শুমারী কিতাবে আমরা দেখি তাদের পথে এগিয়ে চলতে। পরম্পরাগত মূসাকেই এই কিতাবের লেখক মনে করা হয়েছে এবং এর অনেক অংশই মূসার সময়ের হয়ে থাকতে পারে। তবে হতেও পারে যে, মূসার সময়ের অনেক পরের সময়ের লেখকগণ কিতাবটি এভাবে সাজিয়ে রেখেছেন যেভাবে আমরা পেয়েছি।

শুমারী কিতাবের সাহিত্যিক বৈশিষ্ট: ইসরাইলের সৈন্যবাহিনীতে এত বেশি সংখ্যক মানুষের উল্লেখ থাকায় (১:৪৬; ২৬:৫১ আয়াতের নোট দেখুন) বহু অনুবাদকারীকেই ধাঁধায় পড়তে হয়েছে। যুদ্ধের জন্য যে সংখ্যক মানুষকে নেওয়া হয়েছিল তাতে মোট জনসংখ্যা ছিল আনুমানিক ২০,০০,০০০। সেই সময়কাল, সেই স্থান, প্রান্তরে ঘুরে বেড়ানো এবং এর সাথে কেনান দেশের অধিবাসীদের তুলনা করলে এই সংখ্যা অনেক বেশি বলে মনে হয়। এ প্রসঙ্গে ৩:৪৩ আয়াতের নোট দেখুন। এই সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রস্তাবনা রয়েছে। অনেকে মনে করেন যে, অনুলিপি তৈরি করতে গিয়ে এই সংখ্যা পরিবর্তিত হয়ে গেছে। তবে বর্তমান টেক্সটে সংখ্যার সাথে বর্ণনার কোন অসঙ্গতি পাওয়া যায় না। অন্যরা মনে করেন যে, “হাজার” শব্দটির হিব্রু প্রতিশব্দ হয়তোবা সংখ্যাতাত্ত্বিক দিক থেকে ভিন্ন কোন অর্থ প্রকাশ করে। কিতাবের কোন কোন অংশে এই শব্দটি দিয়ে এক দল মানুষকে বোঝানো হয়েছে, যারা হয়তো আসলে সংখ্যাগত দিক থেকে ১,০০০ সংখ্যক লোক নয় (যেমন ইউসা ২২:১৪, “পিতৃকুল”; ১ শামু ২৩:২৩, “গোষ্ঠী”)। তাছাড়া অনেকে ধারণা করেন যে, এই হিব্রু শব্দটির অর্থ “নেতা” (যেমনটা পয়দা ৩৬:১৫ আয়াতে দেখা যায়)। এক্ষেত্রে ৫৩ হাজার ৪০০ জন (২৬:৪৭) কথাটির অর্থ দাঁড়াবে “৫৩ জন নেতা এবং ৪০০ জন লোক।” এভাবে গণনা করলে লোকসংখ্যা প্রচুর পরিমাণে কমে আসবে। কিন্তু হিব্রু শব্দ “শত” যেভাবে অনেক সংখ্যক মানুষ বুঝিয়ে থাকে, সেভাবে “হাজার” শব্দটিও একই অর্থ প্রকাশ করে, তাহলে লোক সংখ্যায় প্রচুর পার্থক্য পরিলক্ষিত হবে। তাছাড়া এতে করে সৈন্যদের তুলনায় সেনাপতিদের সংখ্যা অনেক বেশি হয়ে যায় (৩০০ লোকের জন্য ৫৯ জন নেতা)। আরেকটি উপায় হচ্ছে “হাজার” শব্দটির দ্বৈত অর্থ করা, অর্থাৎ শব্দটি দিয়ে একই সাথে “নেতা” এবং “হাজার” অর্থ প্রকাশ পাবে। সেক্ষেত্রে নেতার সংখ্যা উল্লিখিত সংখ্যা থেকে এক কম হবে। উদাহরণস্বরূপ, রূবেনের ৪৬,৫০০ (১:২০) এই কথাটি পড়তে হবে এভাবে: ৪৫ জন সেনাপতি এবং ১,৫০০ যোদ্ধা। শিমিয়োনের ৫৯,৩০০ জন (১:২৩) কথাটি হবে ৫৮ জন সেনাপতি এবং ১,৩০০ জন সৈন্য, ইত্যাদি। তবে এই ক্ষেত্রে পূর্বের মত ১:৪৬ এবং ২:৩২ আয়াতের মোট লোকসংখ্যা নিশ্চয়ই কোন অনুলিপিকারের ভুলবশত লিপিবদ্ধ হয়েছে। তথাপি আরেকটি ধারণা অনুসারে এই সংখ্যাগুলোকে একেবারে সংখ্যাগত দিক থেকে বিচার না করে প্রতীকী অর্থে বিবেচনা করাই শ্রেয়। হিব্রু ভাষায় bene yisra'el বা বনি-ইসরাইল, অর্থাৎ “সমগ্র ইসরাইল জনগোষ্ঠী” (১:২) কথাটির সংখ্যাতাত্ত্বিক অর্থ হচ্ছে ৬০৩ জন লোক (এক

হাজার যোদ্ধার সংখ্যা, ১:৪৬); অবশিষ্ট ৫৫০ জন (মূসাকে ধরে আরও ১ জন) বলতে সংখ্যাগত দিক থেকে হিব্রু ভাষায় বোঝানো হয়েছে "যুদ্ধে বিশ বছর ও তার চেয়েও বেশি বয়স্ক যত পুরুষ গমনোযোগ্য" (১:৩)। সংখ্যার এই প্রতীকী ব্যবহার (যাকে বলা হয়েছে "জেমাট্রিয়া [gematria]" কিতাবুল মোকাদ্দসের ইতিহাসে অজানা নয় (প্রকা ১৩:১৮ দেখুন)। কিন্তু শুমারী কিতাবে এর প্রয়োগ ভিন্ন, যেহেতু এখানে সেদিকে চিহ্নিত করে কোন সাহিত্যগত সূত্র নির্দেশ করা হয় নি। (এ সম্পর্কে আরও জানার জন্য ১ খান্দান ১২:২৩-৩৭ আয়াতের নোট দেখুন।) বড় অঙ্কের সংখ্যা নিয়ে জটিলতার সন্তোষজনক কোন সমাধান পাওয়া যায় নি। এমনকি কিতাবুল মোকাদ্দসে ইয়াকুবের বংশধরদের মিসরে চারশো বছর অবস্থানকালে বিপুল হারে সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে তেমন কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না (হিজ ১:৭-১২ আয়াত দেখুন)। তাদের অন্যান্য সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি এত বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে আল্লাহ্ যেভাবে মিসর থেকে উদ্ধার করেছেন এবং প্রান্তরে ভ্রমণ করিয়েছেন, সেটাও তাঁর মহা কর্তৃত্ব ও অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় বহন করে (১:৪৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

শুমারী কিতাবের কাঠামো: শুমারী কিতাবের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের লেখা আমরা দেখতে পাই। যে সব কিতাবুল মোকাদ্দসের পণ্ডিত এই কিতাবের একটা কাঠামো তৈরি করবার চেষ্টা করেছেন তারা সাধারণত দু'ভাবে এর বিভিন্ন অংশ লক্ষ্য করেছেন। তার মধ্যে একভাবে তারা কিতাবটি ভাগ করেছেন যে দু'টি প্রজন্ম মরু-এলাকায় ভ্রমণ করেছিল তার ভিত্তিতে। ১-২৫ অধ্যায়ে বলা হয়েছে পুরানো ও অবাধ্য প্রজন্মের কথা; আর ২৬-৩৬ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের কথা যারা কেনানে প্রবেশ করতে পেরেছিল।
দ্বিতীয় যেভাবে ভাগ করা হয়ে থাকে তা হচ্ছে এই কিতাবের ঘটনাগুলো যে যে স্থানে ঘটেছে সেই স্থান অনুসারে। নিচে যে রূপরেখা দেয়া হয়েছে তা তৈরি করা হয়েছে ভৌগলিক অবস্থানের ভিত্তিতে।

প্রধান আয়াত: "যত লোক আমার মহিমা এবং মিসরে ও মরুভূমিতে কৃত আমার চিহ্ন-কাজগুলো দেখেছে, তবুও এই দশবার আমার পরীক্ষা করেছে ও আমার কথায় মনোযোগ দেয় নি; আমি তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে যে দেশের বিষয়ে কসম খেয়েছি, তারা সেই দেশ দেখতে পাবে না; যারা আমাকে অবজ্ঞা করেছে, তাদের মধ্যে কেউই তা দেখতে পাবে না" (শুমারী ১৪:২২-২৩)।

প্রধান প্রধান লোক: মূসা, হারুন, মরিয়ম, ইউসা, কালুত, ইলিয়েশর, কারুন ও বালাম।

প্রধান প্রধান স্থান: সিনাই পর্বত, প্রতিজ্ঞাত দেশ (কেনান), কাদেশ, হোর পর্বত, মোয়াবের সমভূমি।

শুমারী কিতাবটির রূপরেখা:

১. প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশের জন্য ইসরাইলদের প্রস্তুতি (১:১-১০:১০)
- ক. বনি-ইসরাইলদের প্রথম আদমশুমারী (১:১-৪৬)
- খ. লেবীয়দের দায়িত্ব-কর্তব্য (১:৪৭-৫৪)
- গ. শিবিরে থাকা ও যাত্রা করার নিয়ম (২:১-৩৪)
- ঘ. লেবীয়দের দু'বার গণনা (৩:১-৪:৪৯)
  - ১. লেবীয়দের পুরুষদের গণনা (৩:১-৫১)
    - ক. হারুনের পুত্ররা (৩:১-৪)
    - খ. লেবীয়দের দায়িত্ব-কর্তব্য (৩:৫-১০)
    - গ. লেবীয়দের গণনা করার কারণ (৩:১১-১৩)
    - ঘ. পিতৃকুল অনুসারে সংখ্যা, পদ ও দায়িত্ব (৩:১৪-৩৯)
    - ঙ. প্রথমজাতদের মুক্তির মূল্য (৩:৪০-৫১)
  - ২. প্রাপ্তবয়স্ক লেবীয়দের গণনা (৪:১-৪৯)
    - ক. কহাতীয়দের দায়িত্ব-কর্তব্য (৪:১-২০)
    - খ. গের্শোনীয়দের দায়িত্ব-কর্তব্য (৪:২১-২৮)
    - গ. মরারিয়দের দায়িত্ব-কর্তব্য (৪:২৯-৩৩)
    - ঘ. দ্বিতীয়বার গণনার ফলাফল (৪:৩৪-৪৯)
- ঙ. শিবিরের পবিত্রতা (৫:১-৬:২৭)
  - ১. অপবিত্র কিছু শিবির থেকে বের করে দেওয়া (৫:১-৪)
  - ২. গুনাহ্ স্বীকার ও তার পরিশোধ (৫:৫-১০)
  - ৩. বিপথগামিনী স্ত্রীর বিষয়ে পরীক্ষা (৫:১১-৩১)
  - ৪. নাসরীয়দের ব্যবস্থা (৬:১-২১)
    - ক. নাসরীয়-ব্রতের সংজ্ঞা (৬:১-৬)
    - খ. নাসরীয় ব্রত এবং অপবিত্রতা (৬:৭-১২)
    - গ. নাসরীয় ব্রতের সম্পূর্ণতা (৬:১৩-২০)
    - ঘ. আইন-কানুনের সার-সংক্ষেপ (৬:২১)
  - ৫. ইমামের দোয়া (৬:২২-২৭)
- চ. সাক্ষ্য-তাঁবুর জন্য পিতৃকুলপতিদের উপহার (৭:১-৮৯)
- ছ. বাতিদান (৮:১-৪)
- জ. লেবীয়দের পাক-পবিত্রকরণ ও কার্যাবলী (৮:৫-২২)
- ঝ. লেবীয়দের অবসর গ্রহণ (৮:২৩-২৬)
- ঞ. দ্বিতীয় ঈদুল-ফেসাখ (৯:১-৫)
- ট. কোন কারণে দেরি হয়ে গেলে ঈদুল-ফেসাখ পালন করার ব্যবস্থা (৯:৬-১৪)
- ঠ. মেঘের আচ্ছাদন (৯:১৫-২৩)
- ড. রূপার তূরী (১০:১-১০)

২. সিনাই থেকে প্রস্থান করে কাদেশে যাত্রা (১০:১১-১২:১৬)
- ক. ইসরালদের যাত্রা (১০:১১-২৮)
- খ. হোববকে ইসরাইলদের সঙ্গে যাবার অনুরোধ (১০:২৯-৩২)
- গ. তিনটি বচসা (১১:১-১২:১৬)

১. তবেরা (১১:১-৩)
২. কিব্রোৎ-হত্তাবা (১১:৪-৩৫)
৩. হযরত মূসার স্বাতন্ত্র্যতা (১২:১-১৬)

৩. কাদেশের কাছেই চল্লিশ বছর কেটে গেল (১৩:১-১৯:২২)

ক. কেনান দেশ দেখবার জন্য গুপ্তচর প্রেরণ ও জাতীয় বিদ্রোহ (১৩:১-১৪:৪৫)
১. গুপ্তচরদের প্রেরণ (১৩:১-১৬)
২. গুপ্তচর কাজ সম্পূর্ণ হওয়া (১৩:১৭-২৪)
৩. গুপ্তচদের রিপোর্ট দান (১৩:২৫-৩৩)
৪. লোকদের প্রতিক্রিয়া (১৪:১-১২)
৫. লোকদের জন্য মূসার মুনাজাত (১৪:১৩-১৯)
৬. হযরত মূসার মুনাজাতের আল্লাহ্‌র উত্তর (১৪:২০-৩৫)
৭. অবিশ্বাসী গুপ্তচরদের মৃত্যু (১৪:৩৬-৩৮)
৮. জয়ের জন্য অসফল চেষ্টা (১৪:৩৯-৪৫)

খ. কাদেশে ভিন্ন ভিন্ন হুকুম প্রদান (১৫:১-৪১)
১. উৎসর্গের সময়ে খাদ্য, তেল ও আঙ্গুর-রস এর ব্যবহার (১৫:১-১৬)
২. উত্তোলনীয় উপহার নিবেদন (১৫:১৭-২১)
৩. অনিচ্ছাকৃত গুনাহের জন্য কোরবানী (১৫:২২-৩১)
৪. একজন বিশ্রামবার ভঙ্গকারীর মৃত্যুদণ্ড (১৫:৩২-৩৬)
৫. কাপড়ের কোণে ঝালর (১৫:৩৭-৪১)

গ. কারুন ও তার দলের বিদ্রোহ ও বিনাশ (১৬:১-৫০)
১. কারুন ও তার দলের অভিযোগ (১৬:১-১৫)
২. কোরহের সমর্থনকারী কহাতীয়দের মৃত্যু (১৬:১৬-১৯, ৩৫-৪০)
৩. দলের প্রধানদের ও তাদের পরিবারের মৃত্যু (১৬:২০-৩৪)
৪. মহামারি নিবারণে হযরত হারুনের কাফ্‌ফারা দান (১৬:৪১-৫০)

ঘ. হারুনের লাঠিতে ফুল ফোটা (১৭:১-১৩)

ঙ. লেবীয় ও ইমামদের দায়িত্ব ও সুযোগ-সুবিধা (১৮:১-৩২)
১. সাক্ষ্য-তাঁবুর রক্ষীদের দায়িত্ব (১৮:১-৭)
২. ইমামদের আয় (১৮:৮-২০)
৩. লেবীয়দের আয় (১৮:২১-২৪)
৪. দশমাংশের দশমাংশ (১৮:২৫-৩২)

চ. মৃতদের স্পর্শে নাপাক হলে পাক-পবিত্র করার উপায় (১৯:১-২২)
১. লাল রংয়ের গাভীর ভস্ম (১৯:১-১০)
২. পাক-পবিত্র হবার নিয়ম (১৯:১১-২২)

৪. কাদেশ থেকে মোয়াবের সমভূমিতে যাত্রা (২০:১-২১:৩৫)

ক. কাদেশে উপস্থিত হওয়া (২০:১)
খ. মরীবায় বিদ্রোহ (২০:২-১৩)
গ. ইদোম দেশের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পথে বাধা (২০:১৪-২১)
ঘ. হযরত হারুনের মৃত্যু (২০:২২-২৯)
ঙ. কেনানীয়দের সঙ্গে যুদ্ধে প্রথম বিজয় (২১:১-৩)
চ. ব্রোঞ্চের সাপ (২১:৪-৯)
ছ. ইসরাইলদের নানা স্থানে যাত্রা (২১:১০-২০)
জ. আমোরীয়দের বাদশাহ্‌ সীহোন পরাজিত (২১:২১-৩০)
ঝ. ইমোরীয় ও বাশনের বাদশাহ্‌র পরাজয় (২১:৩১-৩৫)

৫. মোয়াবের সমভূমিতে ইসরাইল (২২:১-৩৬:১৩)

ক. বালাক, বালাম ও ইসরাইল (২২:১-২৪:২৫)
১. বাদশাহ্‌ বালাক বালামকে আহ্বান করেন (২২:১-৬)
২. বালাকের প্রথম দাওয়াত বালাম ফিরিয়ে দেন (২২:৭-১৪)
৩. বালাম বালাকের দ্বিতীয় দায়াত রক্ষা করেন (২২:১৫-২১)
৪. গাধা ও ফেরেশতা (২২:২২-৩৫)
৫. বাদশাহ্‌ বালাক বালামকে স্বাগতম জানান (২২:৩৬-৪০)
৬. বালাম তিনবার ইসরাইলদের দোয়া করেন (২২:৪১-২৪:১৪)
ক. প্রথমবার দোয়া করেন (২২:৪১-২৩:১২)
খ. দ্বিতীয়বার দোয়া করেন (২৩:১৩-৩০)
গ. তৃতীয়বার দোয়া করেন (২৪:১-১৪)
৭. বালামের শেষ ভবিষ্যদ্বাণী (২৪:১৫-১৯)
৮. তিনটি রহস্যপূর্ণ পূর্ভাবাস (২৪:২০-২৫)

খ. পিয়োরে ইসরাইলদের মূর্তিপূজা (২৫:১-১৮)
গ. দ্বিতীয়বার গণনা করা (২৬:১-৬৫)
ঘ. দেশের আইন-কানুন (২৭:১-৩০:১৬)
১. পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্যাদের অধিকার (২৭:১-১১)
২. হযরত মূসার পদে ইউসার অভিষেক (২৭:১২-২৩)
৩. জনসাধারণের কোরবানীর নিয়ম (২৮:১-২৯:৪০)
ক. প্রতিদিনের কোরবানীর নিয়ম (২৮:১-৮)
খ. বিশ্রামবারের কোরবানী (২৮:৯-১০)
গ. প্রতি মাসের কোরবানী (২৮:১১-১৫)
ঘ. ঈদুল ফেসাখের কোরবানী (২৮:১৬-২৫)
ঙ. সাত সপ্তাহের উৎসবের কোরবানী (২৮:২৬-৩১)
চ. তূরীধ্বনির দিনের কোরবানী (২৯:১-৬)
ছ. গুনাহের কাফ্‌ফারা দেবার ঈদের কোরবানীর নিয়ম (২৯:৭-১১)

ঝ. কুটির উৎসবের কোরবানীর নিয়ম (২৯:১২ -৩৮)
হ. কোরবানীর সার-সংক্ষেপ (২৯:৩৯-৪০)
৪. ব্রতবিষয়ক হুকুম (৩০:১-১৬)
ক. পুরুষের ব্রত (৩০:১-২)
খ. স্ত্রীলোকদের ব্রত (৩০:৩-৫)
গ. স্ত্রীলোকদের বিয়ের আগের ব্রত (৩০:৬-৮)
ঘ. বিধাব ও তালাকের বিষয় (৩০:৯)
ঙ. স্ত্রীলোকদের বিয়ের পরের ব্রত (৩০:১০-১৬)
ঙ. মাদিয়ানীয়দের প্রতি প্রতিফল দান (৩১:১-৫৪)
১. মাদিয়ানীয়দের প্রতি মাবুদের প্রতিশোধ (৩১:১ -১২)
২. যুদ্ধের কর্মকর্তাদের প্রতি হযরত মূসার ক্রোধ (৩১:১৩-১৮)
৩. অপবিত্রতা থেকে পাক-পবিত্রকরণ (৩১:১৯-২৪)
৪. লুটের জিনিস ভাগ (৩১:২৫-৪৭)
৫. প্রধানদের গণনা ও কাফ্‌ফারা প্রদান (৩১:৪৮-৫৪)
চ. জর্ডানের পূর্বপারস্থ দেশের বিভাগ (৩২:১-৪২)
ছ. ইসরাইলদের যাত্রার ধাপগুলোর নাম (৩৩:১-৫৬)
জ. কেনান দেশের সীমা নির্ধারণ ও বিভাগ (৩৪:১-১৫)
১. দক্ষিণের সীমানা (৩৪:১-৫)
২. পশ্চিমের সীমানা (৩৪:৬)
৩. উত্তরের সীমানা (৩৪:৭-৯)
৪. পূর্বের সীমানা (৩৪:১০-১৫)
ঝ. বার বংশের নেতা নিয়োগ (৩৪:১৬-২৯)
ঞ. লেবীয়দের নগর সমূহ (৩৫:১-৮)
ট. আশ্রয়-নগর নির্ধারণ (৩৫:৯-৩৪)
১. আশ্রয়-নগরের উদ্দেশ্য (৩৫:৯-১৫)
২. খুনের ও রক্তের প্রতিশোধদাতার বিষয়ে (৩৫:১৬-২১)
৩. যে খুনের জন্য মৃত্যুর শাস্তির যোগ্য নয় (৩৫:২২-২৯)
৪. শেষ বিষয়গুলো (৩৫:৩০-৩৪)
৫. সলফাদের মেয়েদের বিয়ের বিষয় (৩৬:১-১৩)।

হিজরত কিতাব ও শুমারী কিতাবের মধ্যে তুলনা

হিজরত ১৮:১	মূসার শশুরের কাছ থেকে উপদেশ লাভ	মূসার শশুরের কাছ থেকে উপদেশ লাভ	শুমারী ১০:২৯
হিজরত ১৫:২২	সিনাইতে যাবার জন্য তিন দিনের যাত্রা	সিনাই থেকে জন্য তিন দিনের যাত্রা	শুমারী ১০:৩৩
হিজরত ১৫:২২-২৬	পানির জন্য অভিযোগ	কিসের জন্য অভিযোগ তা জানা যায় না	শুমারী ১১:১-৩
হিজরত ১৬	মান্না ও কোয়েল পাখী	মান্না ও কোয়েল পাখী	শুমারী ১১:৪-১৫, ৩১-৩৫
হিজরত ১৮	মূসাকে সাহায্য করার জন্য নেতা নিয়োগ	মূসাকে সাহায্য করার জন্য নেতা নিয়োগ	শুমারী ১১:১৬-৩০
হিজরত ১৫:২০-২১	মরিয়মের প্রশংসা-গান	মরিয়মের প্রশংসা-গান	শুমারী ১২
হিজরত ১৭:৮-১৬	ইসরাইল অমালেকীয়দের পরাজিত করে	ইসরাইল অমালেকীয়দের কাছে পরাজিত হয়	শুমারী ১৪:৩৯-৪৫
হিজরত ১৭:১-৭	পাথর থেকে পানি	পাথর থেকে পানি	শুমারী ২০:১-১৩
হিজরত ৩২:৬	লোকেরা বিজাতীয় দেবতাদের কাছে উৎসর্গ করে	লোকেরা বিজাতীয় দেবতাদের কাছে উৎসর্গ করে	শুমারী ২৫:২
হিজরত ৩২:২৭	গুনাহ্‌গারদের হত্যা করার দাবী	গুনাহ্‌গারদের হত্যা করার দাবী	শুমারী ২৫:৫
হিজরত ৩২:২৮-২৯	লেবীয়দের মর্জাদা বৃদ্ধি	লেবীয় প্িনহসের মর্জাদা বৃদ্ধি	শুমারী ২৫:৬-১৩
হিজরত ৩২:৩৫	লোকদের উপর মহামারীর আঘাত	লোকদের উপর মহামারীর আঘাত	শুমারী ২৫:৯

শুমারী কিতাবের গুরুত্বপূর্ণ স্থান সমূহ

সিনাই পর্বত: শুমারী কিতাবটি সিনাই মরুভূমির কথা দিয়ে শুরু হয়েছে যেখানে মূসা বনি-ইসরাইলদের যুদ্ধের জন্য লোকদের প্রস্তুত করার জন্য তাদের গণনা করার আদেশ দেন। যুদ্ধের জন্য লোকেরা যখন প্রস্তুতি নিচ্ছিল তখন তারা রূহানী যুদ্ধের জন্যও প্রস্তুতি নেয় যার সম্মুখিন তাদের হতে হবে। প্রতিজ্ঞাত দেশের লোকেরা খুবই জঘন্য ছিল এবং তারা চাইছিল যেন বনি-ইসরাইল সেখানে গুনাহে পতিত হয়। সেজন্য আল্লাহ্ মূসাকে আদেশ দিয়েছিলেন যেন তিনি লোকদেরকে কিভাবে জীবন-যাপন করতে হবে সেই সম্বন্ধে শিক্ষা দান করেন (১:১-১২:১৫)।

পারন মরুভূমি: সিনাই মরুভূমিতে এক বছর থাকবার পর, বনি-ইসরাইল ছাউনি তুলে নিয়ে প্রতিজ্ঞাত দেশের দিকে অগ্রসর হয়ে পারন মরুভূমিতে আসে। সেখানেই প্রত্যেক বংশ থেকে একজন করে নেতা বেছে নিয়ে তাদের প্রতিজ্ঞাত দেশে গোপনে পাঠানো হয় যাতে তারা সেই দেশের সব কিছু দেখেশুনে আসতে পারে। ৪০ দিন সেই দেশের সব কিছু দেখেশুনে আসার পর মাত্র ইউসা ও কালুত ছাড়া বাকী সবাই সেই দেশে যেতে ভয় পেল। বনি-ইসরাইলদের ঈমানের অভাবের দরুন তাদেরকে ৪০ বছর মরুভূমিতে ঘোরাঘুরি করে কাটাতে হল (১২:১৬-১৯:২২)।

কাদেশ: ৪০ বছর মরুভূমিতে ঘোরাঘুরি করে পরিশেষে বনি-ইসরাইল আবার প্রতিজ্ঞাত দেশে যাবার দিকে মনোনিবেশ করে। কাদেশ ছিল সেই স্থান যেখানে তারা তাদের বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছে। মরিয়ম সেখানে মারা যান এবং এটি সেই জায়গা যেখানে পাথর থেকে পানি দেবার সময় মূসা রাগান্বিত হয়েছিলেন, যার কারণে তিনি আর প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশ করার সুযোগ পান নি (২০ অধ্যায়)।

অরাদ: অরাদ দেশের বাদশাহ্ যখন শুনলেন যে, ইসরাইলরা প্রতিজ্ঞাত দেশের দিকে অগ্রসর হচ্ছে তখন তিনি তাদের আক্রমণ করেন কিন্তু তিনি হঠাৎ পরাজয় বরণ করেন। মূসা এরপর লোকদের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পরিচালনা করে লোহিত-সাগরের দিকে নিয়ে যান (২১:১-৩)।

ইদোম: বনি-ইসরাইলরা ইদোম দেশের মধ্য দিয়ে প্রতিজ্ঞাত দেশে যেতে চেয়েছিল কিন্তু ইদোম দেশের বাদশাহ্ তাদরে দেশের মধ্য দিয়ে ইসরাইলদের যেতে দিতে অস্বীকার করেন (২০:১৪-২২)। সুতরাং তারা ইদোম দেশের চারদিক দিয়ে ঘোরাঘুরি করে বেশ নিরুৎসাহি হয়। তারা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে শুরু করে আর আল্লাহ্ ভীমরুল ও সাপ পাঠিয়ে তাদের শাস্তি দেন। যাদের সাপে কামড়িয়েছিল তারা যদি পিতলের সাপের প্রতি চেয়ে দেখত তবে তাদের যন্ত্রণা থেকে তারা মুক্তি পেত (২১:৪-৯)।

অম্মোন: এরপর বাদশাহ্ শীহোন তার দেশের মধ্য দিয়ে ইসরাইলদের যেতে অস্বীকার করেন এবং তিনি ইসরাইলদের আক্রমণ করেন। বনি-ইসরাইলরা তাঁকে ও তাঁর সৈন্যবাহিনীকে পরিজিত করে পুরো দেশটি দখল করে নেয় (২১:২১-৩২)।

বাশন: মূসা কয়েকজন গুপ্তচরকে বাশনে প্রেরণ করেন। বাদশাহ্ ওগ বনি-ইসরাইলদের আক্রমন করলে তারা তাকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করে (২১:৩৩-৩৫)।

মোয়াবের সমভূমি: বনি-ইসরাইল জর্ডান নদীর পূর্ব পারে জেরিকো শহরের অপর দিকে মোয়াবের সমভূমিতে ছাউনি পেতে থাকতে শুরু করে। সেখানে তারা জর্ডান নদী পার হয়ে প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

মোয়াব: মোয়াবের বাদশাহ্ বালাক ভীষণ ভয় পেয়ে একজন বিখ্যাত মন্ত্রজ্ঞ বালামকে সংবাদ দেন যেন সে পাহাড়ের উপর থেকে ইসরাইলকে অভিশাপ দেয়। কিন্তু মাবুদ এমন করলেন যাতে বালাম অভিশাপ না দিয়ে বরং আশীর্বাদ করে (২২:২-২৪:২৫)।

গিলিয়দ: রূবেণ ও গাদ বংশ চেয়েছিল যেন তারা জর্ডন নদীর পূর্ব পারে উর্বর ভূমি গিলিয়দে বাস করতে পারে কারণ মেষপাল চড়াবার জন্য সেটি খুব উপযুক্ত স্থান ছিল। কিন্তু প্রথমে তাদের প্রতিজ্ঞা করতে হয় যে, তারা তাদের ভাইদের সঙ্গে গিয়ে আগে জর্ডন নদীর পশ্চিম পাড়ে প্রতিজ্ঞাত দেশ দখল করবে এবং পরে তারা তাদের নিজেদের জায়গায় ফিরে এসে বসবাস করতে পারবে (৩২ অধ্যায়)।

ইসরাইল

"ইসরাইল" নামটি কিতাবুল মোকাদ্দসে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যেগুলো একটার সংগে অন্যগুলো জড়িত। নিচে এই বিষয়ে আলোচনা করা হলো।

নাম হিসাবে ইসরাইল: হিব্রু ভাষায় "ইসরাইল" অর্থ "আল্লাহ্‌র সঙ্গে মল্লযুদ্ধকারী" অথবা "আল্লাহ্‌ যুদ্ধে অংশ নিন!" দ্বিতীয় কথাটির দ্বারা "আল্লাহ্‌ ও আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধের শক্তিকে আল্লাহ্‌ পরাজিত করুন।" "ইসরাইল" নামটি ইব্রাহিম ও সারার নাতি এবং ইস্‌হাক ও রেবেকার ছেলে ইয়াকুবকে দেয়া হয়েছিল যখন তিনি এমন একজনের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করেছিলেন যাঁকে প্রথমে মানুষ মনে করা হয়েছিল কিন্তু পরে দেখা গেল যে, তিনি মাবুদের ফেরেশতা (পয়দা ৩২:২২-৩২)। পরবর্তীকালে ইয়াকুবের বারো ছেলের বংশধরদের ও তাঁর দুই নাতির বংশধরদের সেই নাম দেয়া হয় (পয়দা ৪৮,৪৯ দেখুন)।

জাতি হিসাবে ইসরাইল: ইয়াকুবের সময়ের সম্ভবত অনেক পরে ইসরাইলে পৃথক পৃথক বিভিন্ন বংশের সকল লোকদের সম্মিলিত নাম হয় "ইসরাইল জাতি"। ঠিক কোন্‌ সময়ে তা হয়েছিল তা বলা সহজ নয়। ঐ জাতির নাম যে 'ইসরাইল' সে বিষয়ে সবচেয়ে পুরানো প্রমাণ পাওয়া যায় মিসরীয় প্রস্তর ফলকে যেটির নাম "মারনেফটাহ্‌ ফলক"। ঐ ফলকটি খ্রীষ্টপূর্ব ১২৩০ অব্দের। ঐ ফলকে ইসরাইল জাতিকে একটা বিদেশী জাতিরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ সময়ের কিছু কাল আগেই মূসা ইয়াকুবের বংশধরদের আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞা করা দেশে যাবার জন্য মিসর দেশ থেকে বের করে আনেন (দেখুন, হিজরত ৩:৭-৮; ১৬-১৭)। পরবর্তীকালে যখন ইসরাইল জাতিরূপে ইয়াকুবের বারো ছেলের বারো বংশ সেই দেশে, যার নাম কেনান দেশ, বসবাস করা আরম্ভ করে (পরে তারা 'ইসরাইল' নামে পরিচিত হয়) তখন পর্যন্ত তারা সম্পূর্ণ একতাবদ্ধ একটা জাতিরূপে ছিল না (কাজী ৫)।

দেশ হিসাবে ইসরাইল: আনুমানিক খ্রী:পূ: ১০০০ অব্দে ইসরাইলের আলাদা আলাদা বংশগুলো তাদের প্রথম বাদশাহ্‌ তালুতের অধীনে একত্রিত একটা জাতিরূপে একত্রিত হতে শুরু করে (১ শামুয়েল ৯-১০)। তাঁর পরবর্তী বাদশাহ্‌ দাউদের সময়ই তারা আসলে একটা জাতিরূপে একজন শাসকের অধীনে একত্রিত হয় (২ শামুয়েল ৫:১-৫)। জেরুশালেম দেশের রাজধানী ও সমস্ত জাতির ধর্মকর্মের কেন্দ্রীয় স্থানে পরিণত হয়। দাউদের ছেলে বাদশাহ্‌ সোলায়মান জেরুশালেমে একটা এবাদত তৈরি করেন যেখানে সমস্ত ইসরাইলই মাবুদের এবাদত করার জন্য একত্রিত হতো (২ শামুয়েল ৭; ১ বাদশাহ্‌ ৬; ৮:২)। সোলায়মানের অধীনে ইসরাইলের রাজ্য বলতে যা ছিল দক্ষিণে আকাবা উপসাগর ও মিসরের উত্তর দিকের সীমানা থেকে উত্তর দিকে কাদেশ ও উত্তর সিরিয়ায় ফরাৎ নদী পর্যন্ত বিস্তৃত।
সোলায়মানের মৃত্যুর পরে (৯২৪ খ্রী:পূ:) দেশের উত্তর দিকের দশটি বংশ দক্ষিণের দু'টি বংশ থেকে আলাদা হয়ে রাজ্য গঠন করে। উত্তর রাজ্যের লোকেরা তাদের দেশের নাম দেয় "ইসরাইল" (বা ইফ্রয়িম); আর দক্ষিণ রাজ্যের নাম হয় এহুদা। উত্তর রাজ্যের ঐ বংশগুলো তাদের দেশে সামেরিয়ায় নিজেদের জন্য এক মন্দির নির্মাণ করে (২ শামুয়েল ১৯:৪১; ১ বাদশাহ্‌ ১২)। খ্রী:পূ: ৭২২ অব্দে উত্তর দিক থেকে আসেরিয়ার জাতি উত্তর রাজ্য "ইসরাইল"কে আক্রমণ করে লোকদের বন্দি করে তাদের সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে দেয়। আসিরিয়ার বাহিনী দক্ষিণ রাজ্য এহুদাকে অধিকার করে নি, তবে খ্রী:পূ: ৫৮৬ অব্দে ব্যাবিলনের সম্রাটের বাহিনী এসে সেটি দখল করে নেয় এবং এহুদার অনেক লোককে তারা তাদের সাম্রাজ্যের নানান স্থানে বাস করার জন্য বন্দী করে নিয়ে যায়। ইসরাইলের ইতিহাসে ঐ সময়টা বলা হয় "নির্বাসনের কাল"। ঐ বিষয়ে আরো জানার জন্য "নির্বাসন" নামের ছোট্ট রচনাটি দেখুন।
নির্বাসনের আগে ও পরে নবীরা আল্লাহ্‌র মনোনীত জাতির সব বংশকে বুঝাতেই "ইসরাইল"– এই নাম ব্যবহার করতো (ইশাইয়া ৪৩; ইহিস্কেল ৩৬; হোশেয় ৪-৫)।

আল্লাহ্‌ও বেছে নেওয়া জাতি হিসাবে ইসরাইল: ব্যাবিলনে নির্বাসনের পরে যে সমস্ত ইসরাইলরা এহুদায় ফিরে আসে তাদের উপরে শাসন করেন পারসীকরা। তার পরে এহুদা গ্রীক সাম্রাজ্যের অধীনে চলে যায়। ঐ সময়ে ইসরাইল জাতির লোকেরা যেখানেই থাকুক না কেন তারা সবাই "ইহুদী" বলে পরিচিত হয়ে যায়। "ইহুদী", এই নামটি এসছে গ্রীকো-ল্যাটিন শব্দ "যুডেয়া" থেকে যার অর্থ "এহুদা"। ইহুদীরা যেহেতু বিভিন্ন দেশে বসবাস করেছে সেহেতু তাদের যে দেশ ছিল সে দেশের ভৌগলিক পরিচয়ে নয়, কিন্তু আল্লাহ্‌র যে ব্যবস্থা বা শরীয়ত তাদের দেয়া হয়েছিল তার প্রতি তাদের আনুগত্যই ছিল তাদের পরিচয়ের প্রধান বিষয়। আল্লাহ্‌র ব্যবস্থার প্রতি তাদের ভালবাসা ও ভক্তিই ইহুদীদের অন্যান্য জাতি থেকে আলাদা করে রেখেছে। ঈসা মসীহের সময়ে তারা ছিল রোমান জাতির অধীনে। তবে তাদের যে আল্লাহ্‌র মনোনীত বা পবিত্র জাতি বলা হতো তার মূলে ছিল মূসার দেয়া শরীয়ত অনুসারে তাদের সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান ও রীতি-নীতি ইত্যাদি পালন করা।

বনি-ইসরাইলদের প্রথম আদমশুমারী

১ ১ মিসর দেশ থেকে বনি-ইসরাইলরা বের
হয়ে আসার পর দ্বিতীয় বছরের দ্বিতীয়
মাসের প্রথম দিনে মাবুদ সিনাই মরুভূমিতে
জমায়েত-তাঁবুতে মূসাকে বললেন, ২ তোমরা
লোকদের গোষ্ঠী অনুসারে, পিতৃকুল, নাম ও
সংখ্যা অনুসারে বনি-ইসরাইলদের সমস্ত মণ্ডলীর
প্রত্যেক পুরুষের সংখ্যা গণনা কর।
৩ ইসরাইলের মধ্যে যুদ্ধে বিশ বছর ও তার
চেয়েও বেশি বয়স্ক যত পুরুষ গমনযোগ্য, তুমি
ও হারুন তাদেরকে সৈন্য অনুসারে গণনা কর।
৪ আর প্রত্যেক বংশ থেকে একেক জন, নিজ
নিজ পিতৃ-কুলের প্রধান ব্যক্তি, তোমাদের
সহকারী হবে। ৫ আর যে ব্যক্তিরা তোমাদের
সহকারী হবে তাদের নাম এই– রূবেণের পক্ষে
শদেয়ূরের পুত্র ইলীষূর। ৬ শিমিয়োনের পক্ষে
সূরীশদ্দয়ের পুত্র শলূমীয়েল। ৭ এহুদার পক্ষে
অম্মীনাদবের পুত্র নহশোন। ৮ ইষাখরের পক্ষে
সূয়ারের পুত্র নথনেল। ৯ সবূলূনের পক্ষে
হেলোনের পুত্র ইলীয়াব। ১০ ইউসুফের পুত্রদের
মধ্যে আফরাহীমের পক্ষে অম্মীহূদের পুত্র
ইলীশামা, মানশার পক্ষে পদাহসূরের পুত্র

[১:১] হিজ ৬:১৪; ১৯:১; ২৭:২১; ৪০:২।
[১:২] হিজ ৩০:১১-১৬।
[১:৩] ইউসা ৫:৪; ১খান্দান ৫:১৮।
[১:৪] হিজ ১৮:২১; ইউসা ২২:১৪।
[১:৫] পয়দা ২৯:৩২; প্রকা ৭:৫।
[১:৭] পয়দা ২৯:৩৫; হিজ ৬:২৩; মথি ১:৪; লূক ৩:৩২।
[১:৮] পয়দা ৩০:১৮।
[১:১১] জবুর ৬৮:২৭।
[১:১৬] হিজ ১৮:২৫।
[১:১৮] উজা ২:৫৯; ইব ৭:৩।
[১:২০] পয়দা ২৯:৩২; ৪৬:৯; প্রকা ৭:৫।

গমলীয়েল। ১১ বিন্‌ইয়ামীনের পক্ষে গিদিয়োনির
পুত্র অবীদান। ১২ দানের পক্ষে অম্মীশদ্দয়ের পুত্র
অহীয়েষর। ১৩ আশেরের পক্ষে অক্রণের পুত্র
পগীয়েল। ১৪ গাদের পক্ষে দ্যূয়েলের পুত্র
ইলীয়াসফ। ১৫ নপ্তালীর পক্ষে ঐননের পুত্র
অহীরঃ। ১৬ এরা মণ্ডলীর বেছে নেওয়া লোক,
নিজ নিজ পিতৃবংশের নেতা এবং বনি-
ইসরাইলদের বিভিন্ন বংশের প্রধান।
১৭ তখন মূসা ও হারুন উল্লিখিত নামের
ব্যক্তিদেরকে সঙ্গে নিলেন। ১৮ আর দ্বিতীয়
মাসের প্রথম দিনে সমস্ত মণ্ডলীকে একত্র করে
বংশ ও পরিবার অনুযায়ী বিশ বছর ও তার
চেয়েও বেশি বয়স্ক লোকদের নাম ও সংখ্যা
অনুসারে তাদের গোষ্ঠী ও পিতৃকুল লিখলেন।
১৯ এভাবে মূসা মাবুদের হুকুম অনুসারে সিনাই
মরুভূমিতে তাদেরকে গণনা করলেন।
২০ ইসরাইলের প্রথমজাত রূবেণের সন্তানদের
গোষ্ঠী ও পিতৃকুল অনুসারে বিশ বছর ও তার
চেয়েও বেশি বয়স্ক যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত
পুরুষের নাম ও সংখ্যা লেখা হল। ২১ রূবেণ-
বংশের গণনা-করা লোকের সংখ্যা হল ছেচল্লিশ
হাজার পাঁচ শত।

১:১ বনি-ইসরাইলরা। পরম্পরাগত ভাবে ইসরাইল জাতির লোকদের ইব্রাহিমের নাতি ইয়াকুবের (অপর নাম ইসরাইল) বংশধর বলে বিশ্বাস করা হয়। এই সম্পর্কের কারণেই তারা একটা সাধারণ পরিচয়ে পরিচিত এবং প্রথমে ইব্রাহিমের কাছে প্রতিজ্ঞা করা (পয়দা ১২:১-৭) ও পরে ইয়াকুবের কাছে সেই প্রতিজ্ঞা পুনরায় করা, তাই সেই প্রতিজ্ঞার তারাই অধিকারী (পয়দা ২৮:১০-১৫)। ঐ প্রতিজ্ঞার বিষয় ছিল কেনান দেশ। ইয়াকুবের ছেলেদের বিষয়ে আরো জানার জন্য "ইয়াকুবের ছেলেরা ও তাদের মায়েরা" এর চার্টটি দেখুন। ইয়াকুবের প্রত্যেক ছেলে তাঁর কাছে থেকে যে যে আশীর্বাদ পেয়েছিল তার জন্য পয়দায়েশ ৪৮:১-৪৯:২৮ দেখুন। কেনানে প্রবেশের আগে মূসা বারো বংশকে যে আশীর্বাদ করেছিলেন তার জন্য দ্বিতীয় বিবরণ ৩৩ দেখুন। "ইসরাইল" নামের ছোট রচনাটিও দেখুন।

দ্বিতীয় মাসের। সীব মাস, ইবরানী ক্যালেণ্ডারের দ্বিতীয় মাস হচ্ছে এপ্রিল মাসের মাঝামঝি থেকে মে মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত।

মাবুদ। ইবরানী নাম "ইয়াহ্ওয়েহ্" এর অনুবাদ হচ্ছে "মাবুদ"। পুরাতন নিয়মে এ নামকে আল্লাহ্‌র ব্যক্তিগত নাম হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ "আমি আছি" (হিজ ৩:১৪)।

সিনাই মরুভূমিতে। শুমারী কিতাবে ইতিহাস আরম্ভের ঠিক এক বছরের আগে মূসা ইসরাইল জাতিকে মিসরের গোলামী থেকে মুক্ত করে এনেছিলেন (হিজ ১২-১৫ দেখুন)। তারা কিছুদিন ঘোড়াঘুড়ির পর সিনাই মরু-এলাকায় বাস করতে থাকে (হিজ ১৯-৪০ ও লেবীয় ১-২৭ দেখুন)। সেখানে আল্লাহ্ মূসা ও ইসরাইলের সঙ্গে একটা নিয়ম স্থির করেন যার ফলে আল্লাহ্ তাদের এক পবিত্র জাতিরূপে আলাদা করেন। সিনাই পর্বত ছিল সিনাই প্রান্তরে। তবে সঠিক বলা যায় না কোন জায়গায় ঐ সিনাই পর্বত ছিল।

মাবুদ … মূসাকে বললেন। শুমারী কিতাবে মূসার কাছে মাবুদের কথার উপর ব্যাপক জোর দেওয়া হয়েছে এবং এভাবে মূসার মধ্য দিয়ে গোটা বনি-ইসরাইলদের কাছে কথা বলা হয়েছে। এই কিতাবের প্রারম্ভিক শব্দ ও যে শব্দের মধ্য দিয়ে এই কিতাবের সমাপ্তি করা হয়েছে (৩৬:১৩), এবং এই শব্দগুলো ১৫০ বরেরও বেশি ২০টি ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে বলা হয়েছে। প্রভু যে মূসাকে তাঁর নবী হিসাবে ব্যবহার করেছেন তা ১২:৬-৮ আয়াতের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। এই কিতাবের হিব্রু ভাষার শিরোনাম "ওয়েদাব্বার" (এবং তিনি [মাবুদ] বললেন) নেওয়া হয়েছে কিতাবটির হিব্রু ভাষার প্রথম শব্দটি থেকে।

১:২-৩ বংশ অনুসারে, … হারুন তাদেরকে সৈন্য অনুসারে গণনা কর। মূসার ভাই হারুনের বংশধরদের ইমাম হবার জন্য ঠিক করা হয়েছিল। হারুন ছিলেন ইসরাইলদের প্রথম মহা-ইমাম (দেখুন হিজ ২৭:২১–২৮:৩)। ইসরাইলের বারো বংশের প্রত্যেক বংশকে বিভিন্ন বংশে ও বিভিন্ন পরিবারে ভাগ করা হয়েছিল। আদমশুমারীর সময়ে কেবল বিশ বছর ও তার চেয়ে বড় পুরুষদের গণনা করা হতো কারণ ঐ বয়সের লোকরাই যুদ্ধ করতে পারবে বলে ধরা হতো।

১:৪-১৫ প্রত্যেক বংশ থেকে একেক জন … রূবেণের পক্ষে … নপ্তালীর পক্ষে। এই আয়াতগুলোতে বারো বংশের তালিকা দেয়া হয়েছে। তাদের পরবর্তীকালে কেনান দেশে জায়গা দেয়া হবে। ইয়াকুবের ছেলেদের নাম অনুসারে ঐ বংশগুলোর নাম রাখা হয়েছে। ইফ্রয়িম ও মনঃশি ছিল ইয়াকুবের ছেলে ইউসুফের ছেলে। তারা দু'জনেই আলাদা-আলাদা বংশ হিসাবে কেনানে জায়গা পেয়েছে (পয়দা ৪৮ দেখুন)। লেবীয় বংশের বিশেষ দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল, কিন্তু তাদের কোন জায়গা দেয়া হয় নি (১:৪৭ আয়াতের নোট দেখুন)। একই রকমের তালিকা দেখুন ২:৭, ১০, ২৬,৩৪ আয়াতে। আরো দেখুন পয়দায়েশ ২৯:৩১-৩০:২৪, ২৩-২৬।

১:২০-৪৬ রূবেণের … নপ্তালির। এই তালিকায় 'গাদ' এর স্থান তৃতীয়। আগের তালিকায় ছিল এগারো তম (১:৪-১৫)।

২২ শিমিয়োন-সন্তানদের গোষ্ঠী ও পিতৃকুল
অনুসারে বিশ বছর ও তার চেয়েও বেশি বয়স্ক
যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের ও নাম ও সংখ্যা
লেখা হল। ২৩ শিমিয়োন-বংশের গণনা-করা
লোকের সংখ্যা ঊনষাট হাজার তিন শত।
২৪ গাদ-বংশের লোকদের গোষ্ঠী ও পিতৃকুল
অনুসারে বিশ বছর ও তার চেয়েও বেশি বয়স্ক
যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের নাম ও সংখ্যা
লেখা হল। ২৫ গাদ-বংশের গণনা-করা লোকের
সংখ্যা হল পঁয়তাল্লিশ হাজার ছয় শত পঞ্চাশ।
২৬ এহুদা-বংশের লোকদের গোষ্ঠী ও পিতৃকুল
অনুসারে বিশ বছর ও তার চেয়েও বেশি বয়স্ক
যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের নাম ও সংখ্যা
লেখা হল। ২৭ শিমিয়োন-বংশের গণনা-করা
লোকের সংখ্যা হল চুয়াত্তর হাজার ছয় শত।
২৮ ইষাখর-বংশের লোকদের গোষ্ঠী ও
পিতৃকুল অনুসারে বিশ বছর ও তার চেয়েও বেশি
বয়স্ক যুদ্ধে গমন যোগ্য সমস্ত পুরুষের নাম ও
সংখ্যা লেখা হল। ২৯ ইষাখর-বংশের গণনা-করা
লোকের সংখ্যা হল চুয়ান্ন হাজার চার শত।
৩০ সবূলূন-বংশের লোকদের গোষ্ঠী ও পিতৃকুল
অনুসারে বিশ বছর ও তার চেয়েও বেশি বয়স্ক
যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের নাম ও সংখ্যা
লেখা হল। ৩১ সবূলূন-বংশের গণনা-করা
লোকের সংখ্যা হল সাতান্ন হাজার চার শত।
৩২ ইউসুফ-সন্তানদের মধ্যে আফরাহীম-
সন্তানদের গোষ্ঠী ও পিতৃকুল অনুসারে বিশ বছর
ও তার চেয়েও বেশি বয়স্ক যুদ্ধে গমনযোগ্য
সমস্ত পুরুষের নাম ও সংখ্যা লেখা হল।
৩৩ আফরাহীম-বংশের গণনা-করা লোকের সংখ্যা
হল চল্লিশ হাজার পাঁচ শত।
৩৪ মানাশা-বংশের লোকদের গোষ্ঠী ও
পিতৃকুল অনুসারে বিশ বছর ও তার চেয়েও বেশি
বয়স্ক যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের নাম ও
সংখ্যা লেখা হল। ৩৫ মানশা-বংশের গণনা-করা
লোকের সংখ্যা হল বত্রিশ হাজার দুই শত।
৩৬ বিন্‌ইয়ামীন-বংশের লোকদের গোষ্ঠী ও
পিতৃকুল অনুসারে বিশ বছর ও তার চেয়েও বেশি
বয়স্ক যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের নাম ও
সংখ্যা লেখা হল। ৩৭ বিন্‌ইয়ামীন-বংশের গণনা-
করা লোকের সংখ্যা হল পঁয়ত্রিশ হাজার চার
শত।
৩৮ দান-বংশের লোকদের গোষ্ঠী ও পিতৃকুল
অনুসারে বিশ বছর ও তার চেয়েও বেশি বয়স্ক
যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের নাম ও সংখ্যা
লেখা হল। ৩৯ দান-বংশের গণনা-করা লোকের
সংখ্যা হল বাষট্টি হাজার সাত শত।
৪০ আশের-বংশের লোকদের গোষ্ঠী ও পিতৃকুল
অনুসারে বিশ বছর ও তার চেয়েও বেশি বয়স্ক
যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের নাম ও সংখ্যা
লেখা হল। ৪১ আশের-বংশের গণনা-করা
লোকের সংখ্যা হল একচল্লিশ হাজার পাঁচ শত।
৪২ নপ্তালি-বংশের লোকদের গোষ্ঠী ও পিতৃকুল
অনুসারে বিশ বছর ও তার চেয়েও বেশি বয়স্ক
যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের নাম ও সংখ্যা
লেখা হল। ৪৩ নপ্তালি-বংশের গণনা-করা
লোকের সংখ্যা হল তিপ্পান্ন হাজার চার শত।
৪৪ এসব লোককে মূসা ও হারুন এবং
ইসরাইলের বারো জন নেতা অর্থাৎ নিজ নিজ
পিতৃকুলের একেক জন নেতা গণনা করলেন।
৪৫ নিজ নিজ পিতৃকুল অনুসারে বনি-ইসরাইল,
অর্থাৎ বিশ বছর ও তার চেয়েও বেশি বয়স্ক
ইসরাইলের মধ্যে যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষ
লোকদের গণনা করা হল। ৪৬ তাদের গণনা-
করা লোকদের সংখ্যা হল ছয় লক্ষ তিন হাজার
পাঁচ শত পঞ্চাশ।
৪৭ কিন্তু লেবীয়দের তাদের পিতৃ-বংশানুসারে
তাদের মধ্যে গণনা করা হল না। ৪৮ কেননা
মাবুদ মূসাকে বলেছিলেন, ৪৯ তুমি কেবল লেবি
বংশের গণনা করো না এবং বনি-ইসরাইলদের
মধ্যে তাদের সংখ্যা গ্রহণ করো না। ৫০ কিন্তু
শরীয়ত-তাঁবু ও তার সমস্ত দ্রব্য ও তৎসংক্রান্ত
সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধান করার জন্য
লেবীয়দেরকে নিযুক্ত করো; তারা শরীয়ত-তাঁবু
ও তার সমস্ত দ্রব্য বহন করবে এবং তারা
তৎসংক্রান্ত পরিচর্যা করবে ও শরীয়ত-তাঁবুর
চারদিকে শিবির স্থাপন করে থাকবে। ৫১ আর
শরীয়ত-তাঁবু তুলবার সময়ে লেবীয়েরা তা
খুলবে এবং শরীয়ত-তাঁবু স্থাপনের সময়ে
লেবীয়েরা তা স্থাপন করবে; অন্য গোষ্ঠীর লোক
তার কাছে গেলে তার প্রাণদণ্ড হবে। ৫২ আর
বনি-ইসরাইল নিজ নিজ সৈন্য অনুসারে নিজ

[১:২২] পয়দা ২৯:৩৩; প্রকা ৭:৭।
[১:২৪] পয়দা ৩০:১১; ইউসা ১৩:২৪-২৮; প্রকা ৭:৫।
[১:২৫] পয়দা ৪৬:১৬; ১খান্দান ৫:১১।
[১:২৬] মথি ১:২; প্রকা ৭:৫।
[১:২৮] পয়দা ৩০:১৮; প্রকা ৭:৭।
[১:২৯] পয়দা ৩০:১৮।
[১:৩০] পয়দা ৩০:২০; প্রকা ৭:৮।
[১:৩২] পয়দা ৪১:৫; ৪৯:২৬।
[১:৩৩] ১খান্দান ৭:২০।
[১:৩৪] পয়দা ৪১:৫১; প্রকা ৭:৬।
[১:৩৬] পয়দা ৩৫:১৮; ২খান্দান ১৭:১৭; ইয়ার ৩২:৪৪; ওব ১:১৯; প্রকা ৭:৮।
[১:৩৮] পয়দা ৩০:৬; দ্বিঃবি ৩৩:২২।
[১:৪০] পয়দা ৩০:১৩; প্রকা ৭:৬।
[১:৪২] পয়দা ৩০:৮; প্রকা ৭:৬।
[১:৪৩] হিজ ১:১-৪।
[১:৪৬] হিজ ১২:৩৭; ২শামু ২৪:৯।
[১:৫০] ১৬:৩৪; প্রেরিত ৭:৪৪; প্রকা ১৫:৫।
[১:৫১] হিজ ২১:১২; ২৬:১।
[১:৫২] জবুর ২০:৫; সোলায় ২:৪; ৬:৪।

এর কারণ হয়তো এই যে এই পরিবারের শিবির স্থাপন করার কথা ছিল জমায়েত-তাঁবুর দক্ষিণে রূবেণ ও শিমিয়োনের পরে (২:১০-১৫)। অনেক কিতাবুল মোকাদ্দস পণ্ডিতেরা ৬,০৩,৫৫০ সংখ্যাটি সন্দেহ করে বলেছেন যে, এত বড় সংখ্যক লোক সেখানে ছিল না। তবে কেউ সঠিক সংখ্যা বলতে পারে না।

১:৪৭ লেবীয়দের তাদের পিতৃবংশানুসারে। তারা ছিল ইয়াকুব ও লেয়ার ছেলে লেবীয় বংশধর (পয়দা ২৯:৩৪)। লেবীয় বংশের লোকেরা কেনান দেশে কোন জায়গা পায় নি (দ্বিঃবিঃ ১০:৯), কিন্তু তাদের ছোট ছোট শহর ও তার কাছে পশু পালনের জন্য জমি দেয়া হয়েছিল (৩৫:১-৮, ইউসা ২১:১-৪২ দেখুন)। লেবীয়রা ইমামদের সাহায্য করতো, তারা জমায়েত-তাঁবু ও তার সব জিনিষ-পত্রের দেখাশুনা করতো এবং সেগুলো এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বহন করতো।

১:৫২-৫৩ নিজ নিজ নিশানের ... সাক্ষ্যের শরীয়ত-তাঁবুর। ঐ পতাকাগুলো সম্ভবত বিভিন্ন বংশের পতাকা ছিল যা যুদ্ধের সময় ব্যবহার করতো। লেবীয়রা সাক্ষ্য-তাঁবুর কাছেই তারা তাদের শিবির স্থাপন করতো যেন তারা তা রক্ষা করতে পারে (লেবীয় ১৫:৩১ আয়াতের নোট দেখুন)। সাক্ষ্য-তাঁবুর বর্ণনার জন্য হিজরত ২৫-২৭ ও ৩০ অধ্যায় দেখুন।

BACIB
International Bible
CHURCH

নিজ শিবিরে নিজ নিজ নিশানের কাছে শিবির
স্থাপন করবে। ৫৩ কিন্তু বনি-ইসরাইলদের
মণ্ডলীর প্রতি যেন গজব নেমে না আসে, সেজন্য
সাক্ষ্যের শরীয়ত-তাঁবুর চারদিকে লেবীয়েরা
শিবির স্থাপন করবে এবং লেবীয়েরা সাক্ষ্যের
শরীয়ত-তাঁবুর প্রতি তাদের কর্তব্য পালন
করবে।
৫৪ বনি-ইসরাইলরা তা-ই করলো; মাবুদ
মূসাকে যা যা হুকুম করেছিলেন সেই অনুসারে
তারা সমস্ত কিছুই করলো।

শিবিরে থাকা ও যাত্রা করার নিয়ম

২ ১ আর মাবুদ মূসা ও হারুনকে বললেন,
২ বনি-ইসরাইল প্রত্যেকে নিজ নিজ
পিতৃকুলের চিহ্নের সঙ্গে নিশানের কাছে শিবির
স্থাপন করবে; তারা জমায়েত-তাঁবুর অভিমুখে
চারদিকে শিবির স্থাপন করবে।
৩ পূর্ব পাশে সূর্যোদয়ের দিকে এহুদার সৈন্য
অনুসারে তাদের শিবিরের নিশান সম্বন্ধীয়
লোকেরা শিবির স্থাপন করবে এবং অম্মীনাদবের
পুত্র নহশোন এহুদা-বংশের লোকদের নেতা
হবে। ৪ তার সৈন্য, তাদের গণনা-করা লোক
চুয়াত্তর হাজার ছয় শত জন। ৫ তার পাশে
ইষাখর-বংশ শিবির স্থাপন করবে এবং সূয়ারের
পুত্র নথনেল ইষাখর-বংশের লোকদের নেতা
হবে। ৬ তার সৈন্য, তার গণনা-করা লোক চুয়ান্ন
হাজার চার শত জন। ৭ আর সবূলূন-বংশ
সেখানে থাকবে; হেলোনের পুত্র ইলীয়াব সবূলূন-
বংশের লোকদের নেতা হবে। ৮ তার সৈন্য, তার
গণনা-করা লোক সাতান্ন হাজার চার শত জন।
৯ এহুদার শিবিরের গণনা-করা লোকেরা নিজ
নিজ সৈন্য অনুসারে মোট এক লক্ষ ছিয়াশি হাজ-
ার চার শত জন। তারা সর্বপ্রথমে অগ্রসর হবে।
১০ দক্ষিণ পাশে রূবেণের সৈন্য অনুসারে
তাদের শিবিরের নিশান থাকবে এবং শদেয়ূরের
পুত্র ইলীষূর রূবেণ-বংশের লোকদের নেতা হবে।
১১ তার সৈন্য, তার গণনা-করা লোক ছেচল্লিশ
হাজার পাঁচ শত জন। ১২ তার পাশে শিমিয়োন-
বংশ শিবির স্থাপন করবে এবং সূরীশদ্দয়ের পুত্র
শলুমীয়েল শিমিয়োনের সন্তানদের নেতা হবে।
১৩ তার সৈন্য, তার গণনা-করা লোক উনষাট
হাজার তিন শত জন। ১৪ গাদ-বংশও সেখানে
থাকবে এবং দূয়েলের পুত্র ইলীয়াসফ গাদ-
বংশের লোকদের নেতা হবে। ১৫ তার সৈন্য,
তাদের গণনা-করা লোক পঁয়তাল্লিশ হাজার ছয়
শত পঞ্চাশ জন। ১৬ রূবেণের শিবিরের গণনা-
করা লোকেরা নিজ নিজ সৈন্য অনুসারে মোট
এক লক্ষ একান্ন হাজার চার শত পঞ্চাশ জন।
তারা দ্বিতীয় পর্যায়ে অগ্রসর হবে।
১৭ পরে জমায়েত-তাঁবু লেবীয়দের শিবিরের সঙ্গে
সমস্ত শিবিরের মধ্যবর্তী হয়ে অগ্রসর হবে; যারা
যেমনিভাবে শিবির স্থাপন করবে, তারা তেমনি
নিজ নিজ শ্রেণীতে নিজ নিজ নিশানের পাশে
পাশে থেকে চলবে।
১৮ পশ্চিম পাশে আফরাহীমের সৈন্য অনুসারে
তাদের শিবিরের নিশান থাকবে এবং অম্মীহূদের
পুত্র ইলীশামা আফরাহীম-বংশের লোকদের
নেতা হবে। ১৯ তার সৈন্য, তাদের গণনা-করা
লোক চল্লিশ হাজার পাঁচ শত জন। ২০ তাদের
পাশে মানশা-বংশ থাকবে এবং পদাহসূরের পুত্র
গমলীয়েল মানাশা-বংশের লোকদের নেতা
হবে। ২১ তার সৈন্য, তাদের গণনা-করা লোক
বত্রিশ হাজার দুই শত জন। ২২ আর বিন্‌ইয়ামীন-
বংশ সেখানে থাকবে এবং গিদিয়োনির পুত্র
অবীদান বিন্‌ইয়ামীন-বংশের লোকদের নেতা
হবে। ২৩ তার সৈন্য, তাদের গণনা-করা লোক
পঁয়ত্রিশ হাজার চার শত জন। ২৪ আফরাহীমের
শিবিরের গণনা-করা লোকেরা নিজ নিজ সৈন্য
অনুসারে মোট এক লক্ষ আট হাজার এক শত
জন। তারা তৃতীয় পর্যায়ে অগ্রসর হবে।
২৫ উত্তর পাশে দানের সৈন্য অনুসারে তাদের
শিবিরের নিশান থাকবে এবং অম্মীশদ্দয়ের পুত্র
অহীয়েষর দান-বংশের লোকদের নেতা হবে।

[১:৫৩] লেবীয় ১০:৬; দ্বি:বি ৯:২২।
[২:২] জবুর ৭৪:৪; ইশা ৩১:৯; ইয়ার ৪:২১।
[২:৩] হিজ ৬:২৩।
[২:৯] কাজী ১:১।
[২:১৮] পয়দা ৪৮:২০; ইয়ার ৩১:১৮-২০।
[২:২০] পয়দা ৪৮:২০।

২:৩-৮ এহুদার সৈন্য অনুসারে ... সবূলূন-বংশের। প্রথম উল্লেখ করা বংশের প্রথম উল্লেখ করা বংশগুলোর নাম রাখা হয়েছে ইয়াকুব ও লেয়ার চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ ছেলেদের নাম অনুসারে (পয়দা ২৯:৩৫; ৩০:১৬-২০)। ইয়াকুব যখন তাঁর ছেলেদের আশীর্বাদ করেন তখন এহুদাকে তার ভাইদের মধ্যে বিশেষ স্থানে রাখা হয়েছিল (পয়দা ৪৯:৮-১০)। এহুদা বংশের যোদ্ধারাই যুদ্ধের সময়ে অন্যান্য বংশের লোকদের পরিচালনা দিয়েছে।

২:১০-১৫ রূবেণের সৈন্য অনুসারে ... গাদ-বংশের লোকদের। রূবেণ ও শিমিয়োন ছিল ইয়াকুব ও লেয়ার প্রথম ও দ্বিতীয় ছেলে (পয়দা ২৯:৩১-৩৩)। তার বাবা ইয়াকুবের উপস্ত্রী বিল্‌হার সংগে ব্যভিচার করেছিল বলে রূবেণ ইয়াকুবের প্রথম সন্তানের অধিকার হারিয়ে ফেলে। দেখুন পয়দা ৩৫:২২, ৪৯:৩-৪। গাদ ছিল ইয়াকুবের সপ্তম ছেলে এবং লেয়ার বাঁদী সিল্পার গর্ভের প্রথম ছেলে (পয়দা ৩০:৯-১০)।

২:১৭ লেবীয়দের শিবিরের। ১:৪৭ আয়াতের নোট দেখুন। লেবী ছিল ইয়াকুব ও লেয়ার তৃতীয় ছেলে (পয়দা ২৯:৩৪)। লেবী-বংশ নেতা হবার অধিকার পায় কারণ লেবী হিব্বীয়দের ধ্বংস করার কাজে শিমিয়োনকে সাহায্য করেছিল (পয়দা ৩৪; ৪৯:৫-৭)। লেবীয় বংশের কতক লোক ইসরাইলদের মরু-এলাকার যাত্রাপথে পরিচালনা দিয়েছিল কারণ তারা শরীয়ত-সিন্দুক বহন করতো (১০:৩৩)।

২:১৮-২৩ আফরাহীমের সৈন্য অনুসারে ... অবীদান বিন্‌ইয়ামীন-বংশের। ইফ্রয়িম ও মানাশা ছিল ইউসুফের ছেলে। ইউসুফ ছিলেন রাহেলার গর্ভে ইয়াকুবের প্রথম ছেলে (পয়দা ৩০:২২-২৪)। বিন্‌ইয়ামীন ছিল ইয়াকুবের ছোট ছেলে (পয়দা ৩৫:১৬-১৮)।

২:২৫-৩০ দানের সৈন্য অনুসারে ... নপ্তালি-বংশের লোকদের। ইয়াকুব ও রাহেলার বাঁদী বিলহার গর্ভে জাত ইয়াকুবের ছেলে হিসাবে উত্তর দিকের শিবিরের নেতৃত্ব দেন (পয়দা ৩০:৪-৬)। নপ্তালি ছিল ইয়াকুব ও বিলহার দ্বিতীয় ছেলে (পয়দা ৩০:৭-৮), এবং আশের ছিল লেয়ার বাঁদী সিল্পার গর্ভে ইয়াকুবের দ্বিতীয়

শিবিরের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর অবস্থান

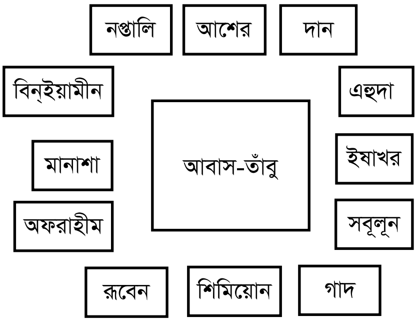

লোকদের গণনা ও সংগঠিত করা হয়: বিভিন্ন বংশের নেতাদের সাহায্যে মূসা ও হারুন ইসরাইলের বিশ বৎসর ও তার উপরের লোকদের গণনা করেন। তারা বিভিন্ন বংশের লোকদের জমায়েত-তাঁবুর চারদিকে বিশেষ ভাবে সারিবদ্ধ করেন।

সিনাই মরুভূমিতে শিবিরে ইসরাইল জাতি: মিসর থেকে বের হয়ে আসার অনেক বছর পরেও ইসরাইলরা সিনাই মরুভূমিতে ছিল। সেখানে আল্লাহ্ মূসাকে লোকদের গণনা করতে বলেন এবং তাদের বংশগুলোকে জমায়েত-তাঁবুর চারদিকে সাজাতে বলেন। লেবীয় বংশের লোকদের গোণার পরে তাদের বিশেষ দায়িত্বে নিয়োগ করার পর তাদের উৎসর্গ করা হয়। লোকেরা সিনাই এলাকা ত্যাগ করার আগে তাদের অন্যান্য আইন-কানুন দেয়া হয়। তারপরে তারা কেনান দেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়।

আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে বনি-ইসরাইলের অভিযোগ ও এর ফলাফল

আয়াত	অভিযোগ	গুনাহ্	ফলাফল
১১:১	তাদের দুঃখ-কষ্টের কারণে	তারা আল্লাহ্‌র কাছে তাদের সমস্যার সমাধানের জন্য মুনাজাত না করে আল্লাহ্‌কে অভিযুক্ত করেছিল।	তাদের শাস্তি দেবার জন্য যে আগুনের মহামারী পাঠিয়েছিল তাতে তাদের হাজার হাজার লোক মারা পরেছিল।
১১:৪	তাদের খাবারে কোন মাংস নেই বলে	তাদের যা নেই তা খাবার জন্য তারা লোভী হয়ে উঠেছিল।	আল্লাহ্ তাদের খাবারের জন্য কেয়েল পাখী পাঠালেন কিন্তু তা খেয়ে তারা মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে অনেকে মারা পড়লো।
১৪:১-৪	তাদের মরুভূমিতে থাকার কারলে ও প্রতিজ্ঞাত দেশে ভীমকায় লোক থাকাতে ভয় পেয়ে মিসরে ফিরে যেতে চেয়েছিল	তারা খোলাখুলি ভাবেই আল্লাহ্‌র বিদ্রোহী হয়েছিল ও প্রতিজ্ঞাত দেশে যাবার জন্য তাঁর পরিচালনার উপর নির্ভর করে নি।	যারা অভিযোগ করেছিল তারা সকলেই মরুভূমিতে মারা গিয়েছিল– প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশ করতে পারে নি।
১৬:৩	মূসার ও হারুনের নেতৃত্বের কারণে	তারা ক্ষমতা ও অধিকারের জন্য বেশি পরিমাণে লোভী হয়ে উঠেছিল।	কারুন, দাথন ও অবিরামের পরিবার, বন্ধু-বান্দব ও সম্পত্তি সমস্তই পৃথিবী গ্রাস করেছিল। এর পর ২৫০ জন যারা বিদ্রোহ করেছিল আগুন তাদের গ্রাস করেছিল।
১৬:৪১	মূসার ও হারুনের কারণে কারুনের ও বক্‌বক্‌কারীদের মৃত্যুর কারণে অভিযোগ	নিজেদের সমস্যার জন্য অন্যদের অভিযুক্ত করেছিল।	আল্লাহ্ তাদের মহামারি দিয়ে ধ্বংস করতে শুরু করলেন। এর পর মূসা ও হারুন তার কাফ্‌ফারা করেন তবুও ১৪৭০০ লোক মারা পড়েছিল।
২০:২, ৩	পানির অভাবের কারণে অভিযোগ	আল্লাহ্ যেমন প্রতিজ্ঞা করেছেন তেমনি যে তিনি তা তাদের জন্য করতে পারেন তা বিশ্বাস করতে অস্বীকার করেছিল।	লোকদের সঙ্গে মূসাও গুনাহ্ করেছিলেন। সেই কারণে তিনি প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশ করতে পারেন নি।
২১:৫	মূসা ও আল্লাহ্ তাদের মরুভূমিতে নিয়ে আসার কারণে	তাদের অবাধ্যতার জন্যই যে তাদের সব সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল তা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিল।	আল্লাহ্ ভীমরুল ও সাপ পাঠালেন যাতে অনেকে মারা পরলো এবং অনেক ভীষণভাবে আহত হল।

BACIB
International Bible CHURCH

২৬ তার সৈন্য, তাদের গণনা-করা লোক বাষট্টি
হাজার সাত শত জন। ২৭ তাদের পাশে আশের-
বংশ শিবির স্থাপন করবে এবং অক্রণের পুত্র
পগীয়েল আশের-বংশের লোকদের নেতা হবে।
২৮ তার সৈন্য, তাদের গণনা-করা লোক
একচল্লিশ হাজার পাঁচ শত জন। ২৯ নপ্তালি-
বংশও সেখানে থাকবে এবং ঐননের পুত্র অহীরঃ
নপ্তালি-বংশের লোকদের নেতা হবে। ৩০ তার
সৈন্য, তাদের গণনা-করা লোক তিপ্পান্ন হাজার
চার শত জন। ৩১ দানের শিবিরের গণনা-করা
লোকেরা মোট এক লক্ষ সাতান্ন হাজার ছয় শত
জন। তারা নিজ নিজ নিশান নিয়ে সবশেষে
অগ্রসর হবে।
৩২ এরা বনি-ইসরাইলদের পিতৃকুল অনুসারে
গণনা-করা লোক; সৈন্য অনুসারে শিবিরের গণনা-
করা লোক মোট ছয় লক্ষ তিন হাজার সাড়ে পাঁচ
শত। ৩৩ কিন্তু লেবীয়দের বনি-ইসরাইলদের
মধ্যে গণনা করা হল না, যেমন মাবুদ মূসাকে
হুকুম করেছিলেন। ৩৪ বনি-ইসরাইল মূসার কাছে
দেওয়া মাবুদের সমস্ত হুকুম অনুসারে কাজ
করতো, নিজ নিজ গোষ্ঠী ও পিতৃকুল অনুসারে
নিজ নিজ নিশানের কাছে শিবির স্থাপন করতো
ও যাত্রা করতো।

হযরত হারুনের সন্তানেরা

৩ ১ তুর পর্বতে যেদিন মাবুদ মূসার সঙ্গে কথা
বললেন, সেদিন হারুন ও মূসার যে বংশ-
তালিকা তা এরকম: ২ হারুনের পুত্রদের নাম
এই– তাঁর প্রথম সন্তান ছিলেন নাদব, পরে
অবীহূ, ইলিয়াসর ও ঈথামর। ৩ হারুনের এই
পুত্রেরা অভিষিক্ত ইমাম এবং পবিত্রকরণ দ্বারা
ইমামের কাজে নিযুক্ত হল। ৪ কিন্তু নাদব ও
অবীহূ সিনাই মরুভূমিতে মাবুদের উদ্দেশে নাপাক

[২:৩১] ইউসা ৬:৯।
[২:৩২] হিজ ১২:৩৭।
[৩:১] হিজ ৬:২৭; ১৯:১১।
[৩:২] হিজ ৬:২৩।
[৩:৩] হিজ ২৮:৪১; ২৯:৩০।
[৩:৪] লেবীয় ১০:১; ১০:২; ১০:৬, ১২; ১খান্দান ২৪:১।
[৩:৬] দ্বি:বি ১০:৮; ৩১:৯; ১খান্দান ১৫:২; ২খান্দান ২৯:১১।
[৩:৭] লেবীয় ৮:৩৫; শুমারী ১:৫৩; ৮:১৯।
[৩:১০] হিজ ৩০:৭।
[৩:১২] নহি ১৩:২৯; মালা ২:৪।
[৩:১২] হিজ ১৩:২।
[৩:১৩] হিজ ১৩:১২; লেবীয় ১১:৪৪।
[৩:১৪] হিজ ১৯:১।

আগুন উৎসর্গ করাতে মাবুদের সম্মুখে ইন্তেকাল
করেছিল। তাদের সন্তান ছিল না; আর
ইলিয়াসর ও ঈথামর তাদের পিতা হারুনের
সাক্ষাতে ইমামের কাজ করতো।

লেবীয়দের উপরে অর্পিত ভার

৫ আর মাবুদ মূসাকে বললেন, ৬ তুমি লেবি-
বংশকে এনে ইমাম হারুনের সম্মুখে উপস্থিত
কর; তারা তার পরিচর্যা করবে; ৭ আর শরীয়ত-
তাঁবুর সেবাকর্ম করার জন্য জমায়েত-তাঁবুর
সম্মুখে তার ও সমস্ত মণ্ডলীর প্রতি তাদের কর্তব্য
পালন করবে। ৮ আর শরীয়ত-তাঁবুর সেবাকর্ম
করার জন্য জমায়েত-তাঁবুর সমস্ত দ্রব্য ও বনি-
ইসরাইলদের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করবে।
৯ আর তুমি লেবীয়দেরকে হারুন ও তার
পুত্রদের হাতে দেবে; বনি-ইসরাইলদের পক্ষে
তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে দেওয়া হয়েছে। ১০ আর
তুমি হারুন ও তার পুত্রদের নিযুক্ত করবে এবং
তারা তাদের ইমাম-পদ রক্ষা করবে। অন্য
গোষ্ঠীভুক্ত যে কেউ এই কাজ করতে যাবে তার
প্রাণদণ্ড হবে।
১১ আর মাবুদ মূসাকে বললেন, ১২ দেখ, বনি-
ইসরাইলদের মধ্যে গর্ভ উন্মোচক সমস্ত
প্রথমজাতের পরিবর্তে আমি বনি-ইসরাইলদের
মধ্য থেকে লেবীয়দেরকে গ্রহণ করলাম; অতএব
লেবীয়েরা আমারই হবে। ১৩ কেননা প্রথমজাত
সকলে আমার; যেদিন আমি মিসর দেশে সমস্ত
প্রথমজাতকে আঘাত করি সেদিন মানুষ থেকে
পশু পর্যন্ত ইসরাইলের সমস্ত প্রথমজাতকে
আমার উদ্দেশে পবিত্র করেছি; তারা আমারই
হবে; আমি মাবুদ।

লেবীয়দের গণনা করা

১৪ আর সিনাই মরুভূমিতে মাবুদ মূসাকে

ছেলে (পয়দা ৩০:৯-১৩)।

২:৩৩ লেবীয়দের বনি-ইসরাইলদের মধ্যে গণনা করা হল না। ১:৪৭ আয়াতের নোট দেখুন।

২:৩৪ নিজ নিজ গোষ্ঠী ও পিতৃকুল। বংশ হচ্ছে অনেকগুলো পরিবারের সমষ্টি যাদের একজন অভিন্ন পিতৃপুরুষ থেকে আসা কতগুলো বংশের লোকদের সমষ্টি (যেমন– ইসরাইল জাতির এক বংশ ছিল ইয়াকুবের বারো ছেলের এক ছেলের বংশধর)।

৩:২ হারুনের পুত্রদের। ১:২-৩ আয়াতের নোট দেখুন। হারুনের সব ছেলেদের মূসা সিনাই পাহাড়ে অভিষেক করেন (হিজ ২৯:১-৩৭, ৩০:২২-৩৩, ৪০:১২-১৫, লেবীয় ৮)। “অভিষেক” করার মানে কাউকে আল্লাহ্‌র কাজের জন্য বিশেষভাবে বেছে নেয়া বা পৃথক করা। নাদব ও অবীহূকে আঘাতের দ্বারা মেরে ফেলা হয়েছিল কারণ তারা অযোগ্যভাবে উৎসর্গ-অনুষ্ঠান করেছিল (লেবীয় ১০:১-২)। আরো দেখুন লেবীয় ১০:১২, শুমারী ৬:২৩, ২৬:৬০-৬১।

৩:৬ লেবি-বংশকে। ১:৪৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৩:১০ অন্য গোষ্ঠীভুক্ত যে কেউ। আক্ষরিক অর্থে যে কেউ– যাকে এই দায়িত্ব পালন করার জন্য অনুমোদন করা হয় নি। শরীয়ত-তাঁবুতে মাবুদের সেবা-কাজ করার জন্য মাত্র অভিষিক্ত লোককেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। ১০ আয়াতের পরে হারুনের সন্তানদের মৃত্যুর বিষয়ে বলা হয়েছে। যদিও তারা অভিষিক্ত ব্যক্তি ছিলেন কিন্তু অ-অনুমোদিত জিনিষ এই সেবা কাজে ব্যবহার করাতে তাদের মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। যদি হারুনের পুত্রদেরই তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার দরুন মৃত্যুবরণ করতে হয় তবে যাদের এই কাজের জন্য অনুমোদন নেই তাদের অবস্থা কতটুকু ভয়ংকর হবে! দেখুন ৩৮; ১৮:১-৭ এবং এর নোট।

৩:১১-১৩ প্রথমজাত সকলে। প্রাচীন কালে বিভিন্ন সমাজে পরিবারে প্রথম ছেলের বিশেষ সম্মানের স্থান ছিল। ইসরাইল জাতি যখন মিসর ছেড়ে আসবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল তখন মাবুদ মূসাকে বলেছিলেন যে, তাদের প্রত্যেক পরিবারের প্রথম ছেলেকে ও পশু পালের প্রথমজাত পশুকে উৎসর্গ করতে হবে, অর্থাৎ মাবুদের সম্মান ও সেবার জন্য তাদের পৃথক করে রাখতে হবে (হিজ ১৩:১-২, ১১-১৬; আরো দেখুন লেবীয় ২৭:২৬)। ৩:৪০-৪১ আয়াতের নোট দেখুন। এখানে দেখা যায় যে, লেবীয় ছেলেদের প্রথম স্থানে নেয়া হচ্ছে এবং এভাবে পরিবারগুলো তাদের প্রথম ছেলেদের দিয়ে দেবার দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাচ্ছে।

৩:১৫-২০ তুমি লেবীয়দেরকে ... মহলি ও মূশি। লেবীয়দের বিশেষ দায়িত্ব ছিল বলে তাদের আলাদাভাবে গণনা করা

BACIB International Bible CHURCH

বললেন, ১৫ তুমি লেবীয়দেরকে তাদের পিতৃকুল
অনুসারে ও গোষ্ঠী অনুসারে গণনা কর; এক মাস
ও তার চেয়েও বেশি বয়স্ক সমস্ত পুরুষকেই
গণনা কর। ১৬ তখন মূসা যেমন হুকুম পেলেন,
তেমনি মাবুদের হুকুম অনুসারে তাদেরকে গণনা
করলেন। ১৭ লেবির সন্তানদের নাম গের্শোন,
কহাৎ ও মরারি। ১৮ নিজ নিজ গোষ্ঠী অনুসারে
গের্শোনের সন্তানদের নাম লিব্‌নি ও শিমিয়ি।
১৯ আর নিজ নিজ গোষ্ঠী অনুসারে কহাতীয়দের
নাম অম্রাম, যিষ্‌হর, হেবরন ও উষীয়েল।
২০ এবং নিজ নিজ গোষ্ঠী অনুসারে মরারির
সন্তানদের নাম মহলি ও মূশি। এরা সকলে নিজ
নিজ পিতৃকুল অনুসারে লেবীয়দের গোষ্ঠী।

২১ গের্শোন থেকে লিব্‌নি-গোষ্ঠী ও শিমিয়ি-
গোষ্ঠী ও উৎপন্ন হল; এরা গের্শোনীয়দের গোষ্ঠী।
২২ এক মাস ও তার চেয়েও বেশি বয়স্ক সমস্ত
পুরুষকে গণনা করলে এদের গণনা-করা লোক
সংখ্যায় সাত হাজার পাঁচ শত জন হল।
২৩ গের্শোনীয়দের গোষ্ঠীগুলো পশ্চিম দিকে
শরীয়ত-তাঁবুর পশ্চাদ্ভাগে শিবির স্থাপন করতো।
২৪ লায়েলের পুত্র ইলীয়াসফ গের্শোনীয়দের
পিতৃকুলের নেতা ছিলেন। ২৫ জমায়েত-তাঁবুর এ
সব গের্শোনের সন্তানদের দায়িত্বের মধ্যে রইল–
শরীয়ত-তাঁবু, তাঁবু, তাঁবুর আবরণ, ২৬ জমায়েত-
তাঁবুর দ্বারের পর্দা, প্রাঙ্গণের পর্দা, শরীয়ত-তাঁবুর
ও কোরবানগাহের চারদিকের প্রাঙ্গণ-দ্বারের পর্দা
এবং সমস্ত সেবাকাজের জন্য দড়ি।

২৭ কহাৎ থেকে অম্রামীয় গোষ্ঠী, যিষ্‌হরীয়
গোষ্ঠী, হেবরনীয় গোষ্ঠী ও উষীয়েলীয় গোষ্ঠী
উৎপন্ন হল; এরা কহাতীয়দের গোষ্ঠী। ২৮ এক
মাস ও তার চেয়েও বেশি বয়স্ক সমস্ত পুরুষের
সংখ্যা অনুসারে এরা আট হাজার ছয় শত জন,
এরা পবিত্র স্থানের রক্ষক। ২৯ কহাতীয়দের সমস্ত
গোষ্ঠী দক্ষিণ দিকে শরীয়ত-তাঁবুর পাশে
সন্নিবেশিত হত। ৩০ আর উষীয়েলের পুত্র
ইলীষাফণ কহাতীয় গোষ্ঠীগুলোর পিতৃকুলের
নেতা ছিলেন। ৩১ আর এসব তাদের দায়িত্বের
মধ্যে রইল– সিন্দুক, টেবিল, প্রদীপ-আসন,
দু'টি কোরবানগাহ্‌, পবিত্র স্থানের পরিচর্যার
সমস্ত পাত্র, পর্দা ও তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত সেবাকর্ম।
৩২ ইমাম হারুনের পুত্র ইলিয়াসর লেবীয়দের
নেতৃবর্গের নেতা হয়ে পবিত্র স্থানের প্রতি কর্তব্য
পালনকারীদের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন।

৩৩ মরারি থেকে মহলীয় গোষ্ঠী ও মূশীয় গোষ্ঠী
উৎপন্ন হল; এরা মরারীয়দের গোষ্ঠী। ৩৪ এক
মাস ও তার চেয়েও বেশি বয়সের সমস্ত পুরুষ
গণনা করলে তাদের সংখ্যা হল ছয় হাজার দুই
শত। ৩৫ আর অবীহয়িলের পুত্র সূরীয়েল মরারি-
গোষ্ঠীগুলোর পিতৃ-কুলের নেতা ছিলেন; তারা
শরীয়ত-তাঁবুর উত্তর দিকে সমবেত হত।
৩৬ আর মরারীয়রা শরীয়ত-তাঁবুর তক্তা, অর্গল,
স্তম্ভ, চুঙ্গি ও তার সমস্ত দ্রব্য এবং তৎসম্বন্ধীয়
সমস্ত সেবাকর্ম, ৩৭ আর প্রাঙ্গণের চারপাশের স্তম্ভ
-গুলো ও তাদের চুঙ্গি, গোঁজ ও দড়ি এগুলো
রক্ষা করবার কাজে নিযুক্ত হল।

৩৮ আর জমায়েত-তাঁবুর সম্মুখে পূর্ব পাশে,
সূর্যোদয়ের দিকে, মূসা, হারুন ও তাঁর পুত্রদের
শিবির স্থাপন করতে বলা হয়েছিল; তাঁরা বনি-
ইসরাইলদের জন্য পবিত্রস্থানে যে পরিচর্যা হত
তার দায়িত্ব পালন করতেন; কিন্তু অন্য
গোষ্ঠীভুক্ত যে কোন ব্যক্তি তার কাছে গেলে,
তাকে হত্যা করা হত।

৩৯ মূসা ও হারুন মাবুদের হুকুম অনুসারে
লেবীয়দেরকে নিজ নিজ গোষ্ঠী অনুসারে গণনা
করলে তাদের গণনা-করা এক মাস ও তার
চেয়েও বেশি বয়স্ক পুরুষ মোট বাইশ হাজার
জন হল।

প্রথমজাতদের মুক্তির মূল্য

৪০ আর মাবুদ মূসাকে বললেন, তুমি বনি-
ইসরাইলদের মধ্যে এক মাস ও তার চেয়েও

[৩:১৭] পয়দা ২৯:৩৪; ৪৬:১১; ১খান্দান ১৫:৪; ২৩:৬; ২খান্দান ২৯:১২।
[৩:১৮] হিজ ৬:১৭।
[৩:১৯] হিজ ৬:১৮।
[৩:২০] পয়দা ৪৬:১১।
[৩:২১] পয়দা ৪৬:১১; হিজ ৬:১৭।
[৩:২৫] হিজ ২৫:৯; শুমারী ৭:১।
[৩:২৬] হিজ ২৭:৯।
[৩:২৭] পয়দা ৪৬:১১; হিজ ৬:১৮।
[৩:২৮] হিজ ২৫:৮; ৩০:১৩; ২খান্দান ৩০:১৯; জবুর ১৫:১; ২০:২; ইহি ৪৪:২৭।
[৩:৩০] হিজ ৬:২২।
[৩:৩১] হিজ ২৫:১০-২২; দ্বি:বি ১০:১-৮; ২খান্দান ৫:২; ইয়ার ৩:১৬।
[৩:৩২] হিজ ৬:২৩।
[৩:৩২] শুমারী ৪:১৯; ১৮:৩।
[৩:৩৩] হিজ ৬:১৯।
[৩:৩৬] হিজ ২৬:১৫-২৫; ৩৫:২০-২৯।
[৩:৩৭] হিজ ২৭:১০-১৭।
[৩:৩৮] ১খান্দান ৯:২৭; ২৩:৩২।

হয়েছিল। তাদের পরিবারে একমাস বয়সের থেকে ছেলেদের গণনা করা হয়; কিন্তু অন্যান্যদের বেলায় বিশ বছর ও তার উপরের পুরুষদের গণনা করা হয়েছিল (১:২০-৪৬; আরো দেখুন ৪:৩৪-৪৯)। তিন ছেলের বংশধরদের মধ্যে তাদের কাজ ভাগ করে দেয়া হয় (দেখুন, ৩:২১-৩১, ৪:১-৩৩)। যারা লেবীর ছেলে হারুনের বংশধর ছিল তারাই আসলে জমায়েত-তাঁবুর মধ্যে ইমামের কাজ করতো (৩:৩২)।

৩:২১ গের্শোন ... গের্শোনীয়দের গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীগুলো জমায়েত-তাঁবুর বিপরীত দিকে পশ্চিম পাশে শিবির স্থাপন করে। তাদের দায়িত্ব ছিল মহাপবিত্র স্থানের পর্দা ছাড়া জমায়েত-তাঁবু ও তার সকল পর্দা খাটানো ও তা সময়মত খুলে নেয়া (৩:৩১; আরো দেখুন হিজরত ২৬ এর নোট)।

৩:২৭ কহাৎ। কহাতের বংশধরেরা জমায়েত-তাঁবুর দক্ষিণ পাশে অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশেষ স্থানে শিবির স্থাপন করে। কহাতীয়রা জমায়েত-তাঁবুর পবিত্র আসবাব-পত্র দেখশুনা করতো (হিজ ২৫:১০-৪০ ও ৩০:১-১০ দেখুন)। ঐ সমস্ত পবিত্র আসবাব-পত্র ধরা ও দেখার অধিকার তাদের ছিল না, তাই তাদের কাজ করার আগে ইমামেরা ঐগুলো ঢেকে দিত। (৪:৪-১২)। তার পরেই তারা ঐগুলো ধরে ধরে অন্য জায়গায় দিয়ে যেতে পারত।

৩:৩২ লেবীয়দের নেতৃবর্গের নেতা। হারুন ও তার ছেলেরা ছিলেন লেবীয় বংশের নেতা। তারা ইসরাইলের ইমামের কাজ করতেন। তারা আরো দেখতেন অন্যরা তাদের দায়িত্ব ঠিকমত পালন করে কিনা। তাদের শিবির ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে, জমায়েত-তাঁবুর পূর্বপাশে দরজার কাছে।

৩:৩৩ মরারি। এই গোষ্ঠীর লোকেরা জমায়েত-তাঁবুর উত্তর পাশে শিবির স্থাপন করেছিল। তাদের কাজ ছিল যে কাঠামোর উপরে তাঁবু খাটানো হতো তা সাজানো ও দরকার মত খুলে নেয়া (হিজ ২৬:১৫-৩০)। তারা ঐ কাঠামোর বিভিন্ন অংশ একস্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়েও যেত।

৩:৩৯ বাইশ হাজার জন। ৩:২২,২৮ ও ৩৪ আয়াতে দেওয়া সব বংশের লোকদের সংখ্যা হচ্ছে বাইশ হাজার তিন শত।

৩:৪০-৪১ প্রথমজাত সমস্ত পুরুষকে ... পরিবর্তে লেবীয়দেরকে। ৩:১১-১৩ আয়াতের নোট দেখুন। ধর্মীয়

BACIB
International Bible
CHURCH

বেশি বয়স্ক প্রথমজাত সমস্ত পুরুষকে গণনা কর
ও তাদের নামের সংখ্যা গ্রহণ কর। ৪১ আমি
মাবুদ, আমারই অধিকারার্থে তুমি বনি-
ইসরাইলদের সমস্ত প্রথমজাতের পরিবর্তে
লেবীয়দেরকে এবং বনি-ইসরাইলদের সমস্ত
প্রথমজাত পশুর পরিবর্তে লেবীয়দের পশুধন
গ্রহণ কর; ৪২ তাতে মূসা মাবুদের হুকুম অনুসারে
বনি-ইসরাইলদের সমস্ত প্রথমজাতকে গণনা
করলেন; ৪৩ তাদের মধ্যে এক মাস ও তার
চেয়েও বেশি বয়স্ক সমস্ত প্রথমজাত পুরুষের নাম
তালিকাভুক্ত করা হল যাদের সংখ্যা বাইশ হাজার
দুই শত তেয়াত্তর জন।
৪৪ আর মাবুদ মূসাকে বললেন, ৪৫ তুমি বনি-
ইসরাইলদের সমস্ত প্রথমজাতের পরিবর্তে
লেবীয়দের ও তাদের পশুধনের পরিবর্তে
লেবীয়দের পশুধন গ্রহণ কর; লেবীয়েরা আমারই
হবে; ৪৬ আমি মাবুদ; আর বনি-ইসরাইলদের
প্রথমজাতদের মধ্যে লেবীয়দের সংখ্যার
অতিরিক্ত যে দুই শত তিয়াত্তরজন মুক্তিযোগ্য
লোক, ৪৭ তাদের একেক জনের জন্য পবিত্র
স্থানের শেকল অনুসারে পাঁচ পাঁচ শেকল নেবে;
বিশ গেরাতে এক শেকল হয়। ৪৮ আর তাদের
সংখ্যার অতিরিক্ত সেই মুক্তিযোগ্য লোকদের মূল্য
তুমি হারুন ও তার পুত্রদের দেবে। ৪৯ তাতে
লেবীয়দের দ্বারা মুক্ত লোক ছাড়া যারা অবশিষ্ট
থাকলো, তাদের মুক্তির মূল্য মূসা নিলেন।
৫০ তিনি বনি-ইসরাইলদের প্রথমজাত লোক
থেকে পবিত্র স্থানের শেকলের পরিমাণে এক
হাজার তিন শত পঁয়ষট্টি (শেকল) রূপা নিলেন,
৫১ মাবুদের কালাম অনুসারে মূসা সেই মুক্ত
লোকদের রূপা নিয়ে হারুন ও তার পুত্রদেরকে
দিলেন; যেমন মাবুদ মূসাকে হুকুম দিয়েছিলেন।

কহাতীয়দের দায়িত্ব-কর্তব্য

৪ ১ আর মাবুদ মূসা ও হারুনকে বললেন,
২ তোমরা লেবির সন্তানদের মধ্যে নিজ
নিজ গোষ্ঠী ও পিতৃকুল অনুসারে কহাতীয়-
দেরকে, ৩ ত্রিশ বছর বয়স্ক থেকে পঞ্চাশ বছর
বয়স্ক পর্যন্ত যত লোক জমায়েত-তাঁবুতে
কর্মচারীদের শ্রেণীভুক্ত হয়, তাদেরকে গণনা
কর।
৪ জমায়েত-তাঁবুতে কহাতীয়দের সেবাকর্ম মহা-
পবিত্র স্থান (সংক্রান্ত)।
৫ যখন শিবিরের লোকেরা অগ্রসর হবে, তখন
হারুন ও তার পুত্ররা ভেতরে যাবে এবং
ব্যবধানের পর্দা নামিয়ে তা দ্বারা শরীয়ত-সিন্দুক
ঢাকবে, ৬ তার উপরে শুশুকের চামড়ার আচ্ছাদন
দেবে ও তার উপরে সম্পূর্ণ নীল রংয়ের এক
কাপড় পাতবে এবং তার বহন-দণ্ড পরাবে।
৭ আর দর্শন রুটির টেবিলের উপরে এক নীল
রংয়ের কাপড় পাতবে ও তার উপরে থালা,
চামচ, সেঁকপাত্র ও পেয় উৎসর্গের সমস্ত জগ
রাখবে এবং প্রতিদিন তার উপরে রুটি থাকবে।
৮ সেই সবের উপরে তারা একটি লাল রংয়ের
কাপড় পাতবে এবং শুশুকের চামড়ার আচ্ছাদন
দিয়ে তা ঢাকবে এবং তার বহন দণ্ড পরাবে।
৯ আর একটি নীল রংয়ের কাপড় নিয়ে প্রদীপ-
আসন ও তার সমস্ত দীপ, চিমটা এবং গুল্‌তরাশ
ও সেসব কিছুর পরিচর্যার সমস্ত তৈলপাত্র
আচ্ছাদন করবে। ১০ আর তা ও তৎসংক্রান্ত
সমস্ত পাত্র শুশুকের চামড়ার একটি আচ্ছাদনে
রেখে দণ্ডের উপরে রাখবে। ১১ পরে তারা
সোনার ধূপগাহ্‌র উপরে নীল রংয়ের কাপড়

[৩:৪১] লেবীয় ১১:৪৪।
[৩:৪৫] লেবীয় ১১:৪৪।
[৩:৪৬] হিজ ১৩:১৩।
[৩:৪৭] লেবীয় ২৭:৬।
[৪:২] হিজ ৩০:১২।
[৪:৩] ১খান্দান ২৩:৩,২৪, ২৭; উজা ৩:৮।
[৪:৫] হিজ ২৬:৩১, ৩৩; ১খান্দান ২৩:২৬।
[৪:৬] হিজ ২৫:১৩-১৫; ১বাদশা ৮:৭; ২খান্দান ৫:৮।
[৪:৭] হিজ ৩৯:৩৬; লেবীয় ২৪:৬; ইয়ার ৫২:১৯।
[৪:৮] হিজ ২৬:২৬-২৮।
[৪:৯] হিজ ২৫:৩৮।
[৪:১১] হিজ ৩০:১,৪।

অনুষ্ঠানের বিষয়ে লেবীয়দের বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে আল্লাহ্‌ অন্যান্য বংশের পরিবারগুলোর প্রথম ছেলেদের জমায়েত-তাঁবুতে মাবুদের সেবার জন্য উৎসর্গ করা থেকে মুক্ত করে দিলেন। লেবীয়দের সংখ্যা (২২,০০০; দেখুন ৩:৩৯) যেহেতু ইসরাইলের সব প্রথম ছেলেদের সংখ্যার (২২,২৭৩; দেখুন ৩:৪৩) সমান ছেলেরা, তাই ঐ বাকী ঐ দুইশ তেয়াত্তর জনের মূল্য দিতে হয়েছিল (লেবীয় ২৭:১-৭)। ঐ সময় ইসরাইলের মধ্যে মুদ্রা বা কাগজের নোট ব্যবহার শুরু হয় নি। শেখেল নামের (এক আউন্সের পাঁচ ভাগের একভাগ) নামের রূপার টুকরা দিয়ে মূল্য পরিশোধের কাজ চলতো।

৪:৩ ত্রিশ বছর বয়স্ক থেকে পঞ্চাশ বছর বয়স্ক। তৃতীয় অধ্যায়ে সমস্ত পুরুষ শিশু যাদের বয়স এক মাসের বেশি তাদের গণনার রেকর্ড রয়েছে। চার অধ্যায়ে সেই সমস্ত লেবীয়দের গণনা করা হয়েছে যারা শরীয়ত-তাঁবুর সেবা-কাজ করবে। লেবীদের মধ্যে ২২০০ পুরুষ ছিল এবং তাদের মধ্য থেকে ৮৫৮০ জন্য এই সেবা-কাজের জন্য নির্ধারিত ছিল (৪৮ আয়াত)। ৮:২ আয়াত থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে, যে বয়সে তারা এই সেবা কাজ শুরু করতেন তা ছিল ২৫ বছর। হতে পারে প্রথম পাঁচ বছর তারা সহকারী হিসাবে কাজ করতেন।

৪:৪ কহাতীয়দের। ৩:২৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৪:৬-৭ বহন-দণ্ড পরাবে ... দর্শন রুটির টেবিলের। কহাতীয়রা কাঠের তৈরি ডাণ্ডার উপরে পবিত্র জিনিষ বহন করতো। ঐ ডাণ্ডাগুলো কাঠের তৈরি ডাণ্ডার উপরে পবিত্র জিনিষ বহন করতো। ঐ ডাণ্ডাগুলো ছিল সোনায় মুড়ানো। পবিত্র জিনিষের পাতায় লাগানো সোনার কড়ার মধ্যে দিয়ে ডাণ্ডা ঢুকিয়ে তা বহন করতো (হিজ ২৫:১২-১৪)। দর্শন-রুটি মাবুদের জন্য উৎসর্গ করা হতো ও তা ছিল জমায়েত-তাঁবুতে মাবুদের উপস্থিতির চিহ্ন।

প্রতি বিশ্রামবারে প্রত্যেক বংশের নামে দর্শন-রুটি রাখার টেবিলের উপরে এক টুকরা রুটি রাখা হতো (লেবীয় ২৪:৪-৯)। শিটিম কাঠ দিয়ে তৈরি ও সোনা দিয়ে মুড়ানো ঐ টেবিলের হয়তো চারপাশ কিছুটা উঁচু ছিল।

৪:৯-১১ প্রদীপ-আসন ... সোনার ধূপগাহ্‌র উপরে। বাতিদানটা (হিজ ২৫:৩১-৪০ দেখুন) ছিল খাঁটি সোনার। তার ছিল সাতটি শাখা, এবং প্রত্যেক শাখার মাথায় একটা করে গোলাকার বাতি। বাতির শিখা ছিল আল্লাহ্‌র গৌরবের প্রতীক (হিজ ২৯:৪৩)। ঐ বাতি জ্বালানো হতো খাঁটি জলপাইয়ের তেল দিয়ে। জমায়েত-তাঁবুর মধ্যের পবিত্র স্থানে রাখা ধূপগাহ্‌ ছিল শিটিম কাঠের তৈরি ও তা সোনা দিয়ে মোড়ানো (হিজ ৩০:১-১০ দেখুন)। ধূপ তৈরি হতো লাক্ষা, মশলা ও লবণ দিয়ে। ঐ সব মিশিয়ে পোড়ালে সুন্দর একটা গন্ধ তৈরি হয়। তা থেকে যে ধূয়া বের হয় সেই ধূয়াকে আল্লাহ্‌র কাছে উৎসর্গ

পেতে তার উপরে শুশুকের চামড়ার আচ্ছাদন
দেবে এবং তার বহন-দণ্ড পরাবে। [১২] আর তারা
পবিত্র স্থানের পরিচর্যার সমস্ত পাত্র নিয়ে নীল
রংয়ের কাপড়ের মধ্যে রাখবে এবং শুশুকের
চামড়া দিয়ে তা ঢেকে দণ্ডের উপরে রাখবে।
[১৩] আর কোরবানগাহ্‌ থেকে ভস্ম ফেলে তার
উপরে বেগুনী রংয়ের কাপড় পাতবে। [১৪] আর
তার উপরে তার পরিচর্যার সমস্ত পাত্র,
অঙ্গারদানী, ত্রিশূল, হাতা ও বাটি, কোরবানগাহ্‌র
সমস্ত পাত্র রাখবে; আর তারা তার উপরে
শুশুকের চামড়ার আচ্ছাদন দেবে এবং তার বহন
-দণ্ড পরাবে। [১৫] এভাবে শিবিরের অগ্রসর হবার
সময়ে হারুন ও তার পুত্ররা পবিত্র স্থান ও পবিত্র
স্থানের সমস্ত পাত্রের আচ্ছাদন সমাপ্ত করার পর
কহাতীয়রা তা বহন করতে আসবে; কিন্তু তারা
পবিত্র বস্তু স্পর্শ করবে না, পাছে তাদের মৃত্যু
হয়। এসব জমায়েত-তাঁবুতে কহাতীয়দের
বহনীয় হবে।
[১৬] আর প্রদীপের জন্য তেল ও ধূপের জন্য
সুগন্ধি দ্রব্য, প্রতিদিনের শস্য-উৎসর্গ ও
অভিষেকের তেলের তত্ত্বাবধান, সমস্ত শরীয়ত-
তাঁবু এবং যা কিছু তার মধ্যে আছে, পবিত্র স্থান
ও তার দ্রব্যগুলোর তত্ত্বাবধান করা হারুনের পুত্র
ইমাম ইলিয়াসরের কাজ হবে।
[১৭] আর মাবুদ মূসা ও হারুনকে বললেন,
[১৮] তোমরা লেবীয়দের মধ্য থেকে কহাতীয়
গোষ্ঠীগুলোর বংশকে উচ্ছেদ করো না। [১৯] কিন্তু
যখন তারা অতি পবিত্র বস্তুর কাছে যায়, তখন
তারা যেন বেঁচে থাকে, মারা না পড়ে, সেজন্য
তোমরা তাদের প্রতি এরকম করো; হারুন ও
তার পুত্ররা ভিতরে গিয়ে ওদের প্রত্যেকজনকে
নিজ নিজ সেবাকর্মে ও ভার বহনে নিযুক্ত করবে।
[২০] কিন্তু ওরা এক নিমিষের জন্যও পবিত্র বস্তু
দেখতে ভিতরে যাবে না, গেলে মারা পড়বে।

গের্শোনীয়রা ও মরারিয়রা

[২১] আর মাবুদ মূসাকে বললেন, [২২] তুমি
গের্শোনীয়দের পিতৃকুল ও গোষ্ঠী অনুসারে
তাদের সংখ্যা গ্রহণ কর। [২৩] ত্রিশ বছর বয়স্ক
থেকে পঞ্চাশ বছর বয়স্ক পর্যন্ত যারা জমায়েত-
তাঁবুতে সেবাকর্ম করার জন্য শ্রেণীভুক্ত হয়,
তাদের গণনা কর। [২৪] সেবা-কর্ম ও ভার বহনের
মধ্যে গের্শোনীয় গোষ্ঠীগুলোর সেবাকর্ম এরকম:
[২৫] তারা শরীয়ত-তাঁবুর সমস্ত পর্দা এবং
জমায়েত-তাঁবু, তাঁবুর আবরণ, তার উপরিস্থ
শুশুকের চামড়ার ছাদ, [২৬] জমায়েত-তাঁবুর দ্বারের
আচ্ছাদনের কাপড়; প্রাঙ্গণের সমস্ত পর্দা এবং
শরীয়ত-তাঁবুর ও কোরবানগাহ্‌র চারপাশের
প্রাঙ্গণের দ্বারের আচ্ছাদনের কাপড়; তার দড়ি ও
সেবাকর্মের সমস্ত দ্রব্য বহন করবে; আর এই
সম্পর্কে আরও যা কিছু করার প্রয়োজন হয় তাও
করবে। [২৭] হারুনের ও তার পুত্রদের হুকুম
অনুসারে গের্শোনীয়রা নিজ নিজ ভার বহন ও
সেবাকর্ম সম্পর্কিত সমস্ত কাজ করবে; তোমরা
তাদের সমস্ত ভার বহনে তাদের নিযুক্ত করবে।
[২৮] জমায়েত-তাঁবুতে এ-ই গের্শোনীয়দের
গোষ্ঠীগুলোর সেবাকর্ম এবং তাদের কর্তব্য-কাজ
ইমাম হারুনের পুত্র ঈথামরের হাতে থাকবে।
[২৯] আর তুমি মরারিয়দের গোষ্ঠী ও পিতৃকুল
অনুসারে তাদেরকে গণনা কর। [৩০] ত্রিশ বছর
বয়স্ক থেকে পঞ্চাশ বছর বয়স্ক পর্যন্ত যারা
জমায়েত-তাঁবুতে সেবাকর্ম করার জন্য শ্রেণীভুক্ত
হয়, তাদেরকে গণনা কর। [৩১] আর জমায়েত-
তাঁবুতে তাদের সমস্ত সেবাকর্ম সম্পর্কিত এই
ভার তাদের বহন করতে হবে; শরীয়ত-তাঁবুর
সমস্ত তক্তা, সেই সবের অর্গল, স্তম্ভ ও চুঙ্গি এবং
[৩২] প্রাঙ্গণের চারপাশের সমস্ত স্তম্ভ, সেই সবের
চুঙ্গি, গোঁজ, দড়ি ও তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত দ্রব্য ও
কাজ। তোমরা নামে নামে তাদের বহনীয়
ভারের সমস্ত দ্রব্য গণনা করবে। [৩৩] জমায়েত-
তাঁবুতে এই মরারি সন্তানদের গোষ্ঠীগুলোর সমস্ত
সেবাকর্ম সম্পর্কিত কাজ; এটি ইমাম হারুনের
পুত্র ঈথামরের হাতে থাকবে।

লেবীয় বংশগুলোর লোকসংখ্যা গণনা

[৩৪] পরে মূসা, হারুন ও মণ্ডলীর নেতৃবর্গ,

[৪:১৩] হিজ ২৭:১-৮।
[৪:১৪] ১খান্দান ২৮:১৭; ২খান্দান ৪:১৬; ইয়ার ৫২:১৮।
[৪:১৫] হিজ ২৮:৪৩; শুমারী ১:৫১; ২শামু ৬:৬, ৭।
[৪:১৬] হিজ ২৯:৪১; লেবীয় ৬:১৪-২৩।
[৪:২০] হিজ ১৯:২১।
[৪:২৫] হিজ ২৭:১০-১৮।
[৪:২৬] হিজ ২৭:৯; শুমারী ৩:২৬।
[৪:২৮] হিজ ৬:২৩।
[৪:২৯] পয়দা ৪৬:১১; হিজ ৩০:১২।
[৪:৩৩] হিজ ৩৮:২১।

করা মুনাজাতের চিহ্ন (জবুর ১৪২:২, প্রকা ৫:৮)।
৪:১৩-১৪ কোরবানগাহ্‌ ... সমস্ত পাত্র। কোরবানী-অনুষ্ঠানের জন্য যে কোরবানগাহ্‌ তা ছিল জমায়েত-তাঁবুর দরজার পাশে বাইরে। সেটি তৈরি ছিল শিটিম কাঠ দিয়ে এবং তা ব্রোঞ্জ দিয় মোড়ানো ছিল। ব্রোঞ্জ হচ্ছে তামা ও টিন মিশিয়ে তৈরি (হিজ ২৭:১-৮ দেখুন)। কোরবানগাহের কাজের জন্য ব্যবহার করা সব জিনিষ ব্যোঞ্জের তৈরি ছিল।
৪:১৫ তারা পবিত্র বস্তু স্পর্শ করবে না। তা করলে তারা মারা পড়বে। কোরবানীর জন্য ব্যবহৃত সব জিনিষই ছিল পবিত্র। ইমামরা ছাড়া তা কেউ স্পর্শ করতে পারত না, কারণ একমাত্র তারাই ছিল আল্লাহ্‌র সামনে সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি। কোন সাধারণ মানুষ পবিত্র জিনিষ স্পর্শ করলে তাতে বিপদ হতো (দেখুন ২ শামু ৬-১৫, হিজ ১৯:১২-১৩, ২০-২৪)।
৪:১৬ প্রতিদিনের শস্য-উৎসর্গ ও অভিষেকের তেলের। মাবুদের উদ্দেশ্যে কোন জিনিস অথবা মানুষকে উৎসর্গ করা অর্থাৎ তাঁর সেবা বা সম্মানের জন্য পৃথক করে রাখা যেত। “অভিষেক করা”র অর্থও আল্লাহ্‌র সেবার জন্য পৃথক করে রাখা। তবে অভিষেক করা হতো সাধারণত বিশেষ কোন দায়িত্ব দেবার জন্য মানুষকে, যেমন ইমামদের বা বাদশাহ্‌দের। সাধারণত অভিষেকের অনুষ্ঠানে মনোনীত ব্যক্তির মাথায় তেল ঢেলে দিয়ে অভিষেক করা হতো। ঐ তেল ঢেলে দেয়াকে “তেল লেপন”ও বলে। আরো দেখুন ২৯:১-৭, লেবীয় ৮৩:১২; ১ শামু ১০:১, ১৬:১২,১৩।
৪:২০ পবিত্র বস্তু দেখতে ভিতরে যাবে না। ৪:১৫ আয়াতের নোট দেখুন।
৪:২৪-২৫ গের্শোনীয় গোষ্ঠীগুলোর ... শরীয়ত-তাঁবুর সমস্ত পর্দা। ৩:২১ আয়াতের নোট দেখুন।
৪:৩১-৩২ সমস্ত তক্তা, সেই সবের অর্গল, স্তম্ভ ও চুঙ্গি। ৩:৩৩ আয়াতের নোট দেখুন।
৪:৩৪-৪৯ তাদেরকে গণনা করলেন ... আট হাজার পাঁচ শত

কহাতীয় সন্তানদের গোষ্ঠী ৩৫ ও পিতৃকুল
অনুসারে তাদের মধ্যে ত্রিশ বছর বয়স্ক থেকে
পঞ্চাশ বছর বয়স্ক পর্যন্ত যারা জমায়েত-তাঁবুতে
সেবাকর্ম করার জন্য শ্রেণীভুক্ত হল, তাদেরকে
গণনা করলেন, ৩৬ আর তাদের গোষ্ঠী অনুসারে
গণনা-করা লোক হল দুই হাজার সাত শত
পঞ্চাশ জন। ৩৭ এরা কহাতীয় গোষ্ঠীগুলোর
গণনা-করা এবং জমায়েত-তাঁবুতে সেবাকর্মে
নিযুক্ত লোক; মূসার মধ্য দিয়ে দেওয়া মাবুদের
হুকুম অনুসারে মূসা ও হারুন এদেরকে গণনা
করলেন।
৩৮ গের্শোনীয়দের নিজ নিজ গোষ্ঠী ও পিতৃকুল
অনুসারে গণনা করা হল। ৩৯ ত্রিশ বছর বয়স্ক
থেকে পঞ্চাশ বছর বয়স্ক পর্যন্ত যারা জমায়েত-
তাঁবুতে সেবাকর্ম করার জন্য শ্রেণীভুক্ত হল,
৪০ তাদের নিজ নিজ গোষ্ঠী ও পিতৃকুল অনুসারে
গণনা করা হলে দুই হাজার ছয় শত ত্রিশ জন
হল। ৪১ এরা গের্শোনীয়দের গোষ্ঠীগুলোর গণনা-
করা এবং জমায়েত-তাঁবুতে সেবাকর্মে নিযুক্ত
লোক; মূসা ও হারুন মাবুদের হুকুম অনুসারে
এদেরকে গণনা করলেন।
৪২ মরারিয়দের নিজ নিজ গোষ্ঠী ও পিতৃকুল
অনুসারে গণনা করা হল। ৪৩ ত্রিশ বছর বয়স্ক
থেকে পঞ্চাশ বছর বয়স্ক পর্যন্ত যারা জমায়েত-
তাঁবুতে সেবাকর্মের জন্য শ্রেণীভুক্ত হল,
৪৪ তাদের নিজ নিজ গোষ্ঠী ও পিতৃকুল অনুসারে
গণনা করা হলে তিন হাজার দুই শত জন হল।
৪৫ এরা মরারিয়দের গোষ্ঠীগুলোর গণনা-করা
লোক; মূসার মধ্য দিয়ে দেওয়া মাবুদের হুকুম
অনুসারে মূসা ও হারুন এদেরকে গণনা
করলেন।
৪৬ এভাবে মূসা, হারুন ও ইসরাইলের
নেতৃবর্গরা লেবীয়দের নিজ নিজ গোষ্ঠী ও
পিতৃকুল অনুসারে গণনা করলেন। ৪৭ ত্রিশ বছর
বয়স্ক থেকে পঞ্চাশ বছর বয়স্ক পর্যন্ত যারা
জমায়েত-তাঁবুতে সেবাকর্ম ও ভার বহনের কাজ
করতে প্রবেশ করতো, ৪৮ তাদের গণনা করলে

[৪:৩৮] পয়দা ৪৬:১১;

[৫:২]
[৫:২] লেবীয় ১৫:২; লেবীয় ১৩:২; শুমারী ৯:৬-১০; মথি ৯:২০।
[৫:৩] হিজ ২৯:৪৫; লেবীয় ২৬:১২; ২করি ৬:১৬।
[৫:৬] লেবীয় ৫:১৪-৬:৭; লেবীয় ৬:২।
[৫:৭] লেবীয় ৫:৫; লেবীয় ৫:১৬; লূক ১৯:৮।
[৫:৮] লেবীয় ৫:১৫; লেবীয় ৬:৬, ৭।
[৫:৯] লেবীয় ৬:১৭।
[৫:১০] লেবীয় ৭:২৯-৩৪।

পর তারা সংখ্যায় আট হাজার পাঁচ শত আশী
জন হল। ৪৯ মাবুদের হুকুম অনুসারেই মূসা
তাদের প্রত্যেক জনকে নিজ নিজ সেবাকর্ম ও
ভার বহন অনুসারে গণনা করলেন; এভাবে
মূসার কাছে দেওয়া মাবুদের হুকুম অনুসারেই
তিনি তাদের গণনা করলেন।

মানুষের নাপাকীতা

৫ ১ আর মাবুদ মূসাকে বললেন, ২ তুমি বনি-
ইসরাইলকে হুকুম কর, যেন তারা প্রত্যেক
কুষ্ঠীকে, প্রত্যেক প্রমেহীকে ও মৃত লাশ স্পর্শ
করার ফলে যারা নাপাক তাদের প্রত্যেকজনকে
শিবির থেকে বের করে দেয়। ৩ তোমরা পুরুষ
ও স্ত্রীলোককে বের কর, তাদেরকে শিবির থেকে
বের কর। তাদের যে শিবিরের মধ্যে আমি বাস
করি, তারা যেন তা নাপাক না করে। ৪ তখন
বনি-ইসরাইল সেরকম কাজ করলো, তাদেরকে
শিবির থেকে বের করে দিল; মাবুদ মূসাকে
যেমন বলেছিলেন, বনি-ইসরাইল তেমনি
করলো।

গুনাহ্‌ স্বীকার ও তার পরিশোধ

৫ আর মাবুদ মূসাকে বললেন, ৬ তুমি বনি-
ইসরাইলকে বল, পুরুষ কিংবা স্ত্রী হোক, যখন
কেউ মানুষের মধ্যে প্রচলিত কোন গুনাহ্‌ করে
মাবুদের বিরুদ্ধে বিশ্বাস ভঙ্গ করে, আর সেই
প্রাণী দণ্ডনীয় হয়, ৭ তখন সে যে গুনাহ্‌ করেছে
তা স্বীকার করবে ও তার অপরাধের জন্য তার
মূল দ্রব্য ও তার পঞ্চমাংশের এক অংশ বেশি,
যার বিরুদ্ধে দোষ করেছে, তাকে দেবে। ৮ কিন্তু
যাকে দোষের ক্ষতিপূরণ দেওয়া যেতে পারে,
এমন মুক্তিকর্তা জ্ঞাতি যদি সেই ব্যক্তির না
থাকে, তবে দোষের ক্ষতিপূরণ মাবুদের উদ্দেশে
ইমামকে দিতে হবে; তা ছাড়া, যা দ্বারা তার
কাফ্‌ফারা হয়, সেই কাফ্‌ফারার ভেড়াও দিতে
হবে। ৯ আর বনি-ইসরাইল নিজেদের পবিত্র
বস্তুর মধ্যে যত উত্তোলনীয় উপহার ইমামের
কাছে আনে, সেসব তার হবে। ১০ যে পবিত্র বস্তু
যার দ্বারা নিবেদিত হয়, তা তারই হবে; কোন

আশী জন হল। লেবীয়দের প্রথম আদমশুমারীর সময় (৩:১৪-৩৯) একমাস বয়সী ও তার উপরের সকল পুরুষদের (বাইশ হাজার) গণনা করা হয়। কিন্তু এই দ্বিতীয় গণনায় তিরিশ বছর থেকে পঞ্চাশ বছর বয়সের পুরুষদের গণনা করা হয়। এই বয়সের জমায়েত-তাঁবু ও তার মধ্যের সকল জিনিষ-পত্র দেখাশুনার কথা।

৫:২-৩ কুষ্ঠীকে ... যেন তা নাপাক না করে। কিতাবুল মোকাদ্দসে কুষ্ঠরোগ বলতে আমরা যাতে হ্যান্‌সের ডিসিস (অর্থাৎ আমরা কুষ্ঠরোগ বলতে আসলে যাকে বুঝে থাকি) ছাড়াও অনেক রকমের চর্মরোগ বুঝানো হয়েছে (লেবীয় ১৩) পুরাতন নিয়মে "পাক-পবিত্র ও নাপাক" বলতে যে কোন বিষয় যার দ্বারা কোন ব্যক্তি, পশু বা জিনিষ আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণের যোগ্য বা অযোগ্য হওয়াকে বুঝায়। দেহের যে কোন স্রাব বলতে রক্ত (এর মধ্যে স্ত্রীলোকের মাসিকের রক্ত বা বাচ্চা প্রসবের পরে যে রক্ত স্রাব হয় তা সহ), বীর্য বা কোন ঘা বা ফোঁড়া থেকে পূজঁকে বুঝায় (দেখুন লেবীয় ১২, ১৫, ১৭:১০-১৪)। মানুষের মৃতদেহ স্পর্শ করা বা কোন কোন মৃত পশুর দেহ স্পর্শ করার ফলে মানুষ ধর্মীয় অর্থে নাপাক হতো (লেবীয় ১১:৩৫, ৩৯, ৪০; ২১:১-২১)।

৫:৬-৮ কোন গুনাহ্‌ করে ... সেই কাফ্‌ফারার ভেড়াও দিতে হবে। গুনাহ্‌ হল আল্লাহ্‌র কাছ থেকে দূর হয়ে আসা ও তাঁর হুকুম পালন না করা। এখানে কোন প্রতিবেশীকে কোনভাবে ঠকানোর কথা বলা হয়েছে (লেবীয় ৬:১-৭)। গুনাহের অপরাধ -বোধ দূর করার জন্য সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ সহ আরো শতকরা কুড়ি টাকা (অর্থ) দিতে হতো। এর সঙ্গে ইমামকে দিয়ে একটা কোরবানীও করতে হতো।

৫:৯-১০ পবিত্র বস্তুর মধ্যে যত উত্তোলনীয় উপহার ইমামের কাছে আনে। জমায়েত-তাঁবুর রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য লোকেরা যা দান করবে তা সব ইমামদের কাছে দিতে হবে। ইমামরা আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি। এখানে কোরবানীর জিনিষ দ্বারা জমায়েত-

ব্যক্তি যে কোন বস্তু ইমামকে দেয়, তা তার
হবে।

বিপথগামিনী স্ত্রীর বিষয়

১১ আর মাবুদ মূসাকে বললেন, ১২ তুমি বনি-
ইসরাইলকে বল, কোন ব্যক্তির স্ত্রী যদি
বিপথগামিনী হয়ে তার বিরুদ্ধে সত্য লঙ্ঘন করে,
১৩ সে যদি স্বামীর দৃষ্টির অগোচরে কোন পুরুষের
সঙ্গে জেনা করে গোপনে নাপাক হয় ও তার
বিপক্ষে কোন সাক্ষী না থাকে ও সে ধরা না
পড়ে; ১৪ এবং স্ত্রী নাপাক হলে স্বামী যদি
অন্তর্জ্বালাজনক রূহের আবেশে তার প্রতি ক্রুদ্ধ
হয়; অথবা স্ত্রী নাপাক না হলেও যদি সে বিদ্বেষ
রূহের আবেশে তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়; ১৫ তবে সেই
স্বামী তার স্ত্রীকে ইমামের কাছে আনবে এবং তার
জন্য তার উপহার, অর্থাৎ এক ঐফার দশ ভাগের
এক ভাগ যবের সুজি আনবে, কিন্তু তার উপরে
তেল ঢালবে না ও কুন্দুরু দেবে না; কেননা তা
অন্তর্জ্বালার শস্য-উৎসর্গ, স্মরণ করার শস্য-
উৎসর্গ, যা দ্বারা অপরাধ স্মরণ হয়।
১৬ পরে ইমাম সেই স্ত্রীকে নিয়ে মাবুদের
সম্মুখে উপস্থিত করবে। ১৭ আর ইমাম মাটির
পাত্রে পবিত্র পানি রেখে শরীয়ত-তাঁবুর মেঝের
কিঞ্চিৎ ধূলি নিয়ে সেই পানিতে দেবে। ১৮ পরে
ইমাম ঐ স্ত্রীকে মাবুদের সম্মুখে উপস্থিত করবে
ও তার মাথার চুল খুলে দিয়ে ঐ স্মরণ করার
শস্য-উৎসর্গ, অর্থাৎ অন্তর্জ্বালার শস্য-উৎসর্গ,
তার হাতে দেবে এবং ইমামের হাতে
বদদোয়াজনক তিক্ত পানি থাকবে। ১৯ আর ইমাম
ঐ স্ত্রীকে শপথ করিয়ে বলবে, কোন পুরুষ যদি
তোমার সঙ্গে জেনা না করে থাকে এবং তুমি
তোমার স্বামীর অধীন থেকে থাক ও বিপথে গিয়ে
যদি নাপাক কাজ না করে থাক, তবে এই
বদদোয়াজনক তিক্ত পানি তোমাতে নিষ্ফল
হোক। ২০ কিন্তু তুমি তোমার স্বামীর অধীন হয়েও
যদি বিপথে গিয়ে থাক, যদি নাপাক কাজ করে
থাক ও তোমার স্বামী ভিন্ন অন্য কোন পুরুষ যদি

[৫:১২] হিজ ২০:১৪।
[৫:১৩] হিজ ২০:১৪;
[৫:১৪] মেসাল ৬:৩৪; ২৭:৪; সোলায় ৮:৬।
[৫:১৫] হিজ ১৬:৩৬; লেবীয় ৬:২০; ইহি ২১:২৩; ২৯:১৬।
[৫:১৮] লেবীয় ১০:৬; ১করি ১১:৬।
[৫:২১] ইউসা ৬:২৬; ১শামু ১৪:২৪; নহি ১০:২৯।
[৫:২২] দ্বি:বি ২৭:১৫; জবুর ১০৯:১৮।
[৫:২৩] ইয়ার ৪৫:১।
[৫:২৫] লেবীয় ৮:২৭।
[৫:২৬] লেবীয় ২:২।
[৫:২৭] ইশা ৪৩:২৮; ৬৫:১৫; ইয়ার ২৬:৬; ২৯:১৮; ৪২:১৮; ৪৪:১২, ২২; জাকা ৮:১৩।
[৫:৩১] লেবীয় ৫:১;
[৬:২] পয়দা ২৮:২০; প্রেরিত ২১:২৩।

তোমার সঙ্গে জেনা করে থাকে– ২১ তবে ইমাম
বদদোয়াপূর্ণ কসম দিয়ে সেই স্ত্রীকে শপথ
করাবে ও ইমাম সেই স্ত্রীকে বলবে– মাবুদ
তোমার স্ত্রী-অঙ্গ অকেজো করবেন ও তোমার
উদর ফুলে উঠে তোমার লোকদের মধ্যে
তোমাকে বদদোয়ার ও কসমের পাত্রে পরিণত
করবেন; ২২ আর এই বদদোয়াযুক্ত পানি তোমার
উদরে প্রবেশ করে তোমার উদর স্ফীত ও স্ত্রী-
অঙ্গ অকেজো হবে। তখন সেই স্ত্রী বলবে,
“আমিন, আমিন”।
২৩ আর ইমাম সেই বদদোয়ার কথা কিতাবে
লিখে ঐ তিক্ত পানিতে ধুয়ে ফেলবে। ২৪ পরে
সেই বদদোয়ার তিক্ত পানি ঐ স্ত্রীকে পান
করাবে; তাতে সেই বদদোয়ার পানি তিক্তরূপে
তার মধ্যে প্রবেশ করবে। ২৫ আর ইমাম ঐ স্ত্রীর
হাত থেকে সেই অন্তর্জ্বালার শস্য-উৎসর্গ নেবে
এবং সেই খাবার উপহার মাবুদের সম্মুখে দুলিয়ে
কোরবানগাহ্‌র উপরে উপস্থিত করবে। ২৬ ইমাম
তা স্মরণ করার জন্য সেই শস্য-উৎসর্গের এক
মুষ্টি নিয়ে কোরবানগাহ্‌র উপরে পুড়িয়ে ফেলবে,
তারপর ঐ স্ত্রীকে সেই পানি পান করাবে।
২৭ আর সেই স্ত্রীকে পানি পান করালে সে যদি
তার স্বামীর বিরুদ্ধে বিশ্বাস ভঙ্গ করে করে
নাপাক হয়ে থাকে, তবে সেই বদদোয়াযুক্ত পানি
তার মধ্যে তিক্তরূপে প্রবেশ করবে এবং তার
উদর ফুলে উঠবে ও স্ত্রী-অঙ্গ অকেজো হয়ে
পড়বে; এভাবে সেই স্ত্রী তার স্বজাতির মধ্যে
বদদোয়ার পাত্রী হবে। ২৮ আর যদি সেই স্ত্রী
নাপাক না হয়ে পাক থাকে, তবে সে মুক্ত হবে
ও গর্ভধারণ করবে।
২৯ এটি অন্তর্জ্বালা বিষয়ক ব্যবস্থা; স্ত্রীলোক
স্বামীর অধীন হয়েও বিপথে গিয়ে নাপাক হলে,
৩০ কিংবা স্বামী বিদ্বেষপূর্ণ রূহের আবেশে তার
স্ত্রীর প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ হলে সে সেই স্ত্রীকে
মাবুদের সম্মুখে উপস্থিত করবে এবং ইমাম সেই
বিষয়ে এ সব ব্যবস্থা পালন করবে। ৩১ তাতে

তাঁবুতে আনা, অথচ কোরবানগাহে রাখা হবে না এমন জিনিষ যেমন শস্য (লেবীয় ২:১-৩), মাংস (লেবীয় ৭:৭-১০), বা শস্যের কোন কোন পবিত্র জিনিষ কোন কোন বিশেষ ইমামের জন্য হতে পারে, আবার কোন কোন জিনিষ সব ইমামের জন্য হতে পারবে।

৫:১৩ তার বিপক্ষে কোন সাক্ষী না থাকে। মূসার আইন-কানুন অনুসারে কাউকে কোন বিষয়ে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য দু'জন সাক্ষীর সাক্ষ্যের প্রয়োজন (দ্বি:বি: ১৭:৬, ১৯:১৫)। কোন স্ত্রীলোকের ব্যভিচার যদি সাক্ষীদের দ্বারা প্রমাণিত হয় তাহলে স্বাভাবিক ভাবে বিচারে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হতে পারত (লেবীয় ২০:১০)। তবে এখানে স্ত্রীর স্বামী তার স্ত্রীকে ব্যভিচারের বিষয়ে সন্দেহ করছে, আর তার কোন প্রমাণ নেই বলে তার শাস্তি মৃত্যু দণ্ড হবে না।

৫:১৫ যবের সুজি আনবে। যব খুব সস্তা শস্য ছিল তা সাধারণত পশুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হতো। তবে অভাবের সময় তা দিয়ে রুটি বানিয়ে মানুষ খেত। অন্যান্য উৎসর্গের জন্য ভাল গমের ময়দা ব্যবহার করা হতো (লেবীয় ২:১, ৬:১৪-১৫)।

৫:১৭ মাটির পাত্রে পবিত্র পানি রেখে। জমায়েত-তাঁবুর দরজা ও কোরবানগাহের মাঝখানে রাখা ব্রোঞ্জের গামলা থেকে ঐ পবিত্র পানি নেয়া হতো (হিজ ৩০:১৮-২১)। পানির জন্য একটা মাটির পাত্র ব্যবহার করা হতো এবং তা ভেঙ্গে ফেলা হতো কারণ ঐ পানির মধ্যে অভিশাপ মিশে যেত বলে মনে করা হতো যার ফলে মাটির পাত্রটিও অভিশপ্ত হয়ে যেত (৫:২৩)।

৫:২৩ বদদোয়ার কথা ... তিক্ত পানিতে মুছে ফেলবে। ইমাম সম্ভবত কোন চামড়ার উপরে ঐ অভিশাপগুলো এমন জিনিষ দিয়ে লিখতেন যা সেই পানিতে ধুয়ে যেত।

৫:৩১ তাতে স্বামী অপরাধ থেকে মুক্ত হবে। স্ত্রীকে অভিযুক্ত করার অধিকার স্বামীর ছিল। কিন্তু স্বামীকে কোন সাক্ষী না

স্বামী অপরাধ থেকে মুক্ত হবে এবং সেই স্ত্রী তার
অপরাধ বহন করবে।

নাসরীয়দের ব্যবস্থা

৬ ১ আর মাবুদ মূসাকে বললেন, ২ তুমি বনি-
ইসরাইলকে বল, কোন পুরুষ কিংবা
স্ত্রীলোক মাবুদের উদ্দেশে পৃথকীকৃত হবার জন্য
যখন বিশেষ ব্রত, নাসরীয় ব্রত পালন করবে,
৩ তখন সে আঙ্গুর-রস ও সুরা থেকে পৃথক
থাকবে, আঙ্গুর-রসের সিরকা বা সুরার সিরকা
পান করবে না এবং আঙ্গুর ফল থেকে উৎপন্ন
কোন পানীয় পান করবে না, আর কাঁচা বা
শুক্‌নো আঙ্গুর ফল খাবে না। ৪ তার পৃথক
থাকবার সমস্ত কাল সে আঙ্গুর ফল দিয়ে, এর
বীজ কিম্বা খোসা দিয়ে তৈরি কিছুই খাবে না।
৫ তার পৃথক নাসরীয়-ব্রতের সমস্ত কাল তার
মাথায় ক্ষুর স্পর্শ করা চলবে না; মাবুদের
উদ্দেশে তার পৃথক থাকবার দিন-সংখ্যা যতদিন
সম্পূর্ণ না হয়, ততদিন সে পবিত্র থাকবে, সে
তার মাথার চুল বৃদ্ধি পেতে দেবে।
৬ যতদিন সে মাবুদের উদ্দেশে পৃথক থাকে,
ততদিন কোন মৃত লাশের কাছে যাবে না।
৭ যদিও তার পিতা কিংবা মা কিংবা ভাই কিংবা
বোন মারা যায়, তবুও সে তাদের জন্য নিজেকে
নাপাক করবে না; কেননা তার মাথায় আল্লাহ্‌র
উদ্দেশে নাসরীয় ব্রতের চিহ্ন আছে। ৮ তার পৃথক
থাকবার সমস্ত কাল সে মাবুদের উদ্দেশে পবিত্র।
৯ আর যদি কোন মানুষ হঠাৎ তার কাছে মারা
যাওয়াতে সে তার পৃথক থাকবার চিহ্নবিশিষ্ট
মাথা নাপাক করে, তবে সে পাক-পবিত্র হবার
দিনে তার মাথা মুণ্ডন করবে, সপ্তম দিনে তা
মুণ্ডন করবে। ১০ আর অষ্টম দিনে সে দু'টি ঘুঘু
কিংবা দু'টি কবুতরের বাচ্চা জমায়েত-তাঁবুর
দ্বারে ইমামের কাছে আনবে। ১১ ইমাম তাদের
একটি গুনাহ্‌র জন্য, অন্যটি পোড়ানো-
কোরবানীর জন্য নিবেদন করে মৃত লাশের দরুন
তার কৃত গুনাহ্‌র জন্য কাফ্‌ফারা দেবে; আর
সেই দিনে তাকে পবিত্র করবে। ১২ আবার সে
তার পৃথক্ থাকবার দিনগুলোতে মাবুদের
উদ্দেশে পৃথক থাকবে এবং দোষ-কোরবানী
হিসেবে এক বছরের একটি ভেড়ার বাচ্চা
আনবে। আর তার পৃথক হয়ে থাকবার দিনগুলো
নাপাক হওয়াতে তার পূর্বগত সমস্ত দিন নিরর্থক
হবে।
১৩ আর নাসরীয় ব্রতের ব্যবস্থা এই– তার পৃথক
থাকবার দিন সম্পূর্ণ হলে পর তাকে জমায়েত-
তাঁবুর দ্বারে আনা হবে। ১৪ পরে সে মাবুদের
উদ্দেশে তার উপহার কোরবানী করবে;
পোড়ানো-কোরবানীর জন্য এক বছর বয়েসী
নিখুঁত এক ভেড়ার বাচ্চা ও গুনাহ্-কোরবানীর
জন্য এক বছরের নিখুঁত একটি ভেড়ীর বাচ্চা ও
মঙ্গল-কোরবানী জন্য নিখুঁত একটি ভেড়া,
১৫ আর এক ঝুড়ি খামিহীন রুটি, তেল মিশানো
মিহি সুজির পিঠা, খামিহীন তৈলাক্ত সরু চাকলী
ও তার উপযুক্ত শস্য-উৎসর্গ এবং পেয় উৎসর্গ
ইত্যাদি আনবে। ১৬ আর ইমাম মাবুদের সম্মুখে
এসব উপস্থিত করে তার গুনাহ্-কোরবানী ও
পোড়ানো-কোরবানী দেবে। ১৭ পরে খামিহীন
রুটির ঝুড়ির সঙ্গে মঙ্গল-কোরবানীর ভেড়া

[৬:২] কাজী ১৩:৫; ১৬:১৭।
[৬:৩] মেসাল ১০:২৬; লূক ১:১৫।
[৬:৫] ইশা ৭:২০; ইহি ৫:১।
[৬:৬] লেবীয় ২১:১-৩; শুমারী ১৯:১১-২২।
[৬:৭] শুমারী ৯:৬।
[৬:৯] লেবীয় ১৪:৯।
[৬:১০] লেবীয় ৫:৭; লেবীয় ১৪:১০।
[৬:১১] পয়দা ৮:২০; হিজ ৩০:১০।
[৬:১২] লেবীয় ৫:১৫; লেবীয় ১২:৬।
[৬:১৩] লেবীয় ১৪:১১; প্রেরিত ২১:২৬।
[৬:১৪] হিজ ১২:৫; লেবীয় ৪:৩; ১৪:১০।
[৬:১৫] পয়দা ৩৫:১৪; হিজ ২৯:২।
[৬:১৬] লেবীয় ১:৩।
[৬:১৭] হিজ ২৯:৪১; লেবীয় ২৩:১৩।

থাকলে ব্যভিচারের অভিযোগে স্ত্রী অভিযুক্ত করতে পারবে বলে ঐ রকম কোন আইন ছিল না (৫:১২-১৪)।

৬:২ নাসরীয়। একটা হিব্রু শব্দ থেকে "নাসরীয়" কথাটা এসছে যে শব্দের অর্থ "পৃথক করা"। নাসরীয়রা ইমাম ছিল না। তারা আল্লাহ্‌র কাছে নিবেদিত ছিল এবং তারা পবিত্র জীবন যাপন করতো ও আল্লাহ্‌র সেবায় কাজ করতো। তাদের এই রকম জীবনের জন্যই তাদের অন্যান্য লোকদের থেকে ভিন্ন ধরনের লোক হিসাবে মনে করা হতো। তারা মদ পান করতো না, চুল কাটত না। তারা বিশ্বাস করতো যে, তাদের চুলও আল্লাহ্‌র কাছে উৎসর্গ করা। (কাজী ১৬:৪-৩১ এ শামাউনের কাহিনী দেখুন)। আরো দেখুন কাজী ১৩:২-১৪, লূক ১:১৫।

৬:৪ আঙ্গুর ফল থেকে উৎপন্ন কোন পানীয়। শুধু মাত্র গেঁজানো আঙ্গুর রস তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল না কিন্তু এর বীজ, চামড়াও নিষিদ্ধ ছিল। যখন কোন লোক নাসরীয় ব্রত পালন করতো তখন তার জীবনের তিনটি বিষয় নিয়ন্ত্রণ করতে হতো: (১) খাবার, (২) তার বাহ্যিক চেহারা এবং (৩) যাদের সঙ্গে মেলামেশা করবে। সমস্ত বনি-ইসরাইলদের জন্যই এই সব বিষয় প্রয়োজনীয় ছিল কিন্তু বিশেষ করে নাসরীয়কে এই তিনটি বিষয় খুব সচেতন ভাবে মেনে চলতে হতো।

৬:৫ ক্ষুর স্পর্শ করা চলবে না। দেখুন কাজী ১৩:৫ এবং নোট। অস্বাভাবিক বড় চুল একজন নাসরীয়কে শারীরিকভাবে দেখিয়ে দিত যে, প্রভুর জন্য সে এক বিশেষ ব্রত গ্রহণ করেছে। দেখুন লেবীয় ২১:৫। তাদেরকে অবশ্যই পবিত্র থাকতে হতো। দেখুন হিজরত ৩:৫ এর নোট।

৬:৬ কোন মৃত লাশের কাছে যাবে না। দেখুন ৫:২ আয়াতের নোট। একজন নাসরীয়ের জন্য কোন মৃত লাশের কাছে যাওয়া নিষেধ ছিল, এমন কি সে যদি তার পরিবারের কোন আপনজনও হয় (৭)।

৬:৯-১২ নাপাক করে ... দোষ-কোরবানী হিসেবে। যদি কোন পুরুষ কি স্ত্রী কোন নাসরীয় যদি কোন মৃতদেহ স্পর্শ করে তাহলে তাকে একটা পাক-পবিত্রকরণের অনুষ্ঠান পালন করতে হবে। তার মাথার চুল কামিয়ে ফলতে হবে ও তাকে কোরবানী দিতে হবে (৮:৮ আয়াতের নোট দেখুন) এবং পোড়ানো-কোরবানীও দিতে হবে (লেবীয় ১:১-৩, ও ৭:১২-৮৩ আয়াতের নোট দেখুন)। এমন কি ইমামরাও মৃতদেহের স্পর্শে নাপাক হলে এই রকম বড় আকারের পাক-পবিত্রকরণের অনুষ্ঠান পালন করতে হতো না।

৬:১৪-১৫ নিখুঁত এক ভেড়ার বাচ্চা ... খামিহীন রুটি। কোরবানী করার জন্য যে কোন পশুকে খুঁতহীন ও সম্পূর্ণ সুস্থ্য হতে হতো (লেবীয় ২২:২১-২৪) ও আল্লাহ্‌র আশীর্বাদের জন্য যে কোরবানী করা হতো তাকে বলা হতো "মঙ্গল-কোরবানী"। তার একটা প্রধান উদ্দেশ্যে ছিল মাবুদের আশীর্বাদ চাওয়া। খামি হচ্ছে এক প্রকার ছত্রাক জাতীয় পদার্থ যা রুটি বানানোর জন্য ময়দার তালকে ফুলে উঠতে সাহায্য করে। যে রুটিতে খামি দেয়া হয় না তা হয় পাতলা ও চ্যাপ্টা এবং তাকে চাপাটি বা ময়ান দেয়া পিঠা বলা হয়। লেবীয় ২:১-১৭ দেখুন।

মাবুদের উদ্দেশে কোরবানী করবে এবং ইমাম
এর সঙ্গে শস্য-উৎসর্গ ও পেয় উৎসর্গ নিবেদন
করবে। ১৮ পরে নাসরীয় জমায়েত-তাঁবুর দ্বারে
তার পৃথক থাকবার চিহ্নস্বরূপ মাথা মুণ্ডন করবে
ও তার পৃথক থাকবার চিহ্ন যে মাথার চুল, তা
নিয়ে মঙ্গল-কোরবানীর নিচে থাকা আগুনে
রাখবে। ১৯ আর নাসরীয় ব্রতধারীর মাথা মুণ্ডনের
পরে ইমাম ঐ ভেড়ার সিদ্ধ কাঁধ ও ঝুড়ি থেকে
খামিহীন একখানি পিঠা ও একখানি খামিহীন
চাপাটি নিয়ে তার হাতে দেবে। ২০ আর ইমাম
সেসব দোলনীয় নৈবেদ্য-কোরবানী জন্য মাবুদের
সম্মুখে দোলাবে; তাতে দোলনীয় বুকের গোশ্‌ত
ও উত্তোলনীয় জঙ্ঘা সহ তা ইমামের জন্য পবিত্র
হবে; তারপর নাসরীয় ব্যক্তি আঙ্গুর-রস পান
করতে পারবে।
২১ নাসরীয় ব্রতধারীকে এই নিয়ম পালন
করতে হবে। পৃথক থাকবার দিনগুলোর জন্য
মাবুদকে তার নির্দিষ্ট উপহার দিতে হবে।
এছাড়া, তার সংস্থান অনুসারে সে আরও যা কিছু
দিতে মানত করেছে তা দিতে হবে।

ইমামের দোয়া

২২ মাবুদ মূসাকে বললেন, ২৩ তুমি হারুন ও
তার পুত্রদেরকে বল; তোমরা বনি-ইসরাইলকে
এরকম দোয়া করে তাদের বলবে, ২৪ মাবুদ
তোমাকে দোয়া করুন ও তোমাকে রক্ষা করুন;
২৫ মাবুদ তোমার প্রতি নিজের মুখ উজ্জ্বল
করুন ও তোমাকে অনুগ্রহ করুন; ২৬ মাবুদ
তোমার প্রতি নিজের মুখ তুলুন ও তোমাকে শান্তি
দান করুন।
২৭ এভাবে তারা বনি-ইসরাইলদের উপরে
আমার নাম স্থাপন করবে; আর আমি তাদেরকে
দোয়া করবো।

পিতৃকুলপতিদের উপহার

৭ ১ যেদিন মূসা শরীয়ত-তাঁবু স্থাপন সমাপ্ত
করলেন এবং তা অভিষেক ও পাক-পবিত্র
করলেন, আর তার সঙ্গেকার সমস্ত জিনিস এবং
কোরবানগাহ্‌ ও তৎসংক্রান্ত সমস্ত পাত্র অভিষেক

[৬:১৮] প্রেরিত ২১:২৪।
[৬:১৯] লেবীয় ৭:১২।
[৬:২০] লেবীয় ৭:৩০; হেদা ৯:৭।
[৬:২৩] দ্বি:বি ২১:৫; ১খান্দান ২৩:১৩।
[৬:২৪] জবুর ১৭:৮; ২৮:৯; ১২৮:৫।
[৬:২৫] পয়দা ৪৩:২৯; আইউ ২৯:২৪; জবুর ৪:৬।
[৬:২৬] জবুর ৪:৮; ৩৭; ১২৭:২; ইশা ১৪:৭; ইয়ার ৩৩:৬; ইউ ১৪:২৭।
[৬:২৭] নিহি ৯:১০; ইয়ার ২৫:২৯; ইহি ৩৬:২৩ ঘঁসনবৎং ৭।
[৭:১] হিজ ৩০:২৬; হিজ ৪০:১৭; ২খান্দান ৭:৯।
[৭:৩] পয়দা ৪৫:১৯; ১শামু ৬:৭-১৪; ১খান্দান ১৩:৭;
[৭:৯] শুমারী ৪:৪; ৪:১৫।
[৭:১০] হিজ ২৯:৩৬; ২খান্দান ৭:৯।
[৭:১২] শুমারী ১:৭।
[৭:১৩] হিজ ৩০:১৩; লেবীয় ২৭:৩-৭; শুমারী ৬:১৫; ১৫:৪।
[৭:১৪] ১বাদশা ৭:৫০; ২বাদশাহ্‌ ২৫:১৪; ২খান্দান ৪:২২; ২৪:১৪।
[৭:১৫] হিজ ২৪:৫;

ও পবিত্র করলেন, ২ সেদিন ইসরাইলের নেতৃ
বর্গ, পিতৃকুলপতিবর্গ উপহার আনলেন, এঁরা
সমস্ত বংশের নেতা, এঁরা গণনা করা লোকদের
জন্য নিযুক্ত ছিলেন। ৩ তাঁরা মাবুদের উদ্দেশে
উপহার হিসেবে ছয়টি আচ্ছাদিত গরুর গাড়ি ও
বারটি বলদ, দু'জন নেতার জন্য একটি ঘোড়ার
গাড়ি ও প্রত্যেক জনের জন্য একটি করে বলদ
এনে শরীয়ত-তাঁবুর সম্মুখে উপস্থিত করলেন।
৪ তখন মাবুদ মূসাকে বললেন, ৫ তুমি তাদের
থেকে সেগুলো গ্রহণ কর। সেগুলো জমায়েত-
তাঁবুর সেবাকর্ম করার জন্য গ্রহণ করা হবে, আর
তুমি সেসব লেবীয়দেরকে দেবে; একেক জনকে
নিজ নিজ সেবাকর্ম অনুসারে দেবে। ৬ পরে মূসা
সেসব ঘোড়ার গাড়ি ও বলদ গ্রহণ করে
লেবীয়দেরকে দিলেন। ৭ গের্শোনীয়দেরকে
তাদের সেবা-কর্ম অনুসারে দু'টি গরুর গাড়ি ও
চারটি বলদ, ৮ এবং মরারীয়দেরকে তাদের সেবা
-কর্ম অনুসারে চারটি গরুর গাড়ি ও আটটি বলদ
দিয়ে ইমাম হারুনের পুত্র ঈথামরের হাতে
দিলেন। ৯ কিন্তু কহাতীয়দেরকে কিছুই দিলেন
না, কেননা পবিত্র স্থানের সেবাকর্মের ভার
তাদের উপরে ছিল; তারা কাঁধে করে ভার বহন
করতো।
১০ পরে কোরবানগাহ্‌র অভিষেক-দিনে নেতৃবর্গ
কোরবানগাহ্‌ প্রতিষ্ঠার উপহার আনলেন; ফলত
সেই নেতৃবর্গ কোরবানগাহ্‌র সম্মুখে নিজ নিজ
উপহার আনলেন। ১১ তখন মাবুদ মূসাকে
বললেন, একেক জন নেতা একেক দিন
কোরবানগাহ্‌ প্রতিষ্ঠার জন্য নিজ নিজ উপহার
আনবে।
১২ প্রথম দিনে এহুদা বংশের লোকদের নেতা
অম্মীনাদবের পুত্র নহশোন তার উপহার
আনলেন। ১৩ তার উপহার পবিত্র স্থানের শেকল
অনুসারে এক শত ত্রিশ (শেকল) পরিমাণ রূপার
একটি থালা ও সত্তর শেকল পরিমাণ রূপার
একটি বাটি, এই দু'টি পাত্র শস্য-উৎসর্গের জন্য
তেল মিশানো মিহি সুজিতে পূর্ণ; ১৪ ধূপে

৬:২৩ তোমরা বনি-ইসরাইলকে এরকম দোয়া করে। ইমামদের একটা কাজ ছিল ইসরাইলদের দোয়া করা (লেবীয় ৯:২২-২৩, দ্বি:বি: ১০:৮, ২১:৪-৫, ২ খান্দান ৩০:২৭ ও দেখুন)। ৬:২৬ আয়াতে যে শব্দটিকে “শান্তি” অনুবাদ করা হয়েছে তা হিব্রু শব্দ “সোলায়মান” থেকে এসছে, যার অর্থ সামগ্রীকে বা সব বিষয়ে কুশল বা মঙ্গল, তার মানে কেবল যুদ্ধের অনুপস্থিতিই না।

৬:২৬ শান্তি। হিব্রু ভাষায় এর জন্য ‘শালোম’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এবং এখানে এর পূর্ণ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে– যেখানে কোন যুদ্ধ নেই, কিন্তু একটি ইতিবাচক অধিকার ও সমৃদ্ধি আছে। এই রকম শান্তি মাত্র মাবুদের কাছ থেকেই আসতে পারে (দেখুন ১৪:২৭ এবং এর নোট)।

৭:২ ইসরাইলের নেতৃবর্গ ... এঁরা সমস্ত বংশের নেতা। ১:১-১৯ ও ১:৪-৫ আয়াতের নোট দেখুন।

৭:৩ গরুর গাড়ি ও বারটি বলদ। সম্ভবত দুই চাকার গাড়ি। বলদ খুব শক্তিশালী পশু এবং তাদের বড় বড় বোঝা বহন করার জন্য গাড়ি টানতে ও হাল চাষ করার জন্য ব্যবহার করা হতো।

৭:৫ জমায়েত-তাঁবুর সেবাকর্ম। এগুলোর মধ্যে ছিল শিবিরের মধ্যে জমায়েত-তাঁবুর পবিত্র জিনিষ-পত্র (৩:১৭-৩৭)।

৭:৭-৯ গের্শোনীয়দের ... কহাতীয়দের। গের্শোনীয়রা (৩:২১-২৬) ও মরারীয়রা (৩:৩৩-৩৭) গরুর গাড়ি ব্যবহার করতো শিবিরের তাঁবু ও তার কাঠামো, ইত্যাদি বহন করার জন্য। কিন্তু কহাতীয়দের (লেবীয় ৩:২৭-৩১) জমায়েত-তাঁবুর পবিত্র জিনিষ-পত্র হাতে করে নিয়ে যেতে হতো এক স্থান থেকে অন্য স্থানে। ৪:৬-৭ আয়াতের নোটও দেখুন।

৭:১০ নেতৃবর্গ। ১:১-১৯ ও ১:৪-১৫ আয়াতের নোট দেখুন।

৭:১২-৮৩ উপহার আনলেন ... পবিত্র স্থানের শেকল অনুসারে ... মঙ্গল-কোরবানীর জন্য। ঐ উপহারের মধ্যে ছিল দু'টা রূপার থালা। একটা ব্যবহার করা হতো উৎসর্গের পশুর

BACIB
International Bible
CHURCH

পরিপূর্ণ দশ (শেকল) পরিমাণ সোনার একটি
চামচ; ১৫ পোড়ানো-কোরবানীর জন্য একটি
ষাঁড়, একটি ভেড়া, এক বছর বয়সের একটি
ভেড়ার বাচ্চা; ১৬ গুনাহ্‌-কোরবানীর জন্য একটি
ছাগল; ১৭ মঙ্গল-কোরবানীর জন্য দু'টি গরু,
পাঁচটি ভেড়া, পাঁচটি ছাগল, এক বছর বয়সের
পাঁচটি ভেড়ার বাচ্চা; এসব অম্মীনাদবের পুত্র
নহশোনের উপহার।

১৮ দ্বিতীয় দিনে ইষাখরের নেতা সূয়ারের পুত্র
নথনেল উপহার আনলেন। ১৯ তিনি নিজের
উপহার হিসেবে পবিত্র স্থানের শেকল অনুসারে
একশত ত্রিশ (শেকল) পরিমাণ রূপার একটি
থালা ও সত্তর শেকল পরিমাণ রূপার একটি বাটি,
এই দু'টি পাত্র খাবার নৈবেদ্যর জন্য তেল
মিশানো মিহি সুজিতে পূর্ণ; ২০ ধূপে পরিপূর্ণ দশ
(শেকল) পরিমাণ সোনার একটি চামচ;
২১ পোড়ানো-কোরবানীর জন্য একটি ষাঁড়, একটি
ভেড়া, এক বছর বয়সের একটি ভেড়ার বাচ্চা;
২২ গুনাহ্‌-কোরবানীর জন্য একটি ছাগল; ২৩ ও
মঙ্গল-কোরবানীর জন্য দু'টি গরু, পাঁচটি ভেড়া,
পাঁচটি ছাগল, এক বছর বয়সের পাঁচটি ভেড়ার
বাচ্চা; এসব সূয়ারের পুত্র নথনেলের উপহার।

২৪ তৃতীয় দিনে সবূলূন-বংশের লোকদের
নেতা হেলোনের পুত্র ইলীয়াব উপহার আনলেন।
২৫ তাঁর উপহার পবিত্র স্থানের শেকল অনুসারে
এক শত ত্রিশ (শেকল) পরিমাণ রূপার একটি
থালা ও সত্তর শেকল পরিমাণ রূপার একটি বাটি,
এই দু'টি পাত্র শস্য-উৎসর্গের জন্য তেল মিশানো
মিহি সুজিতে পূর্ণ; ২৬ ধূপে পরিপূর্ণ দশ (শেকল)
পরিমাণ সোনার একটি চামচ; ২৭ পোড়ানো-
কোরবানীর জন্য একটি ষাঁড়, একটি ভেড়া, এক
বছরের একটি ভেড়ার বাচ্চা; ২৮ গুনাহ্‌-
কোরবানীর জন্য একটি ছাগল; ২৯ ও মঙ্গল-
কোরবানীর জন্য দু'টি গরু, পাঁচ ভেড়া, পাঁচ
ছাগল, এক বছর বয়সের পাঁচ ভেড়ার বাচ্চা; এ
সব হেলোনের পুত্র ইলীয়াবের উপহার।

৩০ চতুর্থ দিনে রূবেণ-বংশের লোকদের নেতা
শদেয়ূরের পুত্র ইলীষূর উপহার আনলেন।
৩১ তাঁর উপহার পবিত্র স্থানের শেকল অনুসারে
এক শত ত্রিশ (শেকল) পরিমাণ রূপার একটি
থালা ও সত্তর শেকল পরিমাণ রূপার একটি বাটি,
এই দু'টি পাত্র শস্য-উৎসর্গের জন্য তেল মিশানো
মিহি সুজিতে পূর্ণ; ৩২ ধূপে পরিপূর্ণ দশ (শেকল)
পরিমাণ সোনার একটি চামচ; ৩৩ পোড়ানো-
কোরবানীর জন্য একটি ষাঁড় একটি ভেড়া, এক
বছর বয়সের একটি ভেড়ার বাচ্চা; ৩৪ গুনাহ্‌-
কোরবানীর জন্য একটি ছাগল; ৩৫ ও মঙ্গল-
কোরবানীর জন্য দু'টি গরু, পাঁচটি ভেড়া, পাঁচটি
ছাগল এক বছর বয়সের পাঁচটি ভেড়ার বাচ্চা;
এসব শদেয়ূরের পুত্র ইলীষূরের উপহার।

৩৬ পঞ্চম দিনে শিমিয়োন-সন্তানদের নেতা
সূরীশদ্দয়ের পুত্র শলুমীয়েল উপহার আনলেন।
৩৭ তাঁর উপহার পবিত্র স্থানের শেকল অনুসারে
এক শত ত্রিশ (শেকল) পরিমাণ রূপার একটি
থালা ও সত্তর শেকল পরিমাণ রূপার একটি বাটি
এই দু'টি পাত্র শস্য-উৎসর্গের জন্য তেল
মিশানো মিহি সুজিতে পূর্ণ; ৩৮ ধূপে দশ
(শেকল) পরিমাণ সোনার একটি চামচ;
৩৯ পোড়ানো-কোরবানীর জন্য একটি ষাঁড়,
একটি ভেড়া, এক বছর বয়সের একটি ভেড়ার
বাচ্চা; ৪০ গুনাহ্‌-কোরবানীর জন্য একটি ছাগল;
৪১ ও মঙ্গল-কোরবানীর জন্য দু'টি গরু, পাঁচটি
ভেড়া, পাঁচটি ছাগল, এক বছরের পাঁচটি ভেড়ার
বাচ্চা; এ সব সূরীশদ্দয়ের পুত্র শলুমীয়েলের
উপহার।

৪২ ষষ্ঠ দিনে গাদ-বংশের লোকদের নেতা
দূয়েলের পুত্র ইলীয়াসফ উপহার আনলেন।
৪৩ তার উপহার পবিত্র স্থানের শেকল অনুসারে
এক শত ত্রিশ (শেকল) পরিমাণ রূপার একটি
থালা ও সত্তর শেকল পরিমাণ রূপার একটি
বাটি, এই দু'টি পাত্র শস্য-উৎসর্গের জন্য তেল
মিশানো মিহি সুজিতে পূর্ণ; ৪৪ ধূপে পরিপূর্ণ দশ
(শেকল) পরিমাণ সোনার একটি চামচ;
৪৫ পোড়ানো-কোরবানীর জন্য একটি ষাঁড়,
একটি ভেড়া, এক বছর বয়সের একটি ভেড়ার
বাচ্চা; ৪৬ গুনাহ্‌-কোরবানীর জন্য একটি ছাগল;
৪৭ ও মঙ্গল-কোরবানীর জন্য দু'টি গরু, পাঁচটি
ভেড়া, পাঁচটি ছাগল, এক বছরের পাঁচটি ভেড়ার
বাচ্চা; এসব দূয়েলের পুত্র ইলীয়াসফের
উপহার।

৪৮ সপ্তম দিনে আফরাহীম-বংশের লোকদের
নেতা অম্মীহূদের পুত্র ইলীশামা। ৪৯ তাঁর উপহার
পবিত্র স্থানের শেকল অনুসারে এক শত ত্রিশ
(শেকল) পরিমাণ রূপার একটি থালা ও সত্তর
শেকল পরিমাণ রূপার একটি বাটি, এই দু'টি
পাত্র শস্য-উৎসর্গের জন্য তেল মিশানো মিহি
সুজিতে পূর্ণ; ৫০ ধূপে পরিপূর্ণ দশ (শেকল)
পরিমাণ সোনার একটি চামচ; ৫১ পোড়ানো-
কোরবানীর জন্য একটি ষাঁড়, একটি ভেড়া, এক
বছর বয়সের একটি ভেড়ার বাচ্চা; ৫২ গুনাহ্‌-
কোরবানীর জন্য একটি ছাগল; ৫৩ মঙ্গল-
কোরবানীর জন্য দু'টি গরু, পাঁচটি ভেড়া, পাঁচটি
ছাগল, এক বছর বয়সের পাঁচটি ভেড়ার বাচ্চা;
এ সব অম্মীহূদের পুত্র ইলীশামার উপহার।

২৯:৩; লেবীয় ১:৩; শুমারী ২৮:১১।
[৭:১৬] লেবীয় ৪:৩।
[৭:১৭] লেবীয় ৩:১; শুমারী ১:৭।
[৭:১৮] শুমারী ১:৮।
[৭:২৪] শুমারী ১:৯।
[৭:৩০] শুমারী ১:৫।
[৭:৩৬] শুমারী ১:৬।
[৭:৪২] শুমারী ১:১৪।
[৭:৪৮] শুমারী ১:১০।
[৭:৫৩] শুমারী ১:১০।
[৭:৫৪] শুমারী ১:১০।

রক্ত রাখার জন্য যে রক্ত পরে কোরবানগাহের উপর ছিটিয়ে দিতে হতো (লেবীয় ১৬:১৮-১৯)। ৪:৯-১১ আয়াতের নোট দেখুন। পোড়ানো-কোরবানী করতে গিয়ে সম্পূর্ণ পশুটাকে কোরবানগাহে পুড়িয়ে দেয়া হতো। এই কোরবানীর একটা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মাবুদকে তার ঘ্রাণ দিয়ে খুশী করা। ৮:৮ ও ৬:১৪-১৫ আয়াতের নোট দেখুন।

BACIB
International Bible CHURCH

৫৪ অষ্টম দিনে মানাশা-বংশের লোকদের নেতা
পদাহসূরের পুত্র গমলীয়েল উপহার আনলেন।
৫৫ তার উপহার পবিত্র স্থানের শেকল অনুসারে
এক শত ত্রিশ (শেকল) পরিমাণ রূপার একটি
থালা ও সত্তর শেকল পরিমাণ রূপার একটি বাটি,
এই দু'টি পাত্র শস্য-উৎসর্গের জন্য তেল মিশানো
মিহি সুজিতে পূর্ণ; ৫৬ ধূপে পরিপূর্ণ দশ (শেকল)
পরিমাণ সোনার একটি চামচ; ৫৭ পোড়ানো-
কোরবানীর জন্য একটি ষাঁড়, একটি ভেড়া, এক
বছরের একটি ভেড়ার বাচ্চা; ৫৮ গুনাহ্-
কোরবানীর জন্য একটি ছাগল; ৫৯ ও মঙ্গল-
কোরবানীর জন্য দু'টি গরু, পাঁচটি ভেড়া, পাঁচটি
ছাগল, এক বছরের পাঁচটি ভেড়ার বাচ্চা; এসব
পদাহসূরের পুত্র গমলীয়েলের উপহার।
৬০ নবম দিনে বিন্‌ইয়ামীন-বংশের লোকদের
নেতা গিদিয়োনির পুত্র অবীদান উপহার
আনলেন। ৬১ তাঁর উপহার পবিত্র স্থানের শেকল
অনুসারে এক শত ত্রিশ (শেকল) পরিমাণ রূপার
একটি থালা ও সত্তর শেকল পরিমাণ রূপার
একটি বাটি, এই দু'টি পাত্র শস্য-উৎসর্গের জন্য
তেল মিশানো মিহি সুজিতে পূর্ণ; ৬২ ধূপে পরিপূর্ণ
দশ (শেকল) পরিমাণ সোনার একটি চামচ;
৬৩ পোড়ানো-কোরবানীর জন্য একটি ষাঁড়,
একটি ভেড়া, এক বছরের একটি ভেড়ার বাচ্চা;
৬৪ গুনাহ্-কোরবানীর জন্য একটি ছাগল; ৬৫ ও
মঙ্গল-কোরবানীর জন্য দু'টি গরু, পাঁচটি ভেড়া,
পাঁচটি ছাগল, এক বছরের পাঁচটি ভেড়ার বাচ্চা;
এসব গিদিয়োনির পুত্র অবীদানের উপহার।
৬৬ দশম দিনে দান-বংশের লোকদের নেতা
অম্মীশদ্দয়ের পুত্র অহীয়েষর। ৬৭ তাঁর উপহার
পবিত্র স্থানের শেকল অনুসারে এক শত ত্রিশ
(শেকল) পরিমাণ রূপার একটি থালা ও সত্তর
শেকল পরিমাণ রূপার একটি বাটি, এই দু'টি
পাত্র শস্য-উৎসর্গের জন্য তেল মিশানো মিহি
সুজিতে পূর্ণ; ৬৮ ধূপে পরিপূর্ণ দশ (শেকল)
পরিমাণ সোনার একটি চামচ; ৬৯ পোড়ানো-
কোরবানীর জন্য একটি ষাঁড়, একটি ভেড়া, এক
বছরের একটি ভেড়ার বাচ্চা; ৭০ গুনাহ্-
কোরবানীর জন্য একটি ছাগল; ৭১ ও মঙ্গল-
কোরবানীর জন্য দু'টি গরু, পাঁচটি ভেড়া, পাঁচটি
ছাগল, এক বছরের পাঁচটি ভেড়ার বাচ্চা; এসব
অম্মীশদ্দয়ের পুত্র অহীয়েষরের উপহার।
৭২ একাদশ দিনে আশের-বংশের লোকদের
নেতা অক্রণের পুত্র পগীয়েল উপহার আনলেন।
৭৩ তাঁর উপহার পবিত্র স্থানের শেকল অনুসারে
একশত ত্রিশ (শেকল) পরিমাণ রূপার একটি
থালা ও সত্তর শেকল পরিমাণ রূপার একটি
বাটি, এই দু'টি পাত্র শস্য-উৎসর্গের জন্য তেল
মিশানো মিহি সুজিতে পূর্ণ; ৭৪ ধূপে পরিপূর্ণ দশ
(শেকল) পরিমাণ সোনার একটি চামচ;
৭৫ পোড়ানো-কোরবানীর জন্য একটি ষাঁড়,
একটি ভেড়া, এক বছরের একটি ভেড়ার বাচ্চা;
৭৬ গুনাহ্-কোরবানীর জন্য একটি ছাগল; ৭৭ ও
মঙ্গল-কোরবানীর জন্য দু'টি গরু, পাঁচটি ভেড়া,
পাঁচটি ছাগল, এক বছর বয়সের পাঁচটি ভেড়ার
বাচ্চা; এ সব অক্রণের পুত্র পগীয়েলের
উপহার।
৭৮ বারো দিনের দিন নপ্তালি-বংশের লোকদের
নেতা ঐননের পুত্র অহীরঃ উপহার আনলেন।
৭৯ তাঁর উপহার পবিত্র স্থানের শেকল অনুসারে
এক শত ত্রিশ (শেকল) পরিমাণ রূপার একটি
থালা ও সত্তর শেকল পরিমাণ রূপার একটি
বাটি, এই দু'টি পাত্র শস্য-উৎসর্গের জন্য তেল
মিশানো মিহি সুজিতে পূর্ণ; ৮০ ধূপে পরিপূর্ণ দশ
(শেকল) পরিমাণ সোনার একটি চামচ;
৮১ পোড়ানো-কোরবানীর জন্য একটি ষাঁড়,
একটি ভেড়া, এক বছর বয়সের একটি ভেড়ার
বাচ্চা; ৮২ গুনাহ্-কোরবানীর জন্য একটি ছাগল;
৮৩ ও মঙ্গল-কোরবানীর জন্য দু'টি গরু, পাঁচটি
ভেড়া, পাঁচটি ছাগল, এক বছর বয়সের পাঁচটি
ভেড়ার বাচ্চা; এসব ঐননের পুত্র অহীরের
উপহার।
৮৪ কোরবানগাহ্ অভিষেকের দিনে কোরবানগাহ্
-প্রতিষ্ঠার জন্য ইসরাইলের নেতৃবর্গ এই সমস্ত
উপহার দিলেন; রূপার বারো থালা, রূপার বারো
বাটি, সোনার বারো চামচ। ৮৫ তার প্রত্যেক
থালা এক শত ত্রিশ (শেকল) এবং প্রত্যেক বাটি
সত্তর সেকল; এসব পাত্রের রূপা পবিত্র স্থানের
শেকল অনুসারে মোট দুই হাজার চার শত
(শেকল) পরিমিত। ৮৬ ধূপে পরিপূর্ণ সোনার
বারোটি চামচ, প্রত্যেক চামচ পবিত্র স্থানের
শেকল অনুসারে দশ (শেকল) পরিমিত; মোট
এসব চামচের সোনা এক শত বিশ (শেকল)
পরিমিত। ৮৭ পোড়ানো-কোরবানীর জন্য মোট
বারোটি গরু, বারোটি ভেড়া, এক বছরের
বারোটি ভেড়ার বাচ্চা ও তাদের শস্য-উৎসর্গ
এবং গুনাহ্-কোরবানীর জন্য বারোটি ছাগল।
৮৮ আর মঙ্গল-কোরবানীর জন্য মোট চব্বিশটি
গরু, ষাটটি ভেড়া, ষাটটি ছাগল, এক বছরের
ষাটটি ভেড়ার বাচ্চা; এসব কোরবানগাহ্‌র
অভিষেকের পরে কোরবানগাহ্-প্রতিষ্ঠার
উপহার।

[৭:৬০] শুমারী ১:১১।
[৭:৬৬] শুমারী ১:১২।
[৭:৭২] শুমারী ১:১৩;
[৭:৭৮] শুমারী ১:১৫।
[৭:৮৪] শুমারী ৪:১৪।
[৭:৮৮] পয়দা ৩২:১৪।
[৭:৮৯] হিজ ১৬:৩৪; শুমারী ৩:৩১; জবুর ৮০:১; ৯৯:১।

৭:৮৪-৮৮ রূপার বারো থালা, রূপার বারো বাটি, সোনার বারো চামচ। প্রত্যেক বংশের জন্য একটা করে। ৭:১২-৮৩ আয়াতের নোট (উপহার ... মঙ্গল-কোরবানীর জন্য) ও ৬:১৪-১৫ দেখুন।

৭:৮৯ সাক্ষ্য-সিন্দুকের উপরিস্থ গুনাহ্ আবরণ থেকে। এই ঢাকনাকে গুনাহ্ আবরণও বলা হয়েছে যেখানে আল্লাহ্ বলেছিলেন যে, তিনি বসে তার আশ্চর্য দয়ায় বা করুনায় লোকদের বিচার করবেন এবং তাদের কিভাবে জীবন যাপন করতে হবে সেই বিষয়েও হুকুম দেবেন (হিজ ২৫:২২)। পাখা ওয়ালা প্রাণীগুলো, যাদেরকে কারুবীগণও বলা হয়েছে, সম্ভবত

৮৯ আর মূসা যখন আল্লাহ্‌র সঙ্গে কথা বলতে
জমায়েত-তাঁবুতে প্রবেশ করতেন তখন আল্লাহ্‌
সাক্ষ্য-সিন্দুকের উপরিস্থ গুনাহ্‌ আবরণ থেকে,
সেই দুই কারুবীর মধ্য থেকে, তাঁর কণ্ঠস্বর
শুনতে পেতেন; এভাবে মাবুদ তাঁর সঙ্গে কথা
বলতেন।

প্রদীপ-আসন

৮ ১ আর মাবুদ মূসাকে বললেন, ২ তুমি
হারুনকে বল, তুমি প্রদীপগুলো জ্বালালে
সেই সাতটি প্রদীপ যেন প্রদীপ-আসনের
সম্মুখদিকে আলো দেয়। ৩ তাতে হারুন সেরকম
করলেন, প্রদীপ-আসনের সম্মুখদিকে আলো
দেবার জন্য সেসব প্রদীপ জ্বালালেন, যেমন
মাবুদ মূসাকে হুকুম করেছিলেন। ৪ ঐ প্রদীপ-
আসনের গঠন এই রকম– সেটি পিটানো সোনা
দিয়ে তৈরি; কাণ্ড থেকে পুষ্প পর্যন্ত তা পিটানো
কাজ ছিল। মাবুদ মূসাকে যে আকার
দেখিয়েছিলেন, সেই অনুসারে তিনি প্রদীপ-
আসনটি তৈরি করেছিলেন।

লেবীয়দের পাক-পবিত্রকরণ ও কার্যাবলী

৫ আর মাবুদ মূসাকে বললেন, ৬ তুমি বনি-
ইসরাইলদের মধ্য থেকে লেবীয়দেরকে নিয়ে
পাক-পবিত্র কর। ৭ তাদেরকে পাক-পবিত্র করার
জন্য এরকম কর, তাদের উপরে গুনাহ্‌ মাফের
পানি ছিটিয়ে দাও এবং তারা তাদের সারা শরীর
কামিয়ে কাপড় ধুয়ে নিয়ে নিজেদেরকে পাক-
পবিত্র করুক। ৮ পরে তারা একটি ষাঁড় ও এর
সঙ্গে তেল মিশানো মিহি সুজির শস্য-উৎসর্গ
আনয়ন করুক এবং তুমি গুনাহ্‌-কোরবানীর জন্য
আর একটি ষাঁড় নাও। ৯ আর লেবীয়দেরকে
জমায়েত-তাঁবুর সম্মুখে আন ও বনি-
ইসরাইলদের সমস্ত দলকে একত্র কর। ১০ আর
তুমি লেবীয়দেরকে মাবুদের সম্মুখে আনলে বনি-
ইসরাইল তাদের শরীরে হস্তার্পণ করুক।
১১ পরে হারুন বনি-ইসরাইলদের দোলনীয়
উপহার হিসেবে লেবীয়দেরকে মাবুদের সম্মুখে
নিবেদন করবে; তাতে তারা মাবুদের সেবাকর্মে
নিযুক্ত হবে। ১২ পরে লেবীয়েরা ঐ দু'টি ষাঁড়ের
মাথায় হাত রাখবে আর তুমি লেবীয়দের জন্য
কাফ্‌ফারা করতে মাবুদের উদ্দেশে একটি ষাঁড়
গুনাহ্‌-কোরবানী হিসেবে এবং অন্যটি পোড়ানো-
কোরবানী হিসেবে কোরবানী করবে। ১৩ আর
হারুনের ও তার পুত্রদের সম্মুখে লেবীয়দেরকে
দাঁড় করিয়ে মাবুদের উদ্দেশে দোলনীয় উপহার
হিসেবে তাদেরকে নিবেদন করবে।
১৪ এভাবে তুমি বনি-ইসরাইল থেকে
লেবীয়দেরকে পৃথক করো; তাতে লেবীয়েরা
আমারই হবে। ১৫ তারপর লেবীয়েরা জমায়েত-
তাঁবুর সেবাকর্ম করতে প্রবেশ করবে। এভাবে
তুমি তাদেরকে পাক-পবিত্র করে দোলনীয়
উপহার হিসেবে নিবেদন করবে; ১৬ কেননা
তাদের আমায় দেওয়া হয়েছে, বনি-
ইসরাইলদের মধ্য থেকে তাদেরকে আমার
উদ্দেশে দেওয়া হয়েছে; আমি যাবতীয় গর্ভ
উন্মোচকের, সমস্ত বনি-ইসরাইলের
প্রথমজাতদের পরিবর্তে তাদেরকে আমার জন্য
গ্রহণ করেছি। ১৭ কেননা মানুষ হোক কিংবা পশু
হোক, বনি-ইসরাইলদের সমস্ত প্রথমজাত
আমার; যে দিনে আমি মিসর দেশের সমস্ত
প্রথমজাতকে আঘাত করেছিলাম, সেই দিনে
আমার জন্য তাদেরকে পবিত্র করেছিলাম।
১৮ আর আমি বনি-ইসরাইলদের সমস্ত
প্রথমজাতের পরিবর্তে লেবীয়দেরকে গ্রহণ
করেছি। ১৯ আর জমায়েত-তাঁবুতে বনি-

[৮:২] হিজ ২৫:৩৭। [৮:৪] হিজ ২৫:১৮, ৩৬। [৮:৬] লেবীয় ২২:২; ইশা ১:১৬; ৫২:১১। [৮:৭] পয়দা ৩৫:২; লেবীয় ১৪:৯; শুমারী ৬:৯; দ্বিঃবি ২১:১২। [৮:৮] লেবীয় ২:১; শুমারী ১৫:৮-১০। [৮:৯] হিজ ৪০:১২; লেবীয় ৮:৩। [৮:১০] লেবীয় ৩:২; প্রেরিত ৬:৬। [৮:১১] হিজ ২৯:২৪। [৮:১২] লেবীয় ৪:৩; শুমারী ৬:১১। [৮:১৩] হিজ ২৯:২৪। [৮:১৪] শুমারী ৩:১২। [৮:১৫] হিজ ৪০:২। [৮:১৬] শুমারী ১:২০; শুমারী ৩:১২। [৮:১৭] হিজ ৪:২৩; হিজ ১৩:২; হিজ ২২:২৯। [৮:১৮] শুমারী ৩:১২। [৮:১৯] শুমারী ৩:৭, ৯; শুমারী ১৬:৪৬।

মানুষের মাথা ও সিংহের দেহ আছে মিসরের এমন স্ফিংস এর মত দেখাত (ইহি ৪১:১৮-১৯), অথবা প্রাচীন কালে মেসোপটেমিয়ায় মন্দির পাহাড়া দিত এমন মানুষের মাথা বিশিষ্ট ষাড় বা সিংহের মত দেখাত। আরো দেখুন ১ শামু ৪:৪, ২ শামু ৬:২, জবুর ৮০:১।

৮:২ সাতটি প্রদীপ। ৪:৯-১ আয়াতের নোট দেখুন। আরো দেখুন হিজ ২৫:৩১-৪০, ৩৭:১৭-২৪।

৮:৬-৭ লেবীয়দেরকে নিয়ে পাক-পবিত্র কর। জমায়ে-তাঁবুতে সেবার কাজ করার আগে লেবীয়দের (১:৪৭ আয়াতের নোট দেখুন) ধর্মীয়ভাবে পাক-পবিত্র হতে হতো ও (৫:২-৩ আয়াতের নোট দেখুন)। তাদের তা করতে হতো সেই পানি তাদের গায়ে ছিটিয়ে দিয়ে (১৯:৯, ১৭-১৯) যে পানি পবিত্র পানির মত ছিল না (৫:১৭)। তাদের শরীরের সব লোম চেছে ও কাপড়-চোপড় ধুয়ে ফেলতে হতো (দেখুন ৮:৬, ১৩:২৯-৩৪, ১৪:৮-৯, ১৬:২৩-২৮)।

৮:৮ গুনাহ্‌-কোরবানীর। আসল শস্য-উৎসর্গ ছিল ধন্যবাদ দেবার উৎসর্গ (লেবীয় ২)। আর গুনাহ্‌-কোরবানী ছিল আসলে যারা অনিচ্ছা ক্রমে ভুলবশত আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করে গুনাহের কাজ করে ফেলত তাদের ঐ গুনাহ্‌ থেকে পাক-পবিত্র করার জন্য। মহা-ইমামের মত লেবীয়দের একটা ষাড় দান করতে হতো (লেবীয় ৪:৩)।

৮:১০ তাদের শরীরে হস্তার্পণ করুক। হাত রাখার দ্বারা বিশেষ উদ্দেশ্যে পৃথক করা লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ হওয়া বুঝাতো ঠিক যেমন কোন পশু বা বস্তুর উপরে হাত রাখার দ্বারা ঐ বস্তুর সঙ্গে হাত রাখা ব্যক্তির যোগাযোগ হওয়া বুঝাতো (লেবীয় ৩:২)। তারা যে ষাড় কোরবানী করতো তার মধ্যে লোকদের গুনাহ্‌ চলে যেত।

৮:১২ গুনাহ্‌-কোরবানী হিসেবে ... কোরবানী করবে। একটা ষাড় উৎসর্গ করা হতো গুনাহ্‌-কোরবানীর জন্য (৮:৮ আয়াতের নোট দেখুন) ও অন্যটা আল্লাহ্‌কে খুশী করার জন্য সম্পূর্ণ পোড়ানো হতো আল্লাহ্‌র ধন্যবাদের চিহ্নরূপে। লেবীয় ১:১-৩ ও ৭:১২-৮৩ আয়াতের নোট দেখুন (উপহার ... উৎসর্গ)।

৮:১৪-১৫ লেবীয়দেরকে পৃথক করো ... জমায়েত-তাঁবুর সেবাকর্ম করতে প্রবেশ করবে। ৮:৬-৭ ও ৪:১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

৮:১৬ প্রথমজাতদের। ১৩:১১-১৩ ও ৩:৪০-৪১ আয়াতের নোট এবং হিজ ১৩:২ দেখুন।

৮:২১ পাক-পবিত্র করলো ও নিজ নিজ কাপড় ধুয়ে নিল... তাদের জন্য কাফ্‌ফারা করলেন। ৮:৬-৭ ও ৮:৮ আয়াতের নোট দেখুন।

ইসরাইলদের করণীয় সেবাকর্ম করতে ও বনি-
ইসরাইলদের জন্য কাফ্‌ফারা করতে
লেবীয়দেরকে বনি-ইসরাইলদের মধ্য থেকে
হারুন ও তার পুত্রদেরকে দান হিসেবে দিয়েছি,
যেন বনি-ইসরাইল পবিত্র-স্থানের নিকটবর্তী
হওয়ার ফলে বনি-ইসরাইলদের মধ্যে মহামারী
না হয়।
২০ পরে মূসা, হারুন ও বনি-ইসরাইলদের
সমস্ত দল লেবীয়দের প্রতি সেরকম করলো;
মাবুদ লেবীয়দের বিষয়ে মূসাকে যে সমস্ত হুকুম
করেছিলেন, সেই অনুসারে বনি-ইসরাইল তাদের
প্রতি করলো। ২১ ফলত লেবীয়েরা নিজেদের
পাক-পবিত্র করলো ও নিজ নিজ কাপড় ধুয়ে নিল
এবং হারুন তাদেরকে মাবুদের সাক্ষাতে
দোলনীয় উপহার হিসেবে নিবেদন করলেন, আর
হারুন তাদেরকে পাক-পবিত্র করতে তাদের জন্য
কাফ্‌ফারা করলেন। ২২ তারপর লেবীয়েরা
হারুনের সম্মুখে ও তাঁর পুত্রদের সম্মুখে নিজ
নিজ সেবাকর্ম করার জন্য জমায়েত-তাঁবুতে
প্রবেশ করতে লাগল। লেবীয়দের বিষয়ে মাবুদ
মূসাকে যেরকম হুকুম দিয়েছিলেন, সেই অনুসারে
তাদের প্রতি করা হল।
২৩ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, লেবীয়দের
বিষয়ে এই ব্যবস্থা। ২৪ পঁচিশ বছর ও তার
চেয়েও বেশি বয়স্ক লেবীয়েরা জমায়েত-তাঁবুতে
সেবাকর্ম করার জন্য শ্রেণীভুক্ত হবে; ২৫ আর
পঞ্চাশ বছর বয়স হলে সেই সেবাকর্মীরা অবসর
গ্রহণ করবে। ২৬ কর্তব্য পালনে সাহায্য করার
জন্য তারা জমায়েত-তাঁবুতে আপন আপন
ভাইদের সঙ্গে পরিচর্যা করবে, সেবাকর্ম আর
করবে না। লেবীয়দের কর্তব্যের বিষয়ে তাদের
প্রতি তুমি এরকম ব্যবস্থা করবে।

সিনাই মরুভূমিতে ঈদুল ফেসাখ পালন

৯ ১ ইসরাইল মিসর দেশ থেকে বের হওয়ার
পর দ্বিতীয় বছরের প্রথম মাসে সিনাই
মরুভূমিতে মাবুদ মূসাকে বললেন, ২ বনি-
ইসরাইল যথাসময়ে ঈদুল ফেসাখ পালন
করুক। ৩ এই মাসের চতুর্দশ দিনের সন্ধ্যাবেলা
যথাসময়ে তোমরা তা পালন করো, ঈদের সমস্ত
বিধি ও শাসন অনুসারে তা পালন করবে।
৪ তখন মূসা বনি-ইসরাইলকে ঈদুল ফেসাখ
পালন করতে হুকুম করলেন। ৫ তাতে তারা
প্রথম মাসের চতুর্দশ দিনে সন্ধ্যাবেলা সিনাই
মরুভূমিতে ঈদুল ফেসাখ পালন করলো; মাবুদ
মূসাকে যে সমস্ত হুকুম করেছিলেন, সেই
অনুসারেই বনি-ইসরাইল তা পালন করলো।
৬ কিন্তু কয়েকজন লোক একটি মানুষের মৃত
লাশ স্পর্শ করে নাপাক হওয়াতে সেদিন ঈদুল
ফেসাখ পালন করতে পারল না; অতএব তারা
সেদিন মূসা ও হারুনের সম্মুখে উপস্থিত হল।
৭ আর সেই লোকগুলো তাঁকে বললো, আমরা
একটি মৃত মানুষের লাশ স্পর্শ করে নাপাক
হয়েছি, এতে বনি-ইসরাইলদের মধ্যে যথাসময়ে
মাবুদের উদ্দেশে উপহার নিবেদন করতে কেন
দেওয়া হবে না? ৮ মূসা তাদেরকে বললেন,
তোমরা দাঁড়াও, তোমাদের বিষয়ে মাবুদ কি
হুকুম করেন, তা শুনি।
৯ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, ১০ তুমি বনি-
ইসরাইলকে বল, তোমাদের মধ্যে কিংবা
তোমাদের ভাবী সন্তানদের মধ্যে যদিও কেউ
মৃত লাশ স্পর্শ করে নাপাক হয়, কিংবা যাত্রা
পথে থাকে, তবুও সে মাবুদের উদ্দেশে ঈদুল
ফেসাখ পালন করবে। ১১ দ্বিতীয় মাসে চতুর্দশ
দিনের সন্ধ্যাবেলা তারা তা পালন করবে; তারা
খামিহীন রুটি ও তিক্ত শাকের সঙ্গে (ভেড়ার
বাচ্চা) ভোজন করবে; ১২ তারা সকাল পর্যন্ত
তার কিছুই অবশিষ্ট রাখবে না ও তার কোন
অস্থি ভাঙবে না; ঈদুল ফেসাখের সমস্ত নিয়ম
অনুযায়ী তারা তা পালন করবে। ১৩ কিন্তু যে
কেউ পাক-পবিত্র থাকে ও যাত্রা পথে না থাকে,

[৮:২১] পয়দা ৩৫:২; শুমারী ১৬:৪৭।
[৮:২৪] ১খান্দান ২৩:৩।
[৮:২৫] শুমারী ৪:৩।
[৯:১] হিজ ৪০:২; শুমারী ১:১।
[৯:২] হিজ ১২:১১।
[৯:৩] হিজ ১২:২-১১, ৪৩-৪৯; লেবীয় ২৩:৫-৮; দ্বি:বি ১৬:১-৮।
[৯:৪] হিজ ১২:১১।
[৯:৫] হিজ ১২:৬।
[৯:৬] হিজ ১৮:১৫; লেবীয় ৫:৩; ১৩:৩; লেবীয় ২১:১১; শুমারী ২৭:২।
[৯:৮] হিজ ১৮:১৫; লেবীয় ২৪:১২; শুমারী ১৫:৩৪; ২৭:৫, ২১; জবুর ৮৫:৮।
[৯:১১] হিজ ১২:৬, ৮।
[৯:১২] হিজ ১২:৪৬; ইউ ১৯:৩৬।
[৯:১৩] পয়দা ১৭:১৪।

৮:২৪-২৫ পঁচিশ বছর ও তার চেয়েও বেশি ... পঞ্চাশ বছর বয়স হলে। ৪:২-৩ এর সঙ্গে এ আয়াতগুলো তুলনা করুন। বয়সের এই বড় পার্থক্য থেকে আমরা হয়তো এটা বুঝতে পারি যে ইসরাইল জাতির ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে লেবীয় কর্মচারীদের কাজের বয়স-সীমা বিভিন্ন রকমের ছিল। লেবীয় কর্মীচারীদের সংখ্যা কম থাকায় হয়তো কোন কোন সময় বয়স কমিয়ে পঁচিশ বছর অথবা ঐ বয়স সীমা বাড়িয়ে পঞ্চাশ করে হয়তো প্রয়োজন মত কর্মী নিয়োগ করার ব্যবস্থা করা হতো। বিশেষ করে বিশেষ বিশেষ ঈদের সময় হয়তো তা করা হতো।

৯:১ প্রথম মাসে সিনাই মরুভূমিতে। ইবরানী ক্যালেণ্ডারে প্রথম মাস হচ্ছে আবীব মাস (নীসন ও বলা হয়ে থাকে)। তা মার্চ এর মাঝামাঝি থেকে এপ্রিলের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত। শুমারী কিতাবে ঘটনাবলীর আরম্ভ হয়ে ছিল দ্বিতীয় বছরের দ্বিতীয় মাসে (১:১ দেখুন)। তাই ৯:১-৫ এ একটা ঈদুল ফেসাখের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা আগেই হয়ে গিয়েছিল ১:১ আয়াতের নোট দেখুন (মিসর ও সিনাই)।

৯:২-৫ ঈদুল ফেসাখ ... এই মাসের। "ঈদুল ফেসাখ" নামটা যে হিব্রু ক্রিয়াপদের সংগে সম্পর্কযুক্ত ১২:১৩,২৩,২৭ আয়াতে কিছু "এড়িয়ে" বা "বাদ দিয়ে" যাওয়া। এই উৎসবটা পালন করা হতো ইসরাইল জাতিকে মিসরের গোলামী থেকে আল্লাহ্‌ যেভাবে উদ্ধার করেছিলেন তা স্মরণ করার জন্য। "এই মাসের" দ্বারা আবীব মাসকে বুঝায় (৯:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

৯:৬ একটি মানুষের মৃত লাশ স্পর্শ করে নাপাক হওয়াতে। ৫:২-৩ আয়াতের নোট দেখুন।

৯:১১ দ্বিতীয় মাসে। ১:১ আয়াতের নোট দেখুন। ঈদুল ফেসাখের সময় যাদের ধর্মীয় ভাবে নাপাক বলে মনে করা হতো তারা তার একমাস পরে, তাদের যখন আল্লাহ্‌র কাছে পাক-পবিত্র বলে গ্রহণযোগ্য হতো, তখন ঐ ঈদ পালন করতে পারত। আরো দেখুন ২ খান্দান ৩০:১-৪।

খামিহীন রুটি ... (ভেড়ার বাচ্চা) ভোজন করবে। প্রথম ঈদুল ফেসাখের (হিজ ১২:৮) সাথে। তেঁতো শাক মনে করিয়ে দিত মিসরে তাদের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা।

সে যদি ঈদুল ফেসাখ পালন না করে, তবে সে
নিজের লোকদের মধ্য থেকে উচ্ছিন্ন হবে; কারণ
যথাসময়ে মাবুদের উদ্দেশে উপহার না আনাতে
সে নিজের গুনাহ্‌ নিজে বহন করবে। ১৪ আর
যদি কোন বিদেশী লোক তোমাদের মধ্যে বাস
করে, আর মাবুদের উদ্দেশে ঈদুল ফেসাখ পালন
করে; তবে সে ঈদুল ফেসাখের নিয়ম ও শাসন
অনুসারে তা পালন করবে; বিদেশী বা দেশজাত
উভয়েরই জন্য তোমাদের একই নিয়ম হবে।

মেঘ ও আগুন

১৫ আর যেদিন শরীয়ত-তাঁবু স্থাপিত হল,
সেদিন মেঘ এসে শরীয়ত-তাঁবু অর্থাৎ সাক্ষ্য-তাঁবু
আচ্ছাদন করলো এবং সন্ধ্যাবেলা সেটি শরীয়ত-
তাঁবুর উপরে আগুনের আকার হয়ে রইলো এবং
তা সকাল পর্যন্ত থাকলো। ১৬ প্রতিদিন এরকম
হত; মেঘ তা আচ্ছাদন করতো, আর রাতে
আগুনের আকার দেখা যেত। ১৭ আর যে সময়ে
তাঁবুর উপর থেকে মেঘ উপরে উঠে যেত তখন
বনি-ইসরাইল যাত্রা করতো এবং মেঘ যে স্থানে
অবস্থান গ্রহণ করতো বনি-ইসরাইল সেই স্থানে
শিবির স্থাপন করতো। ১৮ মাবুদের হুকুম
অনুসারে বনি-ইসরাইল যাত্রা করতো, তাঁর হুকুম
অনুসারেই শিবির স্থাপন করতো। মেঘ যতদিন
শরীয়ত-তাঁবুর উপরে অবস্থান নিতো, ততদিন
তারা শিবিরে থাকতো। ১৯ আর মেঘ যখন
শরীয়ত-তাঁবুর উপরে দীর্ঘদিন অবস্থান করতো
তখন বনি-ইসরাইল মাবুদের হুকুম পালন করে
যাত্রা করতো না। ২০ আর মেঘ কখনও কখনও
শরীয়ত-তাঁবুর উপরে অল্পদিন অবস্থান করতো;
তখন মাবুদের হুকুমে তারা শিবিরে থাকতো,
আর তাঁর হুকুমেই যাত্রা করতো। ২১ আর কখনও
কখনও মেঘ সন্ধ্যাকাল থেকে সকাল পর্যন্ত
থাকতো; আর মেঘ খুব ভোরে উপরে উঠে গেলে
তারা যাত্রা করতো; অথবা দিন বা রাত যা-ই
হোক না কেন, মেঘ উপরে উঠে গেলেই তারা
যাত্রা করতো। ২২ দুই দিন কিংবা এক মাস
কিংবা এক বছর হোক, শরীয়ত-তাঁবুর উপরে
মেঘ যতকাল অবস্থান করতো, বনি-ইসরাইলও
ততকাল শিবিরে বাস করতো, যাত্রা করতো না;
কিন্তু তা উপরে উঠে গেলেই তারা যাত্রা
করতো। মাবুদের হুকুমেই তারা শিবিরে
থাকতো, মাবুদের হুকুমেই তারা যাত্রা করতো;
২৩ তারা মূসার মধ্য দিয়ে দেওয়া মাবুদের হুকুম
অনুসারে তাঁর হুকুম পালন করতো।

রূপার তূরী

১০ ১ মাবুদ মূসাকে বললেন, ২ তুমি দু'টি
রূপার তূরী তৈরি কর; পিটানো রূপা
দিয়ে তা তৈরি করতে হবে; তুমি তা মণ্ডলীকে
আহ্বান ও শিবির তুলে যাত্রার জন্য ব্যবহার
করবে। ৩ সেই দু'টি তূরী বাজলে সমস্ত মণ্ডলী
জমায়েত-তাঁবুর দরজার কাছে তোমার কাছে
জমায়েত হবে। ৪ কিন্তু একটি তূরী বাজালে
নেতৃবর্গ, ইসরাইলের সহস্রপতিরা, তোমার কাছে
জমায়েত হবে। ৫ তোমরা রণবাদ্য বাজালে
পূর্বদিকের শিবিরের লোকেরা শিবির ওঠাবে।
৬ তোমরা দ্বিতীয়বার রণবাদ্য বাজালে দক্ষিণ
দিকের শিবিরের লোকেরা শিবির ওঠাবে; তাদের
প্রস্থান করার জন্য রণবাদ্য বাজাতে হবে।
৭ কিন্তু সমাজের সমাগমের জন্য তূরী বাজাবার
সময়ে তোমরা রণবাদ্য বাজাবে না। ৮ হারুনের
ইমাম সন্তানগণ সেই তূরী বাজাবে, পুরুষানুক্রমে
তোমরা চিরস্থায়ী নিয়ম হিসেবে তা পালন
করবে। ৯ আর তোমাদের দেশে তোমরা যখন
আক্রমণকারী শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাবে,
সেই সময় এই তূরীতে রণবাদ্য বাজাবে; তাতে
তোমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদের সম্মুখে তোমাদেরকে

[৯:১৪] হিজ ১২:১৯, ৪৩।
[৯:১৫] হিজ ৩৮:২১।
[৯:১৫] হিজ ২৬:৩০।
[৯:১৬] হিজ ৪০:৩৮।
[৯:১৭] ১করি ১০:১।
[৯:১৮] হিজ ৪০:৩৭।
[৯:১৯] হিজ ৪০:৩৭; লেবীয় ৮:৩৫।
[১০:২] শুমারী ৩১:৬; নহি ১২:৩৫; জবুর ৪৭:৫; ৯৮:৬; ১৫০:৩; ইয়ার ৪:৫, ১৯; ৬:১; হোশেয় ৫:৮; ৮:১; যেয়েল ২:১, ১৫; আমোস ৩:৬।
[১০:২] শুমারী ৩৩:৩।
[১০:৪] হিজ ১৮:২১।
[১০:৭] ইয়ার ৪:৫; ৬:১; ইহি ৩৩:৩; যেয়েল ২:১; ১করি ১৪:৮।
[১০:৮] পয়দা ৯:১২।
[১০:৯] হিজ ৩:৯; কাজী ২:১৮; ৬:৯; ১শামু ১০:১৮; ২বাদশা ১৩:৪; জবুর ১০৬:৪২।
[১০:১০] ১শামু ২০:৫, ২৪; ২বাদশা

৯:১৪ কোন বিদেশী লোক। অর্থাৎ ইসরাইল জাতির বাইরের লোক যারা ইসরাইল জাতির মধ্যে বাস করছিল তারাও ঈদুল ফেসাখ পালন করতে পারত যদি তাদের খৎনা করানো হয়ে থাকত (হিজ ১২:৪৮-৪৯)। ঐ বিজাতীয় লোকরা যদি ঈদুল ফেসাখ পালন না করতো তা হলে তাদের জন্য কোন শাস্তি ছিল না। কিন্তু কোন ইসরাইল লোক তা পালন না করলে তার জন্য শাস্তি হতো (৯:১৩)।

৯:১৫-১৬ শরীয়ত-তাঁবু স্থাপিত হল। ১:৫২-৫৩ আয়াতের নোট দেখুন (নিশান ... জমায়েত-তাঁবু)। হিজরত ৪০:১৭ অনুসারে ঐ তাঁবু প্রথম খাটানো হয়েছিল ইসরাইল জাতির মরু-এলাকায় ভ্রমনের দ্বিতীয় বছরের প্রথম মাসের প্রথম দিনে।

৯:১৫-১৬ মেঘ ... আগুনের আকার হয়ে রইলো। কিতাবুল মোকাদ্দসে আগুনের শিখা, আগুন, ধূয়া ও মেঘকে প্রায়ই আল্লাহ্‌র উপস্থিতির চিহ্নরূপে দেখা যায় (আরো দেখুন ১৫:১৭-১৮, হিজ ৩:১-৬, ১৬:১০, ১৯:১৬-১৯, ২৪১৫-১৮, কাজী ১৩:২০, প্রকা ১:১২-১৬)। এইসব জিনিষের মধ্যে দিয়ে আল্লাহ্‌র গৌরব প্রকাশ পায় এবং তা লোকদের মনে করিয়ে দিত যে, আল্লাহ্‌ তাদের সঙ্গে সঙ্গে জমায়েত-তাঁবুতে ছিলেন। ইসরাইলের চলার পথে মেঘের সাহায্যে আল্লাহ্‌ তাদের পথ দেখিয়ে চালিয়ে নিয়ে যান (আরো দেখুন হিজ ১৩:২০-২২, ১৪:১৯-২০)।

১০:২ দু'টি রূপার তূরী। এই রূপার তূরীগুলো ছিল আমাদের সময়ের বিউগলের মত, এক ফুটের মত লম্বা। এগুলো ধর্মীয় উৎসব পালনের সময় ব্যবহার কর হতো (১০:১০, ১৯:১-৬)। লোকদের কোন নির্দিষ্ট স্থানে একত্রিত হবার জন্য (১০:৫-৮) এবং যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য আহ্বান দিতেও ব্যবহৃত হতো (১০:০)।

১০:৩ তূরী বাজলে। এটা মাত্র জমায়েত হবার জন্যই ব্যবহৃত হতো না কিন্তু এগিয়ে যাবার জন্য (৫-৬), যুদ্ধের জন্য (৯) এবং উৎসবের জন্য (১০) আহ্বান করা হতো। বাজনার ভিন্ন ভিন্ন সিগন্যাল ব্যবহার করা হতো (৭), এই বাজনা বাজাবার জন্য ইমামদের একটি প্রশিক্ষিত দল তৈরি হয়েছিল (৮)। দেখুন ইউসা ৬:৪ যেখানে সাতটি তূরী বাজাবার জন্য তারা ব্যবহৃত হয়েছিল জেরিকো নগর পতনের জন্য।

১০:১০ তোমাদের আনন্দের দিনে, ঈদের দিনে ও মাসের আরম্ভে। প্রত্যেক মাসের প্রথম দিনে তূরী বাজানো হতো যার আরম্ভ হতো নতুন চাঁদ দিয়ে (জবুর ৮১:১৩, আরো দেখুন শুমারী ২৮:১১-১৫)। এই দিনে বিশেষ বিশেষ কোরবানী করা

BACIB International Bible CHURCH

স্মরণ করা হবে ও তোমরা তোমাদের দুশমনদের
হাত থেকে নিস্তার পাবে। ১০ আর তোমাদের
আনন্দের দিনে, ঈদের দিনে ও মাসের আরম্ভে
তোমাদের পোড়ানো-কোরবানীর ও তোমাদের
মঙ্গল-কোরবানী দেওয়া উপলক্ষে তোমরা সেই
তূরী বাজাবে; তাতে তা তোমাদের আল্লাহ্‌র
সম্মুখে তোমাদের স্মরণ করা হবে। আমি মাবুদ
তোমাদের আল্লাহ্‌।

সিনাই থেকে প্রস্থান

১১ পরে দ্বিতীয় বছর দ্বিতীয় মাসের বিশতম
দিনে সেই মেঘ সাক্ষ্যের শরীয়ত-তাঁবুর উপর
থেকে উপরে উঠে গেল। ১২ তাতে বনি-ইসরাইল
তাদের যাত্রার নিয়ম অনুসারে সিনাই মরুভূমি
থেকে যাত্রা করলো, পরে সেই মেঘ পারণ
মরুভূমিতে অবস্থান গ্রহণ করলো। ১৩ মূসার মধ্য
দিয়ে দেওয়া মাবুদের হুকুম অনুসারে তারা এই
প্রথমবার যাত্রা করলো। ১৪ প্রথমে এহুদা
বিভাগের সৈন্যদের সঙ্গে এহুদা সন্তানদের
শিবিরের নিশান চললো; অম্মীনাদবের পুত্র
নহশোন তাদের সেনাপতি ছিলেন। ১৫ আর
সূয়ারের পুত্র নথনেল ইষাখর-বংশের লোকদের
বংশের সেনাপতি ছিলেন। ১৬ হেলোনের পুত্র
ইলীয়াব সবূলূন-বংশের লোকদের বংশের
সেনাপতি ছিলেন।
১৭ পরে শরীয়ত-তাঁবু তোলা হল এবং
গের্শোনীয়রা ও মরারীয়রা সেই শরীয়ত-তাঁবু
বহন করে অগ্রসর হল। ১৮ তারপর রূবেণ
বিভাগের সৈন্যদের সঙ্গে রূবেণের শিবিরের
নিশান চললো; শদেয়ূরের পুত্র ইলীষূর তাদের
সেনাপতি ছিলেন। ১৯ সূরীশদ্দয়ের পুত্র শলুমীয়েল
শিমিয়োন-বংশের সেনাপতি ছিলেন।
২০ দূয়েলের পুত্র ইলীয়াসফ গাদ-বংশের
লোকদের বংশের সেনাপতি ছিলেন।
২১ পরে কহাতীয়েরা বায়তুল-মোকাদ্দসের
পবিত্র দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে যাত্রা করলো এবং গন্তব্য
স্থানে তাদের উপস্থিত হবার আগে শরীয়ত-তাঁবু
স্থাপিত হল। ২২ পরে আফরাহীম বিভাগের
সৈন্যদের সঙ্গে আফরাহীম সন্তানদের শিবিরের
নিশান চললো; অম্মীহূদের পুত্র ইলীশামা তাদের
সেনাপতি ছিলেন। ২৩ আর পদাহসূরের পুত্র
গমলীয়েল মানশা-বংশের সেনাপতি ছিলেন।
২৪ গিদিয়োনির পুত্র অবীদান বিন্‌ইয়ামীন-বংশের
লোকদের বংশের সেনাপতি ছিলেন।
২৫ পরে সমস্ত শিবিরের পিছনে দান বিভাগের
সৈন্যের সঙ্গে দান-বংশের লোকদের শিবিরের
নিশান চললো; অম্মীশদ্দয়ের পুত্র অহীয়েষর
ছিলেন তাদের সেনাপতি। ২৬ আর অক্রণের পুত্র
পগীয়েল আশের-বংশের লোকদের বংশের
সেনাপতি ছিলেন। ২৭ ঐননের পুত্র অহীরঃ
নপ্তালি-বংশের লোকদের বংশের সেনাপতি
ছিলেন। ২৮ এই ছিল বনি-ইসরাইলদের যাত্রার
নিয়ম; তারা এভাবে যাত্রা করতো।
২৯ আর মূসা তাঁর শ্বশুর মিদিয়োনীয় রূয়েলের
পুত্র হোববকে বললেন, মাবুদ আমাদেরকে যে
স্থান দিতে ওয়াদা করেছেন, আমরা সেই স্থানে
যাত্রা করছি; তুমিও আমাদের সঙ্গে এসো,
আমরা তোমার মঙ্গল করবো কেননা মাবুদ
ইসরাইলের পক্ষে মঙ্গল সাধন করার ওয়াদা
করেছেন। ৩০ তিনি তাঁকে বললেন, আমি যাব
না, আমি আমার দেশে ও আমার জ্ঞাতিদের
কাছে যাব। ৩১ মূসা বললেন, আরজ করি,
আমাদেরকে ত্যাগ করো না, কেননা মরুভূমির
মধ্যে আমাদের শিবির স্থাপনের বিষয় তুমি জান,
আর তুমি হবে আমাদের চক্ষুস্বরূপ। ৩২ আর
যদি তুমি আমাদের সঙ্গে যাও, তবে এই ফল
হবে, মাবুদ আমাদের প্রতি যে মঙ্গল করবেন,
আমরা তোমার প্রতি তা-ই করবো।
৩৩ পরে তারা মাবুদের পর্বত থেকে তিন দিনের

৪:২৩; ২খান্দান ৮:১৩; জবুর ৮১:৩; ইশা ১:১৩; ইহি ৪৫:১৭; ৪৬:৬; আমোস ৮:৫।
[১০:১১] হিজ ৪০:১৭।
[১০:১২] পয়দা ১৪:৬; দ্বি:বি ১:১; ৩৩:২।
[১০:১৩] দ্বি:বি ১:৬।
[১০:১৪] শুমারী ২:১০-১৬।
[১০:১৯] শুমারী ১:৬।
[১০:২৪] শুমারী ১:১১।
[১০:২৬] শুমারী ১:১৩।
[১০:২৭] শুমারী ১:১৫।
[১০:২৯] পয়দা ১২:৭; ১৫:১৪; হিজ ২:১৮;কাজী ৪:১১।
[১০:৩০] হিজ ১৮:২৭; মথি ২১:২৯।
[১০:৩১] আইউ ২৯:১৫।
[১০:৩২] দ্বি:বি ১০:১৮।
[১০:৩৩] ইউসা ৩:৩; কাজী ২০:২৭।

হতো। আরো দেখুন ২৯:১।

১০:১১ দ্বিতীয় বছর দ্বিতীয় মাসের। প্রথম লোক গণনার (১:১ দেখুন) উনিশ দিন পরে ইসরাইলরা তাদর আবাস-তাঁবু ভেঙ্গে ফেলে। তখন তারা এগারো মাস উনিশ দিন সিনাই এলাকায় ছিল (হিজ ১৯:১)।

সেই মেঘ। ৯:১৫-১৬ (মেঘ) আয়াতের নোট দেখুন।

১০:১২ সিনাই মরুভূমি ... পারণ মরুভূমিতে। ১:১ আয়াতের নোট (মিসর ... সিনাই মরু-এলাকা) দেখুন। পারণ এলাকা ঠিক কোথায় ছিল তা জানা যায় নাই। তবে মনে করা হয়ে থাকে যে, সিনাই এলাকার উত্তর বা মধ্য অংশে আরাবার পশ্চিমে। গালীল সাগর থেকে আরম্ভ হয়ে সমস্ত প্যালেষ্টাইনের মধ্য দিয়ে আকাবা উপসাগর পর্যন্ত যে সরু উপত্যক্যাটি চলে গেছে সেটি হল আরাবা।

১০:১৪-২৭ এহুদা বিভাগের ... নপ্তালি-বংশের। এ ইসরাইলের বিভিন্ন বংশ ও তাদের শিবির স্থাপনের বন্দোবস্তের বিষয়ে যে নোট আছে তা দেখুন (২:৩-৮ এহুদা ... সবূলূন; ২:১০-১৫ রূবেণ ... গাদ; ২:১৮-২৩ ইফ্রয়িম ... বিন্‌ইয়ামীন; ২:২৫-৩০ দান ... নপ্তালি)।

১০:১৪ শিবিরের নিশান। ১:৫২-৫৩ আয়াতের নোট দেখুন।

১০:১৭ গের্শোনীয়রা ও মরারীয়রা। লেবীয় বংশের এই লোকদের দায়িত্ব ছিল জমায়েত-তাঁবু ভেঙ্গে তা অন্যত্র বহন করে নেয়ার (১:৫২-৫৩ আয়াতের নোট দেখুন)। আরো জানার জন্য ৩:২১ ও ৩:৩৩ আয়াতের নোট দেখুন।

১০:২১ কহাতীয়েরা। ৪:৪-১৫ ও ৩:২৭ আয়াতের নোট দেখুন।

১০:২৯ মিদিয়োনীয় রূয়েলের পুত্র হোবব। একজন মিসরীয়কে মেরে ফেলে মূসা মাদিয়ান দেশে পালিয়ে যান (হিজ ২:১১-১৫)। সেখানে গিয়ে তিনি রূয়েলের মেয়েকে বিয়ে করেন। হিজরত ২:১৬ এ রূয়েলের অন্য একটি নাম 'যিথ্রো'। মিদিয়োনীয়রা ছিল ইব্রাহিম ও কটূরার বংশধর (পয়দা ২৫:১-৪)। ইসরাইলীয় ও মাদিয়ানীয়দের মধ্যে মাঝে মাঝে শান্তি ছিল (হিজ ২:১১-২২, কাজী ৪:১১, ১ শামু ১৫:৬); আবার মাঝে মাঝে তাদের মধ্যে অশান্তিও হতো (২২:৪,৭; ২৫:৬-৮, কাজী ৬-৮)।

১০:৩৩ মাবুদের পর্বত। ১:১ আয়াতের নোট (মিসর ... সিনাই পাহাড়) দেখুন।

BACIB International Bible CHURCH

পথ গমন করলো এবং মাবুদের শরীয়ত-সিন্দুক
তাদের জন্য বিশ্রাম-স্থানের খোঁজ করার জন্য
তিন দিনের পথ তাদের অগ্রগামী হল। ৩৪ আর
শিবির থেকে অন্য স্থানে গমনের সময়ে মাবুদের
মেঘ দিনে তাদের উপরে থাকতো।
৩৫ আর সিন্দুকের অগ্রসর হবার সময়ে মূসা
বলতেন, হে মাবুদ, উঠ, তোমার দুশমনেরা
ছিন্নভিন্ন হোক, তোমার বিদ্বেষীরা তোমার সম্মুখ
থেকে পালিয়ে যাক। ৩৬ আর তার বিশ্রামকালে
তিনি বলতেন, হে মাবুদ, ইসরাইলের হাজার
হাজার অযুত অযুতের কাছে ফিরে এসো।

লোকদের বচসা ও দণ্ড

১১ ১ আর লোকেরা বচসাকারীদের মত
মাবুদের কর্ণগোচরে অভিযোগ করতে
লাগল; আর মাবুদ তা শুনলেন ও এতে তাঁর
ক্রোধ প্রজ্বলিত হয়ে উঠলো; তাতে তাদের মধ্যে
মাবুদের আগুন জ্বলে উঠে শিবিরের প্রান্তভাগ
গ্রাস করতে লাগল। ২ তখন লোকেরা মূসার
কাছে কান্নাকাটি করতে লাগল; তাতে মূসা
মাবুদের কাছে মুনাজাত করলে সেই আগুন নিভে
গেল। ৩ তখন তিনি ঐ স্থানের নাম রাখলেন
তবেরা [জ্বলন], কেননা মাবুদের আগুন তাদের
মধ্যে জ্বলেছিল।
৪ আর তাদের মধ্যে যেসব বিদেশী লোক ছিল,
তারা খাবারের লোভে পাগল হয়ে উঠলো; আর
বনি-ইসরাইলও পুনর্বার কান্নাকাটি করে বলতে
লাগল, ভোজন করার জন্য কে আমাদের গোশ্‌ত
দেবে? ৫ আমরা মিসর দেশে বিনামূল্যে যে যে
মাছ খেতাম সেগুলোর কথা এবং সেখানকার
শশা, তরমুজ, পিঁয়াজ, সব্জি-পিঁয়াজ ও রসুনের
কথা মনে পড়ছে। ৬ এখন আমাদের প্রাণ শুকিয়ে
যাচ্ছে, কিছুই নেই; আমাদের সম্মুখে এই মান্না
ছাড়া আর কিছু নেই। ৭ —ঐ মান্না ছিল ধনিয়া
বীজের মত ও তা দেখতে ছিল গুগগুলের মত।
৮ লোকেরা ঘুরে ঘুরে তা কুড়াতো এবং যাঁতায়
পিষে কিংবা উখলিতে চূর্ণ করে একটি পাত্রে
সিদ্ধ করতো ও তা দিয়ে পিঠা প্রস্তুত করতো;
তার স্বাদ ছিল তেল দিয়ে তৈরি করা পিঠার
মত। ৯ রাত্রে শিবিরের উপরে শিশির পড়লে ঐ
মান্না তার উপরে পড়ে থাকতো।
১০ মূসা লোকদের কান্না শুনলেন, তারা
গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে প্রত্যেকে নিজ নিজ তাঁবুর
দরজার কাছে কাঁদছিল; আর এতে মাবুদের
ক্রোধ অতিশয় প্রজ্বলিত হল এবং মূসাও অসন্তুষ্ট
হলেন। ১১ তখন মূসা মাবুদকে বললেন, তুমি কি
জন্য তোমার গোলামকে এত কষ্ট দিচ্ছ? কি
জন্যই বা আমি তোমার অনুগ্রহ লাভ করি নি,
যার ফলে তুমি এসব লোকের ভার আমার
উপরে দিয়েছ? ১২ আমি কি এই সমস্ত লোক
গর্ভে ধারণ করেছি? আমি কি এদেরকে প্রসব
করেছি? সেজন্য তুমি এদের পূর্বপুরুষদের কাছে
যে দেশের বিষয়ে কসম খেয়েছিলে, সেই দেশ
পর্যন্ত আমাকে কি দুগ্ধপোষ্য শিশু বহনকারী
পালকের মত এদেরকে বুকে করে বহন করতে
বলছো? ১৩ এই সমস্ত লোককে দেবার জন্য
আমি কোথায় গোশ্‌ত পাব? এরা তো আমার
কাছে কান্নাকাটি করে বলছে, আমাদেরকে
গোশ্‌ত দাও, আমরা খাব। ১৪ একাকী এত
লোকের ভার সহ্য করা আমার অসাধ্য; কেননা
তা আমার শক্তির অতিরিক্ত। ১৫ তুমি যদি
আমার প্রতি এরকম ব্যবহার কর, তবে আরজ
করি, আমি তোমার দৃষ্টিতে যদি অনুগ্রহ লাভ
করে থাকি, আমাকে একবারে মেরে ফেলো;
আমি যেন আমার দুর্গতি না দেখি।

[১০:৩৫] কাজী ৫:৩১।
[১০:৩৬] পয়দা ১৫:৫; ২৬:৪; নহি ৯:২৩ ইশা ৫২:৮; ৬৩:১৭।
[১১:১] দ্বিঃবি ১:৩৪; জবুর ৭৮:৬৩; ইশা ২৬:১১; মাতম ৩:৩৯।
[১১:২] পয়দা ২০:৭; ইউ ২:১।
[১১:৩] আইউ ১:১৬; ইশা ১০:১৭।
[১১:৪] হিজ ১৬:৩।
[১১:৬] হিজ ১৬:১৪।
[১১:৭] হিজ ১৬:৩১।
[১১:৯] হিজ ১৬:১৩।
[১১:১১] পয়দা ৩৪:৩০; হিজ ৫:২২; ১৮:১৮।
[১১:১২] ইশা ৪০:১১; ৪৯:২৩; ৬৬:১১, ১২।
[১১:১৩] হিজ ১২:৩৭; ইউ ৬:৫-৯।
[১১:১৪] হিজ ১৮:১৮।
[১১:১৫] হিজ ৩২:৩২; ১বাদশা ১৯:৪; ইশা ৩৮:১২; ইউ ৪:৩।
[১১:১৬] হিজ ৩:১৬।

১০:৩৩ মাবুদের শরীয়ত-সিন্দুক। ৭:৮-৯ আয়াতের নোট দেখুন।

১০:৩৪ মাবুদের মেঘ। ১০:১২ ও ৯:১৫-১৬ (মেঘ) আয়াতের নোট দেখুন।

১১:১ মাবুদের আগুন। ৯:১৫-১৬ (মেঘ ... আগুন) আয়াতের নোট দেখুন। কিতাবুল মোকাদ্দসে আগুনকে প্রায়ই আল্লাহ্‌র উপস্থিতির চিহ্ন হিসাবে দেখানো হয়েছে। এখানে আগুন বুঝাতে হয়তো বিদ্যুৎ বা বিদ্যুৎ চমকানো অথবা তার ফলে তৈরি হওয়া আগুনকে বুঝানো হয়েছে।

১১:৪ যেসব বিদেশী লোক ছিল। অনেক দিনের মরু-এলাকায় চলার সময় খাবারের অভাব হয়েছিল। মরু-এলাকায় ইসরাইলের সঙ্গে মিসর থেকে আসা এমন অন্য জাতির কিছু লোক ছিল যারা মিসরে থাকতে তারা যে সব খাবার খেত তার কথা খুব মনে করতে লাগল। তাদের দেখাদেখি ইসরাইলরাও খাবারের বিষয়ে অভিযোগ করতে শুরু করলো।

১১:৬ মান্না। আল্লাহ্‌ লোকদের বিশ্রাম দিন ছাড়া প্রতিদিন এই অসাধারণ খাবার দিয়েছিলেন (হিজ ১৬:১-৩১)। তা ছিল দেখতে সাদা ও মিষ্টি সরু বিস্কুটের মত। ইবরানী ভাষায় "মান্না" শব্দের অর্থ "এটা কি"। ইসরাইলের লোকেরা প্রথম যখন মরু-এলাকায় ঐ জিনিষ দেখতে পায় তখন তারা ঐ প্রশ্ন করেছিল। তা থেকেই তার নাম হয়েছে "মান্না"।

১১:১০ মাবুদের ক্রোধ অতিশয় প্রজ্বলিত হল। মাবুদ তাঁর রহমতে বেহেশত থেকে যে খাবার দিয়েছেন তা যখন লোকেরা অগ্রাহ্য করলো (হিজ ১৬:৪ আয়াতে যাকে বেহেশতের রুটি বলা হয়েছে) তাতে মাবুদ ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন। আল্লাহ্‌ বলেছিলেন যে, লোকেরা মান্না গ্রহণ করে কি না তাই হবে তাদের জন্য একটি বড় পরীক্ষা (হিজ ১৬:৪)। আল্লাহ্‌ যেমন ভাল ভাল জিনিষ আমাদের দান করে থাকেন তেমনি আশা করা হয়েছিল যে, লোকেরা মাবুদ আল্লাহ্‌র এই রহমতের দান গ্রহণ করবে এবং আরও উপচে পড়া যে প্রতিজ্ঞার দান আসছে তার জন্য আশা করে থাকবে। কিন্তু এই মান্নাকে অগ্রাহ্য করে প্রকৃত অর্থে মাবুদকেই অগ্রাহ্য করলো। তারা তাদের ঈমানের পরীক্ষায় ব্যর্থ হল। হযরত মূসা তাদের নিয়ে বিপদে পরলেন। আল্লাহ্‌র দয়ার দানকে অগ্রাহ্য করার ফলে মূসা নিজেও বিপদে পরলেন। লোকেরা কেন এই মান্না নিয়ে অভিযোগ করছে তা বুঝতে না চেয়ে বরং তিনি মাবুদকে বললেন কেন তাঁকে এই অকৃতজ্ঞ লোকদের ভার বহন করার ও পরিচালনা দেবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

১১:১২ যে দেশের বিষয়ে কসম খেয়েছিলে। কেনান দেশ, যে দেশ আল্লাহ্‌ ইব্রাহিম ও তাঁর বংশধরদের দেবার জন্য শপথ করেছিলেন (পয়দা ১৭:৭-৮, হিজ ৩:৮)।

সত্তর জন প্রাচীন

[১৬] তখন মাবুদ মূসাকে বললেন, তুমি
যাদেরকে লোকদের প্রাচীন ও নেতা বলে জান,
ইসরাইলের এমন সত্তরজন প্রাচীন লোককে
সংগ্রহ কর। তাদেরকে জমায়েত-তাঁবুর কাছে
আন; তারা তোমার সঙ্গে সেই স্থানে দাঁড়াবে।
[১৭] পরে আমি সেই স্থানে নেমে তোমার সঙ্গে
কথা বলবো এবং তোমার উপরে যে রূহ্
অবস্থিতি করেন, তাঁর কিছু পরিমাণ নিয়ে তাদের
উপরে অবস্থিতি করাব, তাতে তুমি যেন একাকী
লোকদের ভার বহন না কর, এজন্য তারা
তোমার সঙ্গে লোকদের ভার বহন করবে।
[১৮] আর তুমি লোকদেরকে বল, তোমরা
আগামীকালের জন্য নিজদেরকে পাক-পবিত্র কর,
গোশ্‌ত ভোজন করতে পাবে; কেননা তোমরা
মাবুদের কাছে কান্নাকাটি করেছ, বলেছ,
'আমাদেরকে কে গোশ্‌ত ভোজন করতে দেবে?
বরং মিসর দেশে আমরা ভাল ছিলাম;' অতএব
মাবুদ তোমাদেরকে গোশ্‌ত দেবেন, তোমরা
খাবে। [১৯] এক দিন বা দুই দিন বা পাঁচ দিন বা
দশ দিন বা বিশ দিন তা খাবে, এমন নয়;
[২০] সম্পূর্ণ এক মাস পর্যন্ত, যতক্ষণ তা তোমরা
বমন করে না ফেল ও তাতে তোমাদের অরুচি না
হয়, ততক্ষণ খাবে; কেননা তোমরা তোমাদের
মধ্যবর্তী মাবুদকে অগ্রাহ্য করেছ এবং তাঁর
সম্মুখে কান্নাকাটি করে এই কথা বলেছ, 'আমরা
কেন মিসর থেকে বের হয়ে এসেছি?' [২১] তখন
মূসা বললেন, আমি যে লোকদের মধ্যে আছি,
তারা ছয় লক্ষ পদাতিক; আর তুমি বলছো, আমি
তাদেরকে সম্পূর্ণ এক মাস খাওয়ার জন্য গোশ্‌ত
দেব। [২২] তাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে খাওয়াবার জন্য
কি ভেড়ার পাল ও গরুর পাল মারতে হবে? না
তাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে খাওয়াবার জন্য সমুদ্রের
সমস্ত মাছ সংগ্রহ করতে হবে? [২৩] মাবুদ মূসাকে
বললেন, মাবুদের কুদরত কি এতই কম?
তোমার কাছে আমার কালাম ফলবে কি না,
এখন দেখবে।
[২৪] তখন মূসা বাইরে গিয়ে মাবুদের সমস্ত কথা
লোকদের বললেন এবং তাদের প্রাচীনদের মধ্যে
সত্তর জনকে একত্র করে তাঁবুর চারপাশে
উপস্থিত করলেন। [২৫] আর মাবুদ মেঘে নেমে
তাঁর সঙ্গে কথা বললেন এবং যে রূহ্ তাঁর উপরে
ছিলেন, তাঁর কিছু পরিমাণ নিয়ে সেই সত্তর জন
প্রধান ব্যক্তিদের উপরে অবস্থিতি করালেন;
তাতে রূহ্ তাঁদের উপরে অবস্থিতি করলে তাঁরা
ভবিষ্যদ্বাণী বললেন, কিন্তু তারপর আর বললেন
না।
[২৬] কিন্তু শিবিরের মধ্যে দু'জন অবশিষ্ট ছিলেন,
একজনের নাম ইল্‌দদ, অপরজন মেদদ; রূহ্
তাদের উপরে অবস্থিতি করলেন; তাঁরা ঐ
উল্লিখিত লোকদের মধ্যে ছিলেন বটে, কিন্তু
বাইরে তাঁবুর কাছে যান নি; তাঁরা শিবিরের
মধ্যে ভবিষ্যদ্বাণী বলতে লাগলেন। [২৭] তাতে
এক জন যুবক দৌড়ে গিয়ে মূসাকে বললো,
ইল্‌দদ ও মেদদ শিবিরে ভবিষ্যদ্বাণী বলতে শুরু
করছে। [২৮] তখন নূনের পুত্র ইউসা, মূসার
পরিচারক, যিনি তাঁর এক জন মনোনীত লোক,
তিনি বললেন, হে আমার মালিক মূসা,
তাদেরকে বারণ করুন। [২৯] মূসা তাঁকে বললেন,
তুমি কি আমার পক্ষে ঈর্ষা করছো? মাবুদের
সকল লোক নবী হোক ও মাবুদ তাদের উপরে
তাঁর রূহ্ দান করুন। [৩০] পরে মূসা ও
ইসরাইলের প্রাচীনবর্গরা শিবিরে প্রস্থান
করলেন।

ভারুই পাখি

[৩১] পরে মাবুদের কাছ থেকে বায়ু বের হয়ে সমুদ্র
থেকে ভারুই পাখি এনে শিবিরের উপরে
ফেললো; শিবিরের চারদিকে এপাশে এক দিনের

[১১:১৭] ইশা ৩২:১৫; ৪০:৫; ৬৩:১১; যোয়েল ২:২৮; হগয় ২:৫।
[১১:১৮] হিজ ১৯:১০; প্রেরিত ৭:৩৯।
[১১:২০] লেবীয় ২৬:৪৩; ইউসা ২৪:২৭; কাজী ৮:২৩; ১শামু ১০:১৯; আইউ ৩১:২৮; ইশা ৫৯:১৩; হোশেয় ১৩:১১।
[১১:২১] হিজ ১২:৩৭।
[১১:২২] মথি ১৫:৩৩।
[১১:২৩] ১শামু ১৫:২৯।
[১১:২৫] হিজ ১৯:৯; ১শামু ১০:৬; ১৯:২৩; প্রেরিত ২:১৭।
[১১:২৬] ১খান্দান ১২:১৮; প্রকা ১:১০।
[১১:২৮] হিজ ১৭:৯; ইউসা ১৪:১০; মার্ক ৯:৩৮-৪০।
[১১:২৯] ১শামু ১০:৫; ১৯:২০; ১করি ১৪:৫।
[১১:৩১] হিজ ১৬:১৩; জবুর ৭৮:২৬-২৮।

১১:১৬ সত্তরজন প্রাচীন লোক। 'সাত' সংখ্যাটি দ্বারা সম্পূর্ণতা বা পরিপূর্ণতা বুঝাতো। যেমন সৃষ্টির বিবরণে আমরা সাত দিনের কথা দেখতে পাই। 'সত্তর' সংখ্যাটি কয়েকটি সাত সংখ্যার গুণফল হওয়ায় এটিও একটা গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা ছিল। ঐ নেতারা হয়তো বয়স্ক লোক ছিলেন এবং তারা তাদের নিজ নিজ বংশের নেতৃত্ব দিতেন। আরো দেখুন হিজ ১৮:১৩-২৫।

১১:১৮ নিজদেরকে পাক-পবিত্র কর। আল্লাহ্‌র আশীর্বাদ পাবার জন্য লোকদের গোসল করে, কাপড়-চোপড় ধুয়ে ও যৌনকাজ থেকে বিরত থেকে ধর্মীয় ভাবে পাক-পবিত্র হয়ে প্রস্তুত হতে বলা হয়েছিল (হিজ ১৯:১০-১৫ দেখুন)।

১১:২১ ছয় লক্ষ পদাতিক। এই সংখ্যার লোকেরা ছিল যারা ইসরাইলের মধ্য থেকে যুদ্ধ করবার মত উপযুক্ত ছিল (দেখুন হিজ ১২:৩৭, শুমারী ১:২০-৪৬)।

১১:২৫ তাতে রূহ্ তাঁদের উপরে অবস্থিতি করলে তাঁরা ভবিষ্যদ্বাণী বললেন। রূহ্ অর্থ আল্লাহ্‌র শক্তি যা বিশেষ বর বা যোগ্যতা দান করে। অতি প্রাচীন কালে ইসরাইলের নবীরা মাবুদের রূহ্ লাভ করার ফলে অলৌকিক কাজ করতেন বলে দেখা যায় (উদাহরণস্বরূপ দেখুন ১ শামু ১০:৫-৬, ১৯:২০-২৪)। এই আয়াতে আমরা দেখি যে, নেতারা ঐ রকম অদ্ভুত অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল এবং তার দ্বারা বুঝানো হচ্ছিল যে, আল্লাহ্ বিশেষ দায়িত্বের জন্য তাদের বেছে নিয়েছিলেন।

১১:২৮ ইউসা। মূসার মৃত্যুর পরে ইসরাইলের নেতার দায়িত্বে ইউসাকে নিয়োগ করা হয়েছিল (দ্বি:বি: ১:৩৮, ৩১:১৪, ৩৪:৯)। আরো দেখুন হিজ ১৭:৯-১৪।

১১:২৯ তুমি কি আমার পক্ষে ঈর্ষা করছো? এখানে মূসার সত্যিকারের মনের কথার পরিচয় পাওয়া যায়। ইল্‌দদ ও মেদদ রূহের দান পাওয়াতে লোকেরা তার বিরোধিতা করেছিল কিন্তু মূসা চেয়েছিলেন যে, মাবুদের প্রতিটি লোকই যেন এই দান পায়। অবশ্য এই রকম দান মাবুদের সব লোকেরাই এক দিন লাভ করবে (দেখুন যোয়েল ২:২৮ এবং নোট; ফিলি ১:১৫-১৮)। ১২ অধ্যায়ে মূসার নেতৃত্বের উপর যে চ্যালেঞ্জ এসেছিল এই আয়াতটি তারই একটি ভূমিকা নির্মাণ করেছে।

১১:৩১ ভারুই পাখি। ছোট্ট বাদামী বা বেলে রংয়ের এক ধরনের পাখী যা মার্চ ও এপ্রিল মসে প্যালেস্টাইনে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে বেড়াত। হিজরত ১৬:১৩ দেখুন। লোকদের আদেশ দেয়া হয়েছিল যে, তাদের যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই তারা সংগ্রহ

BACIB
International Bible CHURCH

পথ, ওপাশে এক দিনের পথ পর্যন্ত ফেললো,
সেগুলো ভূমির উপরে দুই হাত উঁচু হয়ে রইলো।
৩২ লোকেরা সেসব দিনরাত ও পরদিন সমস্ত দিন
ভারুই পাখি সংগ্রহ করলো; তাদের মধ্যে কেউ
দশ হোমরের কম সংগ্রহ করলো না; পরে
নিজেদের জন্য শিবিরের চারদিকে তা ছড়িয়ে
রাখল। ৩৩ কিন্তু সেই গোশ্‌ত চিবাবার আগেই
লোকদের প্রতি মাবুদের ক্রোধ প্রজ্বলিত হল;
আর মাবুদ লোকদেরকে প্রচণ্ড মহামারী দ্বারা
আঘাত করলেন। ৩৪ আর [মূসা] সেই স্থানের নাম
কিব্রোৎ-হত্তাবা [লোভীদের কবর] রাখলেন,
কেননা সেই স্থানে তারা লোভীদেরকে কবর
দিল। ৩৫ কিব্রোৎ-হত্তাবা থেকে লোকেরা
হৎসেরোতে যাত্রা করলো এবং তারা হৎসেরোতে
অবস্থান গ্রহণ করলো।

হযরত হারুন ও মরিয়মের বচসা

১২ ১ মূসা যে কূশীয়া স্ত্রীকে বিয়ে
করেছিলেন, তার দরুন মরিয়ম ও হারুন
মূসার বিরুদ্ধে কথা বলতে লাগলেন, কেননা
তিনি এক জন কূশীয়া স্ত্রীকে বিয়ে করেছিলেন।
২ তাঁরা বললেন, মাবুদ কি কেবল মূসার সঙ্গে
কথা বলেছেন? আমাদের সঙ্গে কি বলেন নি?
আর এই কথা মাবুদ শুনলেন। ৩ দুনিয়ার
লোকদের মধ্যে মূসা সকলের চেয়ে অতিশয় মৃদু
স্বভাবের ছিলেন।
৪ পরে মাবুদ হঠাৎ মূসা, হারুন ও মরিয়মকে
বললেন, তোমরা তিন জন বের হয়ে জমায়েত-
তাঁবুর কাছে এসো; তাঁরা তিন জন বের হয়ে
আসলেন। ৫ তখন মাবুদ মেঘস্তম্ভে নেমে তাঁবুর
দ্বারে দাঁড়ালেন এবং হারুন ও মরিয়মকে
ডাকলেন; তাতে তাঁরা উভয়ে বের হয়ে
আসলেন। ৬ তিনি বললেন, তোমরা আমার কথা
শোন; তোমাদের মধ্যে যদি কেউ নবী হয়, তবে
আমি মাবুদ তার কাছে কোন দর্শন দ্বারা আমার
পরিচয় দেব, স্বপ্নে তার সঙ্গে কথা বলবো।
৭ আমার গোলাম মূসা সেরকম নয়, সে আমার
সমস্ত বাড়ির মধ্যে বিশ্বাসের পাত্র। ৮ তার সঙ্গে
আমি সম্মুখাসম্মুখি হয়ে কথা বলি, গূঢ় কালাম
দ্বারা নয়, বরং প্রকাশ্যরূপে কথা বলি এবং সে
মাবুদের রূপ দর্শন করে। অতএব আমার
গোলাম মূসার বিরুদ্ধে কথা বলতে তোমরা কেন
ভয় পেলে না? ৯ ফলে তাঁদের প্রতি মাবুদের
ক্রোধ প্রজ্বলিত হল ও তিনি প্রস্থান করলেন।
১০ আর তাঁবুর উপর থেকে মেঘ প্রস্থান করলো;
আর দেখ, মরিয়মের হিমের মত কুষ্ঠ হয়েছে
এবং হারুন মরিয়মের দিকে মুখ ফিরিয়ে
দেখলেন, তিনি কুষ্ঠরোগগ্রস্তা। ১১ তখন হারুন
মূসাকে বললেন, হায়, আমার মালিক, আরজ
করি, গুনাহ্‌র ফল আমাদেরকে দেবেন না, এই
বিষয়ে আমরা নির্বোধের কাজ করেছি, এই
বিষয়ে গুনাহ্‌ করেছি। ১২ মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ
হবার কালে যার শরীর অর্ধেকটা নষ্ট হয়ে
যাওয়ার মত হয়, সেই রকম মৃতের মত এ যেন
না হয়। ১৩ পরে মূসা মাবুদের কাছে ক্রন্দন করে
বললেন, হে আল্লাহ্‌, আরজ করি, একে সুস্থ
কর। ১৪ মাবুদ মূসাকে বললেন, যদি তার পিতা
তার মুখে থুথু দিত, তা হলে সে কি সাতদিন
লজ্জিত থাকতো না? এই সাতদিন পর্যন্ত
শিবিরের বাইরে রুদ্ধ থাকুক; তারপর পুনর্বার
ভিতরে আনা হবে। ১৫ তাতে মরিয়ম সাতদিন
শিবিরের বাইরে রুদ্ধ থাকলেন এবং যতদিন
মরিয়মকে ভিতরে আনা না হল, ততদিন
লোকেরা যাত্রা করলো না। ১৬ পরে লোকেরা
হৎসেরোৎ থেকে যাত্রা করে পারণ মরুভূমিতে

[১১:৩৩] দ্বিঃবি ৯:৭; কাজী ২:১২।
[১১:৩৪] দ্বিঃবি ৯:২২।
[১২:১] হিজ ১৫:২০।
[১২:৩] মথি ১১:২৯।
[১২:৫] হিজ ১৩:২১।
[১২:৬] ১শামু ৩:৭, ২১; মথি ২৭:১৯; ইব ১:১।
[১২:৭] দ্বিঃবি ৩৪:৫; ইব ৩:২, ৫।
[১২:৮] কাজী ১৪:১২; ইশা ৬:১।
[১২:৯] পয়দা ১৭:২২।
[১২:১০] হিজ ৪:৬; দ্বিঃবি ২৪:৯।
[১২:১১] ২শামু ১৯:১৯; ২৪:১০;
[১২:১৩] হিজ ১৫:২৬; জবুর ৬:২; ১৪৭:৩; ইশা ১:৬; ৩০:২৬; ইয়ার ১৭:১৪; হোশেয় ৬:১।
[১২:১৪] দ্বিঃবি ২৫:৯; আইউ ১৭:৬; ইশা ৫০:৬।
[১২:১৫] লেবীয় ১৪:৮।
[১২:১৬] পয়দা ২১:২১; ১৫:৩২।
[১৩:২] দ্বিঃবি ১:২২।

করবে। এর দ্বারা তারা দেখাবে যে, তারা আল্লাহ্‌র উপরে নির্ভর করে এবং তিনি তাদের জন্য চিন্তা করেন। কিন্তু দেখা গেল যে অনেকেই প্রতিদিনের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি বেশি পাখী সংগ্রহ করে তার মাংস ভবিষ্যতে খাবার জন্য শুকিয়ে জমা করে রাখতে লাগল।

১১:৩৫ হৎসেরোত। এই জায়গা ঠিক কোথায় ছিল তা জানা যায় নাই (দেখুন ৩৩:১৬-৩৬; দ্বিঃবিঃ ১:১)।

১২:১-৩ কূশীয়া ... মরিয়ম ও হারুন। মূসার বোন ও ভাই (দেখুন হিজ ৪:১৪, ১৫:২০, শুমারী ২৬:৫৯)। ১:২-৩ এর নোটও দেখুন। ইথিওপিয়া (কূশ দেশ) মিসরের দক্ষিণে অবস্থিত। এই কূশীয় স্ত্রীলোককে কিতাবুল মোকাদ্দসে কোথাও কোন নামে পরিচয় করা হয় নি। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে, এই স্ত্রীলোককে মূসা হয়তো মাদিয়োনীয় সফুরাকে বিয়ে করার পরে বিয়ে করেছিলেন (হিজ ১৮:২-৪)। অন্যান্যরা বলেন যে "কূশ" দ্বারা হয়তো আরবের উত্তর অঞ্চলের একটা জায়গাকেও বুঝানো হতো যেখানে মাদিয়োনীয়রা বাস করতো। যদি তাই হয় তাহলে মরিয়ম ও হারুন মূসার বচসা করেছিলেন সফুরাকে বিয়ে করার জন্যই।

১২:৬ দর্শন ... স্বপ্নে। আমরা কিতাবুল মোকাদ্দসে দেখি যে, আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদের সঙ্গে স্বপ্নে ও দর্শনের মধ্য দিয়ে কথা বলেছেন (যোয়েল ২:২৮; মথি ১:২০-২৪, ২:১৩-১৫) এবং তারা নবী হিসাবে পরিচিত ছিলেন যারা ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে কথা বলতেন (ইশা ৬, দানি ৭-১২, জাকা ১-৬)।

১২:৮ সম্মুখাসম্মুখি হয়ে কথা বলি, গূঢ় কালাম দ্বারা নয়। আল্লাহ্‌র কালাম তাঁর গোলামদের কাছে বুঝবার সমান ক্ষমতা নিয়ে আসে না। সেখানে এমন বার্তা থাকতে পারে যা একজন নবী হয়তো সেই সময় পরিপূর্ণভাবে বুঝতে পারেন না; তাঁর কাছে হয়তো তা তখন গূঢ় বা গুপ্ত বিষয় (দেখুন ১ পিতর ১:১০-১১)। কিন্তু আল্লাহ্‌ যখন মূসার সঙ্গে কথা বলেন তখন তাতে কোন অস্পষ্টতা থাকে না কারণ তারা সম্মুখাসম্মুখি হয়ে কথা বলতেন (দেখুন দ্বি;বিঃ ৩৪:১০ এবং নোট)।

১২:১০ কুষ্ঠ। ৫:২-৩ আয়াতের নোট দেখুন।

১২:১৪ এই সাতদিন পর্যন্ত শিবিরের বাইরে রুদ্ধ থাকুক। লোকদের তিরস্কার করার একটি কাজ (দেখুন ২৫:৯) লোকদের কাছে লজ্জা দেবার জন্য একটি সময়কাল। সাত দিন হল পাক-পবিত্র হবার জন্য একটি মানসম্মত সময়, বিশেষ করে যারা মৃতলোকদের স্পর্শ করার কারণে অপবিত্র হয়েছে (দেখুন ১৯:১১, ১৪, ১৬)।

১২:১৬ হৎসেরোৎ ... পারণ মরুভূমি। হৎসেরোৎ ১১:৩৫ ও সিনাই ... পারণ মরু-এলাকার বিষয়ে ১০:১২ আয়াতের নোট

মরিয়ম

হিব্রু ভাষায় বলা হয়, *"মিরিয়াম"*। তিনি হযরত হারুন এবং হযরত মূসার বোন, হিজ ২:৪-১০। হিজরতের ইতিহাসে তিনি একজন প্রসিদ্ধ নারী হিসেবে পরিচিত; তাঁকে "মহিলা-নবী" নামে ডাকা হত, হিজ ১৫:২০। আপনি যদি আপনার বড় বোন বা বড় ভাইকে জিজ্ঞেস করেন আপনার জীবনে সবচেয়ে বড় পরীক্ষা কি তারা হয়তো প্রায়ই এরকম উত্তর দেবে 'আমার ছোট ভাই বা বোন'। এটা বিশেষ ভাবে সত্যি হয়ে দেখা দেয় যখন ছোট ভাই বা বোন মর্যাদা ও ক্ষমতার দিক থেকে তারা বড় ভাই ও বোনকে ছাড়িয়ে যায়। এরকম অবস্থায় পারিবারিক আনুগত্যে সত্যিকার ভাবেই চির ধরতে পারে বা ভেঙ্গে যেতে পারে।
যখন আমরা প্রথম বারের মত মরিয়মকে দেখতে দেখতে পাই তখন তিনি শিশু দেখাশুনার পরিচর্যা করছেন। তিনি নীল নদীতে ঝুড়িতে ভেসে যাওয়া ছোট ভাইকে দেখছেন তাঁর কি হচ্ছে। তিনি তখনই ঝুঁকি নিয়ে তাঁর জন্য একজন দুধমা যিনি আসলে তাঁরই মা ফেরাউনের মেয়ের জন্য নিয়ে আসেন।
এই যে ছোট বেলা থেকে তাঁর ভাইকে দেখেশুনে রেখে, পরিচর্যা করে ছোট থেকে বড় করে তুলেছেন সেই ধারণা তিনি মন থেকে সরিয়ে দিতে পারেন নি।
মূসা যখন বিয়ের জন্য একজন কনেকে বেছে নেন তখন তা মরিয়মকে সুযোগ করে দিয়েছিল মূসাকে সমালোচনা করার। মরিয়ম তখন নিজেকে একটু অনিরাপদ ভেবে ছিলেন, কারণ তখন তিনি আর তার ভাইয়ের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ থাকছেন না। মূসা কি রকম স্ত্রীলোক বিয়ে করছেন তা বড় বিষয় ছিল না, কিন্তু বিষয় ছিল যে, মূসা এখন ইসরাইল জাতির জীবনে এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লোক। "আল্লাহ্ কি কেবল মূসার সঙ্গেই কথা বলেছেন? ... তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলেন নি? এর প্রতি উত্তরে মূসা যে কিছু বলেছেন তা বলা হয় নি কিন্তু এর উত্তরে আল্লাহ্ যে দ্রুত উত্তর দিয়েছেন তা বলা হয়েছে। আল্লাহ্ তাঁর পরিকল্পনায় তাদের অবসস্থান অস্বীকার না করেই মূসার সঙ্গে তার যে বিশেষ সম্পর্ক তা তিনি পরিস্কার করেই জানিয়ে দিয়েছেন। আর মরিয়মকে আল্লাহ্ তার ধৃষ্টতার জবাবে কুষ্ঠরোগ দিয়ে শাস্তি দেন। কিন্তু মূসা বোনের প্রতি তাঁর প্রকৃত মহব্বত প্রকাশ করেন এবং আল্লাহ্র কাছে তাঁর বোনের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।
মরিয়মের জীবনে আমরা এই ক্রুটি লক্ষ্য করলেও তিনি ইসরাইলদের জাতীয় জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। আমরা দেখতে পাই লোহিত সাগর পার হওয়ার পর তিনি খঞ্জনি হাতে বিজয়ের একটি কাওয়ালী পরিচালনা করেন। মরিয়ম সারা জীবন মোশির পাশেই ছিলেন, তাঁর সাহায্যকারী হিসাবে। পরিশেষে মরুভূমিতে হিজরতের সময় বনি-ইসরাইলরা কাদেশে তাদের দ্বিতীয় ছাউনি স্থাপন করার পর সেখানেই এই মহিলা-নবী মূসার শ্রদ্ধেয় বোন মরিয়ম ইন্তেকাল করেন। তাঁকে সেখানেই দাফন করা হয়, শুমারী ২০:১।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- চাপের মধ্যেও খুব তাড়াতাড়ি চিন্তা-ভাবনা করতে পারতেন
- সক্ষম নেত্রী
- আল্লাহর প্রশংসা-গান লেখক
- মহিলা-নবী

তাঁর জীবনের দুর্বলতা ও ভুলগুলো:

- মূসার ক্ষমতার বিষয়ে হিংসা করেছিলেন।
- মূসার নেতৃত্বের বিষয়ে খোলাখুলি সমালোচনা করেছিলেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- সমালোচনা করার পিছনে যে উদ্দেশ্য থাকে তা স্বয়ং সামালোচনা থেকেও প্রায় সময়ই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- **অবস্থান:** মিসর, সিনাই মরু-এলাকা
- **আত্মীয়-স্বজন:** ভাইয়েরা: মূসা ও হারুন

মূল আয়াত: "পরে হারুনের বোন মহিলা-নবী মরিয়ম হাতে তম্বুরা নিলেন এবং তাঁর পিছনে পিছনে অন্য স্ত্রীলোকেরা সকলে তম্বুরা নিয়ে নৃত্য করতে করতে বের হল। তখন মরিয়ম লোকদের কাছে গাইলেন, তোমরা মাবুদের উদ্দেশে গান কর; কেননা তিনি মহামহিমান্বিত হলেন; তিনি ঘোড়া ও ঘোড়সওয়ারকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলেন" (হিজরত ১৫:২০,২১)।

মরিয়মের কাহিনীটি হিজরত ২:১৫; গণনা ১২:২০ আয়াতে পাওয়া যায়। এছাড়া, দ্বি.বি. ২৪:৯; ১ খান্দানামা ৬;৩; মীখা ৬:৪ আয়াতে তাঁর উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।

শিবির স্থাপন করলো।

কেনান দেশ দেখবার জন্য গুপ্তচর প্রেরণ

১৩ ১ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, ২ আমি
বনি-ইসরাইলকে যে কেনান দেশ দেব,
তুমি তা নিরীক্ষণ করার জন্য কয়েক ব্যক্তিকে
প্রেরণ কর। তাদের নিজ নিজ পিতৃকুল সম্পর্কীয়
একেক বংশের মধ্য থেকে এক এক জন নেতাকে
প্রেরণ কর। ৩ তাতে মাবুদের হুকুম অনুসারে
মূসা পারণ মরুভূমি থেকে তাঁদের প্রেরণ
করলেন। তাঁরা সকলে বনি-ইসরাইলদের নেতা
ছিলেন। ৪ তাঁদের নাম: রূবেণ-বংশের মধ্যে
সক্কূরের পুত্র শম্মূয়; ৫ শিমিয়োন-বংশের মধ্যে
হোরির পুত্র শাফট; ৬ শিমিয়োন-বংশের মধ্যে
যিফুন্নির পুত্র কালুত; ৭ ইষাখর-বংশের মধ্যে
ইউসুফের পুত্র যিগাল; ৮ আফরাহীম-বংশের
মধ্যে নূনের পুত্র হোসিয়া; ৯ বিন্‌ইয়ামীন-বংশের
মধ্যে রাফূর পুত্র পল্‌টি; ১০ সবূলূন-বংশের মধ্যে
সোদির পুত্র গদ্দীয়েল; ১১ ইউসুফ বংশের অর্থাৎ
মানশা-বংশের মধ্যে সূষির পুত্র গদ্দি; ১২ দান-
বংশের মধ্যে গমল্লির পুত্র অম্মীয়েল; ১৩ আশের-
বংশের মধ্যে মিকাইলের পুত্র সথুর; ১৪ নপ্তালি-
বংশের মধ্যে বক্সির পুত্র নহ্‌বি; ১৫ গাদ-বংশের
মধ্যে মাখির পুত্র গ্যূয়েল। ১৬ মূসা দেশ নিরীক্ষণ
করতে যাদের পাঠালেন, এই ছিল সেই লোকদের
নাম। আর মূসা নূনের পুত্র হোসিয়ার নাম ইউসা
রাখলেন।
১৭ কেনান দেশ নিরীক্ষণ করতে পাঠাবার সময়
মূসা তাঁদেরকে বললেন, তোমরা দক্ষিণ দিক
দিয়ে এই পথে গিয়ে উঠ, ১৮ পাহাড় অঞ্চলে
গিয়ে উঠ এবং গিয়ে দেখ, সেই দেশ কেমন ও
সেখানকার নিবাসী লোকেরা বলবান বা দুর্বল,
সংখ্যায় অল্প বা অনেক; ১৯ এবং তারা যে দেশে
বাস করে সেই দেশ কেমন, ভাল বা মন্দ; ও
যেসব নগরে বাস করে, সেসব কি রকম; তারা
কি তাঁবুতে বা দুর্গে বাস করে; ২০ এবং ভূমি কি
রকম, উর্বর বা অনুর্বর, তাতে গাছ আছে কি
নেই। আর তোমরা সাহসী হয়ে সেই দেশের
কিছু ফল সঙ্গে করে এনো। তখন আঙ্গুর ফল
পাকবার সময় হয়েছিল।
২১ তাঁরা যাত্রা করে সীন মরুভূমি থেকে হমাতের
প্রবেশ স্থানে অবস্থিত রহোব পর্যন্ত সমস্ত দেশ
পর্যবেক্ষণ করলেন। ২২ বিশেষত দক্ষিণ দিক
দিয়ে উঠে গিয়ে হেবরনে উপস্থিত হলেন; সেই
স্থানে অহীমান, শেশয় ও তল্‌ময় নামে অনাকের
তিনটি সন্তান ছিল। মিসর দেশের সোয়ন নগর
গড়ে উঠবার সাত বছর আগে হেবরন নগর গড়ে
উঠেছিল। ২৩ পরে তাঁরা ইস্কোল উপত্যকাতে
উপস্থিত হয়ে সেই স্থানে একগুচ্ছ ফলযুক্ত আঙ্গুর
লতার একটি ডাল কেটে তা লাঠিতে ঝুলিয়ে
দু'জন বহন করলেন এবং তাঁরা কতকগুলো
ডালিম ও ডুমুর ফলও সঙ্গে আনলেন। ২৪ বনি-
ইসরাইলেরা ঐ স্থানে সেই আঙ্গুরের গুচ্ছ
কেটেছিলেন, এজন্য সেই উপত্যকা ইস্কোল
(গুচ্ছ) নামে খ্যাত হল।

[১৩:২] ইউসা ১:৩। [১৩:৬] দ্বি:বি ১:৩৬; কাজী ১:১২-১৫। [১৩:১৬] দ্বি:বি ৩২:৪৪। [১৩:১৭] দ্বি:বি ১:৭; ইউসা ৯:১; কাজী ১:৯। [১৩:২০] দ্বি:বি ১:২৫। [১৩:২১] শুমারী ৩৪:৮; ইউসা ১৩:৫; কাজী ৩:৩; আমোস ৬:১৪। [১৩:২২] দ্বি:বি ২:১০; ৯:২; ইউসা ১১:২১; ১৫:১৩; কাজী ১:২০। [১৩:২৩] পয়দা ৩:৭; দ্বি:বি ৮:৮; ২বাদশা ১৮:৩১; নহি ১৩:১৫। [১৩:২৬] পয়দা ১৪:৭; দ্বি:বি ১:২৫।

দেখুন।

১৩:২ তুমি তা নিরীক্ষণ করার জন্য কয়েক ব্যক্তিকে প্রেরণ কর। প্রাচীন নিকট প্রাচ্যে গুপ্তচর পাঠানো একটি সাধারণ ব্যাপার ছিল (দেখুন ইউসা ২:১-২৪)। দ্বিতীয় বিবরণ ১:২২-২৩ আয়াত দেখা যে, লোকদের অনুরোধের কারণেই মাবুদ এই নির্দেশনা দিয়েছিলেন।

১৩:৩ বনি-ইসরাইলদের নেতা। ১:৪-১৫ আয়াতের নোট দেখুন। এই নেতারাই যে তারা যারা লোকদের গণনার কাজে সাহায্য করেছিলেন এমন নাও হতে পারে।

পারণ মরুভূমি। ১০:১২ (সিনাই ... পারণ মরু-এলাকা) আয়াতের নোট দেখুন।

১৩:৪-১৬ রূবেণ-বংশের ... গাদ-বংশের। ১:৪-১৫ ও ১:২০-৪৬ আয়াতের নোট দেখুন।

১৩:৬ যিফুন্নির পুত্র কালুত। যদিও কালুত পূর্বপুরুষদের বিচার ইসরাইলীয় ছিলেন না কারণ তিনি কনিসীয় যিফুন্নির পুত্র কালুত বলে পরিচিত ছিলেন (৩২:১২) এবং কনিসীয় ছিল একজন ইদোমীয় (৩৬:৬, ৯, ১১), সেইজন্য তাকে এহুদা বংশের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। দেখুন ১৪:২ আয়াতের নোট।

১৩:১৭-২২ দক্ষিণ দিক দিয়ে ... হেবরনে। সেই বারো জন লোক নেগেভ এর মরু-এলাকা থেকে উত্তওে হেবরন সীন মরু-এলাকায় যাবে (১৩:২১, ইউসা ১৫:১-৪)। পর্বতময় এলাকা মানে হয়তো দক্ষিণের মরু-এলাকার পর্বতময় এলাকা অথবা এমনকি কেনানের দক্ষিণের পর্বতময় এলাকাও হয়ে থাকতে পারে (১৪:৪০ দেখুন)। ঐ বারোজন গুপ্তচরকে হমাতের কাছে রহোব পর্যন্ত উত্তরে যেতে বলা হয়েছিল। রহোব কোথায় ছিল তা জানা যায় নাই। "হমাতের দিকে" বা "হমাৎ পর্যন্ত" কথাটা দ্বারা দক্ষিণ লেবাননের প্রবেশ-পথে হর্মোন পর্বতের কাছের পার্বত্য কোন পথ বুঝানো হয়ে থাকতে পারে (দেখুন কাজী ১৮:২৭-২৯)। অথবা এর দ্বারা অরোন্টস নদীর পাড়ের দামেস্ক শহরের উত্তর দিকের একটা শহর বুঝানো হতে পারে বা বাদশাহ্ দাউদের সময়ে ইসরাইল রাজ্যের উত্তর সীমানাও হতে পারে (২ শামু ১০:৬-১৯ দেখুন)। ইসরাইলের উত্তর সীমানাকে আরো দক্ষিণ দিকে মনে করে থাকলে ঐ গুপ্তচরদের চল্লিশ দিনে যাওয়া-আসায় পাঁচশো মাইল পথ চলতে হয়েছিল (১৩:২৫ দেখুন)। সোয়ন ছিল মিসরের নীল নদীর পূর্ব পাড়ের একটা শহর। হেবরন ছিল কেনানের দক্ষিণ অঞ্চলের একটা শহর যেখানে গুপ্তচরেরা অনাকীয় লোকদের দেখতে পেয়েছিল।

১৩:২২ তল্‌ময় নামে অনাকের তিনটি সন্তান ছিল। কিতাবুল মোকাদ্দসে উল্লেখিত কেনানীয় জাতির লোকদের প্রায়ই লম্বা, শক্তিশালী ও কঠিন যোদ্ধারূপে বর্ণনা করা হয়েছে (আরো দেখুন ইউসা ১১:২১-২২, ১৫:১৪; কাজী ১:১০)।

১৩:২৩ ইস্কোল উপত্যকা। এই উপত্যক্যা কোথায় ছিল তা জানা যায় নি। হিব্রু শব্দ "ইস্কোল" অর্থ "আঙ্গুর ফলের থোকা"। আরো দেখুন ৩২:৯ ও দ্বি:বি: ১:২৪।

ডালিম ও ডুমুর। ডালিম হচ্ছে বড় আপেলের মত কড়া লাল রংয়ের ফল যার ভেতরে ছোট্ট ছোট্ট অনেক দানা থাকে। ঐ দানার গায়ে খুব রসাল সুস্বাদু আবরণ থাকে। আর ডুমুর ফল হয় এক ধরনের পাতা বহুল গাছে যে, গাছ সাধারণত ৩০ ফুটের মত উচুঁ হয়ে থাকে। বড় ডুমুর গাছে বছরে দু'বার ফল হয়।

১৩:২৬ পারণ মরুভূমির কাদেশ নামক স্থানে। কাদেশ বলতে খুব সম্ভবত: সীন মরু-এলাকার (২০:১ দেখুন) বেরশেবার

গুপ্তচরদের দেওয়া বিবরণ

২৫ তাঁরা দেশ নিরীক্ষণ করে চল্লিশ দিন পর
ফিরে আসলেন। ২৬ পরে তাঁরা এসে পারণ
মরুভূমির কাদেশ নামক স্থানে মূসা ও হারুন
এবং বনি-ইসরাইলদের সমস্ত মণ্ডলীর কাছে
উপস্থিত হয়ে তাদের ও সমস্ত মণ্ডলীকে সংবাদ
দিলেন এবং সেই দেশের ফল তাদের দেখালেন।
২৭ আর তাঁকে এই বৃত্তান্ত বললেন, আপনি
আমাদের যে দেশে প্রেরণ করেছিলেন আমরা
সেখানে গিয়েছিলাম; দেশটি দুগ্ধ-মধু-প্রবাহী
বটে; ২৮ আর এই দেখুন, তার ফল। যা হোক,
সেই দেশবাসীরা বলবান ও সেখানকার সমস্ত
নগর প্রাচীরবেষ্টিত ও অনেক বড় এবং সেই
স্থানে আমরা অনাকের সন্তানদেরকেও দেখেছি।
২৯ দক্ষিণ দেশে আমালেক বাস করে ও পাহাড়
অঞ্চলে হিট্টিয়, যিবূষীয় ও আমোরীয়রা বাস করে
এবং সমুদ্রের কাছে ও জর্ডানের তীরে বাস করে
কেনানীয়েরা।
৩০ আর কালুত মূসার সাক্ষাতে লোকদেরকে
ক্ষান্ত করার জন্য বললেন, এসো, আমরা
একেবারে উঠে গিয়ে দেশ অধিকার করি; কেননা
আমরা তা জয় করতে সমর্থ। ৩১ কিন্তু যে
ব্যক্তিরা তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন, তাঁরা বললেন,
আমরা সেই লোকদের বিরুদ্ধে যেতে সমর্থ নই,
কেননা আমাদের চেয়ে তারা বলবান। ৩২ এভাবে
তাঁরা যে দেশ নিরীক্ষণ করতে গিয়েছিলেন, বনি-
ইসরাইলদের সাক্ষাতে সেই দেশের দুর্নাম করে
বললেন, আমরা যে দেশ নিরীক্ষণ করতে নানা
স্থানে গিয়েছিলাম, সেই দেশ তার অধিবাসীদের
গ্রাস করে এবং তার মধ্যে আমরা যত লোককে
দেখেছি তারা সকলে দেখতে বিশাল আকৃতির।
৩৩ বিশেষত সেখানে বীরজাত অনাকের সন্তান
বীরদেরকে দেখে আমরা নিজেদের দৃষ্টিতে
ফড়িংয়ের মত হলাম এবং তাদের দৃষ্টিতেও
তেমনি হলাম।

বনি-ইসরাইলদের অবিশ্বাস ও কলরব

১৪ ১ পরে সমস্ত মণ্ডলী জোরে জোরে
চেঁচামেচি করতে লাগল এবং লোকেরা
সেই রাতে কান্নাকাটি করলো। ২ আর বনি-
ইসরাইল সকলে মূসা ও হারুনের বিরুদ্ধে
বচসা করলো ও সমস্ত মণ্ডলী তাদেরকে বললো,
হায় হায়, আমরা কেন মিসর দেশে মরি নি;
৩ এই মরু-ভূমিতেই বা কেন মরি নি? মাবুদ
আমাদেরকে তলোয়ার দ্বারা নিপাত করাতে এই
দেশে কেন আনলেন? আমাদের স্ত্রী ও বালকেরা
তো লুণ্ঠিত হবে। মিসরে ফিরে যাওয়া কি
আমাদের ভাল নয়? ৪ পরে তারা পরস্পর
বলাবলি করলো, এসো, আমরা এক জনকে
সেনাপতি করে মিসরে ফিরে যাই।
৫ তাতে মূসা ও হারুন বনি-ইসরাইলদের
মণ্ডলীর সমস্ত সমাজের সম্মুখে উবুড় হয়ে
পড়লেন। ৬ আর যাঁরা দেশ নিরীক্ষণ করে
এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে নূনের পুত্র ইউসা ও
যিফূন্নির পুত্র কালুত নিজ নিজ কাপড় ছিঁড়লেন,
৭ এবং বনি-ইসরাইলদের সমস্ত দলকে বললেন,
আমরা যে দেশ নিরীক্ষণ করতে গিয়েছিলাম,
সেই দেশ খুবই উত্তম দেশ। ৮ মাবুদ যদি
আমাদের উপর প্রীত হন তবে তিনি আমাদেরকে
সেই দেশে প্রবেশ করাবেন ও সেই দুগ্ধ-মধু-
প্রবাহী দেশ আমা-দেরকে দেবেন। ৯ কিন্তু
তোমরা কোনমতে মাবুদের বিদ্রোহী হয়ো না ও

[১৩:২৭] হিজ ৩:৮; দ্বি:বি ১:২৫; ইয়ার ২:৭।
[১৩:২৯] পয়দা ১৩:১০; দ্বি:বি ১:১।
[১৩:৩১] দ্বি:বি ৯:১; ইউসা ১৪:৮।
[১৩:৩২] দ্বি:বি ১:২৮; আমোস ২:৯।
[১৩:৩৩] দ্বি:বি ১:২৮; ইশা ৪০:২২।
[১৪:১] পয়দা ২৭:৩৮; হিজ ৩৩:৪; দ্বি:বি ১:৪৫।
[১৪:২] হিজ ১৫:২৪; ইব ৩:১৬।
[১৪:৩] পয়দা ৩৪:২৯; দ্বি:বি ১:৩৯; প্রেরিত ৭:৩৯।
[১৪:৪] নহি ৯:১৭।
[১৪:৫] লেবীয় ৯:২৪; ইহি ১:২৮।
[১৪:৬] উজা ৯:৩; মার্ক ১৪:৬৩।
[১৪:৭] শুমারী ১৩:২৭; দ্বি:বি ১:২৫।
[১৪:৮] ইশা ৬২:৪; মালা ২:১৭।
[১৪:৯] ইয়ার ৪১:১৮।
[১৪:১০] হিজ ১৭:৪।

পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত একটা মরুদ্যানকে বুঝানো হয়েছে। তাকে কাদেশ-বর্ণেয়ও বলা হয় (দেখুন ৩২:৮, ৩৪:৪)।

১৩:২৮ অনাকের সন্তানদেরকে ... অনাকের সন্তানদেরকেও দেখেছি। ১৩:২২ আয়াতের নোট দেখুন। অমালেকীয়রা ছিল এক যাযাবর জাতি এবং তারা বিশেষ করে মরুসাগরের দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে বাস করতো। তারা ছিল ইসরাইল জাতির শত্রু (হিজ ১৭:৮-১৪)। হিত্তিয়রা ছিল শক্তিশালী এক জাতি। তারা হামের নাতি হেতের বংশধর (পয়দা ১০:৬-২০)। তারা তুরস্ক এলাকায় একটা সম্রাজ্য স্থাপন করেছিল। তারা ইব্রাহিমের সময় থেকে খ্রী:পূ: বারেশো বৎসর পর্যন্ত কেনানে একটা বড় শক্তিশালী জাতি ছিল। বাদশাহ্ দাউদ তাদের তাড়িয়ে না দেয়া পর্যন্ত (২ শামু ৫:৬-৯) যিবূষীয়রা জেরুশালেমে রাজত্ব করতো (২ শামু ৫:৬-৯) ইসরাইল যখন আক্রমন করে তখন আমোরীয়রা পর্বতময় এলাকায় বাস করতো (২১:২১-৩৫, ইউসা ২:১০)। কেনানীয়রা ছিল নূহের নাতি হামের বংশধর (পয়দা ১০:৬-২০)। তারা জর্ডান নদী ও ভূমধ্য সাগরের কাছে জেরুশালেমের উত্তর-পশ্চিমের শহর বা গ্রামগুলোতে বাস করতো।

১৩:২৯ সমুদ্রের কাছে ও জর্ডানের তীরে। ভূমধ্যসাগর ছিল কেনানের পশ্চিম সীমা। জর্ডান নদী ছিল ঐ দেশের প্রধান নদী যা হর্মোন পর্বতের কাছের পর্বত থেকে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণ দিকে গালীল সাগর হয়ে মরুসাগরে গিয়ে মিশেছে।

১৩:৩৩ বীরজাত অনাকের সন্তান। এ এক জাতি যার লোকেরা ছিল মস্ত বড় বীর। অপার্থিব পিতাদের ঔরষে স্ত্রীলোকের গর্ভে এদের জন্ম হতো (দেখুন পয়দা ৬:৪)। তাদের নামের অর্থ “পতিতরা”। কেনান থেকে যে খবর আনা হয়েছিল তা বলা হয়েছে যে ঐ অনাকীয়েরা নেফিলীয়দের মত। কেবলমাত্র কালুত ও ইউসা (১৪:৫-৯) বলেছিলেন যে, আল্লাহ্‌র সাহায্যে ইসরাইল জাতি তার যে কোন শত্রুকে হটিয়ে দিতে পারবে।

১৪:৩ বালকেরা তো লুণ্ঠিত হবে। মাবুদের অনুগ্রহের বিরুদ্ধে সবচেয়ে নিন্দনীয় অভিযোগ যা তাদের সন্তানদের বিষয়ে ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মাত্র তাদের সন্তানেরাই জীবিত থেকে প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশ করতে পেরেছিল (দেখুন ৩১-৩৩)।

১৪:৬ নিজ নিজ কাপড় ছিঁড়লেন। কাপড় ছেঁড়া ছিল প্রাচীন কালের লোকদের দুঃখ বা খোব প্রকাশের একটা কায়দা। আরো দেখুন পয়দা ৩৭:২৯,৩৪, কাজী ১১:৩৫।

১৪:৯ মাবুদ আমাদের সহবর্তী। এর মধ্যে কোন দেয়াল নেই, কোন গাঁথুনি নেই, কোনটা বড় বা কোনটা ছোট বা কোন বাধার ব্যাপার নেই, এবং এর মাঝে কোন দেবতাও এসে পথ রোধ করে দাঁড়াতে পারে না যখন মাবুদ তার লোকদের সঙ্গে থাকেন।

কালুত

কালুত ছিলেন এহুদা গোষ্ঠীর যিফুন্নির পুত্র (শুমারী ১৩:৬; ৩২:১২; ইউসা ১৪:৬,১৪)। হযরত মূসা কেনান দেশ পর্যবেক্ষণ করার জন্য হিজরতের দ্বিতীয় বছরে বনি-ইসরাইলের যে নেতাদের গোয়েন্দা হিসেবে পাঠান, তাদের মধ্যে তিনিও একজন গোয়েন্দা ছিলেন। এই সময় কালুতের বয়স ছিল চল্লিশ বছর। তিনি এহুদা বংশের একজন গোষ্ঠীপ্রধান ছিলেন। তিনি এবং নূনের পুত্র ইউসা এই দু'জন মাত্র সমস্ত লোকদের মনে সাহস যোগান যে, কেনান দেশ জয় করে অধিকার করা যাবে। তারা দু'জন ছাড়া অন্য দশ জন গোয়েন্দা মহামারীতে ধ্বংস হয়ে যায় (শুমারী ১৩:১ থেকে ১৪:১)। কালুত ও ইউসা ছাড়া ২০ বছরের উর্দ্ধে যে সব লোকদের গণনা করা হয় তারা সকলেই মরুভূমিতে ধ্বংস হয়। কেনান দেশ জয় করার পর, কালুতের বয়স যখন ৮৫ বছর তখন তিনি গিল্‌গলে ইউসার কাছে গিয়ে মাবুদের প্রতিজ্ঞা অনুসারে তাঁকে যে জায়গা দেওয়ার কথা বলা হয় তা তাঁর বংশধরদের জন্য চান (ইউসা ১৪:৬-১৫; ১৫:১৩-১৫; ২১:১০-১২; ১ শামু ২৫:২-৩; ৩০:১৪)। দৃশ্যত কালুত এহুদার দক্ষিণ অঞ্চলের নাম তার নামানুসারে রাখেন (১ শামু ৩০:১৪)। হেবরন ও কর্মিলের মাঝখানের শহরটি তাকে দেওয়া হয়। যখন তিনি হেবরন এলাকাটি ইমাম বংশীয় লেবীয়দের জন্য শরণার্থী এলাকা হিসেবে ছেড়ে দেন, তখন এর চারপাশের জায়গা ও গ্রামগুলো তাঁরই অধিকারে ছিল (ইউসা ২১:১১-১২; ১ শামু ২৫:৩)। পরে তিনি ইসরাইলের প্রথম কাজী কনসের বংশধর অৎনীয়েলের সঙ্গে তাঁর কন্যা অক্ষাকে বিয়ে দিয়ে অৎনীয়েলের শ্বশুর হন (কাজী ১:১২-১৫,২০)।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- মূসা যে বারো জন গুপ্তচরকে কেনান দেশ দেখবার জন্য পাঠিয়েছিলেন তিনি তাদের একজন ছিলেন।
- যারা মিসর দেশ ছেড়ে বেড় হয়েছিলেন তদের মধ্যে মাত্র দুই জনের তিনি একজন, যারা কেনান দেশে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন।
- কেনান দেশ জয় করার জন্য যে দু'জন আওয়াজ তুলেছিলেন তাদের একজন ছিলেন।
- বনি ইসরাইলদের পথের বাধা না হয়ে আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞার উপর বিশ্বাস ও নির্ভর করেছিলেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- সব সময় বেশিরভাগ লোকদের মতামত ভাল ও মন্দের ব্যাপারে সঠিক হয় না।
- আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বস্ত থেকে যে সাহস দেখানো হয় তা সঠিক।
- উৎসাহ ও বিশ্বাস তখনই কার্যকরী হয় যখন তা বাক্যে ও কাজে একত্রি হয়ে একসঙ্গে কাজ করে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- **অবস্থান:** মিসর থেকে সিনাই মরুভূমি এবং এর পরে কেনান দেশ, বিশেষ ভাবে হেবরন।
- **কাজ:** গুপ্তচর, সৈন্য ও মেষপালক

মূল আয়াত: "কিন্তু আমার গোলাম কালুতের অন্তরে অন্য রূহ্ ছিল এবং সে সম্পূর্ণরূপে আমার অনুগত হয়ে চলেছে, এজন্য সে যে দেশে গিয়েছিল, সেই দেশে আমি তাকে প্রবেশ করাব ও তার বংশ তা অধিকার করবে" (শুমারী ১৪:২৪)।

কালুতের কাহিনীটি শুমারী ১৩, ১৪; ইউসা ১৪:১৫ আয়াতে পাওয়া যায়। এছাড়া, কাজী ১ অধ্যায় ও খান্দাননামা ৪:১৫ আয়াতে তাঁর উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।

সেই দেশের লোকদেরকে ভয় করো না; কেননা
তারা আমাদের ভক্ষ্যস্বরূপ, তাদের আশ্রয়-ছত্র
তাদের উপর থেকে সরিয়ে দেওয়া হল, মাবুদ
আমাদের সহবর্তী; তাদেরকে ভয় করো না।
১০ কিন্তু সমস্ত মণ্ডলী সেই দু’জনকে পাথরের
আঘাতে হত্যা করতে বললো। তখন জমায়েত-
তাঁবুতে মাবুদের মহিমা সমস্ত বনি-ইসরাইলের
প্রত্যক্ষ হল।
১১ আর মাবুদ মূসাকে বললেন, এই লোকেরা
কত কাল আমাকে অবজ্ঞা করবে? আমি এদের
মধ্যে যেসব চিহ্ন-প্রমাণ রেখেছি, তা দেখেও এরা
কত কাল আমার প্রতি অবিশ্বাসী থাকবে?
১২ আমি মহামারী দ্বারা এদেরকে আঘাত করবো,
এদেরকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করবো এবং
তোমার মধ্য থেকে এদের চেয়ে বড় ও বলবান
একটি জাতি সৃষ্টি করবো।

লোকদের জন্য মূসার মুনাজাত

১৩ তাতে মূসা মাবুদকে বললেন, তা করলে
মিসরীয়েরা তা শুনবে, কেননা তাদেরই মধ্য
থেকে তুমি তোমার শক্তি দ্বারা এই লোকদের
বের করে এনেছ; ১৪ আর তারা এই দেশ-নিবাসী
লোকদেরও সেই সংবাদ দেবে। তারা শুনেছে যে,
তুমি মাবুদ এই লোকদের মধ্যবর্তী, কারণ তুমি
মাবুদ এদেরকে প্রত্যক্ষ দর্শন দিয়ে থাক, আর
তোমার মেঘ এদের উপরে অবস্থান করছে এবং
তুমি দিবাতে মেঘস্তম্ভে ও রাতে অগ্নিস্তম্ভে থেকে
এদের আগে আগে গমন করছো। ১৫ এখন যদি
তুমি এই লোকদেরকে এক ব্যক্তির মত করে
হত্যা কর, তবে ঐ যে জাতিরা তোমার খ্যাতি
শুনেছে, ১৬ তারা বলবে, মাবুদ এই লোকদেরকে

[১৪:১১] হিজ ২৩:২১; মালা ১:১৩।
[১৪:১২] জবুর ১০৯:১৩।
[১৪:১৩] হিজ ৩২:১১-১৪; জবুর ১০৬:২৩।
[১৪:১৪] ইউসা ২:৯।
[১৪:১৬] ইউসা ৭:৭।
[১৪:১৮] ইয়াকুব ৫:১১।
[১৪:১৯] জবুর ৮৫:২; ১০৩:৩।
[১৪:২০] মীখা ৭:১৮-২০।
[১৪:২১] ইয়ার ৪:২; ইহি ৫:১১; সফ ২:৯।
[১৪:২২] জবুর ৮১:৭; ১করি ১০:৫।
[১৪:২৩] দ্বিঃবি ১:৩৪; জবুর ৯৫:১১; ১০৬:২৬।
[১৪:২৪] শুমারী ২৬:৬৫; ৩২:১২; জবুর ২৫:১৩; ৩৭:৯, ১১।
[১৪:২৫] হিজ ২৩:৩১; শুমারী ২১:৪; ১বাদশা ৯:২৬।
[১৪:২৭] হিজ

যে দেশ দিতে শপথ করেছিলেন, সেই দেশে
তাদেরকে প্রবেশ করাতে অপারগ হলেন; এজন্য
মরুভূমিতে তাদেরকে সংহার করলেন। ১৭ এখন
নিবেদন করি, তোমার কালাম অনুসারে মাবুদের
প্রভাব মহিমান্বিত হোক; ১৮ তুমি তো বলেছ,
মাবুদ ক্রোধে ধীর ও অটল মহব্বতে মহান এবং
অধর্ম ও অপরাধ মাফ করেন, তবুও দোষীকে
তিনি শাস্তি দিয়ে থাকেন, তিনি তৃতীয় ও চতুর্থ
পুরুষ পর্যন্ত সন্তানদের উপরে পিতৃগণের
অপরাধের প্রতিফল বর্তান। ১৯ আরজ করি,
তোমার অটল মহব্বতের মহত্ত্ব অনুসারে এবং
মিসর দেশ থেকে এই পর্যন্ত এই লোকদেরকে
যেমন মাফ করে আসছো, সেই অনুসারে এই
লোকদের অপরাধ মাফ কর।
২০ তখন মাবুদ বললেন, তোমার কথা অনুসারে
আমি মাফ করলাম। ২১ সত্যিই আমি জীবন্ত
এবং সমস্ত দুনিয়া মাবুদের প্রতাপে পরিপূর্ণ হবে;
২২ যত লোক আমার মহিমা এবং মিসরে ও
মরুভূমিতে কৃত আমার চিহ্ন-কাজগুলো দেখেছে,
তবুও এই দশবার আমার পরীক্ষা করেছে ও
আমার কথায় মনোযোগ দেয় নি; ২৩ আমি
তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে যে দেশের বিষয়ে
কসম খেয়েছি, তারা সেই দেশ দেখতে পাবে
না; যারা আমাকে অবজ্ঞা করেছে, তাদের মধ্যে
কেউই তা দেখতে পাবে না। ২৪ কিন্তু আমার
গোলাম কালুতের অন্তরে অন্য রূহ্ ছিল এবং সে
সম্পূর্ণরূপে আমার অনুগত হয়ে চলেছে, এজন্য
সে যে দেশে গিয়েছিল, সেই দেশে আমি তাকে
প্রবেশ করাব ও তার বংশ তা অধিকার করবে।
২৫ পক্ষান্তরে আমালেকীয়েরা ও কেনানীয়েরা

১৪:১০ জমায়েত-তাঁবুতে মাবুদের মহিমা। ৯:১৫-১৬ (মেঘ) ও ১:৫২-৩৫ (পতাকা ... জমায়েত-তাঁবু) আয়াতের নোট দেখুন।

১৪:১১ কত কাল আমাকে অবজ্ঞা করবে?। মাবুদের শক্তি অবিশ্বাস করে বিশেষভাবে তিনি যে সমস্ত অলৌকিক কাজ করেছেন ও যে সমস্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তারা গিয়েছে, তার পরেও বনি-ইসরাইল মাবুদকে অবজ্ঞা করছে।

১৪:১২ তোমার মধ্য থেকে এদের চেয়ে বড় ও বলবান একটি জাতি সৃষ্টি করবো। হিজরত কিতাবের পরে দ্বিতীয় বারের মাবুদ কথা বলছেন মত মূসার মধ্য দিয়ে নতুন এক জাতি সৃষ্টি করার যারা তাঁর নিয়ম-কানুন মেনে চলবে (হিজ ৩২:১০)।

১৪:১৩ মিসরীয়েরা তা শুনবে। মূসা এখানে মাবুদের গৌরব রক্ষা করতে চেয়েছেন। মাবুদের লোকদের শত্রুরা তখন মাবুদকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলবে যে, তিনি তাঁর লোকদের উদ্ধার করতে সমর্থ হন নি এবং সেজন্য তারা মাবুদকে অবজ্ঞা করবে।

১৪:২২ এই দশবার আমার পরীক্ষা করেছে। হয়তো এভাবে তা গণনা করা যায়। (১) হিজ ১৪:১০-১২; (২) হিজ ১৫:২২-২৪; (৩) হিজ ১৬:১-৩; (৪) হিজ ১৬:১৯-২০; (৫) হিজ ১৬:২৭-৩০; (৬) হিজ ১৭:১-৪; (৭) হিজ ৩২:১-৩৫; (৮) শুমারী ১১:১-৩; (৯) ১১:৪-৩৪; (১০) ১৪:৩। কিন্তু দশবার বলার মধ্য দিয়ে অনেক বারের কথা বুঝানো হয়ে থাকে।

১৪:২২-২৩ তাদের মধ্যে কেউই তা দেখতে পাবে না। তারা ছিল মিসর থেকে বের হয়ে আসা ইসরাইলের পুরাতন প্রজন্মের লোকেরা। তারা মরু-এলাকায় মারা যাবে কারণ তারা চল্লিশ বছর যাবৎ প্রায়ই আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে ও তাকে অবিশ্বাস করেছে (১৪:২৯,৩৪)। ইবরানী ৩:১৮ও দেখুন।

১৪:২৪ কালুতের অন্তরে। তিনি ছিলেন এহুদা বংশের লোক। মাবুদের প্রতি বিশ্বস্ততার জন্য তাঁকে তাঁর বংশধরদের পরবর্তীকালে কেনান দেশে সবচেয়ে ভাল ভাল জায়গা দেয়া হয়। দেখুন ইউসা ১৪:৬-১৪।

১৪:২৫ উপত্যকাতে ... লোহিত সাগরের পথ দিয়ে। দক্ষিণ দিক থেকে কেনান যাবার জন্য ঐ উপত্যক্যার পথে ছিল অমালেকীয় ও কেনানীয় জাতির লোকেরা (১৩:২৮-২৯ আয়াতের নোট দেখুন)। এই কারণে ইসরাইল জাতির লোকদের দক্ষিণ-পূর্ব দিক দিয়ে আকাবা উপসাগরের দিকে যেতে হয়েছিল। আকাবা উপসাগর ছিল লোহিত সাগরের উত্তর-পূর্ব শাখা। এখানে যে হিব্রু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তাকে অনুবাদ করা যায় “নল-খাগরার সাগর” এবং এর দ্বারা হয়তো নীল নদীর পূর্ব পাড়ের কাছের একটা জলাভূমি বা মিষ্টি পানির বিলকে বুঝানো হয়ে থাকতে পারে। হিজরত ১৩:১৭-১৪:৯ আয়াতের বর্ণনা অনুসারে এ কথা বলা যেতে পারে। ঐ বর্ণনায় ইসরাইল জাতি সাগর পার হবার আগে যে সমস্ত শহরের পাশ দিয়ে গিয়েছিল তা উল্লেখ করা হয়েছে।

BACIB International Bible CHURCH

এখন উপত্যকাতে রয়েছে; আগামীকাল তোমরা
ফিরে লোহিত সাগরের পথ দিয়ে মরুভূমিতে
গমন কর।

কলরব ও অবিশ্বাসের ফল

২৬ পরে মাবুদ মূসা ও হারুনকে বললেন,
২৭ আমার বিরুদ্ধে বচসাকারী এই দুষ্ট মণ্ডলীর
ভার আমি কতকাল সহ্য করবো? বনি-ইসরাইল
আমার বিরুদ্ধে যে যে কটুবাক্য বলে তা আমি
শুনেছি। ২৮ তুমি তাদেরকে বল, মাবুদ বলেন,
আমি জীবন্ত, আমার কর্ণগোচরে তোমরা যা
বলেছ, তা-ই আমি তোমাদের প্রতি করবো;
২৯ এই মরুভূমিতে তোমাদের লাশ পড়ে থাকবে;
তোমাদের সম্পূর্ণ সংখ্যা অনুসারে গণনা-করা
বিশ বছর ও তার চেয়েও বেশি বয়স্ক তোমরা যে
সমস্ত লোক আমার বিরুদ্ধে কটুবাক্য বলেছো,
৩০ আমি তোমাদেরকে যে দেশে বাস করাব বলে
হাত উঠিয়েছিলাম, সেই দেশে তোমরা প্রবেশ
করবে না, কেবল যিফুন্নির পুত্র কালুত ও নূনের
পুত্র ইউসা প্রবেশ করবে। ৩১ কিন্তু তোমরা
তোমাদের যে বালকদের বিষয়ে বলেছিলে, এরা
লুণ্ঠিত হবে, তাদেরকে আমি সেখানে প্রবেশ
করাব ও তোমরা যে দেশ অগ্রাহ্য করেছ, তারা
তার পরিচয় পাবে। ৩২ কিন্তু তোমাদের লাশ এই
মরুভূমিতে পড়ে থাকবে। ৩৩ আর তোমাদের
সন্তানেরা চল্লিশ বছর এই মরুভূমিতে পশু চরাবে
এবং এই মরুভূমিতে তোমাদের লাশের সংখ্যা
যে পর্যন্ত সম্পূর্ণ না হয়, সেই পর্যন্ত তারা
তোমাদের জেনার ফল ভোগ করবে। ৩৪ তোমরা
যে চল্লিশ দিন দেশ নিরীক্ষণ করেছ, সেই দিনের
সংখ্যা অনুসারে চল্লিশ বছর, একেক দিনের জন্য
একেক বছর, তোমরা তোমাদের অপরাধ বহন
করবে, আর আমার বিরোধিতা করার পরিণাম যে
কি তা বুঝতে পারবে। ৩৫ আমি মাবুদ বলেছি,

১৬:১২; দ্বি:বি
১:৩৪, ৩৫।
[১৪:২৯] ১করি
১০:৫; ইব ৩:১৭;
কাজী ১:৫।
[১৪:৩০] হিজ ৬:৮;
দ্বি:বি ৩২:৪০; নহি
৯:১৫; জবুর
১০৬:২৬; ইহি
২০:৫; ৩৬:৭।
[১৪:৩১] লেবীয়
২৬:৪৩।
[১৪:৩৩] হিজ
১৬:৩৫; প্রেরিত
১৩:১৮; ইব ৩:৯।
[১৪:৩৭] শুমারী
১৩:৩২; ১করি
১০:১০; ইব ৩:১৭।
[১৪:৩৮] শুমারী
১৩:৪-১৬; ইউসা
১৪:৬।
[১৪:৩৯] হিজ
৩৩:৪।
[১৪:৪১] ২খান্দান
২৪:২০।
[১৪:৪২] দ্বি:বি
১:৪২।
[১৪:৪৩] পয়দা
৩৯:২৩; দ্বি:বি
৩১:৮; ইউসা
৬:২৭।
[১৪:৪৪] দ্বি:বি
১:৪৩।
[১৪:৪৫] কাজী
১:১৭; ১শামু
৩০:৩০; ১খান্দান
৪:৩০।
[১৫:২] লেবীয়
২৩:১০।
[১৫:৩] লেবীয়

আমার বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী সমগ্র দুষ্ট মণ্ডলীর
প্রতি আমি অবশ্য এটা করবো; এই মরুভূমিতে
তারা নিঃশেষিত হবে, এখানেই তারা মরবে।
৩৬ আর দেশ নিরীক্ষণ করতে মূসা যে
লোকদেরকে পাঠিয়েছিলেন, যারা ফিরে এসে ঐ
দেশের দুর্নাম করে তাঁর বিরুদ্ধে সমস্ত মণ্ডলীকে
দিয়ে বচসা করিয়েছিল, ৩৭ দেশের বদনামকারী
সেই ব্যক্তিরা মাবুদের সম্মুখে মহামারীতে মারা
গেল। ৩৮ যে ব্যক্তিরা দেশ নিরীক্ষণ করতে
গিয়েছিল, তাদের মধ্যে কেবল নূনের পুত্র ইউসা
ও যেফুন্নির পুত্র কালুত জীবিত থাকলেন।
৩৯ তখন মূসা সমস্ত বনি-ইসরাইলকে সেই কথা
বললেন এবং লোকেরা অতিশয় শোক করলো।
৪০ পরে তারা খুব ভোরে উঠে পর্বতের চূড়ায়
আরোহণ করতে উদ্যত হয়ে বললো, দেখ, এই
আমরা, মাবুদ যে স্থানের কথা বলেছেন, আমরা
সেই স্থানে যাই, কেননা আমরা গুনাহ্ করেছি।
৪১ তাতে মূসা বললেন, এখন মাবুদের হুকুম
কেন লঙ্ঘন করছো? এ তো সফল হবে না।
৪২ তোমরা উঠে যেও না, কারণ মাবুদ তোমাদের
মধ্যে নেই, গেলে তোমরা দুশমনের হাতে
পরাজিত হবে। ৪৩ কেননা আমালেকীয়েরা ও
কেনানীয়েরা সেই স্থানে তোমাদের সম্মুখে
আছে; তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হবে,
কারণ তোমরা মাবুদের পিছন থেকে ফিরে গেছ,
তাই মাবুদ তোমাদের সহবর্তী হবেন না।
৪৪ তবুও তারা দুঃসাহসী হয়ে পর্বত শৃঙ্গে
অরোহণ করতে লাগল; কিন্তু মাবুদের শরীয়ত-
সিন্দুক ও মূসা শিবির থেকে বের হলেন না।
৪৫ তখন ঐ পর্বত-বাসী আমালেকীয়েরা ও
কেনানীয়েরা নেমে এসে তাদেরকে আঘাত করে
হর্মা পর্যন্ত তাড়িয়ে দিল।

১৪:২৭-২৮ দুষ্ট মণ্ডলীর ... আমার কর্ণগোচরে তোমরা যা বলেছ। ৫:৬,৮ আয়াতের নোট দেখুন। এখানে গুনাহ্ মানে বিশ্বাসের অভাব। ১৪:২ আয়াতে তারা যা চেয়েছিল তা আল্লাহ্ তাদের দেয়ার জন্য প্রতিজ্ঞা করেছেন: তারা মরু-এলাকায় মরতে চেয়েছিল।

১৪:৩৩ তোমাদের সন্তানেরা চল্লিশ বছর এই মরুভূমিতে পশু চরাবে। যদিও পুরান প্রজন্মের লোকেরা মারা যাবে, আল্লাহ্ তাদেও ক্ষমা করার জন্য মূসার বিনতি শুনেন এবং তিনি তাদের ছেলেমেয়েদের কেনান দেশে ঢুকতে দেবেন যদিও তার আগে মরু-এলাকায় তাদের চল্লিশ বছর কষ্ট করতে হবে। কিতাবুল মোকাদ্দসে চল্লিশ সংখ্যাটা একটা বিশেষ সংখ্যা। এর দ্বারা অনেক দিনের ধৈর্য্য ও কষ্টের মধ্য দিয়ে অপেক্ষা করা বুঝায়। হযরত নূহের সময় বন্যা হয়েছিল চল্লিশ দিন ও রাত ব্যাপী (পয়দা ৭:১২)। ঈসা মসীহ্ মরু-এলাকায় চল্লিশ দিন রোজা রাখার পরে পরীক্ষিত হয়েছিলেন (মার্ক ১:১২)। আরো দেখুন প্রেরিত ৭:৩৬।

১৪:৩৭ দেশের বদনামকারী সেই ব্যক্তিরা মাবুদের সম্মুখে মহামারীতে মারা গেল। খুব তাড়াতাড়িই সেই দশ জন গুপ্তচরদের উপরে শাস্তি নেমে এসেছিল। এসব মন্দ রিপোর্ট দিয়ে যে লোকদেরকে জীবনে তারা প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল তারা সেই মরুভূমিতে বাস করতে সমর্থ হয় নি।

১৪:৪২-৪৩ অমালেকীয় ... কেনানীয়দের। ১৩:২৮-২৯ আয়াতের নোট দেখুন।

১৪:৪৪ শরীয়ত-সিন্দুক। ১০:৩৩ আয়াতের নোট দেখুন। ইসরাইল যতক্ষণ তাদের সঙ্গে শরীয়ত-সিন্দুক বহন করেছিলেন আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে ততক্ষণ উপস্থিত ছিলেন (৭:৮-৯)। তারা যখন শরীয়ত-সিন্দুক ছাড়া কেনানে ঢুকতে চেষ্টা করেছে, তারা করেছে আল্লাহ্‌র আশীর্বাদ ছাড়া।

১৪:৪৫ হর্মা পর্যন্ত তাড়িয়ে দিল। এই পর্বতময় এলাকা হচ্ছে কেনান দেশের দক্ষিণ অঞ্চল। হর্মা ঠিক কোথায় ছিল তা জানা যায় নাই, তবে বেরশেবার দক্ষিণ দিকে কোথাও হবে হয়তো। দ্বি:বি: ১:৪৪ ও কাজী ১:১৭ দেখুন।

১৫:২-৩ মাবুদের উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার হিসেবে আগুনে-পোড়ানো কোরবানী করবে। ৬:৯-১২ ও ৭:১২-৮৩ আয়াতের নোট দেখুন। কোন কোন কোরবানী ছিল আল্লাহ্‌র কাছে কোন প্রতিজ্ঞা করার উদ্দেশ্যে (লেবীয় ২৭:৯-১১)।

ভিন্ন ভিন্ন হুকুম

১৫ ১ মাবুদ মূসাকে বললেন, ২ তুমি বনি-
ইসরাইলকে বল, আমি তোমাদেরকে
যে দেশ দেব, সেই দেশে প্রবেশ করার পর,
৩ যখন তোমরা মানত পূর্ণ করার জন্য কিংবা
স্বেচ্ছাদত্ত কোরবানীর জন্য কিংবা তোমাদের
নিরূপিত ঈদে গোমেষাদি পাল থেকে মাবুদের
উদ্দেশে খোশবু করার জন্য মাবুদের উদ্দেশে
অগ্নিকৃত উপহার হিসেবে আগুনে-পোড়ানো
কোরবানী করবে; ৪ তখন উপহার উৎসর্গকারী
ব্যক্তি মাবুদের উদ্দেশে এক হিনের চার ভাগের
এক ভাগ তেল মিশানো সুজির (এক ঐফার) দশ
ভাগের এক ভাগ শস্য-উৎসর্গ আনবে। আর তুমি
পোড়ানো-কোরবানীর সঙ্গে অথবা কোরবানীর
জন্য, প্রত্যেক ভেড়ার বাচ্চার জন্য, ৫ পেয়
উৎসর্গ বলে এক হিনের চার ভাগের এক ভাগ
আঙ্গুর-রস প্রস্তুত করবে। ৬ অথবা একটি ভেড়ার
জন্য তুমি শস্য-উৎসর্গ বলে এক হিনের তিন
ভাগের এক ভাগ তেল মিশানো মিহি সুজির (এক
ঐফার) বিশ ভাগের এক ভাগ প্রস্তুত করবে,
৭ এবং পেয় উৎসর্গের জন্য এক হিনের তিন
ভাগের এক ভাগ আঙ্গুর-রস মাবুদের উদ্দেশে
খোশবুর জন্য কোরবানী করবে। ৮ আর যখন
তুমি মাবুদের উদ্দেশে পোড়ানো-কোরবানী বা
মানত পূরণের জন্য কোরবানী করার জন্য, কিংবা
মঙ্গল-কোরবানীর জন্য ষাঁড় কোরবানী করবে,
৯ তখন বাছুরটির সঙ্গে অর্ধেক হিন তেলে
মিশানো (এক ঐফার) তিন দশমাংশ
সুজির শস্য-উৎসর্গ আনবে। ১০ আর পেয়
উৎসর্গের জন্য মাবুদের উদ্দেশে খোশবুযুক্ত
অগ্নিকৃত উপহারের জন্য অর্ধেক হিন আঙ্গুর-রস
আনবে।
১১ একেক ষাঁড়, ভেড়া, ভেড়ার বাচ্চা ও
ছাগলের বাচ্চার জন্য এরকম করতে হবে।
১২ তোমরা যত পশু কোরবানী করবে, তাদের
সংখ্যা অনুসারে প্রত্যেকের জন্য এরকম করবে।
১৩ দেশজাত সমস্ত লোক মাবুদের উদ্দেশে
খোশবুযুক্ত অগ্নিকৃত উপহার নিবেদন করার
সময়ে এই নিয়মানুসারে এসব প্রস্তুত করবে।
১৪ আর তোমাদের মধ্যে বসবাসকারী কোন
বিদেশী কিংবা তোমাদের মধ্যে পুরুষানুক্রমে
বসবাসকারী কোন ব্যক্তি যদি মাবুদের উদ্দেশে
খোশবুর জন্য অগ্নিকৃত উপহার নিবেদন করতে
চায়, তবে তোমরা যেরকম, সেও সেরকম
করবে। ১৫ সমাজের জন্য, তোমরা এবং
তোমাদের মধ্যে বসবাসকারী বিদেশী লোক,
উভয়ের জন্য একই ব্যবস্থা হবে; এটি তোমাদের
পুরুষানুক্রমে পালনীয় চিরস্থায়ী নিয়ম; মাবুদের
সামনে তোমরা ও বিদেশীরা, উভয়ে সমান।
১৬ তোমাদের ও তোমাদের মধ্যে প্রবাসী
বিদেশীদের জন্য একই ব্যবস্থা ও একই শাসন
হবে।
১৭ আর মাবুদ মূসাকে বললেন, ১৮ তুমি বনি-
ইসরাইলকে বল, আমি তোমাদেরকে যে দেশে
নিয়ে যাচ্ছি, ১৯ সেই দেশে প্রবেশ করার পর
তোমরা সেই দেশের খাদ্য ভোজনকালে মাবুদের
উদ্দেশে উত্তোলনীয় উপহার নিবেদন করবে।
২০ তোমরা উত্তোলনীয় উপহারের জন্য
তোমাদের মাখা ময়দার অগ্রিমাংশ বলে একেক
পিঠা নিবেদন করবে; যেমন খামারের
উত্তোলনীয় উপহার উত্তোলন করে থাক, এও
সেরকম ভাবে নিবেদন করবে। ২১ তোমরা
পুরুষানুক্রমে নিজ নিজ মাখা ময়দার অগ্রিমাংশ
থেকে মাবুদের উদ্দেশে উত্তোলনীয় উপহার
নিবেদন করবে।
২২ আর তোমরা যদি ভুলবশত গুনাহ্ কর, মূসার
কাছে মাবুদ যেসব হুকুম দিয়েছেন, এসব যদি
পালন না কর, ২৩ এমন কি, মাবুদ যেদিন
তোমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন, সেদিন থেকে
তোমাদের পুরুষ-পরম্পরার জন্য মাবুদ মূসার
মাধ্যমে তোমাদেরকে যত হুকুম করেছেন,
সেসব যদি পালন না কর, ২৪ এবং তা যদি
মণ্ডলীর অগোচরে ভুলবশত হয়ে থাকে, তবে
সমস্ত মণ্ডলী মাবুদের উদ্দেশে খোশবুযুক্ত
পোড়ানো-কোরবানীর জন্য একটি ষাঁড় ও নিয়ম
অনুযায়ী তার সঙ্গে শস্য-উৎসর্গ ও পেয় উৎসর্গ

৭:১৬; উজা ১:৪।
[১৫:৪] হিজ ১৬:৩৬।
[১৫:৫] পয়দা ৩৫:১৪; লেবীয় ৩:৭।
[১৫:৭] লেবীয় ২৩:১৩।
[১৫:৮] হিজ ১২:৫; লেবীয় ১:৫।
[১৫:৯] লেবীয় ১৪:১০।
[১৫:১২] উজা ৭:১৭।
[১৫:১৩] লেবীয় ১৬:২৯।
[১৫:১৪] লেবীয় ৩:১৭।
[১৫:১৬] হিজ ১২:৪৯; লেবীয় ২২:১৮।
[১৫:১৮] লেবীয় ২৩:১০।
[১৫:১৯] ইউসা ৫:১১, ১২।
[১৫:২০] পয়দা ৫০:১০; লেবীয় ২:১৪।
[১৫:২১] ইহি ৪৪:৩০; রোমীয় ১১:১৬।
[১৫:২২] লেবীয় ৪:২।
[১৫:২৪] লেবীয় ২৩:১৩।
[১৫:২৫] লেবীয় ৪:২০; রোমীয় ৩:২৫।

১৫:৪-৫ প্রত্যেক ভেড়ার বাচ্চার জন্য, ... আঙ্গুর-রস প্রস্তুত করবে। আল্লাহ্‌র রহমত ও দয়া চাওয়ার জন্য যে কোরবানী (লেবীয় ৩:১) ও মাবুদকে ধন্যবাদ দেবার জন্য উৎসর্গের উপহার (লেবীয় ৬:১৪-১৭)। যেহেতু এই উপহারের জিনিষগুলো ছিল ক্ষেতের ফসল (শস্য), একটা ছিল আবাদ করে উৎপন্ন করা (জলপাই) অথবা গেঁজানো (আঙ্গুরের রস)। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে, এই সমস্ত নিয়ম-কানুন দেয়া হয়েছিল এমন সময় যখন ইসরাইল জাতি কেনান দেশে স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করেছিল।

১৫:৬-৭ তেল মিশানো মিহি সুজির। ঐ সুজি সম্ভবত ছিল গমের ময়দা। জলপাইয়ের তেল জলপাই ফল পিষে তার নরম পিন্ড কাপড়ের চাল্‌নিতে চেলে বানানো হতো। ঐ তেল রান্না করা ও বাতি জ্বালানোর জন্য ব্যবহার করা হতো।

১৫:৮ পোড়ানো-কোরবানী ... মঙ্গল-কোরবানীর। দেখুন ৭:১২-৮৩ এবং মঙ্গল ... কোরবানীর জন্য ৬:১৪-১৫ আয়াতের নোট দেখুন।

১৫:১৪ কোন বিদেশী ... কোন ব্যক্তি। ৯:১৪ আয়াতের নোট দেখুন। আরো দেখুন হিজ ১২:৪৩-৪৯, লেবীয় ২৪:২২, শুমারী ১৫:২৬,২৯; দ্বি:বি: ১৪:২১।

১৫:২৪ যদি মণ্ডলীর অগোচরে ভুলবশত হয়ে থাকে। আল্লাহ্‌র হুকুম অনিচ্ছা সত্ত্বে ভঙ্গ করলে তার জন্য কোরবানী করতে হতো (৮:৮ আয়াতের নোট দেখুন)। অনিচ্ছাকৃত গুনাহের, যেমন নাপাক অবস্থায় পবিত্র বস্তু স্পর্শ করা বা জমায়েত-তাঁবুর কাছে যাওয়া দ্বারা আল্লাহ্‌র লোকদের সমস্ত সমাজই অপরাধী হতো। সে কারণে প্রত্যেকেরই ক্ষমার প্রয়োজন হতো। আরো দেখুন লেবীয় ৪:২৭-৩১।

এবং গুনাহ্-কোরবানীর জন্য একটি ছাগল
কোরবানী করবে। ২৫ আর ইমাম বনি-
ইসরাইলদের সমস্ত মণ্ডলীর জন্য কাফ্ফারা
দেবে; তাতে তাদেরকে মাফ করা যাবে। কেননা
তা ভুলক্রমে ঘটেছিল এবং তারা সেই ভুলের
দরুন মাবুদের উদ্দেশে তাদের অগ্নিকৃত উপহার
ও মাবুদের সম্মুখে গুনাহ্-কোরবানী আনবে।
২৬ তাতে বনি-ইসরাইলদের সমস্ত দল ও তাদের
মধ্যে বসবাসকারী বিদেশীদেরকে মাফ করা
যাবে; কেননা সকলেই ভুলবশত ঐ কাজ
করেছিল।
২৭ আর যদি কোন ব্যক্তি ভুলবশত গুনাহ্ করে,
তবে সে গুনাহ্-কোরবানী হিসেবে এক বছর
বয়সের একটি ছাগলের বাচ্চা আনবে। ২৮ আর
যে ব্যক্তি ভুল করেছে তার ভুলের জন্য ইমাম
মাবুদের সাক্ষাতে তার ভুল করে করা গুনাহ্‌র
জন্য কাফ্ফারা দেবে; তাতে তার কাফ্ফারা হলে
তার গুনাহ্ মাফ হবে। ২৯ বনি-ইসরাইলদের
স্বজাতি হোক, কিংবা তাদের মধ্যে প্রবাসী
বিদেশী হোক, যে ব্যক্তি ভুল করেছে তার জন্য
একই ব্যবস্থা হবে। ৩০ কিন্তু স্বজাতি বা বিদেশী
যে ব্যক্তি জেনে-শুনে গুনাহ্ করে, সে মাবুদের
নিন্দা করে; সেই ব্যক্তি নিজের লোকদের মধ্য
থেকে উচ্ছিন্ন হবে। ৩১ কেননা সে মাবুদের
কালাম অবজ্ঞা করলো ও তাঁর হুকুম লঙ্ঘন
করলো; সেই ব্যক্তি একেবারে উচ্ছিন্ন হবে, তার
অপরাধ তারই উপরে বর্তাবে।

বিশ্রামবার অমান্য করার শাস্তি

৩২ বনি-ইসরাইল যখন মরুভূমিতে ছিল, তখন
বিশ্রামবারে এক জনকে কাঠ সংগ্রহ করতে
দেখলো। ৩৩ যারা তাকে কাঠ সংগ্রহ করতে
দেখেছিল তারা মূসা, হারুন ও সমস্ত মণ্ডলীর
কাছে তাকে আনলো। ৩৪ আর তারা তাকে রুদ্ধ
করে রাখল; কেননা তার প্রতি কি কর্তব্য তা
জানানো হয় নি। ৩৫ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন,
সেই ব্যক্তির অবশ্য প্রাণদণ্ড হবে; সমস্ত মণ্ডলী
তাকে শিবিরের বাইরে পাথরের আঘাতে হত্যা
করবে। ৩৬ পরে মূসার প্রতি মাবুদের হুকুম
অনুসারে সমস্ত মণ্ডলী তাকে শিবিরের বাইরে
নিয়ে গিয়ে পাথর মারল; তাতে সে মারা গেল।

কাপড়ের কোণে ঝালর

৩৭ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, ৩৮ তুমি বনি-
ইসরাইলকে বল, তারা যেন পুরুষানুক্রমে নিজ
নিজ কাপড়ের কোণে ঝালর লাগায় ও কোণস্থ
ঝালরে নীল সুতা বেঁধে রাখে। ৩৯ তোমাদের
জন্য সেই ঝালর থাকবে, যেন তা দেখে তোমরা
মাবুদের সমস্ত হুকুম স্মরণ করে পালন কর এবং
তোমাদের হৃদয়ের কামনা ও চোখের অভিলাষে
যেভাবে তোমরা জেনাকারী হয়ে থাক, তোমরা
সেরকম না কর; ৪০ যেন আমার সমস্ত হুকুম
স্মরণ কর ও পালন কর এবং তোমার আল্লাহ্‌র
উদ্দেশে পবিত্র হও। ৪১ আমি মাবুদ তোমাদের
আল্লাহ্; আমি তোমাদের আল্লাহ্ হবার জন্য
তোমাদেরকে মিসর দেশ থেকে বের করে
এনেছি; আমি মাবুদ তোমাদের আল্লাহ্।

কারুন ও তার দলের বিদ্রোহ ও বিনাশ

১৬ ১ লেবির সন্তান কহাৎ, তাঁর সন্তান
যিষ্‌হর, যিষ্‌হরের সন্তান কারুন; এই
কারুন এবং রূবেণ-বংশের লোকদের মধ্যে
ইলীয়াবের পুত্র দাথন ও অবীরাম এবং পেলতের
পুত্র ওন দল বাঁধলো। ২ আর এদের সঙ্গে বনি-
ইসরাইলদের দুই শত পঞ্চাশ জন মূসার বিরুদ্ধে
দাঁড়াল; এরা মণ্ডলীর নেতা, সমাজে সমাদৃত ও
প্রসিদ্ধ লোক ছিল। ৩ তারা মূসা ও হারুনের
বিরুদ্ধে একত্র হয়ে তাঁদেরকে বললো, তোমরা
বড়ই বাড়াবাড়ি করছো; কেননা সমস্ত মণ্ডলীর
প্রত্যেকজনই পবিত্র এবং মাবুদ তাদের
মধ্যবর্তী। তবে কেন মাবুদের সমাজের উপরে
শুধু তোমরাই কর্তৃত্ব করছো? ৪ এই কথা শুনে
মূসা উবুড় হয়ে পড়লেন। ৫ আর তিনি কারুন ও
তার দলের সকলকে বললেন, কে মাবুদের লোক

[১৫:২৭] লেবীয় ৪:৩।
[১৫:২৯] হিজ ১২:৪৯।
[১৫:৩০] দ্বি:বি ১:৪৩; ১৭:১৩।
[১৫:৩১] ১শামু ১৫:২৩, ২৬; জবুর ১১৯:১২৬; মেসাল ১৩:১৩।
[১৫:৩৫] লেবীয় ২০:২; লূক ৪:২৯; প্রেরিত ৭:৫৮
[১৫:৩৬] ইয়ার ১৭:২১।
[১৫:৩৮] দ্বি:বি ২২:১২; মথি ২৩:৫।
[১৫:৩৯] কাজী ২:১৭; জবুর ১০৬:৩৯; হোশেয় ৪:১২।
[১৫:৪০] পয়দা ২৬:৫; দ্বি:বি ১১:১৩; জবুর ১০৩:১৮; ১১৯:৫৬; রোমীয় ১২:১; কল ১:২২; ১পিতর ১:১৫।
[১৫:৪১] পয়দা ১৭:৭।
[১৬:১] হিজ ৬:২৪; কাজী ১:১১; জবুর ১০৬:১৭।
[১৬:৩] জবুর ১০৬:১৬।
[১৬:৫] জবুর ৬৫:৪; ১০৫:২৬; ইয়ার ৫০:৪৪; ২তীম ২:১৯।
[১৬:৬] লেবীয় ১০:১; প্রকা ৮:৩।
[১৬:৭] হিজ ৩০:৯।

১৫:৩২ বিশ্রামবারে। বিশ্রামবার ছিল সাপ্তাহিক বিশ্রামের দিন এবং তা আরম্ভ হতো শুক্রবার সন্ধ্যায় ও শেষ হতো শনিবার সন্ধ্যায়।

১৫:৩৫ পাথরের আঘাতে হত্যা করবে। ইসরাইল জাতির মধ্যে পাথর মারা ছিল সর্বোচ্চ শাস্তি বা মৃত্যুদণ্ড। এই শাস্তি দেয়া হতো আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে কোন অপরাধ করলে, যেমন: বিশ্রামবারে কাজ করলে। শিবিরের বাইরে নিয়ে গিয় পাথর মারা হতো যাতে শিবিরের পবিত্রতা নষ্ট না হয়। আরো দেখুন লেবীয় ২৪:১৪,২৩।

১৫:৩৮ ঝালর। ঝালর লাগানোর হুকুম দেয়া হয়েছিল এ জন্য যেন লোকেরা যখন হাঁটাহাঁটি করতো তখন তার নড়াচড়া দেখে লোকেরা যেন আল্লাহ্‌র হুকুম ও শিক্ষা পালনের জন্য তা মনে রাখে। এখনও ইহুদীদের মুনাজাতের জন্য ব্যবহৃত চাদরে ঝালর দেয়া থাকে। আরো দেখুন দ্বি:বি: ২২:১২।

১৬:১-২ কারুন এবং রূবেণ-বংশের লোকদের ... ওন দল বাঁধলো। কারুন ছিল কারুনীয় বংশের লোক ও একজন লেবীয় (৩:২৭-৩১, ৪:১-২০)। কারুনের পরিবারের বিষয়ে দেখুন হিজ ৬:১৬-২৪, এবং ১ খান্দান ৬:২২-২৪, ৩৩-৩৮ আয়াত দেখুন যেখানে কারুনকে ইসরাইলের এবাদতখানার বাদ্যকারদের পিতৃপুরুষ বলে দেখানো হয়েছে। কারুন ও অন্যান্য লেবীয়রা যারা হারুনের পরিবারে ছিল না তারা ইমাম হতে পারত না (দেখুন ৩:১-১০) তারা ইমাম হবার অধিকার পাবার জন্য বিদ্রোহ করেছিল। রূবেণ-বংশের দাথন, অবীরাম ও ওন বিশ্বাস করতো যে, সকল লোকই ছিল মাবুদের পবিত্র লোক (১৬:৩); আর হারুনের পরিবারের লোকদের মত তাদেরও ইমাম হবার অধিকার আছে। ১৬ অধ্যায়ের বাকী অংশে এই সব বিষয়ে মূসার মধ্য দিয়ে দেয়া আল্লাহ্‌র শরীয়ত ও শিক্ষা আছে। আরো দেখুন এহুদা ১ অধ্যায়।

১৬:৬-৭ ধূপদানি নেও এবং তাতে আগুন দিয়ে ... সেই ব্যক্তি পবিত্র হবে। ধূপদানি ছিল উৎসর্গ-অনুষ্ঠানের জন্য জ্বলন্ত অঙ্গার রাখার জন্য বিশেষ জিনিষ (লেবীয় ১৬:১২, হিজ ২৭:৩)। ৪:৯-১১ (ধূপ) আয়াতের নোট দেখুন। পবিত্র কোরবানগাহে

BACIB International Bible CHURCH

ও কে পবিত্র, কাকে তিনি নিজের সান্নিধ্যে
আসতে দেবেন, তা মাবুদ খুব ভোরে জানাবেন।
তিনি যাকে মনোনীত করবেন, শুধু সে-ই তাঁর
কাছে যাবে। ৬ হে কারুন ও কারুনের দলের
সকলে, এক কাজ কর; ৭ তোমরা ধূপদানি নেও
এবং তাতে আগুন দিয়ে আগামীকাল মাবুদের
সম্মুখে তার উপরে ধূপ দাও; তাতে মাবুদ যাকে
মনোনীত করবেন, সেই ব্যক্তি পবিত্র হবে; হে
লেবীয়রা তোমরা বড়ই বাড়াবাড়ি করছো।
৮ পরে মূসা কারুনকে বললেন, হে লেবীয়রা,
আরজ করি, আমার কথা শোন। ৯ এ কি
তোমাদের কাছে ক্ষুদ্র বিষয় যে, ইসরাইলের
আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে ইসরাইলদের মধ্য থেকে
পৃথক করে মাবুদের শরীয়ত-তাঁবুর সেবাকর্ম
করার জন্য ও মণ্ডলীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে তার
পরিচর্যা করার জন্য তাঁর নিজের সান্নিধ্যে
এনেছেন? ১০ আর তোমাকে ও তোমার সঙ্গে
তোমার সমস্ত ভাইকে অর্থাৎ লেবীয়দেরকে তাঁর
সান্নিধ্যে এনেছেন আর তোমরা কি এখন ইমাম
হতে চেষ্টা করছো? ১১ অতএব তুমি ও তোমার
সমস্ত দল মাবুদেরই বিরুদ্ধে একত্র হয়েছো; আর
হারুন কে যে তোমরা তাঁর বিরুদ্ধে বচসা কর?
১২ পরে মূসা ইলীয়াবের পুত্র দাথন ও
অবীরামকে ডাকতে লোক পাঠালেন, কিন্তু তারা
বললো, আমরা যাব না; ১৩ এ কি ক্ষুদ্র বিষয় যে,
তুমি আমাদেরকে মরুভূমিতে মেরে ফেলবার
জন্য দুগ্ধ-মধু-প্রবাহী দেশ থেকে নিয়ে এসেছো?
তুমি কি আমাদের উপরে সর্বতোভাবে কর্তৃত্বও
করবে? ১৪ আর, তুমি তো আমাদেরকে দুগ্ধ-মধু-
প্রবাহী দেশে আন নি, শস্য-ক্ষেতের ও আঙ্গুর-
ক্ষেতের অধিকারও দাও নি। তুমি কি এই
লোকদের চোখ অন্ধ করে রাখবে? আমরা যাব
না।
১৫ তখন মূসা অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে মাবুদকে
বললেন, ওদের উপহার গ্রাহ্য করো না; আমি
ওদের থেকে একটি গাধাও নেই নি, আর ওদের
একজনের কোন ক্ষতিও করি নি।
১৬ পরে মূসা কারুনকে বললেন, তুমি ও
তোমার দলের সকলে, তোমরা আগামীকাল
হারুনের সঙ্গে মাবুদের সম্মুখে উপস্থিত হবে।
১৭ তোমরা প্রত্যেকজন ধূপদানি নিয়ে তার উপরে
ধূপ দিয়ে মাবুদের সম্মুখে নিজ নিজ ধূপদানি
উপস্থিত করবে; দুই শত পঞ্চাশটি ধূপদানি
উপস্থিত করবে। তুমি ও হারুন নিজ নিজ
ধূপদানি নেবে। ১৮ পরে তারা প্রত্যেকে নিজ
নিজ ধূপদানি নিয়ে তার মধ্যে আগুন রেখে ধূপ
দিয়ে মূসা ও হারুনের সঙ্গে জমায়েত-তাঁবুর
দ্বারে দাঁড়ালো। ১৯ কারুন জমায়েত-তাঁবুর
দরজার কাছে তাঁদের প্রতিকূলে সমস্ত মণ্ডলীকে
সমবেত করার পর মাবুদের মহিমা সমস্ত মণ্ডলীর
প্রত্যক্ষ হল।
২০ পরে মাবুদ মূসা ও হারুনকে বললেন,
তোমরা এই মণ্ডলীর মধ্য থেকে পৃথক হও;
২১ আমি নিমেষের মধ্যে এদেরকে সংহার করি।
২২ তাঁরা উবুড় হয়ে পড়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌,
হে সর্বজীবের আল্লাহ্‌, এক জন গুনাহ্‌ করলে
তুমি কি সমস্ত মণ্ডলীর উপরে ক্রুদ্ধ হবে?
২৩ তখন মাবুদ মূসাকে বললেন, ২৪ তুমি
মণ্ডলীকে বল, তোমরা কারুন, দাথন ও
অবীরামের তাঁবুর চারদিক থেকে সরে যাও।
২৫ আর মূসা উঠে দাথন ও অবীরামের কাছে
গেলেন এবং ইসরাইলের প্রাচীনবর্গরা তাঁর
পিছনে গেলেন। ২৬ পরে তিনি মণ্ডলীকে
বললেন, আরজ করি, তোমরা এই দুষ্ট লোকদের
তাঁবুর কাছ থেকে সরে যাও, এদের কিছুই স্পর্শ
করো না, পাছে এদের সমস্ত গুনাহে বিনষ্ট হও।
২৭ তাতে তারা কারুন, দাথন ও অবীরামের
তাঁবুর চারদিক থেকে সরে গেল, আর দাথন ও
অবীরাম বের হয়ে নিজ নিজ স্ত্রী, পুত্র ও
শিশুদের সঙ্গে যার যার তাঁবুর দরজায় দাঁড়িয়ে
রইলো।
২৮ পরে মূসা বললেন, মাবুদ আমাকে এ সব
কাজ করতে পাঠিয়েছেন, আমি স্বেচ্ছায় করি নি,
তা তোমরা এতেই জানতে পারবে। ২৯ সাধারণ
লোকদের মৃত্যুর মত যদি এই লোকদের মৃত্যু
হয়, কিংবা সাধারণ লোকের শাস্তির মত যদি
এদের শাস্তি হয়, তবে মাবুদ আমাকে পাঠান
নি। ৩০ কিন্তু মাবুদ যদি অঘটন ঘটান এবং ভূমি
তার মুখ বিস্তার করে এদেরকে ও এদের সর্বস্ব
গ্রাস করে, আর এরা জীবদ্দশায় পাতালে নামে,
তবে এরা যে মাবুদকে অবজ্ঞা করেছে, তা
তোমরা জানতে পারবে।
৩১ মূসার এ সব কথা বলা শেষ হওয়ামাত্র ভূমি
বিদীর্ণ হল, ৩২ আর দুনিয়া তার মুখ খুলে
তাদের, তাদের পরিজনদেরকে ও কারুনের
পক্ষের সমস্ত লোককে এবং তাদের সকল

[১৬:৯] দ্বি:বি ১০:৮; ১৭:১২; ২১:৫; ১শামু ২:১১; জবুর ১৩৪:১; ইহি ৪৪:১১।
[১৬:১০] কাজী ১৭:৫, ১২।
[১৬:১৩] পয়দা ১৩:৮; প্রেরিত ৭:২৭, ৩৫।
[১৬:১৪] হিজ ২২:৫; ২৩:১১; ১বাদশা ৪:২৫; নহি ১৩:১৫; জবুর ১০৫:৩৩।
[১৬:১৫] ১শামু ১২:৩।
[১৬:১৭] ইহি ৮:১১।
[১৬:১৮] লেবীয় ১০:১।
[১৬:১৯] হিজ ১৬:৭।
[১৬:২১] পয়দা ১৯:১৪; হিজ ৩২:১০।
[১৬:২২] ইয়ার ৩২:২৭; ইহি ১৮:৪; ইব ১২:৯।
[১৬:২৫] হিজ ১৯:৭।
[১৬:২৬] ইশা ৫২:১১।
[১৬:২৭] ইউসা ৭:২৪; ইশা ১৩:১৬; ১৪:২১।
[১৬:২৮] হিজ ৩:১২; ইউ ৫:৩৬; ৬:৩৮।
[১৬:২৯] আইউ ৩১:২; হেদা ৩:১৯।
[১৬:৩০] জবুর ১৪১:৭; ইশা ৫:১৪।
[১৬:৩১] ইশা ৬৪:১-২; ইহি ৪৭:১-১২।
[১৬:৩২] হিজ ১৫:১২।
[১৬:৩৩] হেদা ৯:১০।
[১৬:৩৫] প্রকা ১১:৫।

একমাত্র ইমামই ধূপ জ্বালাতে পারতেন। অন্য কেউ তা করতে গেলে সে মারা পড়তো (৩:১০, আরো দেখুন লেবীয় ১০:১-২)। এখানে যে লোক ঐ কাজ করতে যাবার পরে বেঁচে থাকবে তাকেই আল্লাহ্‌র মনোনীত বলে ধরে নিতে হবে।

১৬:১৪ তুমি কি এই লোকদের চোখ অন্ধ করে রাখবে? দোথন ও অবীরামের বিদ্রোহ করার পেছনের কারণ ছিল এই যে, মূসার পরিচালনায় লোকদের কেনান দেশে পৌঁছাতে অনেক দেরি হচ্ছিল। তারা বলতে লাগল যে, লোকদের বরং মিসরে ফিরে যাওয়া ভাল, কারণ মিসরে চাষবাসের জন্য অনেক উর্বর জমি তাদের ছিল। কিন্তু তারা তখনই ভুলে গিয়েছিল যে, মিসরে তারা গোলামী করতো।

১৬:১৭ ধূপদানি নিয়ে তার উপরে ধূপ দিয়ে। কারুনের বিদ্রোহের কারণে ঘটনাটা ইমামের পরীক্ষা করার দিকে মোড় নিল। ১৬:৬-৭ আয়াতের নোট দেখুন।

১৬:১৯ মাবুদের মহিমা সমস্ত মণ্ডলীর প্রত্যক্ষ হল। ৯:১৫-১৬ (মেঘ) আয়াতের নোট দেখুন।

সম্পত্তি গ্রাস করলো। ৩৩ তাতে তারা ও তাদের
সমস্ত পরিজন জীবদ্দশায় পাতালে নামলো এবং
দুনিয়া তাদের উপরে চেপে বসলো; এভাবে তারা
সমাজের মধ্য থেকে বিলুপ্ত হল। ৩৪ আর তাদের
আর্তনাদে চারদিকের সমস্ত ইসরাইল পালিয়ে
গেল, কেননা তারা বললো, পাছে দুনিয়া
আমাদের গ্রাস করে। ৩৫ আর মাবুদের কাছ
থেকে আগুন বের হয়ে যারা ধূপ নিবেদন
করেছিল, সেই দুই শত পঞ্চাশ জন লোককে গ্রাস
করলো।
৩৬ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, ৩৭ তুমি ইমাম
হারুনের পুত্র ইলিয়াসরকে বল, সে পোড়াস্থান
থেকে ঐ সমস্ত ধূপদানি উঠিয়ে নিক এবং তার
আগুন দূরে ঝেড়ে ফেলুক, কেননা সেসব
ধূপদানি পবিত্র। ৩৮ আর এই গুনাহ্‌গারদের
নিবেদিত যেসব ধূপদানি তাদের প্রাণের মূল্যে
পবিত্র হয়ে গেছে, সেগুলো পিটিয়ে
কোরবানগাহ্‌র আচ্ছাদনের জন্য পাত প্রস্তুত করা
হোক, কেননা তারা মাবুদের সম্মুখে সেসব
নিবেদন করেছিল। অতএব সেসব পবিত্র, আর
সেসব বনি-ইসরাইলদের পক্ষে চিহ্ন হবে।
৩৯ তাতে যারা আগুনে পুড়ে মারা গেল, তাদের
নিবেদিত পিতলের ধূপদানি ইমাম ইলিয়াসর
গ্রহণ করলেন এবং তা পিটিয়ে কোরবানগাহ্‌র
আচ্ছাদনের জন্য পাত প্রস্তুত করা হল; ৪০ এই
কাজ বনি-ইসরাইলদের স্মরণার্থে করা হল, যেন
হারুন-বংশ ছাড়া অন্য গোষ্ঠীভুক্ত কোন মানুষ
মাবুদের সম্মুখে ধূপ উৎসর্গ করতে কাছে না যায়
এবং কারুন ও তার দলের মত না হয়; মাবুদ
মূসার মাধ্যমে তাকে এরকম হুকুম দিয়েছিলেন।
৪১ তবুও পর দিন বনি-ইসরাইলদের সমস্ত দল
মূসা ও হারুনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বললো,
তোমরাই মাবুদের লোকদেরকে হত্যা করলে।
৪২ আর মণ্ডলী মূসা ও হারুনের বিরুদ্ধে একত্র
হলে তারা জমায়েত-তাঁবুর দিকে মুখ ফিরালো,
আর দেখলো মেঘ তা আচ্ছাদন করেছে এবং
মাবুদের মহিমা প্রত্যক্ষ হয়েছে। ৪৩ তখন মূসা ও
হারুন জমায়েত-তাঁবুর সম্মুখে উপস্থিত হলেন।
৪৪ আর মাবুদ মূসাকে বললেন, ৪৫ তোমরা এই
মণ্ডলীর মধ্য থেকে সরে যাও, আমি এক নিমিষে
এদেরকে সংহার করবো। ৪৬ তখন তাঁরা উবুড়
হয়ে পড়লেন। আর মূসা হারুনকে বললেন,
তোমার ধূপদানি নাও ও কোরবানগাহ্‌র উপর
থেকে আগুন নিয়ে তার মধ্যে দাও এবং তাতে
ধূপ দিয়ে শীঘ্র মণ্ডলীর কাছে গিয়ে তাদের জন্য
কাফ্‌ফারা কর; কেননা মাবুদের সম্মুখ থেকে
ক্রোধ বের হয়েছে, মহামারী আরম্ভ হয়ে গেছে।
৪৭ আর মূসা যেমন বললেন, তেমনি হারুন
(ধূপদানি) নিয়ে সমাজের মধ্যে দৌড়ে গেলেন;
আর দেখ, লোকদের মধ্যে মহামারী আরম্ভ
হয়েছিল, কিন্তু তিনি ধূপ দিয়ে লোকদের জন্য
কাফ্‌ফারা করলেন। ৪৮ তিনি মৃত ও জীবিত
লোকদের মধ্যে দাঁড়ালেন; তাতে মহামারী নিবৃত্ত
হল। ৪৯ যারা কারুনের ব্যাপারে মারা
পড়েছিলো, তারা ছাড়া আরও চৌদ্দ হাজার সাত
শত লোক ঐ মহামারীতে মারা পড়লো। ৫০ পরে
হারুন জমায়েত-তাঁবুর দ্বারে মূসার কাছে ফিরে
আসলেন। এভাবে মহামারী নিবৃত্ত হল।

হারুনের লাঠিতে ফুল ফোটা

১৭ ১ আর মাবুদ মূসাকে বললেন, ২ তুমি
বনি-ইসরাইলকে বলে তাদের পিতৃকুল
অনুসারে সমস্ত নেতার কাছ থেকে একেক
পিতৃকুলের জন্য এক একটি লাঠি, এভাবে
বারোটি লাঠি গ্রহণ কর; প্রত্যেকের লাঠিতে তার
নাম লেখ। ৩ আর লেবির লাঠিতে হারুনের নাম
লেখ; কেননা তাদের একেক পিতৃকুলের নেতার
জন্য এক একটি লাঠি হবে। ৪ আর জমায়েত-
তাঁবুতে যে স্থানে আমি তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ
করি, সেই স্থানে শরীয়ত-সিন্দুকের সম্মুখে
সেসব রাখবে। ৫ পরে এরকম হবে, যে ব্যক্তি

[১৬:৩৭] হিজ ৬:২৩।
[১৬:৩৮] দ্বি:বি ২৮:৪৬; ইয়ার ৪৪:২৯; ইহি ১৪:৮।
[১৬:৩৯] ২খান্দান ২৬:১৮।
[১৬:৪০] হিজ ৩০:১; ২বাদশা ১২:৩; ইশা ১:১৩; ৬৬:৩; ইয়ার ৪১:৫; ৪৪:৩।
[১৬:৪২] হিজ ১৬:৭; শুমারী ১৪:১০।
[১৬:৪৫] হিজ ৩২:১০।
[১৬:৪৬] হিজ ২৯:৩৬; জবুর ১০৬:২৯;
[১৬:৪৮] জবুর ১০৬:৩০।
[১৭:২] পয়দা ৩২:১০; হিজ ৪:২।
[১৭:২] শুমারী ১:৪।
[১৭:৩] শুমারী ১:৩।
[১৭:৪] হিজ ৪০:২।
[১৭:৫] শুমারী ১৬:৫।
[১৭:৭] হিজ ৩৮:২১।

১৬:৩৭-৩৯ সেসব ধূপদানি পবিত্র … কোরবানগাহ্‌র আচ্ছাদনের জন্য পাত প্রস্তুত করা হল। হারুনের ছেলে ইলীয়াসর ধূপদানিগুলো আগুন থেকে নিয়ে নেয়। এর কারণ হয়তো মহা-ইমাম (হারুন) মৃত কোন কিছু স্পর্শ করতে পারতেন না। পাত্রগুলো ছিল পবিত্র, মাবুদের উদ্দেশ্যে পৃথক করা কারণ সেগুলো তাঁর উদ্দেশ্যে ধূপ জ্বালাবার জন্য ব্যবহার করা হতো। ৩৮ আয়াতে বলা হয়েছে কোরবানগাহ্ কেন ব্রোঞ্জের পাত দিয়ে মুড়ে দেয়া হতো (হিজ ২৭:১-২, ৩৮:১-২ আয়াতের সঙ্গে এ অংশ তুলনা করুন।

১৬:৪০ হারুন-বংশ ছাড়া। ১৬:১-২ (কারুন); ১:২-৩ (হারুন); ৩:২ (হারুনের চার ছেলে) আয়াতের নোট দেখুন।

১৬:৪২ মাবুদের মহিমা প্রত্যক্ষ হয়েছে। ৯:১৫-১৬ (মেঘ) আয়াতের নোট দেখুন।

১৬:৪৬ ধূপদানি নাও … তাদের জন্য কাফ্‌ফারা কর। লোকদের গুনাহ্ ক্ষমার উপহার ও কোরবানী করার জন্য ইমামরা সাধারণত ধূপ জ্বালাতেন না (লেবীয় ৪:১-৫:১৯; ৬:২৪-৩০ দেখুন), কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি কাজ করাটা জরুরী ছিল কারণ লোকেরা মারা যাচ্ছিল।

১৬:৪৭-৪৮ মহামারী আরম্ভ হয়েছিল। এটা স্পষ্ট নয় যে, কোন ধরনের পীড়া বা মড়কে লোকেরা মারা পড়েছিল। কিতাবুল মোকাদ্দসে কখনও কখনও দেখা যায় যে, আল্লাহ্ লোকদের অবাধ্যতা ও বিরোধিতার জন্য অসুখ-পীড়া পাঠিয়ে শাস্তি দিয়েছেন (দেখুন ৯:১৫, লেবীয় ২৬:১৪-১৫, শুমারী ১২:৯-১২, ১৪:৩৬-৩৭, ২৫৪:১-৯; দ্বি:বি: ২৮:২১-২৭, ২ শামু ২৪:১-১৭, ইয়ার ১৪:১১-১২)।

১৭:২-৩ একেক পিতৃকুলের জন্য। ১:৪-১৫ আয়াতের নোট দেখুন।

১৭:২-৪ বারোটি লাঠি গ্রহণ কর … শরীয়ত-সিন্দুকের সম্মুখে সেসব রাখবে। লাঠি ছিল নেতার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের প্রতীক (হিজ ৭:৮-১২, ১৪:১৫-১৭ দেখুন)। শরীয়ত-সিন্দুক পবিত্র তাঁবুর মহাপবিত্র স্থানে রাখা হতো যেখানে কেবল মূসার ও মহা-ইমামের যাবার অধিকার ছিল।

কারুন

কারুন ছিলেন ইমরানের ভাই লেবীয় যিষহরের পুত্র (হিজ ৬:২১)। হারুনের বংশের ইমামত্ব ও লেবীয় পরিচর্যা কাজ ছিল সিনাই অঞ্চলে এক বিরাট রূহানিক আন্দোলন। বিশেষত যখন বনি-ইসরাইলরা কাদেশে শিবির স্থাপন করে তখন পরিবারের প্রধানদের ইমামত্বের প্রাচীন পদ্ধতি কিছুটা বদলে যায়। তখন এর ফলে বচসা ও অসন্তোষের সৃষ্টি হয়, যা চূড়ান্তভাবে হযরত মূসা ও হারুনের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষে রূপ নেয়, যার নেতা ছিল কারুন, দাথন ও অবীরাম। অন্যান্য বংশ থেকে দুই'শ পঞ্চাশ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। এই বিরাট দলের লোকেরা হযরত মূসার ও হারুনের কাছে দাবি করে যেন প্রাচীন পদ্ধতি আবার চালু হয়, কারণ হযরত মূসা ও হারুন অনেক বেশি ক্ষমতার অধিকারী হয়ে পড়েছিলেন (শুমারী ১৬:১-৩)। এই বিদ্রোহের পরদিন সকালে, কারুন ও তার সঙ্গীগণ শরীয়ত-তাঁবুর দরজায় উপস্থিত হয়। তাদের প্রত্যেককে তাদের ধূপদানী, আগুন ও ধূপ দিয়ে প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মাবুদের কাছ থেকে আগুন নেমে এসে তাদের সবাইকে ধ্বংস করে দেয় (শুমারী ১৬:৩৫)। দাথন ও অবিরাম তাদের তাঁবু থেকে বের হয়ে দরজার নিকটে তাদের স্ত্রী, পুত্র ও শিশুদেরকে নিয়ে দাঁড়াবার পর তখন এমন হল যে, তাদের নিচের ভূমি ফেটে গেল, জমিন আপন মুখ খুলে দিল এবং তাদেরকে গিলে ফেলল। ঐ বিদ্রোহে যারা সমর্থন দিয়েছিল, তাদের মধ্যে মহামারী উপস্থিত হয়। তখন হযরত হারুন জীবিত ও মৃতদের মধ্যে এসে দাঁড়ান ও সকলের পক্ষে কাফ্‌ফারা দেন, তার ফলে মহামারী থেমে যায় (শুমারী ১৬:৪৭)। কারুনের যে সন্তানেরা এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেনি তারা ইমামের দায়িত্বভার পূর্ণভাবে গ্রহণ করে।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহঃ

- জনপ্রিয় নেতা; হিজরতের সময়ে একজন প্রভাববিস্তারকারী নেতা।
- ইসরাইলদের প্রধান লোকদের গণনায় তাঁকে ধরা হয়েছে (হিজরত ৬)।
- শরীয়ত-তাঁবুতে বিশেষ সভায় তিনি একজন প্রথম দিকের লেবীয় ছিলেন যাকে এই কাজের জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল।

তাঁর জীবনের দুর্বল দিকসমূহঃ

- আল্লাহ্‌ তাঁকে যে গুরু দায়িত্ব দিয়েছিলেন তা বুঝতে তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন।
- তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে, তিনি যাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন তিনি মূসার চেয়েও বড়।
- তিনি লোভকে তার হৃদয়ে জায়গা দিয়েছিলেন যা তার বিচার-বুদ্ধিকে লোপ করেছিল।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- জীবনে কখনো কখনো এমন সময় আসে যখন জীবনের লক্ষ্য ও লোভ সম্বন্ধে সীমারেখা টানতে হয়।
- আমাদের যা আছে তাতে যদি আমরা সন্তুষ্ট হতে না পারি তবে যার জন্য আকাঙ্খা করছি তা পাবার পরিবর্তে যা আছে তাও হারাতে হতে পারে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- **অবস্থানঃ** মিসর থেকে সিনাই মরুভূমি।
- **কাজঃ** লেবীয় (শরীয়ত-তাঁবুর সহকর্মী)।

মূল আয়াতঃ "পরে মূসা কারুনকে বললেন, হে লেবীয়রা, আরজ করি, আমার কথা শোন। এ কি তোমাদের কাছে ক্ষুদ্র বিষয় যে, ইসরাইলের আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে ইসরাইলদের মধ্য থেকে পৃথক করে মাবুদের শরীয়ত-তাঁবুর সেবাকর্ম করার জন্য ও মণ্ডলীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে তার পরিচর্যা করার জন্য তাঁর নিজের সান্নিধ্যে এনেছেন? আর তোমাকে ও তোমার সঙ্গে তোমার সমস্ত ভাইকে অর্থাৎ লেবীয়দেরকে তাঁর সান্নিধ্যে এনেছেন আর তোমরা কি এখন ইমাম হতে চেষ্টা করছো?" (শুমারী ১৬:৮-১০)।

কারুনের কাহিনীটি শুমারী ১৬:১-৪০ আয়াতে পাওয়া যায়। এছাড়া, শুমারী ২৬:৯; এহুদা ১১ আয়াতে তাঁর উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।

আমার মনোনীত, তার লাঠি মুকুলিত হবে; এভাবে আমি তোমাদের বিরুদ্ধে বনি-ইসরাইলেরা যে অনবরত বচসা করে আসছে তা নিবৃত্ত করবো।

৬ পরে মূসা বনি-ইসরাইলকে এসব বললে তাদের গোষ্ঠীর নেতৃবর্গ তাদের পিতৃকুল অনুসারে প্রত্যেক নেতার জন্য এক একটি লাঠি হিসেবে বারোটি লাঠি তাঁকে দিলেন এবং হারুনের লাঠিও তাঁদের মধ্যে ছিল। ৭ তাতে মূসা ঐ সমস্ত লাঠি নিয়ে সাক্ষ্য-তাঁবুতে মাবুদের সম্মুখে রাখলেন।

৮ পরদিন মূসা সাক্ষ্য-তাঁবুতে প্রবেশ করলেন, আর দেখ, লেবি গোষ্ঠীর হারুনের লাঠিটি অঙ্কুরিত, মুকুলিত ও পুষ্পিত হয়ে বাদাম ফল ধরেছে। ৯ তখন মূসা মাবুদের সম্মুখ থেকে ঐ সমস্ত লাঠি বের করে সমস্ত বনি-ইসরাইলের সাক্ষাতে আনলেন এবং তাঁরা তা দেখে প্রত্যেকে যার যার লাঠি গ্রহণ করলেন। ১০ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, তুমি হারুনের লাঠি পুনর্বার শরীয়ত-সিন্দুকের সম্মুখে রাখ, তা বিদ্রোহী সন্তানদের সাবধান করার চিহ্ন হিসেবে থাকবে; এভাবে আমার বিরুদ্ধে এদের বচসা নিবৃত্ত কর, যেন এরা মারা না পড়ে। ১১ মূসা তা করলেন; মাবুদ তাঁকে যেরকম হুকুম দিয়েছিলেন, তিনি সেরকমই করলেন।

১২ আর বনি-ইসরাইল মূসাকে বললো, দেখ, আমরা মারা পড়বো, বিনষ্ট হব, সকলেই বিনষ্ট হবো। ১৩ কারণ যে কেউ মাবুদের শরীয়ত-তাঁবুর কাছে যাবে, সেই মারা পড়বে। তবে আমরা কি সকলেই মারা পড়বো?

লেবীয় ও ইমামদের বিষয়ে নিয়ম

১৮ ১ তখন মাবুদ হারুনকে বললেন, তুমি ও তোমার সঙ্গে তোমার পুত্ররা ও পিতৃকুল, তোমরা পবিত্র স্থানের বিরুদ্ধে ঘটিত অপরাধ বহন করবে এবং তুমি ও তোমার সঙ্গে তোমার পুত্ররা তোমাদের ইমাম-পদ-ঘটিত অপরাধ বহন করবে। ২ আর তোমার ভাইয়েরা, যে লেবি বংশ তোমার পিতৃবংশ, তাদেরকেও সঙ্গে আনবে, তারা তোমার সঙ্গে যোগ দিয়ে তোমার পরিচর্যা করবে; কিন্তু তুমি ও তোমার পুত্ররা, তোমরা সাক্ষ্য-তাঁবুর সম্মুখে থাকবে।

[১৭:৮] ইহি ১৭:২৪; ইব ৯:৪।
[১৭:১০] হিজ ২৩:২১; দ্বি:বি ৯:২৪; জবুর ৬৬:৭; ৬৮:১৮; মেসাল ২৪:২১।
[১৭:১২] কাজী ১৩:২২; ইশা ৬:৫; ১৫:১।
[১৭:১৩] শুমারী ১:৫১।
[১৮:১] হিজ ২৮:৩৮।
[১৮:২] শুমারী ৩:১০;
[১৮:৩] শুমারী ৩:৩২।
[১৮:৪] শুমারী ৩:৩৮।
[১৮:৫] লেবীয় ৬:১২।
[১৮:৬] শুমারী ৩:৯।
[১৮:৭] হিজ ২৯:৯; ৪০:১৩; ইব ৫:৪।
[১৮:৮] লেবীয় ৬:১৬; ৭:৬, ৩১-৩৪, ৩৬; দ্বি:বি ১৮:১; ২খান্দান ৩১:৪।
[১৮:৯] লেবীয় ৬:১৭।
[১৮:১০] লেবীয় ৬:১৬।
[১৮:১১] হিজ ২৯:২৬।
[১৮:১২] ২বাদশা ১৮:৩২; ২খান্দান ৩১:৫; নহি ১০:৩৭; ইয়ার ৩১:১২; ইহি ২৩:৪১; হোশেয় ২:৮; যোয়েল ১:১০; হগয় ১:১১।
[১৮:১৩] হিজ ২৯:২৭।
[১৮:১৪] লেবীয় ২৭:২১; ইউসা ৬:১৭-১৯।

৩ আর তারা তোমার প্রতি কর্তব্য পালন করবে ও তাঁবুর সমস্ত করণীয় কর্তব্য পালন করবে; কিন্তু তাদের ও তোমাদের যেন মৃত্যু না হয়, এজন্য তারা পবিত্র স্থানের পাত্র ও কোরবানগাহ্‌র কাছে যাবে না। ৪ তারা তোমার সঙ্গে যোগ দিয়ে জমায়েত-তাঁবুর সেবাকর্মের জন্য করণীয় সমস্ত কর্তব্য পালন করবে কিন্তু অন্য গোষ্ঠীভুক্ত কেউ তোমাদের কাছে যাবে না। ৫ আর বনি-ইসরাইলদের প্রতি যেন আর ক্রোধ উপস্থিত না হয়, সেজন্য তোমরা পবিত্র স্থান ও কোরবানগাহ্‌র প্রতি তোমাদের দায়িত্ব পালন করবে। ৬ আর দেখ, বনি-ইসরাইলদের মধ্য থেকে আমি তোমাদের ভাই লেবীয়দেরকে গ্রহণ করলাম; তারা তোমাদের জন্য দান-রূপে জমায়েত-তাঁবুর সেবাকর্ম করার জন্য মাবুদের উদ্দেশে দেওয়া হয়েছে। ৭ অতএব তুমি ও তোমার সঙ্গে তোমার পুত্ররা তোমরা কোরবানগাহ্‌ সম্পর্কীয় সমস্ত বিষয়ে ও পর্দার ভিতরের বিষয়ে নিজের ইমামের কাজ পালন ও সেবাকর্ম করবে। আমি দানরূপে ইমাম-পদ তোমাদেরকে দিলাম, কিন্তু অন্য গোষ্ঠীভুক্ত যে লোক নিকটবর্তী হবে, তার প্রাণদণ্ড হবে।

ইমামদের অংশ

৮ আর মাবুদ হারুনকে বললেন, দেখ, আমার উত্তোলনীয় উপহারের, এমন কি, বনি-ইসরাইলদের সমস্ত পবিত্রীকৃত দ্রব্যের ভার আমি তোমাকে দিলাম; অভিষেকের চিরস্থায়ী অধিকার হিসাবেই তোমাকে ও তোমার সন্তানদেরকে সেসব দিলাম। ৯ অগ্নিকৃত অতি পবিত্র উপহারের মধ্যে এসব তোমার হবে; আমার উদ্দেশে তাদের আনা প্রত্যেক শস্য-উৎসর্গ, প্রত্যেক গুনাহ্‌-কোরবানী ও দোষের জন্য কোরবানীগুলো তোমার ও তোমার পুত্রদের পক্ষে অতি পবিত্র হবে। ১০ তুমি তা অতি পবিত্র বস্তু বলে ভোজন করবে, প্রত্যেক পুরুষ তা ভোজন করবে, তা তোমার পক্ষে পবিত্র হবে। ১১ এ সমস্তও তোমার হবে; বনি-ইসরাইলদের দানরূপ উত্তোলনীয় উপহার, তাদের সমস্ত দোলনীয় উপহার; আমি চিরস্থায়ী অধিকার হিসেবে সেসব তোমাকে ও তোমার পুত্রকন্যাদেরকে দিলাম; তোমার কুলের প্রত্যেক

১৭:৮ বাদাম ফল ধরেছে। প্যালেষ্টাইন ও সিরিয়ায় বাদাম (কাজু বাদাম) গাছ সহজেই হয়ে থাকে। তা উচ্চতায় চৌদ্দ থেকে আঠারো ফুট পর্যন্ত উচুঁ হয়ে থাকে। জানুয়ারী মাসেই বাদাম গাছে ফুল ফোটে। তার নরম ফল হয়। নরম মাংসের ভেতরে থাকে শক্ত একটা আটি যার মধ্যে থাকে বীজ বা বাদাম।

১৮:১-৭ হারুনকে ... তোমার পুত্ররা। ১:২-৩; ৩:২ ও ৩:২৭ আয়াতের নোট দেখুন। লেবীয়রা ইমামদের কাজে সাহায্য করতো (১:৪৭-৫৩), তবে তারা উৎসর্গের জন্য পবিত্র বস্তর অথবা কোরবানগাহের কাছে যেতে পারত না।

১৮:৮-৯ অগ্নিকৃত অতি পবিত্র উপহারের মধ্যে এসব তোমার হবে। ৫:৯-১০ আয়াতের নোট দেখুন। ইসরাইলরা যখন কেনান দেশে প্রবেশ করেছিল, তখন লেবীয়রা কৃষি কাজ করতে পারত না কারণ তাদের দায়িত্ব ছিল জমায়েত-তাঁবুর মধ্যে। সে কারণে আল্লাহ্‌ হারুনকে হুকুম দিয়েছিলেন যে, ইমামেরা লোকদের উপহারের অংশ তাদের জন্য ও তাদের পরিবারের জন্যও পেতে পারবে।

১৮:১৪ শর্তহীনভাবে উৎসর্গীকৃত বস্তুগুলো তোমার হবে। যে সমস্ত জিনিষ মাবুদের উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করা হতো তাকে হিব্রু ভাষায় বলা হতো "খেরেম"। ঐ সমস্ত জিনিষ মানুষের কাছ থেকে নিয়ে আল্লাহ্‌র জন্য সম্পূর্ণ দিয়ে দেয়া হতো। ও কোন কোন সময় তাদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়া

পাক-সাফ ব্যক্তি তা ভোজন করবে। ১২ তারা
মাবুদের উদ্দেশে তাদের সকল উত্তম তেল,
আঙ্গুর-রস ও গম প্রভৃতি যে যে অগ্রিমাংশ
কোরবানী করে, তা আমি তোমাকে দিলাম।
১৩ তাদের দেশে উৎপন্ন সমস্ত রকমের প্রথম-
পাকা ফলের যে অংশ তারা মাবুদের উদ্দেশে
উপস্থিত করে, সেসব তোমার হবে।
১৪ ইসরাইলের মধ্যে শর্তহীনভাবে উৎসর্গীকৃত
বস্তুগুলো তোমার হবে। ১৫ মানুষ হোক কিংবা
পশু, যাবতীয় প্রাণীর মধ্যে গর্ভ উন্মোচক সকল
সন্তানকে তারা মাবুদের উদ্দেশে নিবেদন করবে,
সে সবই তোমার হবে, কিন্তু মানুষের
প্রথমজাতকে তুমি অবশ্য মুক্ত করবে এবং
নাপাক পশুর প্রথমজাতকেও মুক্ত করবে।
১৬ তুমি এক মাস বয়স থেকে আরম্ভ করে মুক্তি
যোগ্য সকলকে মুক্ত করবে, তোমার নিরূপিত
মূল্যে পবিত্র স্থানের বিশ গেরা পরিমিত শেকল
অনুসারে পাঁচ শেকল রূপা দেবে। ১৭ কিন্তু গরুর
প্রথমজাত কিংবা ভেড়ার প্রথমজাত কিংবা
ছাগলের প্রথমজাতকে তুমি মুক্ত করবে না, তারা
পবিত্র; তুমি কোরবানগাহ্‌র উপরে তাদের রক্ত
ছিটিয়ে দেবে এবং মাবুদের উদ্দেশে খোশবু-যুক্ত
অগ্নিকৃত উপহার হিসেবে তাদের চর্বি পুড়িয়ে
ফেলবে; ১৮ পরে দোলনীয় বুকের গোশ্‌ত ও ডান
ঊরু যেমন তোমার, তেমনি তাদের মাংসও
তোমার হবে। ১৯ বনি-ইসরাইল যে সমস্ত পবিত্র
বস্তু উত্তোলনীয় উপহার হিসেবে মাবুদের উদ্দেশে
নিবেদন করে, সেসব আমি চিরস্থায়ী অধিকার
হিসেবে তোমাকে ও তোমার পুত্রকন্যাদেরকে
দিলাম; তোমার ও তোমার বংশের পক্ষে এটি
মাবুদের সাক্ষাতে চিরস্থায়ী লবণ-নিয়ম। ২০ পরে
মাবুদ হারুনকে বললেন, তাদের ভূমিতে তোমার
কোন অধিকার থাকবে না ও তাদের মধ্যে
তোমার কোন অংশ থাকবে না; বনি-
ইসরাইলদের মধ্যে আমিই তোমার অংশ ও
অধিকার।

[১৮:১৬] হিজ ৩০:১৩।
[১৮:১৭] লেবীয় ১:৯।
[১৮:১৮] লেবীয় ৭:৩০।
[১৮:১৯] ২বাদশা ১২:৪।
[১৮:২০] ইউসা ১৩:৩৩।
[১৮:২১] পয়দা ২৮:২২; নহি ১০:৩৭; মালা ৩:৮।
[১৮:২২] হিজ ২৮:৪৩।
[১৮:২৩] শুমারী ২৬:৬২; দ্বি:বি ১০:৯।
[১৮:২৪] লেবীয় ২৭:৩০; দ্বি:বি ২৬:১২।
[১৮:২৬] নহি ১০:৩৮।
[১৮:২৭] পয়দা ৫০:১০; দ্বি:বি ১৫:১৪; কাজী ৬:৩৭; রূত ৩:৩, ৬, ১৪; ১শামু ২৩:১।
[১৮:২৮] মালা ৩:৮।
[১৮:৩২] লেবীয় ২২:১৫।

২১ আর দেখ, লেবীয়রা যে সেবাকর্ম করছে,
জমায়েত-তাঁবু সম্বন্ধীয় তাদের সেই সেবাকর্মের
বেতনরূপে আমি তাদের অধিকার হিসেবে
ইসরাইলের মধ্যে সমস্ত দশ ভাগের এক ভাগ
দিলাম। ২২ আর বনি-ইসরাইল গুনাহের দায়ে
যেন না মরে, এজন্য তারা আর জমায়েত-তাঁবুর
কাছে আসবে না। ২৩ কিন্তু লেবীয়েরাই জমায়েত
-তাঁবু সম্বন্ধীয় সেবাকর্ম করবে এবং তারা নিজ
নিজ অপরাধ বহন করবে, এ-ই তোমাদের
পুরুষানুক্রমিক চিরস্থায়ী নিয়ম; বনি-
ইসরাইলদের মধ্যে তারা কোন অধিকার পাবে
না। ২৪ কেননা বনি-ইসরাইল মাবুদের উদ্দেশে
উত্তোলনীয় উপহার হিসেবে যে দশ ভাগের এক
ভাগ কোরবানী করে, তা আমি লেবীয়দেরকে
অধিকার হিসেবে দিলাম; এজন্য তাদের উদ্দেশে
বললাম, বনি-ইসরাইলদের মধ্যে তারা কোন
অধিকার পাবে না।
২৫ আর মাবুদ মূসাকে বললেন, ২৬ আবার তুমি
লেবীয়দেরকে বলবে, আমি তোমাদের অধিকার
হিসেবে বনি-ইসরাইল থেকে যে দশ ভাগের এক
ভাগ তোমাদেরকে দিলাম, তা যখন তোমরা
তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করবে, সেই সময়
তোমরা মাবুদের জন্য উত্তোলনীয় উপহার
হিসেবে সেই দশ-মাংশের দশ ভাগের এক ভাগ
নিবেদন করবে। ২৭ তোমাদের উত্তোলনীয়
উপহার খামারের শস্যের মত ও পরিপূর্ণ আঙ্গুর-
কুণ্ডের মত তোমাদের পক্ষে ধরা হবে।
২৮ এভাবে, তোমরা বনি-ইসরাইল থেকে যে
সমস্ত দশ ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করবে, তা
থেকে তোমরাও মাবুদের উদ্দেশে উত্তোলনীয়
উপহার নিবেদন করবে এবং তা থেকে মাবুদের
সেই উত্তোলনীয় উপহার ইমাম হারুনকে দেবে।
২৯ তোমরা যে সমস্ত দান পেয়েছ তা থেকে
তোমরা মাবুদের সেই উত্তোলনীয় উপহার, তার
সমস্ত উত্তম বস্তু থেকে তার পবিত্র অংশ,
নিবেদন করবে। ৩০ অতএব তুমি তাদেরকে

হতো যাতে তা আবার মানুষের কোন কাজে ব্যবহার করা না যেত (দেখুন ইউসা ৬:১৫-১৯)। আরো দেখুন লেবীয় ২৭:২৮; শুমারী ২১:১-৩; ১ শামু ১৫:৩। কিন্তু এখানে আল্লাহ্‌ হারুনকে বলেন যে, ঐ সব জিনিষ ইমামরা ব্যবহার করতে পারবে।

১৮:১৫-১৬ প্রথমজাতকে তুমি অবশ্য মুক্ত করবে ... পাঁচ শেকল রূপা দেবে। ৩:১১-১৩ (প্রথম পুরুষ সন্তান) আয়াতের নোট দেখুন। এটা ছিল মাবুদের উদ্দেশ্যে যে শিশুকে উৎসর্গ করা হয়েছিল তার জন্য (দেখুন লেবীয় ২৭:১-৭)। বাবা-মা ঐ অর্থ বা মূল্য দিয়ে সেই শিশু কিনে ফেরৎ নিত। ৩:৪০-৪১ আয়াতের নোট দেখুন।

১৮:১৭ তুমি কোরবানগাহ্‌র উপরে তাদের রক্ত ছিটিয়ে দেবে। রক্তকে মনে করা হতো জীবনের উৎস (পয়দা ৪:১০-১১)। তাই যখন কোন প্রাণীকে কোরবানী করা হতো তখন তার দেহ থেকে সমস্ত রক্ত বের করে ফেলতে হতো (১৭:১০-১৪, দ্বি:বি: ১২:২৩-২৪)। কোরবানগাহে রক্ত ছিটিয়ে দেয়া বা লেপে দেয়া বা লোকদের উপরে রক্ত ছিটিয়ে দেয়া হতো কারণ ঐ রক্তে পাক-পবিত্র করার শক্তি আছে; এবং তার দ্বারা এও বোঝানো হতো যে, কিছু বা কাউকে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কোরবানী করা হয়েছে (আরো দেখুন হিজ ২৯:১০-২১)।

১৮:২০ তোমার কোন অংশ থাকবে না। ১:৪-১৫ ও ১:৪৭ আয়াতের নোট দেখুন।

১৮:২১ দশ ভাগের এক ভাগ। একে দশমাংশ ও বলা হয়ে থাকে। দশমাংশ দেয়া হতো লেবীয়দের ভরণ-পোষণের জন্য কারণ তারা পবিত্র তাঁবুতে সেবার কাজ করতো; আর তাদের কোন জায়গা দেয়া হয় নি। আরো দেখুন লেবীয় ২৭:৩০-৩৩; দ্বি:বি: ১৪:২২-২৯, ২ খান্দান ৩১:৫-৬।

১৮:২৬ তোমরা মাবুদের জন্য ... দশ ভাগের এক ভাগ। লেবীয়দের জন্য লোকেরা যে দশমাংস দিত (১৮:২১) তার দশভাগের একভাগ লেবীয়দের দিতে হতো আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে। আর ঐ উপহার হারুনের বংশ থেকে হওয়া ইমামদের জন্য দেয়া হতো।

বলবে, তোমরা যখন তা থেকে উত্তম বস্তু
উত্তোলনীয় উপহার হিসেবে নিবেদন করবে, সেই
সময় তা লেবীয়দের পক্ষে খামারের উৎপন্ন দ্রব্য
ও আঙ্গুরকুণ্ডের উৎপন্ন দ্রব্য বলে ধরা হবে।
৩১ আর তোমরা ও তোমাদের পরিজনেরা সমস্ত
জায়গায় তা ভোজন করবে; কেননা তা জমায়েত-
তাঁবুতে পরিচর্যার জন্য তোমাদের বেতনস্বরূপ।
৩২ আর তা থেকে সেই উত্তম বস্তু উপহার
হিসেবে নিবেদন করলে তোমরা তদঘটিত গুনাহ্
বহন করবে না এবং বনি-ইসরাইলদের পবিত্র
বস্তু নাপাক করবে না ও মারা পড়বে না।

লাল রংয়ের গাভী

১৯ ১ মাবুদ মূসা ও হারুনকে বললেন,
২ মাবুদ যে কিতাবী নিয়ম হুকুম
করেছেন তা হচ্ছে এই: বনি-ইসরাইলকে বল,
তারা নিখুঁত ও নিষ্কলঙ্ক, জোয়াল বহন করে নি
এমন একটি লাল রংয়ের গাভী তোমার কাছে
আনুক। ৩ পরে তোমরা ইমাম ইলিয়াসরকে সেই
গাভী দেবে এবং সে তাকে শিবিরের বাইরে নিয়ে
যাবে এবং তার সম্মুখে সেটি জবেহ্ করা যাবে।
৪ পরে ইমাম ইলিয়াসর তার আঙ্গুল দিয়ে তার
কিঞ্চিৎ রক্ত নিয়ে জমায়েত-তাঁবুর সম্মুখে সাতবা-
র সেই রক্ত ছিটিয়ে দেবে। ৫ আর তার
দৃষ্টিগোচরে সেই গাভী পুড়িয়ে দেওয়া যাবে; তার
গোময়ের সঙ্গে চামড়া, গোশ্‌ত ও রক্ত পুড়িয়ে
দেওয়া যাবে। ৬ পরে ইমাম এরস কাঠ, এসোব
ও লাল রংয়ের লোম নিয়ে ঐ গোদাহের আগুনের

[১৯:২] পয়দা ১৫:৯; ইব ৯:১৩।
[১৯:২] দ্বি:বি ২১:৩; ১শামু ৬:৭।
[১৯:৩] শুমারী ৩:৪।
[১৯:৪] লেবীয় ৪:১৭।
[১৯:৫] হিজ ২৯:১৪।
[১৯:৬] জবুর ৫১:৭।
[১৯:৭] লেবীয় ১১:২৫; ১৪:৮।
[১৯:৯] ইব ৯:১৩।
[১৯:১০] লেবীয় ১৫:১০।
[১৯:১১] লেবীয় ৮:৩৩।
[১৯:১২] ২খান্দান ২৬:২১;
[১৯:১৩] জবুর ৭৯:১; হগয় ২:১৩।
[১৯:১৫] লেবীয় ৬:২৮।
[১৯:১৬] ১বাদশা ১৩:২; ২বাদশা ২৩:১৪।
[১৯:১৭] শুমারী ৮:৭।

মধ্যে ফেলে দেবে। ৭ পরে ইমাম তার পোশাক
ধুয়ে নেবে ও শরীর পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলবে;
পরে শিবিরে প্রবেশ করতে পারবে; তবুও ইমাম
সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক থাকবে। ৮ আর যে ব্যক্তি
সেই গাভী পুড়িয়ে দেবে, সেও তার কাপড় ধুয়ে
ফেলবে, শরীর ধুয়ে নেবে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত
নাপাক থাকবে। ৯ পরে কোন পাক-পবিত্র ব্যক্তি
ঐ গাভীর ভস্ম সংগ্রহ করে শিবিরের বাইরে
কোন পাক-পবিত্র স্থানে রাখবে; তা বনি-
ইসরাইলদের মণ্ডলীর পাক-পবিত্রকরণ পানির
জন্য রাখা যাবে; এটি গুনাহ্-কোরবানী। ১০ আর
যে ব্যক্তি ঐ গাভীর ভস্ম সংগ্রহ করবে, সে
নিজের কাপড় ধুয়ে ফেলবে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত
নাপাক থাকবে, এটি বনি-ইসরাইল এবং তাদের
মধ্যে প্রবাসী বিদেশীর পালনীয় চিরস্থায়ী নিয়ম
হবে।
১১ যে কেউ কোন মানুষের লাশ স্পর্শ করে, সে
সাত দিন নাপাক থাকবে। ১২ সে তৃতীয় দিন ও
সপ্তম দিনে ঐ পানি দ্বারা নিজেকে পাক-সাফ
করার পরে পাক-সাফ হবে; কিন্তু যদি তৃতীয়
দিন ও সপ্তম দিনে নিজেকে পাক-সাফ না করে,
তবে পাক-সাফ হবে না। ১৩ যে কেউ কোন
মানুষের লাশ স্পর্শ করার পরে নিজেকে যদি
পাক-সাফ না করে, সে মাবুদের শরীয়ত-তাঁবু
নাপাক করে। সেই লোক ইসরাইলের মধ্য
থেকে উচ্ছিন্ন হবে; কেননা তার উপরে পাক-
পবিত্রকরণ পানি ছিটানো হয় নি, এজন্য সে

১৯:১-২ নিখুঁত ও নিষ্কলঙ্ক, ... একটি লাল রংয়ের গাভী। গরুটাকে একটা কোরবানী রূপে পোড়াতে হবে এবং তার ছাই গুনাহ্ ধুয়ে ফেলার অনুষ্ঠানে ব্যবহার করবে (১৯:৯)। কেউ কোন মৃতদেহ স্পর্শ করে নাপাক হলে তাকে পাক-পবিত্র করার জন্য পানিতে ঐ ছাই মিশাতে হবে (দেখুন লেবীয় ৪:২৮, ১৪:১০, ২২:১৯-২০)। সম্ভবত গরুটার লাল রংকে রক্তের প্রতীক বলে ধরে নেয়া হতো যে, রক্তের পাক-পবিত্র করার ক্ষমতা আছে (১৮:১৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৯:৩ ইলিয়াসরকে সেই গাভী দেবে এবং সে তাকে শিবিরের বাইরে নিয়ে যাবে। মহা-ইমাম হারুনের পবিত্র স্থান ছেড়ে যাবার অধিকার ছিল না (লেবীয় ২১:১০-১২)। তাই ইলিয়াসর অর্থাৎ হারুনের ছেলে গরুটাকে শিবিরের বাইরে নিয়ে যান। সাধারণত পবিত্র তাঁবুর কাছে কোরবানগাহের উপরে কোরবানীর অনুষ্ঠান করা হতো।

১৯:৪-৫ সাতবার সেই রক্ত ছিটিয়ে দেবে ... গোময়ের সঙ্গে। ১৮:১৭ আয়াতের নোট দেখুন। কিতাবুল মোকাদ্দসে "সাত" সংখ্যা হচ্ছে একটা পবিত্র সংখ্যা এবং এর দ্বারা সম্পূর্ণতা বুঝায় (দেখুন পয়দায়েশ ২:৩, লেবীয় ৪:৬, ২৩:১)। ইলীয়াসর তাঁবুর দিকে, অর্থাৎ যেখানে মাবুদ আছেন বলে বিশ্বাস করা হতো, রক্ত ছিটিয়ে দেন। অন্যান্য কোরবানীর সময় পশুর সব রক্ত তার দেহ থেকে বের করে ফেলে দেয়া হতো। কিন্তু এই কোরবানীতে সম্পূর্ণ গরুটা তার রক্ত ও পেটের ভেতরের সব কিছু সহই পুড়িয়ে দিতে হতো।

১৯:৬ এরস কাঠ, এসোব ও লাল রংয়ের লোম। সুন্দর গন্ধ আছে এমন কাঠ, যেমন, এরস কাঠ, দিয়ে মেসোপটেমিয়ায় পানি পরিষ্কার বা পবিত্র করার কাজে ব্যবহার করা হতো। তবে এক্ষেত্রে কাঠ ব্যবহার করা হতো মনে হয় তার লাল রং এর জন্য। লাল সুতার সাথে মিলে এসব রক্তের বা জীবনের চিহ্ন বা প্রতীক। এসব গাছে সাদা ফুল হয়; এবং তার পাতার গন্ধ সুন্দর। এর কান্ডে ও পাতায় তরল পদার্থ থাকত বলে তা ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে কোন কিছু ছিটানোর কাজে ব্যবহার করা হতো (হিজ ১২:২২, লেবীয় ১৪:৬-৭, ইবরানী ৯:১৯)।

১৯:১০ সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক থাকবে। গরুটি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কোরবানী করা হয়েছে বলে তাকে পবিত্র মনে করা হতো। পবিত্র জিনিষ স্পর্শ করার দ্বারা মানুষ ধর্মীয় ভাবে নাপাক হয়ে যেতে পারত এবং তার ফলে বিপদও হতো (হিজ ১৯:১০-১৫, লেবীয় ৬:২৪-২৮, শুমারী ১৬:২৬ দেখুন)। ৫:২-৩ আয়াতের নোট দেখুন।

১৯:১১ মানুষের লাশ স্পর্শ করে, সে সাত দিন নাপাক থাকবে। কোন মৃতদেহ ছুঁলে মানুষ এক সপ্তাহের জন্য ধর্মীয় ভাবে নাপাক হয়ে যেত (আরো দেখুন লেবীয় ১১; ২১:১; শুমারী ৩১:১৯-২৪)। ঐ নাপাকীতা থেকে পাক-পবিত্র কবার জন্য সেই মানুষকে সেই পোড়ানো লাল গরুর ছাই দেয়া পানিতে একটা পাক-পবিত্রকরণ অনুষ্ঠান পালন করতে হতো (১৯:১৭-১৯)। "সাত" ছিল সম্পূর্ণতা বুঝানোর একটা সংখ্যা। আরো দেখুন লেবীয় ১২:২, ১৪:৮-১৫।

১৯:১৩ মাবুদের শরীয়ত-তাঁবু নাপাক করে। ৫:২-৩ আয়াতের নোট দেখুন। কোন মানুষ নাপাক হয়ে থাকলে তাকে মাবুদের আবাস-তাঁবু ও সমাজের অন্য সমস্ত মানুষ থেকে আলাদা থাকতে হতো যাতে অন্যান্যরাও তার দ্বারা নাপাক হয়ে না যায়

নাপাক হবে; তার নাপাকীতা দূর হয় নি।
১৪ কোন মানুষ যখন তাঁবুর মধ্যে মারা যায়
তখন এই হবে ব্যবস্থা: সেই তাঁবুতে প্রবেশকারী
সমস্ত লোক এবং সেই তাঁবুর মধ্যস্থিত সমস্ত
লোক সাত দিন নাপাক থাকবে। ১৫ আর যাবতীয়
খোলা পাত্র ও সুতায় বাধা ঢাকনিবিহীন পাত্র
নাপাক হবে। ১৬ আর যে কেউ ক্ষেতে পড়ে থাকা
তলোয়ার দ্বারা নিহত কিংবা মৃত লোকের দেহ
কিংবা মানুষের অস্থি কিংবা কবর স্পর্শ করে, সে
সাত দিন নাপাক থাকবে। ১৭ লোকেরা সেই
নাপাক ব্যক্তির জন্য গুনাহ্‌-কোরবানীর পোড়ানো
কিঞ্চিৎ ভস্ম নিয়ে পাত্রে রেখে তার উপরে
স্রোতের পানি দেবে। ১৮ পরে কোন পাক-সাফ
ব্যক্তি এসব নিয়ে সেই পানিতে ডুবিয়ে ঐ তাঁবুর
উপরে ও সেই স্থানের সমস্ত সামগ্রী ও সমস্ত
প্রাণীর উপরে এবং অস্থি কিংবা নিহত বা মৃত
লোকের দেহ কিংবা কবর স্পর্শকারী ব্যক্তির
উপরে তা ছিটিয়ে দেবে। ১৯ আর ঐ পাক-সাফ
ব্যক্তি তৃতীয় দিন ও সপ্তম দিনে নাপাক ব্যক্তির
উপরে সেই পানি ছিটিয়ে দেবে; পরে সপ্তম দিনে
সে তাকে পাক-পবিত্র করবে। ঐ ব্যক্তি নিজের
কাপড় ধুয়ে ফেলবে ও গোসল করবে; পরে
সন্ধ্যাবেলা পাক-সাফ হবে। ২০ কিন্তু যে ব্যক্তি
নাপাক হয়ে নিজেকে পাক-সাফ না করে, সে
সমাজের মধ্য থেকে উচ্ছিন্ন হবে, কেননা সে
মাবুদের এবাদতখানা নাপাক করেছে; তার
উপরে পাক-পবিত্রকরণ পানি ছিটানো হয় নি, সে
নাপাক।
২১ এই তাদের পালনীয় চিরস্থায়ী নিয়ম হবে
এবং যে কেউ সেই পাক-পবিত্রকরণ পানি
ছিটিয়ে দেয়, সে নিজের কাপড় ধুয়ে ফেলবে।
যে জন সেই পাক-পবিত্রকরণ পানি স্পর্শ করে,
সে সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক থাকবে। ২২ আর সেই
নাপাক ব্যক্তি যা কিছু স্পর্শ করে, তা নাপাক হবে
এবং যে প্রাণী তা স্পর্শ করে, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত
নাপাক থাকবে।

পানির অভাবে বনি-ইসরাইলদের বচসা

২০ ১ আর বনি-ইসরাইলরা, অর্থাৎ সমস্ত
মণ্ডলী প্রথম মাসে সীন মরুভূমিতে
উপস্থিত হল এবং লোকেরা কাদেশে বাস
করলো; আর সেই স্থানে মরিয়ম ইন্তেকাল
করলো ও সেই স্থানে তাঁকে দাফন করা হল।
২ সেই স্থানে মণ্ডলীর জন্য পানি ছিল না; তাতে
লোকেরা মূসা ও হারুনের বিরুদ্ধে একত্র হল।
৩ আর তারা মূসার সঙ্গে ঝগড়া করে বললো,
হায়, আমাদের ভাইয়েরা যখন মাবুদের সম্মুখে
মারা গেল, তখন কেন আমাদের মৃত্যু হল না?
৪ আর তোমরা আমাদের ও আমাদের পশুদের
মৃত্যুর জন্য মাবুদের সমাজকে কেন এই
মরুভূমিতে আনলে? ৫ এই কুস্থানে আনবার জন্য
মিসর থেকে আমাদের কেন বের করে নিয়ে
আসলে? এই স্থানে কোন শস্য হয় না, ডুমুর বা
আঙ্গুর বা ডালিম হয় না এবং পান করার পা-
নিও নেই। ৬ তখন মূসা ও হারুন সমাজের সম্মুখ
থেকে জমায়েত-তাঁবুর দ্বারে গিয়ে উবুড় হয়ে
পড়লেন; আর মাবুদের মহিমা তাঁদের দৃষ্টিগোচর
হল। ৭ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, ৮ তুমি লাঠি
নাও এবং তুমি ও তোমার ভাই হারুন মণ্ডলীকে
একত্র করে তাদের সাক্ষাতে ঐ শৈলকে বল,
তাতে সে পানি দেবে; এভাবে তুমি তাদের জন্য
শৈল থেকে পানি বের করে মণ্ডলী ও তাদের
পশুগুলোকে পান করাবে।
৯ তখন মূসা মাবুদের হুকুম অনুসারে তাঁর সম্মুখ
থেকে ঐ লাঠি নিলেন। ১০ আর মূসা ও হারুন
সেই শৈলের সম্মুখে সমাজকে একত্র করে
তাদের বললেন, হে বিদ্রোহীরা, শোন; আমরা
তোমাদের জন্য কি এই শৈল থেকে পানি বের
করবো? ১১ পরে মূসা তার হাত তুলে ঐ লাঠি
দ্বারা শৈলে দু'বার আঘাত করলেন, তাতে প্রচুর
পানি বের হল এবং মণ্ডলী ও তাদের সমস্ত পশু
পান করলো।
১২ পরে মাবুদ মূসা ও হারুনকে বললেন,
তোমরা বনি-ইসরাইলদের সাক্ষাতে আমাকে
পবিত্র বলে মান্য করলে না ও আমার কথায়

[১৯:১৮] হিজ ১২:২২।
[১৯:১৯] ইহি ৩৬:২৫; ইব ১০:২২।
[১৯:২০] জবুর ৭৪:৭; লেবীয় ১৫:৩১; লেবীয় ১৪:৮।
[১৯:২১] হিজ ২৭:২১।
[১৯:২২] লেবীয় ৫:২; ১৫:৪-১২।
[২০:১] দ্বিঃবি ১:৪৬; কাজী ১১:১৭; জবুর ২৯:৮।
[২০:৩] পয়দা ১৩:৭; হিজ ১৭:২; ২১:১৮।
[২০:৪] হিজ ১৪:১১; শুমারী ১৪:৩; ১৬:১৩।
[২০:৫] শুমারী ১৩:২৩; ১৬:১৪।
[২০:৬] হিজ ৪০:২।
[২০:৮] হিজ ১৭:৬; ইশা ৪১:১৮; ৪৩:২০; ইয়ার ৩১:৯।
[২০:৯] শুমারী ১৭:২।
[২০:১০] জবুর ১০৬:৩২, ৩৩।
[২০:১১] হিজ ১৭:৬; ইশা ৩৩:২১।
[২০:১২] শুমারী ২৭:১৪; দ্বিঃবি ৩২:৫১; ইশা ৫:১৬; ৮:১৩।
[২০:১৩] লেবীয় ১০:৩।
[২০:১৪] পয়দা ২৪:৩; দ্বিঃবি ৪:৩৯; ইউসা ২:১১; ৯:৯।

(দেখুন লেবীয় ১৫:৩১)।
১৯:১৭-১৯ কোন পাক-সাফ ব্যক্তি ... তা ছিটিয়ে দেবে। ১৯:১১-১৩ থেকে এখানে দেয়া আছে আরো স্পষ্ট নির্দেশ। আরো দেখুন ১৯:৪-৫ ও ৭:১২-৮৩ আয়াতের নোট দেখুন।
১৯:২১ যে কেউ সেই পাক-পবিত্রকরণ পানি ছিটিয়ে দেয়। এমনকি যে ব্যক্তি নাপাক ব্যক্তির উপরে এই পানি ছিটিয়ে দেয় (১৯:১৭-১৮) সেও নাপাক হয়ে যায়। তবে এই নাপাকীতা বেশি স্থায়ী নয়, ঐ দিনের সূর্যাস্ত পর্যন্ত থাকত।
২০:১ সীন মরুভূমিতে ... কাদেশে। ১৩:১৭-২২, ৯:১৩ ১৩:২৬ আয়াতের নোট দেখুন। এটা স্পষ্ট নয় যে, এ পর্যন্ত কত বছর পাড় হয়ে গিয়েছিল; হয়তো মরু-এলাকায় প্রায় চল্লিশ বছর পাড় হয়ে যাওয়ার পরের কথা।
মরিয়ম। ১২:১-১৩ আয়াতের নোট দেখুন।
২০:৫ মিসর থেকে আমাদের কেন বের করে নিয়ে আসলে? ১৬:১৪ আয়াতের নোট দেখুন।
ডুমুর বা আঙ্গুর বা ডালিম। ১৩:২৩-২৪ আয়াতের নোট দেখুন।
২০:১২ আমাকে পবিত্র বলে মান্য করলে না ও আমার কথায় বিশ্বাস করলে না। যদিও এ ঘটনায় এটা স্পষ্ট নয়, কিতাবুল মোকাদ্দসে অন্যান্য অংশে মূসা ও হারুনের গুনাহ্‌কে আল্লাহ্‌র গুনাহের অবাধ্যতা হিসাবে দেখানো হয়েছে (২০:২৪, ২৭: ১৪)। তাঁদের গুনাহ্‌ ছিল আল্লাহ্‌র প্রতি অসম্মান (দ্বিতীয় বিবরণ ৩২:৫০-৫১) অথবা তাদের রাগপূর্ণ আচরণ (জবুর ১০৬:৩২-৩৩)।
২০:১৩ মরীবা। পাথরটা কাদেশের কাছেই থেকে থাকবে (১৩:২৬ আয়াতের নোট দেখুন)। ২০:৩ দেখুন যেখানে লোকদের ঝগড়ার কথা বলা হয়েছে।
২০:১৪ কাদেশ ... ইদোম। ১৩:২৬ আয়াতের নোট দেখুন (কাদেশ)। ইদোমের লোকেরা ছিল ইয়াকুবের ভাই ইসের বংশধর (পয়দা ২৫:২৪-২৬, ৩৬:১)। কিতাবুল মোকাদ্দসে

BACIB
International Bible
CHURCH

ইলিয়াসর

ইলিয়াসর ছিলেন হযরত হারুনের তৃতীয় পুত্র (হিজ ৬:২৩)। নাদব ও অবীহূর মৃত্যুর পর তাঁকে পবিত্র তাঁবু দেখাশুনার ভার দেওয়া হয় (লেবীয় ১০:১২; শুমারী ৩:৪,৩২)। হোর পর্বতের চূড়ায় হযরত মূসা তাঁর ভাই এবং ইলিয়াসরের পিতা হযরত হারুনের ইমামতির পোশাক খুলে মহা-ইমামের কাজের জন্য উত্তরাধিকারী হিসেবে ইলিয়াসরকে পরিয়ে দেন। তিনি তাঁর দায়িত্ব বিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে পালন করেন (শুমারী ২০:২৫-২৯)। তিনি হযরত মূসার সাথে আদমশুমারীর কাজে সাহায্য করেন (শুমারী ২৬:৩,৪)। তিনি হযরত ইউসার অভিষেকেও সহযোগিতা করেন। কেনান জয়ের পর তিনি লোকদের মধ্যে সে দেশের জায়গা-জমি ভাগ করে দেন (ইউসা ১৪:১)। ইমাম আলী দায়িত্ব গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তিনিই প্রধান ইমামের দায়িত্ব পালন করেন। ইলিয়াসর মারা গেলে যে পর্বতে তাঁর পুত্র পীনহসকে কবর দেওয়া হয়েছিল তার পাশে লোকেরা তাঁকে কবর দেয় (ইউসা ২৪:৩৩)। সেই পর্বতের নাম দেওয়া হয় *গিব্বা*, অর্থাৎ “তারা পীনহসের গিব্বায় তাকে কবর দিয়েছে,” সেজন্য এর নাম পীনহস নগর। ইহুদী ও সামেরীয় ঐতিহ্য অনুসারে এভাবেই মহান ব্যক্তির স্মৃতি রক্ষা করা হতো। নাবলুসের দক্ষিণ-পূর্বের কয়েক মাইল দূরে শীলোহের প্রায় ৭ মাইল উত্তরে তেমন একটি কবরের নাম *কের ঘুরাহা* অর্থাৎ “যার কবর এখানে শ্রদ্ধাভরে স্মরণীয় হয়ে আছে।”

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- তিনি তার পিতার দায়িত্বভার গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।
- বনি-ইসরাইলদের প্রতিজ্ঞাত কেনান দেশে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন।
- ইউসার সঙ্গে একত্রে একটি টীম হিসাবে কাজ করেছিলেন।
- আল্লাহ্‌র মুখপাত্র হিসাবে তিনি ইসরাইলদের কাছে কথা বলতেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- আমাদের বর্তমান দায়িত্বে ও যেসব চ্যালেঞ্জ আসে তাতে মনোনিবেশ করার সবচেয়ে ভাল উপায় হল আল্লাহ্‌ আমাদের ভবিষ্যত জীবনের জন্য যে পরিকলল্পনা করেছেন তার জন্য প্রস্তুত হওয়া।
- আমাদের জীবন ভর যেন আল্লাহ্‌র বাধ্য থাকি তিনি তা-ই আমাদের জীবনে চান।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- **অবস্থান:** সিনাই মরুভূমি, তার পর কেনান দেশ।
- **কাজ:** ইমাম ও মহা-ইমাম।
- **আত্মীয়-স্বজন:** পিতা: হারুন; ভাইয়েরা: নাদব, অবিহূ এবং ঈথামর।
- **সমসাময়িক লোক:** ইউসা ও কালুত।

মূল আয়াত: “তখন ইদোম দেশের সীমার নিকটস্থ হোর পর্বতে মাবুদ মূসা ও হারুনকে বললেন, হারুনকে তার পূর্বপুরুষদের কাছে চলে যেতে হবে; কেননা আমি বনি-ইসরাইলকে যে দেশ দিয়েছি, সেই দেশে সে প্রবেশ করবে না; কারণ মরীবা পানির কাছে তোমরা আমার হুকুম অমান্য করেছিলে। তুমি হারুন ও তার পুত্র ইলিয়াসরকে হোর পর্বতের উপরে নিয়ে যাও। হারুনকে তার পোশাক ত্যাগ করিয়ে তার পুত্র ইলিয়াসরকে তা পরাও; হারুন সেই স্থানে নিজের পূর্বপুরুষদের কাছে চলে যাবে, সেখানে তার মৃত্যু হবে” (শুমারী ২০:২৩-২৬)।

ইলিয়াসরের কাহিনীটি হিজরত ৬:২৩; লেবীয় ১০:১৬-২০; শুমারী ৩:১-৪; ৪:১৬; ১৬:৩৬-৪০; ২০:২৫-২৯; ২৬:১-৩; ২৭:২, ১৫-২৩; ৩২:২; ৩৪:১৭; দ্বিঃবিঃ ১০:১৬; ইউসা ১৪:১; ১৭:৪; ২৪:৩৩ আয়াতে পাওয়া যায়।

বিশ্বাস করলে না, এজন্য আমি তাদেরকে যে
দেশ দিয়েছি, সেই দেশে তোমরা এই
লোকদেরকে প্রবেশ করাতে পারবে না। [১৩] সেই
পানির নাম মরীবা (ঝগড়া); যেহেতু বনি-
ইসরাইল মাবুদের সঙ্গে ঝগড়া করলো, আর
তিনি তাদের মধ্যে পবিত্ররূপে মান্য হলেন।

ইদোমের মধ্য দিয়ে যাবার অনুরোধ প্রত্যাখান

[১৪] পরে মূসা কাদেশ থেকে ইদোমীয় বাদশাহ্‌র
কাছে দূতের মাধ্যমে বলে পাঠালেন, তোমার
ভাই ইসরাইল বলছে, আমাদের যে সমস্ত কষ্ট
হয়েছে, তা তুমি জান। [১৫] আমাদের পূর্বপুরুষেরা
মিসরে গিয়েছিলেন, সেই মিসরে আমরা অনেক
দিন বাস করেছিলাম; পরে মিসরীয়েরা আমাদের
প্রতি ও আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি দুর্ব্যবহার
করতে লাগল। [১৬] তখন আমরা মাবুদের কাছে
কান্নাকাটি করলাম, আর তিনি আমাদের আর্তনাদ
শুনলেন এবং ফেরেশতা প্রেরণ করে আমাদের
মিসর থেকে বের করে আনলেন; আর দেখ,
আমরা তোমার দেশের প্রান্তস্থিত কাদেশ নগরে
আছি। [১৭] আমি আরজ করি, তুমি তোমার
দেশের মধ্য দিয়ে আমাদের যেতে দাও; আমরা
শস্য ক্ষেত বা আঙ্গুর ক্ষেত দিয়ে যাব না, কূপের
পানিও পান করবো না; কেবল রাজপথ দিয়ে
যাব; যতদিন তোমার সীমা অতিক্রম না করি,
ততদিন ডানে বা বামে ফিরব না।
[১৮] ইদোম তাঁকে বললো, তুমি আমার
(দেশের) মধ্য দিয়ে যেতে পারবে না, গেলে
আমি তলোয়ার নিয়ে তোমার বিরুদ্ধে বের হব।
[১৯] তখন বনি-ইসরাইল তাকে বললো, আমরা
রাজপথ দিয়ে যাব; আমরা কিংবা আমাদের সমস্ত
পশু, আমরা যদি তোমার পানি পান করি, তবে
তার মূল্য দেব; আর কিছু নয়, কেবল
আমাদেরকে পায়ে হেঁটে যেতে দাও। [২০] সে
জবাব দিল, তোমরা যেতে পারবে না। পরে
ইদোম অনেক লোক সঙ্গে নিয়ে মহাবিক্রমে

[২০:১৫] পয়দা ৪৬:৬।
[২০:১৬] পয়দা ১৬:১১; ২১:১৭; হিজ ২:২৩; ১২:৪২; দ্বি:বি ২৬:৮।
[২০:১৭] শুমারী ২১:২২; দ্বি:বি ২:২৭; কাজী ১১:১৭।
[২০:১৯] দ্বি:বি ২:৬, ২৮।
[২০:২১] শুমারী ২১:৪; দ্বি:বি ২:৮; কাজী ১১:১৮।
[২০:২২] দ্বি:বি ১:৪৬; দ্বি:বি ৩২:৫০।
[২০:২৪] পয়দা ২৫:৮।
[২০:২৬] লেবীয় ১৬:৪।
[২০:২৭] শুমারী ৩৩:৩৮।
[২০:২৮] দ্বি:বি ১০:৬; ৩২:৫০।
[২০:২৯] লেবীয় ১০:৬; দ্বি:বি ৩৪:৮।
[২১:১] ইউসা ১২:১৪।
[২১:১] পয়দা ১২:৯; কাজী ১:৯, ১৬।
[২১:২] ইয়ার ২৫:৯; ৫০:২১।
[২১:৩] পয়দা ১০:১৮।
[২১:৪] দ্বি:বি ২:১; ১১:৪।

তাদের বিরুদ্ধে বের হল। [২১] এভাবে ইদোম
ইসরাইলকে তার সীমার মধ্য দিয়ে যেতে দিতে
অসম্মত হল; ফলে ইসরাইল অন্য পথে গমন
করলো।

হযরত হারুনের মৃত্যু

[২২] বনি-ইসরাইল অর্থাৎ সমস্ত মণ্ডলী কাদেশ
থেকে প্রস্থান করে হোর পর্বতে উপস্থিত হল,
[২৩] তখন ইদোম দেশের সীমার নিকটস্থ হোর
পর্বতে মাবুদ মূসা ও হারুনকে বললেন,
[২৪] হারুনকে তার পূর্বপুরুষদের কাছে চলে যেতে
হবে; কেননা আমি বনি-ইসরাইলকে যে দেশ
দিয়েছি, সেই দেশে সে প্রবেশ করবে না; কারণ
মরীবা পানির কাছে তোমরা আমার হুকুম অমান্য
করেছিলে। [২৫] তুমি হারুন ও তার পুত্র
ইলিয়াসরকে হোর পর্বতের উপরে নিয়ে যাও।
[২৬] হারুনকে তার পোশাক ত্যাগ করিয়ে তার
পুত্র ইলিয়াসরকে তা পরাও; হারুন সেই স্থানে
নিজের পূর্বপুরুষদের কাছে চলে যাবে, সেখানে
তার মৃত্যু হবে। [২৭] তখন মূসা মাবুদের হুকুম
অনুযায়ী কাজ করলেন; তাঁরা সমস্ত মণ্ডলীর
সাক্ষাতে হোর পর্বতে উঠলেন। [২৮] পরে মূসা
হারুনকে তাঁর পোশাক ত্যাগ করিয়ে তাঁর পুত্র
ইলিয়াসরকে তা পরালেন এবং সেই পর্বত শৃঙ্গে
হারুন ইন্তেকাল করলেন; পরে মূসা ও ইলিয়াসর
পর্বত থেকে নেমে আসলেন। [২৯] আর যখন
সমস্ত মণ্ডলী দেখলো যে হারুন ইন্তেকাল
করেছেন, তখন সমস্ত ইসরাইল-কুল হারুনের
জন্য ত্রিশ দিন পর্যন্ত শোক করলো।

সাপের কামড়ে বিনাশ ও তার প্রতিকার

২১ [১] আর দক্ষিণ প্রদেশ-নিবাসী কেনান
বংশীয় অরাদের বাদশাহ্ শুনতে পেলেন
যে, ইসরাইল অথারীমের পথ দিয়ে আসছে;
তখন তিনি ইসরাইলের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের
কতগুলো লোক ধরে বন্দী করলেন। [২] তাতে
ইসরাইল মাবুদের উদ্দেশে মানত করে বললো,

তাদের সাধারণত ইসরাইল জাতির শত্রু হিসাবে দেখতে পাওয়া যায় (২৪:১৮; ১ শামুয়েল ১৪:৪৭-৪৮; ২ শামুয়েল ৮:১৩-১৪)। ইদোম ছিল মরু-সাগরের সরাসরি দক্ষিণ দিকে এবং সীন ও মরু-এলাকা ও মোয়াবের মাঝখানে।

২০:১৭ রাজপথ দিয়ে যাব। এটি ছিল ব্যবসা-বানিজ্যের জন্য একটা প্রধান রাস্তা। ঐ রাস্তা যে অঞ্চলের মধ্য দিয়ে চলে গিয়েছিল তার বর্তমান নাম জর্ডান দেশ। ঐ রাস্তা সিরিয়ার দামেস্ক শহরের সঙ্গে আকাবা উপসাগরকে যোগ করে দিয়েছে।

২০:২২ হোর পর্বতে। ইদোমের দক্ষিণে আকাবা উপসাগরের দিকে (২১:৪ দেখুন)। হোর পর্বত ঠিক কোথায় ছিল তা জানা নি।

২০:২৯ ত্রিশ দিন পর্যন্ত শোক করলো। সাধারণত শোক করা হতো সাত দিন পর্যন্ত (পয়দা ৫০:১০, ১ শামুয়েল ৩১:৩৩); কিন্তু হারুনের জন্য লোকেরা ত্রিশ দিন শোক প্রকাশ করলো।

২১:১ অরাদে ... অথারীমের পথ। অরাদ ছিল কেনানের দক্ষিণের মরু-এলাকার কাদেশ থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল উত্তরে (১৩:১৭-২২ আয়াতের নোট দেখুন)। অথারীম ঠিক কোথায় ছিল তা জানা যায় নি।

২১:২ নিঃশেষে বিনষ্ট করবো। কখন কখন যুদ্ধের পরে জয় করা দেশের লোকদের জিনিষপত্র যে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা বলে তার সব কিছু ধ্বংস করে ফেলা হতো যাতে কেউ তা ব্যবহার করতে না পারে।

২১:৩ হর্মা। হর্মা কোথায় তা জানার জন্য ১৪:৪৫ আয়াতের নোট দেখুন। "হর্মা" শব্দটা হিব্রু যে শব্দের অর্থ "সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হয়েছে" তার মতই। ২০:২১ আয়াতে উল্লেখ করা ইদোমীয় অঞ্চল থেকে অনেক মাইল উত্তর পূর্বে, এবং তা ২১:৪ আয়াতে উল্লেখ করা "ইদোম দেশের পাশ দিয়ে ঘুরে যাওয়ার" স্থানের বিপরীত দিকে। এ কারণে কিতাবুল মোকাদ্দসের কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে, ২১ অধ্যায়ের এই অংশটুকুর অর্থ বোঝা বড় মুস্কিল।

২১:৪ ইদোম দেশ প্রদক্ষিণের জন্য ... লোহিত সাগরের দিকে। ২০:১৪ ও ১৪:২৫ আয়াতের নোট দেখুন। আরো দেখুন দ্বিতীয়

যদি তুমি এই লোকদেরকে আমার হাতে তুলে
দাও, তবে আমি তাদের সমস্ত নগর নিঃশেষে
বিনষ্ট করবো। ৩ তখন মাবুদ ইসরাইলের
ফরিয়াদ শুনে সেই কেনানীয়দেরকে তাদের হাতে
তুলে দিলেন; তাতে ইসরাইল তাদের ও তাদের
সমস্ত নগর নিঃশেষে বিনষ্ট করলো এবং সেই
স্থানের নাম রাখল হর্মা (বিনষ্ট)।
৪ পরে তারা হোর পর্বত থেকে প্রস্থান করে
ইদোম দেশ প্রদক্ষিণের জন্য লোহিত সাগরের
দিকে যাত্রা করলো; পথের মধ্যে লোকেরা আব-
ার বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। ৫ লোকেরা আল্লাহ্‌ ও
মূসার বিরুদ্ধে বলতে লাগল, তোমরা কেন
আমাদেরকে মিসর থেকে বের করে আনলে,
আমরা যেন মরুভূমিতে মারা যাই এজন্য কি?
রুটি নেই, পানিও নেই; আর এই খাদ্যে
আমাদের অরুচি ধরে গেছে। ৬ তখন মাবুদ
লোকদের মধ্যে জ্বালাদায়ী সাপ পাঠিয়ে দিলেন;
তারা লোকদেরকে কামড় দিলে ইসরাইলের
অনেক লোক মারা পড়লো। ৭ আর লোকেরা
মূসার কাছে এসে বললো, মাবুদের ও তোমার
বিরুদ্ধে কথা বলে আমরা গুনাহ্‌ করেছি; তুমি
মাবুদের কাছে মুনাজাত কর, যেন তিনি
আমাদের কাছ থেকে এসব সাপ দূর করেন।
তাতে মূসা লোকদের জন্য মুনাজাত করলেন।
৮ তখন মাবুদ মূসাকে বললেন, তুমি একটি
জ্বালাদায়ী সাপের মূর্তি তৈরি করে নিশানের
উপরে রাখ; সাপে কামড় দিয়েছে এমন যে
কোন ব্যক্তি তার প্রতি দৃষ্টিপাত করলো সে
বাঁচবে। ৯ তখন মূসা ব্রোঞ্জের একটি সাপের
মূর্তি তৈরি করে নিশানের উপরে রাখলেন; তাতে
এরকম হল, সাপ কোন মানুষকে কামড় দিলে
যখন সে ঐ ব্রোঞ্জের সাপের মূর্তির প্রতি দৃষ্টিপাত
করতো তখন বাঁচতো।

ইসরাইলদের নানা স্থানে যাত্রা

১০ পরে বনি-ইসরাইল যাত্রা করে ওবোতে
শিবির স্থাপন করলো। ১১ আর ওবোৎ থেকে
যাত্রা করে সূর্যোদয়ের দিকে মোয়াবের
সম্মুখস্থিত মরুভূমিতে ইয়ী-অবারীমে শিবির
স্থাপন করলো। ১২ সেখান থেকে যাত্রা করে
সেরদ উপত্যকাতে শিবির স্থাপন করলো।
১৩ সেখান থেকে যাত্রা করে আমোরীয়দের
দেশের সীমা থেকে বের হয়ে অর্ণোনের অন্য

[২১:৫] জবুর ৭৮:১৯।
[২১:৬] জবুর ৫৮:৪; ইয়ার ৮:১৭; ১করি ১০:৯।
[২১:৭] ১শামু ৭:৮; ইয়ার ২৭:১৮; প্রেরিত ৮:২৪।
[২১:৮] ইউ ৩:১৪।
[২১:৯] ইউ ৩:১৪-১৫।
[২১:১১] হিয়ার ৪০:১১।
[২১:১২] দ্বি:বি ২:১৩, ১৪।
[২১:১৩] ইউসা ১২:১; ২বাদশা ১০:৩৩; ইশা ১৬:২; ইয়ার ৪৮:২০।
[২১:১৪] ১শামু ১৭:৪৭।
[২১:১৫] ইশা ১৫:১।
[২১:১৬] শুমারী ২৫:১; কাজী ৯:২১;

বিবরণ ২:১ আয়াত।

২১:৬ জ্বালাদায়ী সাপ। যে হিব্রু শব্দ অনুবাদ করা হয়েছে "বিষাক্ত সাপ" তা এসেছে "আগুন" এর হিব্রু শব্দ থেকে। তাই মনে হয় যে ঐ সাপের কামড়ে খুব জ্বালা-পোড়া হতো।

২১:৮ একটি জ্বালাদায়ী সাপের মূর্তি তৈরি করে। সাপ তৈরি করতে বলা হয়েছিল ব্রোঞ্জ দিয়ে। ব্রোঞ্জ তৈরি হতো তামা ও টিন মিশিয়ে। কোন কোন প্রাচীন সমাজে এই বিশ্বাস ছিল যে, কোন বিপদজনক প্রাণীর শক্তিকে দমন বা নষ্ট করা যেত সেই প্রাণীরই মূর্তির সাহায্যে। শত শত বছর পরে বাদশাহ্‌ হিষ্কিয় সাপের সেই মূর্তিকে নষ্ট করে ফেলেন কারণ লোকেরা তাকে পূঁজা করা আরম্ভ করছিল (২ বাদশাহ্‌ ১৮:৪)। আরো দেখুন ৩:১৩-১৪।

২১:১০-১৬ ওবোতে ... বের (কূপ)। ইসরাইল লোকেরা ইদোমের দক্ষিণের সব পথ হাঁটা-হাঁটির পর এখন তারা মোয়াবের পূর্ব অঞ্চলে উপস্থিত হয়েছে। সেরদ নদীর তীর ছিল উত্তর ইদোম ও দক্ষিণ মোয়াবের মাঝখানে। লোকেরা সেরদ থেকে মোয়াবের পূর্ব প্রান্ত দিয়ে উত্তর দিকে অর্নোন নদীর দিকে এগিয়ে যায়। অর্নোন নদী মরু-সাগরে মিশে গিয়ে মোয়াব ও অম্মোন, এই দু'টি দেশকে ভাগ করে দেয়। ইবরানী ভাষায় "বের" অর্থ "কূয়া"। বের আসলে কোন জায়গায় ছিল তা সঠিক জানা যায় নি।

২১:১৪ মাবুদের যুদ্ধ-বিবরণী কিতাবে। এই কিতাবটা হয়তো প্রাচীন কালের অনেক যুদ্ধের গানের বই ছিল। তবে এর লেখক ও লেখার সময় সম্পর্কে আমরা কিছু জানিনা। ইউসা ১০:১২-১৩ আয়াত দেখুন।

২১:১৪ মাবুদের যুদ্ধ। প্রাচীন কালের ইসরাইলদের যুদ্ধের বিষয়ে ধারনা ছিল যে, আল্লাহ্‌ একজন যুদ্ধবীর (হিজ ১৫:৩; জবুর ২৪:৮, দ্বিতীয় বিবরণ ৭,২০)। তাদের কাছে মাবুদ ছিলেন যুদ্ধবীর যিনি মিসরীয়দের পরাজিত করে তাদের তিনি নিজের প্রজা করেছিলেন (দ্বিতীয় বিবরণ ৪:৩২-৩৪) এবং তিনি এমন একজন যিনি তাদের রক্ষা করেন ও আশ্রয় দেন (২ শামুয়েল ২২:৩৫-৩৭; জবুর ১৪৪:১)। যেহেতু মাবুদ ইসরাইলের বাহিনীর আল্লাহ্‌ ছিলেন (১ শামুয়েল ১৭:৪৫) ইসরাইল জাতি মুনাজাত করতো যেন তিনি তাদের যুদ্ধের সময়ে সাহায্য করেন (কাজী ৪:১৪)। যুদ্ধের আগেই তারা মুনাজাত করতো যেন তিনি তাদের পক্ষ সমর্থন করেন ও তাদের সঙ্গে থেকে যুদ্ধ করেন (১ শামুয়েল ২৮:৪-৬; ২ শামুয়েল ৫:১৭-১৯)। যদিও অনেক যুদ্ধের সময়ই তাদের শত্রুদের সৈন্য সংখ্যা ছিল তাদের চেয়ে বেশি কিন্তু আল্লাহ্‌ তাদের সঙ্গে থাকায় তাদের ক্ষুদ্র সংখ্যা কোন সমস্যা ছিল না (কাজী ৭:১-৯; ১ শামুয়েল ১৪:৬)। তবুও আল্লাহর সাহায্য পেলেও তাদের নিজেদের প্রস্তুত থাকার প্রয়োজন হতো। যুদ্ধের আগে প্রায়ই তারা শত্রুদের মধ্য থেকে বিভিন্ন খবরা-খবর সংগ্রহ করে নিত (শুমারী ১৩, ইউসা ২:১); আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কোরবানী দিত (১ শামুয়েল ৭:৯,১০), এবং সৈন্যদের উৎসাহ ও অভয় দেবার জন্য বক্তৃতাও দেয়া হতো। আল্লাহ্‌ তাদের হাতে তাদের শত্রুদের সমর্পণ করতেন (দ্বিতীয় বিবরণ ২০:২; ২ খান্দান ২০:২০)। তারা যুদ্ধ শুরু করতো ইমামদের তুরী বাজানোর (শুমারী ১০:৯; ২ খান্দান ১৩:১২-১৮) এবং আল্লাহ্‌র পবিত্র সিন্দুক তাদের মধ্যে আনার সঙ্গে সঙ্গে। ঐ সিন্দুক ছিল তাদের সঙ্গে আল্লাহ্‌র উপস্থিতির চিহ্ন (১ শামুয়েল ৪:৪-১৮)। তাদের যুদ্ধ শেষ হয়ে যেত যখন আল্লাহ্‌ শত্রুদের মধ্যে ভয় সৃষ্টি করতেন। তখন শত্রুরা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করা শুরু করতো। এইভাবে আল্লাহ্‌ ইসরাইলকে শত্রুদের উপরে অলৌকিক জয় দান করতেন। তাদের একমাত্র বড় কাজ হতো মাবুদের শক্তির উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করা ও তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সৎসাহসে এগিয়ে যাওয়া (হিজ ১৪:১৪)।

যুদ্ধের শেষে ইসরাইলের বাহিনী প্রায়ই জয় করা দেশ বা নগরের লোক, পশুপাল ও সম্পদসহ তার আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে ফেলত। এই কাজকে বলা হতো "আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে পবিত্রকরণ" এবং তার অর্থ এই যে, যুদ্ধে পাওয়া সমস্ত জিনিষই আল্লাহ্‌র। কোনও নগর জয় করার পরে তার সমস্ত সম্পদ ও লোকদের আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে পবিত্র করা

BACIB International Bible CHURCH

পারে মরুভূমিতে শিবির স্থাপন করলো; কেননা
মোয়াবের ও আমোরীয়দের মধ্যবর্তী অর্ণোন
মোয়াবের সীমা। ১৪ এজন্য মাবুদের যুদ্ধ-বিবরণী
কিতাবে উক্ত আছে, শূফাতে বাহেব, আর
অর্ণোনের সমস্ত উপত্যকা, ১৫ এবং
উপত্যকাগুলোর পাশের ভূমি, যা আর্ নামক
লোকালয়ের অভিমুখী এবং মোয়াবের সীমার
পাশে অবস্থিত।
১৬ সেখান থেকে তারা বের (কূপ) নামক স্থানে
আসলো। এটি সেই কূপ, যার বিষয়ে মাবুদ
মূসাকে বললেন, তুমি লোকদেরকে একত্র কর,
আমি তাদেরকে পানি দেব। ১৭ সেই সময়
ইসরাইল এই গজল গাইল—

হে কূপ, উচ্ছলিত হও;
তোমরা এর উদ্দেশে গান কর;
১৮ এটি নেতৃবর্গের খনিত কূপ,
রাজদণ্ড ও নিজেদের লাঠি দিয়ে
লোকদের রাজপুরুষেরা এটা
খনন করেছেন।

১৯ পরে তারা মরুভূমি থেকে মত্তানায়,
২০ মত্তানা থেকে নহলীয়েলে, নহলীয়েল থেকে
বামোতে ও বামোৎ থেকে মোয়াবের উপত্যকা
দিয়ে মরুভূমির অভিমুখ পিস্‌গা শৃঙ্গে গমন
করলো।

আমোরীয়দের বাদশাহ্‌ সীহোন পরাজিত

২১ আর ইসরাইল দূত পাঠিয়ে আমোরীয়-দের
বাদশাহ্‌ সীহোনকে বললো, ২২ তোমার দেশের
মধ্য দিয়ে আমাকে যেতে দাও; আমরা পথ ছেড়ে
শস্য ক্ষেতে বা আঙ্গুর-ক্ষেতে প্রবেশ করবো না,
কূপের পানিও পান করবো না; যতদিন তোমার
সীমা পার না হই, ততদিন রাজপথ দিয়ে যাব।
২৩ তবুও সীহোন তার সীমার মধ্য দিয়ে
ইসরাইলকে যেতে দিল না; উপরন্তু সীহোন তার
সমস্ত লোককে একত্র করে ইসরাইলের বিরুদ্ধে
মরুভূমিতে বের হল এবং যহসে উপস্থিত হয়ে
ইসরাই-লের সঙ্গে যুদ্ধ করলো। ২৪ তাতে
ইসরাইল তলোয়ার দ্বারা তাকে আঘাত করে
অর্ণোন থেকে যব্বোক পর্যন্ত অর্থাৎ
অম্মোনীয়দের সীমানা পর্যন্ত তার দেশ অধিকার
করলো; কারণ অম্মোনীয়দের সীমা দৃঢ় ছিল।
২৫ ইসরাইল ঐ সমস্ত নগর হস্তগত করলো এবং
ইসরাইল আমোরীয়দের সমস্ত নগরে, হিষ্‌বোনে
ও সেখানকার সমস্ত উপনগরে বাস করতে
লাগল। ২৬ কেননা হিষ্‌বোন আমোরীয়দের
বাদশাহ্‌ সীহোনের নগর ছিল; তিনি মোয়াবের
পূর্ববর্তী বাদশাহ্‌র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তার হাত
থেকে অর্ণোন পর্যন্ত তার সমস্ত দেশ দখল করে
নিয়েছিলেন। ২৭ এজন্য কবিরা বলেন,

তোমরা হিষ্‌বোনে এসো,
সীহোনের নগর নির্মিত ও সুদৃঢ় হোক;
২৮ কেননা হিষ্‌বোন থেকে আগুন,
সীহোনের নগর থেকে আগুনের শিখা
বের হয়েছে;
তা মোয়াবের আর্ নগরকে,
অর্ণোনের মালভূমির অধিপতিদের
গ্রাস করেছে।

ইশা ১৫:৮।
[২১:১৭] হিজ ১৫:১।
[২১:২০] দ্বিঃবি ৩:১৭; ইউসা ১২:৩; ১৩:২০।
[২১:২১] নহি ৯:২২; জবুর ১৩৫:১১; ১৩৬:১৯; ইয়ার ৪৮:৪৫।
[২১:২২] শুমারী ২০:১৭।
[২১:২৩] দ্বিঃবি ২:৩২; ইশা ১৫:৪; ইয়ার ৪৮:২১, ৩৪।
[২১:২৪] জবুর ১৩৫:১০-১১; আমোস ২:৯।
[২১:২৫] শুমারী ১৩:২৯।
[২১:২৬] দ্বিঃবি ২৯:৭।
[২১:২৮] ইয়ার ৪৮:৪৫।
[২১:২৯] ২শামু ৮:২; ১খান্দান ১৮:২; জবুর ৬০:৮; ইশা ২৫:১০।
[২১:৩০] ইউসা ১৩:৯, ১৭; নহি ১১:২৫।

হয়েছে বলে ঘোষণা হয়ে গেলে কোন ইসরাইলীয় ব্যক্তি ঐ নগরের কোন কিছুই নিতে পারত না বা কোন মানুষকে তার কৃতদাস রূপে গ্রহণ করতে পারত না। এই নিয়ম কেউ লজ্ঘন করলে তার কঠিন শাস্তি হতো।

২১:১৭-১৮ এই গজল ... রাজদণ্ড। এ গজলটা হয়তো "মাবুদের যুদ্ধ" নামক কিতাব থেকে নেয়া হয়েছিল (২১:১৪)। রাজদণ্ড হচ্ছে কোন বাদশাহ্‌ বা শাসনকর্তার ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের প্রতীক বা চিহ্ন।

২১:১৮-২০ মত্তানায় ... পিস্‌গা শৃঙ্গে। মাত্তানা ও নহলীয়েল কোথায় ছিল তা সঠিক বলা যায় না। বামোৎ, যার মানে "উচুঁস্থান", বলতে বেশ কয়েকটা স্থান বুঝানো যেতে পারে, যেমন: বামোৎ বাল (২২:৪১; ইউসা ১৩:১৭ দেখুন) বা "বেৎবামোৎ। এই নামগুলো "মোয়াবীয় পাথর-ফলক" নামের একটা প্রাচীন ফলকে খোদাই করা আছে (এটিকে 'মেশার পাথর-ফলক' বলা হয়ে থাকে)। পিস্‌গা পাহাড় শ্রেণী বলতে সম্ভবত মোয়াবের অবারীম পাহাড় শ্রেণীর সবচেয়ে উচুঁ চূড়াগুলোকে বুঝানো হয়েছে। এই স্থান থেকে ইসরাইলরা হয়তো জর্ডান নদীর দক্ষিণের অংশের ওপারে কেনান দেশ দেখতে পেত (দেখুন ২৩:১৪; দ্বি.বি. ৩:২৭; ৩৪:১-৪)।

২১:২১ আমোরীয়দের বাদশাহ্‌ সীহোনকে। এ বাদশাহ্‌কে "হিষ্‌বোনের বাদশাহ্‌"ও বলা হয়েছে (দ্বিতীয় বিবরণ ২:২৬, ৩:৬, ইউসা ১২:৫), কারণ হিষ্‌বোন ছিল তার রাজধানী (২১:২৫; দ্বিতীয় বিবরণ ১:৪, ইউসা ১২:২, ১৩:১০)। ইমোরীয়রা ছিল কেনানীয় জাতির লোক। কেনান দেশের যে অংশে তারা বাস করতো পরে সেই অংশ নিয়ে নেয় এহুদা-বংশের লোকেরা (হিজ ৩:৮, ১ খান্দান ১:১৪, দ্বিতীয় বিবরণ ১:১৯-২৭)। ইমোরীয়রা জর্ডনের পূর্ব তীরের পর্বতময় অঞ্চলেও বাস করতো। বাদশাহ্‌ সোলায়মান জয় না করা পর্যন্ত তারা ইসরাইলের শত্রু ছিল (১ বাদশাহ্‌নামা ৯:২০-২১)।

২১:২২ রাজপথ ধরেই। ২০:১৭ আয়াতের নোট দেখুন।

২১:১৪ অর্নোন থেকে যব্বোক নদী পর্যন্ত ... অম্মোনীয়। ২১:১০-১৬ আয়াতের নোট দেখুন। যব্বোক নদী ছিল অম্মোন দেশের দক্ষিণ সীমানা। অম্মোন ছিল জর্ডান নদীর পূর্বে ও মোয়াবের উত্তরে। অম্মোনীয় ও মোয়াবীয়দের একই পিতৃপুরুষ ছিলেন এবং তারা উভয় জাতিই ইসরাইলের শত্রু ছিল (দেখুন কাজী ১০:১১-১৮, ১ শামুয়েল ১৪:৪৭-৪৮; ২ বাদশাহ্‌ ৩:২১-২৭; ২ খান্দান ২০:১০)।

২১:২৫ হিষ্‌বোন। ইমোরীয়দের দেশের রাজধানী যা বাদশাহ্‌ সীহোন মোয়াবীয়দের কাছ থেকে জয় করে নিয়েছিল (২১:২৯-৩০)। আরো দেখুন কাজী ১:১৪-২২।

২১:২৯ মোয়াব... কমোশের প্রজারা। মোয়াব ছিল মরু-সাগরের পূর্ব দিকে। ২১:২৪ আয়াতের নোট দেখুন। মোয়াবীয়দের দেবতা কমোশের বিষয় উল্লেখ করা আছে। "মোয়াবীয় পাথর-ফলক" এ (২১:১৮-২০ আয়াতের নোট দেখুন) ও পুরাতন নিয়মের অন্যান্য অংশে (১ বাদশাহ্‌নামা ১১:৭,৩৩; ২ বাদশাহ্‌ ২৩:৩৩; ইয়ারমিয়া ৪৮:৪-৭, ১৩,৪৫-৪৬)। আরো দেখুন "কেনানীয়দের দেব-দেবী"।

২১:৩০ হিষ্‌বোন ... মেদবা। ২১:২৫ আয়াতের নোট দেখুন। দীবোন ও মেদবা ছিল বর্তমান জর্ডান দেশের আম্মান থেকে বিশ থেকে ত্রিশ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে। আরো দেখুন ইউসা

২৯ হে মোয়াব, ধিক্‌ তোমাকে।
হে কমোশের প্রজারা, তোমরা
বিনষ্ট হলে।
সে তার পুত্রদেরকে পলাতকরূপে,
তার কন্যাদেরকে বন্দীরূপে তুলে দিল–
আমোরীয়দের বাদশাহ্‌ সীহোনের হাতে।
৩০ আমরা তাদেরকে তীর মেরেছি;
হিষ্‌বোন দীবোন পর্যন্ত বিনষ্ট হয়েছে;
আর আমরা নোফঃ পর্যন্ত ধ্বংস করেছি,
যা মেদবা পর্যন্ত বিস্তৃত।
৩১ এভাবে ইসরাইল আমোরীয়দের দেশে বাস
করতে লাগল। ৩২ পরে মূসা যাসের অনুসন্ধান
করতে লোক প্রেরণ করলেন, আর তারা
সেখানকার সমস্ত নগর হস্তগত করলো এবং
সেখানে যে ইমোরীয়েরা ছিল, তাদেরকে
অধিকারচ্যুত করলো।

বাসনের বাদশাহ্‌ উজের পরাজয়

৩৩ পরে তারা ফিরে বাশনের পথ দিয়ে উঠে
গেল; তাতে বাশনের বাদশাহ্‌ উজ ও তার সমস্ত
লোক বের হয়ে তাদের সঙ্গে ইদ্রিয়ীতে যুদ্ধ
করতে গেল। ৩৪ তখন মাবুদ মূসাকে বললেন,
তুমি এতে ভয় পেয়ো না, কেননা আমি একে,
এর সমস্ত লোক ও এর দেশ তোমার হাতে তুলে
দিলাম; তুমি হিষ্‌বোনবাসী আমোরীয়দের
বাদশাহ্‌ সীহোনের প্রতি যেমন করেছ, এর প্রতি
সেরকম করবে। ৩৫ পরে তারা তাকে, তার
পুত্রদের ও তার সমস্ত লোককে আঘাত করলো,
আর শেষ পর্যন্ত তাঁর আর কেউ বেঁচে রইল না।
তারা তার দেশও অধিকার করে নিল।

[২১:৩২] ইউসা ২:১; কাজী ১৮:২; ১খান্দান ১৯:৩।
[২১:৩৩] শুমারী ৩২:৩৩; দ্বি:বি ৩:৩; ৩১:৪; নহি ৯:২২।
[২১:৩৪] দ্বি:বি ৩:২।
[২১:৩৫] ইউসা ৯:১০।
[২২:১] দ্বি:বি ৩২:৪৯; ইউসা ২:১।
[২২:২] কাজী ১১:২৫; মীখা ৬:৫; প্রকা ২:১৪।
[২২:৩] হিজ ১৫:১৫;
[২২:৪] জবুর ৭২:১৬।
[২২:৫] শুমারী ২৪:২৫; দ্বি:বি ২৩:৪; ইউসা ১৩:২২; নহি ১৩:২; মীখা ৬:৫; ২পিতর :১৫।
[২২:৬] শুমারী ২৩:৭, ১১, ১৩; ২৪:৯, ১০।
[২২:৭] পয়দা ৩০:২৭।
[২২:৯] পয়দা ২০:৩; শুমারী ২৩:৫; ২৪:৪, ১৬।

বাদশাহ্‌ বালাক ও বালামের বিবরণ

২২ ১ পরে বনি-ইসরাইলরা যাত্রা করে
জেরিকোর নিকটস্থ জর্ডানের ওপারে
মোয়াবের উপত্যকায় শিবির স্থাপন করলো।
২ আর ইসরাইল আমোরীয়দের প্রতি যা কিছু
করেছিল, সেসব সিপ্পোরের পুত্র বালাক
দেখেছিলেন। ৩ বনি-ইসরাইলরা সংখ্যায় অনেক
ছিল বলে মোয়াব ভীষণ ভয় পেল; তাদের দেখে
মোয়াবীয়দের হৃদয় ভয়ে গলে গেল। ৪ পরে
মোয়াব মাদিয়ানের প্রাচীন লোকদের বললো,
গরু যেমন মাঠের ঘাস খেয়ে শেষ করে দেয়,
তেমনি এই জনসমাজ আমাদের চারদিকের
সমস্ত কিছুই খেয়ে শেষ করে দেবে। সেই সময়
সিপ্পোরের পুত্র বালাক মোয়াবের বাদশাহ্‌
ছিলেন। ৫ অতএব তিনি বিয়োরের পুত্র
বালামকে ডেকে আনতে তার স্বজাতীয়
লোকদের দেশে (ফোরাত) নদী তীরে অবস্থিত
পাথোর নগরে দূত পাঠিয়ে তাকে বললেন,
দেখুন, মিসর থেকে এক জাতি বের হয়ে
এসেছে, দেখুন, তারা ভূতল আচ্ছন্ন করে আমার
সম্মুখে অবস্থান করেছে। ৬ এখন নিবেদন করি,
আপনি এসে আমার জন্য সেই লোকদের
বদদোয়া দিন; কেননা আমার চেয়ে তারা
বলবান। হয় তো আমি তাদেরকে আঘাত করে
দেশ থেকে দূর করে দিতে পারব; কেননা আমি
জানি আপনি যাকে দোয়া করেন সে দোয়া লাভ
করে ও যাকে বদদোয়া দেন সে বদদোয়াগ্রস্ত

১৩:৮-১০।
২১:৩১-৩২ আমোরীয়দের দেশে ... যাসের। ২১:২১ আয়াতের নোট দেখুন। যাসের ঠিক কোথায় ছিল তা জানা যায় নি। আরো দেখুন ৩২:১-৫; ইউসা ১৩:২৪-২৫।
২১:৩৩ বাশনের ... ইদ্রিয়ীতে। জর্ডন নদীর পূর্বদিক বাশন ছিল এক বিরাট উর্বর এলাকা। বাশন তার পশুপালনের জন্য খুব উপযুক্ত জায়গা, বনাঞ্চল ও পশুপালের জন্য খুব বিখ্যাত ছিল (জবুর ২২:১২, ইশাইয়া ২:১৩, ইহিস্কেল ২৭:৬, জাকা ১১:২ দেখুন)। ইদ্রিয়ী ছিল গালীল সাগর থেকে ত্রিশ মাইল পূর্ব দিকে এবং সিরিয়ার দামেস্ক থেকে ষাট মাইল দক্ষিণে।
২২:১ জেরিকোর নিকটস্থ জর্ডানের ওপারে মোয়াবের উপত্যকায়। এই পার্বত্য এলাকা থেকে ইসরাইলরা তাদের জন্য আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞা করা কেনান দেশ দেখতে পেত। ঐ দেশ ছিল জর্ডান নদীর পশ্চিম পাড়ে। জর্ডান নদী ছিল ঐ দেশের মধ্য দিয়ে গালীল সাগর থেকে মরু-সাগর পর্যন্ত প্রবাহিত প্রধান নদী পথ। সেকালে জেরিকো ছিল কেনানীয়দের অধিকারে একটা অতি প্রাচীন শহর।
২২:২-৪ সিপ্পোরের পুত্র বালাক ... মাদিয়ানের প্রাচীন লোকদের। বালাকের বিষয়ে মাত্র ২২-২৪ অধ্যায়েই জানা যায়। তবে তার কথা ইউসা ২৪:৯; কাজী ১১:২৫; মীখা ৬:৫ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। ২১:২৯ ও ১০:৯ আয়াতের নোট দেখুন।
২২:৫ বিয়োরের পুত্র বালামকে ... (ফোরাত) নদী তীরে। ভাগ্য গণনা ও ভবিষ্যদ্বাণী বলার জন্য বালাম খুব পরিচিত ছিল (২২:৭-৮ দেখুন)। কিতাবুল মোকাদ্দসে ভাল ও মন্দ উভয়ই অর্থেই তার পরিচয় আছে (দেখুন ৩১:৮,১৬; দ্বিতীয় বিবরণ ২৩:৩-৬; ইউসা ১৩:২২, ২৪:৯-১০; ২ পিতর ২:১৫-১৬; এহুদা ১১। পথোর শহর ঠিক কোথায় ছিল তা জানা যায় নি। কোন কোন পণ্ডিত যেমন মনে করে থাকেন যে, তা ছিল উত্তর সিরিয়ার প্রাচীন পিট্রু শহর তাহলে তা ছিল মোয়াব থেকে প্রায় চার'শ মাইল দূরে। অন্যান্য পণ্ডিতেরা মনে করেন পথোর ছিল অম্মোনের কোথাও। যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে বালাম অনেক দূর থেকে এসেছিল। তাহলে ঐ নদী ইউফ্রেটিস নদী ছিল না, কারণ ইউফ্রেটিস নদী ছিল মেসোপটেমিয়ায় আরো পূর্ব ও উত্তর দিকে।
২২:৭-৮ মন্ত্রের পুরস্কার হাতে নিয়ে ... মাবুদ আমাকে যা বলবেন। বালাম দেবদেবীদের একজন নবী ও একজন ভাগ্যগণনাকারীর কাজ করতেন। কোন উৎসর্গ করা পশুর ভেতরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা অংশের দিকে তাকিয়ে অথবা কোন পানির পেয়ালায় যেভাবে তেলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোটা পড়ে তার ধরণ লক্ষ্য করে ভবিষ্যতের বিষয়ে জানার চেষ্টা করা ছিল ভাগ্যগণনা করার কাজ। বালাম একজন ইসরাইলীয় ছিল না। তাই সে ইসরাইলের মাবুদ কথা মান্য করে নি। এ কারণে অবাক হতে হয় যে, বালাকের লোকদের বলল যে, তাকে মাবুদের কাছ থেকে উত্তর শুনতে হবে (২২:১৮)।
২২:৯ আল্লাহ্‌। এখানে কয়েকটি আয়াতে "আল্লাহ্‌" শব্দের ইবরানী হচ্ছে "ইলোহিম"। "আল্লাহ্‌র নাম"– এই ছোট্ট রচনাটিও দেখুন।

BACIB International Bible CHURCH

হয়।
৭ পরে মোয়াবের প্রাচীন ও মাদিয়ানের প্রাচীন
ব্যক্তিবর্গ মন্ত্রের পুরস্কার হাতে নিয়ে প্রস্থান
করলো এবং বালামের কাছে উপস্থিত হয়ে
বালাকের কথা তাকে বললো। ৮ সে তাদেরকে
বললো, তোমরা এই স্থানে রাত্রি যাপন কর; পরে
মাবুদ আমাকে যা বলবেন, তদনুযায়ী আমি
তোমাদেরকে বলবো; তাতে মোয়াবের
কর্মকর্তারা বালামের সঙ্গে রাত্রিবাস করলো।
৯ পরে আল্লাহ্ বালামের কাছে উপস্থিত হয়ে
বললেন, তোমার সঙ্গে এই লোকেরা কারা?
১০ তাতে বালাম আল্লাহ্‌কে বললো, মোয়াবের
বাদশাহ্ সিপ্পোরের পুত্র বালাক আমার কাছে বলে
পাঠিয়েছেন; ১১ দেখ, মিসর থেকে বের হয়ে
আসা ঐ জাতি ভূতল আচ্ছন্ন করেছে। এখন তুমি
এসে আমার পক্ষ হয়ে তাদেরকে বদদোয়া দাও,
হয়তো আমি তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদেরকে
দূর করে দিতে পারবো। ১২ তাতে আল্লাহ্
বালামকে বললেন, তুমি তাদের সঙ্গে যেও না,
সেই জাতিকে বদদোয়া দিও না, কেননা তারা
দোয়াযুক্ত। ১৩ পরে বালাম খুব ভোরে উঠে
বালাকের কর্মকর্তাদেরকে বললো, তোমরা
স্বদেশে চলে যাও, কেননা তোমাদের সঙ্গে
আমার যাত্রায় মাবুদ অসম্মত হয়েছেন। ১৪ তাতে
মোয়াবের কর্মকর্তারা উঠে বালাকের কাছে গিয়ে
বললো, আমাদের সঙ্গে আসতে বালাম অসম্মত
হয়েছেন।
১৫ পরে বালাক আবার তাদের চেয়ে
বহুসংখ্যক ও সম্ভ্রান্ত অন্য কর্মকর্তাদেরকে প্রেরণ
করলেন। ১৬ তারা বালামের কাছে এসে তাকে
বললো, সিপ্পোরের পুত্র বালাক এই কথা বলেন,
আরজ করি, আমার কাছে আসতে আপনি
কোনমতেই দ্বিধা করবেন না। ১৭ কেননা আমি
আপনাকে অতিশয় সম্মানিত করবো; আপনি
আমাকে যা যা বলবেন, আমি সবই করবো।
অতএব আরজ করি, আপনি এসে আমার পক্ষে
সেই লোকদেরকে বদদোয়া দিন। ১৮ তখন
বালাম বালাকের গোলামদের জবাব দিল, যদি
বালাক রূপা ও সোনায় পরিপূর্ণ তার বাড়িখানা
আমাকে দেন, তবুও আমি অল্প বা বেশি কিছু
করার জন্য আমার আল্লাহ্ মাবুদের হুকুম লঙ্ঘন
করতে পারব না। ১৯ এখন আরজ করি,
তোমরাও এই স্থানে রাত্রি যাপন কর, মাবুদ
আমাকে আবার যা বলবেন তা আমি জেনে

[২২:১২] পয়দা ১২:২।
[২২:১৭] শুমারী ২৪:১১।
[২২:১৮] শুমারী ২৩:১২, ২৬; ২৪:১৩; ১বাদশা ২২:১৪; ২খান্দান ১৮:১৩; ইশা ৪২:৪।
[২২:২০] শুমারী ২৩:৫, ১২, ১৬, ২৬; ২৪:১৩; ২খান্দান ১৮:১৩।
[২২:২২] পয়দা ১৬:৭; কাজী ১৩:৩, ৬, ১৩।
[২২:২৩] ইউসা ৫:১৩।
[২২:২৭] শুমারী ১১:১; ইয়াকুব ১:১৯।
[২২:২৮] ২পিতর :১৬।
[২২:২৯] দ্বিঃবি ২৫:৪; মেসাল ১২:১০; ২৭:২৩-২৭; মথি ১৫:১৯।
[২২:৩১] পয়দা ২১:১৯।
[২২:৩৪] পয়দা ৩৯:৯; শুমারী ১৪:৪০; ১শামু ১৫:২৪, ৩০; ২শামু ১২:১৩; ২৪:১০; আইউ ৩৩:২৭; জবুর ৫১:৪।

নেবো। ২০ পরে আল্লাহ্ রাতের বেলা বালামের
কাছে এসে তাকে বললেন, ঐ লোকেরা যদি
তোমাকে ডাকতে এসে থাকে, তুমি উঠ, তাদের
সঙ্গে যাও; কিন্তু আমি তোমাকে যা বলবো,
কেবল তা-ই তুমি করবে। ২১ তাতে বালাম খুব
ভোরে উঠে তার গাধী সাজিয়ে মোয়াবের
কর্মকর্তাদের সঙ্গে গমন করলো।

বালাম, গাধা ও ফেরেশতা

২২ পরে তার গমনে আল্লাহ্‌র ক্রোধ প্রজ্বলিত হল
এবং মাবুদের ফেরেশতা তার পথ অবরোধ করে
পথের মধ্যে দাঁড়ালেন। সে তার গাধীতে চড়ে
যাচ্ছিল এবং তার দুই জন গোলাম তার সঙ্গে
ছিল। ২৩ সেই গাধী দেখলো, মাবুদের ফেরেশতা
উন্মুক্ত তলোয়ার হাতে নিয়ে পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে
আছেন। অতএব গাধী পথ ছেড়ে ক্ষেতে
নামলো; তাতে বালাম গাধীকে পথে আনবার
জন্য প্রহার করলো। ২৪ পরে মাবুদের ফেরেশতা
দু'টি আঙ্গুর-ক্ষেতের গলিপথে দাঁড়ালেন, এই
পাশে প্রাচীর এবং অন্য পাশে প্রাচীর ছিল।
২৫ তখন গাধীটি মাবুদের ফেরেশতাকে দেখে
প্রাচীরে গা ঘেঁষে গেল, আর প্রাচীরে বালামের
পায়ে ঘর্ষণ লাগল; তাতে সে আবার তাকে
প্রহার করলো। ২৬ পরে মাবুদের ফেরেশতা
আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হয়ে, ডানে বা বামে
ফিরবার পথ নেই, এমন একটি সঙ্কীর্ণ স্থানে
দাঁড়ালেন। ২৭ তখন গাধীটি মাবুদের
ফেরেশতাকে দেখে নিচে ভূমিতে বসে পড়লো;
তাতে বালামের ক্রোধ প্রজ্বলিত হলে সে গাধী-
টিকে লাঠি দিয়ে প্রহার করলো। ২৮ তখন মাবুদ
গাধীটির মুখ খুলে দিলেন এবং সে বালামকে
বললো, আমি তোমার কি করলাম যে, তুমি
তিনবার আমাকে প্রহার করলে? ২৯ বালাম গাধী-
টিকে বললো, তুমি আমাকে বিদ্রূপ করেছ;
আমার হাতে যদি তলোয়ার থাকতো, তবে আমি
এখনই তোমাকে হত্যা করতাম। ৩০ পরে গাধী
বালামকে বললো, তুমি জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত
যার উপরে চড়ে থাক, আমি কি তোমার সেই
গাধী নই? আমি কি তোমার প্রতি এমন ব্যবহার
করে থাকি? সে বললো, না।
৩১ তখন মাবুদ বালামের চোখ খুলে দিলেন,
তাতে সে দেখলো, মাবুদের ফেরেশতা উন্মুক্ত
তলোয়ার হাতে নিয়ে পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে
আছেন; তখন সে মাথা নত করে উবুড় হয়ে
পড়লো। ৩২ তখন মাবুদের ফেরেশতা তাকে

২২:২২-২৬ আল্লাহ্‌র ক্রোধ প্রজ্বলিত হল ... মাবুদের ফেরেশতা। এখানে সঠিকভাবে বলা হয় নি কেন আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন, কারণ আল্লাহ্ বালামকে যাবার অনুমতি দিয়ে ছিলেন (২২:২০,৩৫)। হিব্রু ভাষায় "ফেরেশতা" কথার দ্বারা "দূত"ও বুঝায়। কিতাবুল মোকাদ্দসে ফেরেশতারা আল্লাহ্‌র দূত ও গোলাম উভয়ই বুঝায়।

২২:২৪ আঙ্গুর-ক্ষেতের। প্রাচীন কালে আঙ্গুরের ক্ষেতে প্রায়ই পাথরের বেড়া বা দেয়াল দিয়ে দেয়া হতো যেন চোরের হাত থেকে তা রক্ষা করা যায়; এবং কোন পশু যেন তা নষ্ট করতে না পারে। বালাম ও তার গাধী দু'টা আঙ্গুর-ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে যাচ্ছিল। সেই পথটা এত সরু ছিল যে গাধীটা আর ফিরে যেতে পারে নি (২২:২৬)।

বললেন, তুমি তিনবার তোমার গাধীটিকে কেন
প্রহার করলে? দেখ, আমি তোমার বিপক্ষ
হিসেবে বের হয়েছি, কেননা আমার সাক্ষাতে
তুমি বিপথে যাচ্ছ; ৩৩ আর গাধীটি আমাকে দেখে
এই তিনবার আমার সম্মুখ থেকে ফিরলো; সে
যদি আমার সম্মুখ থেকে না ফিরতো, তবে আমি
নিশ্চয়ই তোমাকে হত্যা করতাম, আর ওকে
জীবিত রাখতাম। ৩৪ তাতে বালাম মাবুদের
ফেরেশতাকে বললো, আমি গুনাহ্ করেছি;
কেননা আপনি যে আমার বিপরীতে পথে দাঁড়িয়ে
আছেন, তা আমি বুঝতে পারি নি, কিন্তু এখন
যদি এতে আপনার অসন্তোষ হয়, তবে আমি
ফিরে যাই। ৩৫ তাতে মাবুদের ফেরেশতা
বালামকে বললেন, ঐ লোকদের সঙ্গে যাও, কিন্তু
আমি যে কথা তোমাকে বলবো, তুমি কেবল
তা-ই বলবে। পরে বালাম বালাকের কর্মকর্তাদের
সঙ্গে গমন করলো।
৩৬ বালাম এসেছে শুনে বালাক তার সঙ্গে
সাক্ষাৎ করতে মোয়াবের নগরে গমন করলেন।
সেই নগরটি দেশের সীমার প্রান্তস্থিত অর্ণোনের
সীমায় অবস্থিত। ৩৭ আর বালাক বালামকে
বললেন, আমি আপনাকে ডেকে আনতে কি
যথাযথ সম্মানপূর্বক লোক পাঠাই নি? আপনি
আমার কাছে কেন আসেন নি? আপনাকে
সম্মানিত করতে আমি কি সত্যিই অসমর্থ?
৩৮ তাতে বালাম বালাককে বললো, দেখুন, আমি
আপনার কাছে আসলাম, কিন্তু এখনও কোন কথা
বলার কি আমার ক্ষমতা আছে? আল্লাহ্ আমার
মুখে যে কালাম দেবেন, শুধু তা-ই বলবো।
৩৯ পরে বালাম বালাকের সঙ্গে গমন করলো,
আর তাঁরা কিরিয়ৎ হুষোতে উপস্থিত হলেন।
৪০ আর বালাক কতকগুলো গরু ও ভেড়া জবেহ্
করে বালাম ও তার সঙ্গী কর্মকর্তাদের কাছে
পাঠিয়ে দিলেন।

ইসরাইলের বিষয়ে বালামের ভবিষ্যদ্বাণী

[২২:৩৬] শুমারী ২১:১৩।
[২২:৩৮] শুমারী ২৩:৫, ১৬, ২৬।
[২২:৪০] শুমারী ২৩:১, ১৪, ২৯; ইহি ৪৫:২৩।
[২২:৪১] শুমারী ২১:২৮।
[২৩:১] শুমারী ২২:৪০।
[২৩:৫] হিজ ৪:১২; হিজ ৪:১৫; ইশা ৫৯:২১।
[২৩:৭] শুমারী ২৪:৩, ২১; ২শামু ২৩:১; নহি ১৩:২।
[২৩:৮] ইশা ৪৩:১৩।
[২৩:৯] হিজ ৩৩:১৬; দ্বি:বি ৩২:৮।
[২৩:১০] জবুর ১৬:৩; ১১৬:১৫; ইশা ৫৭:১।

২৩

১ পরে খুব ভোরে বালাক বালামকে
নিয়ে গিয়ে বালের উচ্চস্থলীতে
উঠলেন। সেই স্থান থেকে সে (ইসরাইল)
জাতির অংশ বিশেষ দেখতে পেল। আর বালাম
বালাককে বললো, আপনি এই স্থানে আমার
জন্য সাতটি কোরবানগাহ্ তৈরি করুন এবং এই
স্থানে আমার জন্য সাতটি ষাঁড় ও সাতটি ভেড়ার
আয়োজন করুন। ২ তাতে বালামের কথা
অনুসারে বালাক সেরকম করলেন; তখন বালাক
ও বালাম এক একটি কোরবানগাহে এক একটি
ষাঁড় ও এক একটি ভেড়া কোরবানী করলেন।
৩ পরে বালাম বালাককে বললো, আপনি আপন-
ার পোড়ানো-কোরবানীর কাছে দাঁড়িয়ে থাকুন।
আমি যাই, হয়তো মাবুদ আমার কাছে দেখা
দেবেন; তা হলে তিনি আমাকে যা জানাবেন তা
আমি আপনাকে বলবো। পরে সে পর্বতের
উপরে গমন করলো। ৪ তখন আল্লাহ্ বালামকে
দেখা দিলে সে তাঁকে বললো, আমি সাতটি
কোরবানগাহ্ প্রস্তুত করেছি; আর এক একটি
কোরবানগাহে এক একটি ষাঁড় ও এক একটি
ভেড়া কোরবানী করেছি। ৫ তখন মাবুদ
বালামের মুখে একটি কালাম দিয়ে বললেন, তুমি
বালাকের কাছে ফিরে গিয়ে এরকম কথা বল।
৬ তাতে সে তাঁর কাছে ফিরে গেল; আর দেখ,
মোয়াবের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বালাক তাঁর
পোড়ানো-কোরবানীর কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন;
৭ তখন সে তার দৈববাণী গ্রহণ করে বললো,
বালাক অরাম দেশ থেকে
আমাকে আনালেন,
মোয়াবের বাদশাহ্ পূর্ব দিকের পর্বতমালা
থেকে আনালেন;
এসো, আমার জন্য ইয়াকুবকে
অভিশাপ দাও,
এসো, ইসরাইলকে বদদোয়া দাও।
৮ আল্লাহ্ যাকে অভিশাপ দেন নি,
আমি কিভাবে তাকে অভিশাপ দেব?

২২:৩৬ মোয়াবের নগরে। এই শহরটা হয়তো ছিল আর (২১:১৫,২৮)।
২২:৩৯-৪১ কিরিয়ৎ হুষোতে। কিরিয়ৎ-হুষোৎ, যার অর্থ “রাস্তার শহর কোথায় অবস্থিত ছিল তা জানা যায় নি। ২৩:১ বালের উচ্চস্থলীতে: হিব্রু ভাষায় বলা হয় ‘বামোৎ-বাল’ যার অর্থ বালের “উঁচু স্থান সকল”, এবং এর দ্বারা হয়তো যে সকল পাহাড়ে বাল দেবতার পূজা হতো সে সকল স্থানকে বুঝানো হয়েছে। তার দ্বারা হয়তো ২১:১৯ আয়াতে যে স্থানের উল্লেখ করা হয়েছে তাকেও বুঝানো হতে পারে। এই উঁচু স্থান থেকে বালাম নীচে থাকা ইসরাইল জাতির লোকদের দেখতে পেয়েছিল।
সে (ইসরাইল) জাতির অংশ বিশেষ দেখতে পেল। কোন অভিশাপে যদি কাজ হতে হয় তা হলে যে জিনিষ বা যে লোককে বা লোকদের অভিশাপ দেয়া হবে তাকে বা তাদের অভিশাপের মন্ত্র যে উচ্চারণ করবে তার দৃষ্টির মধ্যে থাকতে হবে।
সাতটি কোরবানগাহ্ ... সাতটি ষাঁড় ও সাতটি ভেড়ার। প্রাচীন কালে “সাত” ছিল একটা পবিত্র সংখ্যা। আরো দেখুন পয়দায়েশ ২১:২৮; আইউব ৪২:৮ ও ১১:১৬ আয়াতের নোট। কোরবানগুলো হয়তো কাঠের তৈরি ছিল। তবে ঐগুলোর স্থানীয় ভাবে পাওয়া পাথর দিয়ে তৈরি হয়ে থাকার সম্ভবনাই বেশি। বালাম বালকে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে উত্তর পাবার উদ্দেশ্যে ঠিক ভাবে কোরবানী করার জন্য ও আল্লাহ্‌র জন্য উপহার দিতে বলেছিল। ইসরাইল জাতির কাছে ষাড় ও ভেড়া ছিল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কোরবানীর জন্য সবচেয়ে বেশি মূল্যবান পশু (দেখুন লেবীয় ৪; ৫:১৪-৬:৭)।
২৩:৭ অরাম দেশ থেকে ... পূর্ব দিকের পর্বতমালা থেকে। খুব সম্ভবত উত্তর-পূর্ব দিকের সিরিয় মরু-এলাকার উঁচু পাহাড়িয়া এলাকা। ২২:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

BACIB International Bible CHURCH

মাবুদ যাকে বদদোয়া দেন নি,
আমি কিভাবে তাকে বদদোয়া দেব?
৯ আমি শৈলের শৃঙ্গ থেকে ওকে দেখছি,
পাহাড়গুলো থেকে ওকে দর্শন করছি;
দেখ, ঐ লোকেরা স্বতন্ত্র বাস করে,
ওরা জাতিদের মধ্যে গণিত হবে না।
১০ ইয়াকুবের ধূলি কে গণনা করতে পারে?
ইসরাইলের চতুর্থাংশের সংখ্যা কে নির্ণয়
করতে পারে?
ধার্মিকের মৃত্যুর মত আমার মৃত্যু হোক,
তার শেষ গতির মত আমার শেষ
গতি হোক।
১১ তখন বালাক বালামকে বললেন, আপনি
আমার প্রতি এ কি করলেন? আমার
দুশমনদেরকে বদদোয়া দিতে আপনাকে
আনালাম; কিন্তু দেখুন, আপনি তাদেরকে
সর্বতোভাবে দোয়া করলেন। ১২ সে জবাবে
বললো, মাবুদ আমার মুখে যে কথা দেন,
সাবধান হয়ে তা-ই বলা কি আমার উচিত নয়?

বালামের দ্বিতীয় দৈববাণী

১৩ বালাক বললেন, আরজ করি, অন্য স্থানে
আমার সঙ্গে আসুন, আপনি সেই স্থান থেকে
তাদেরকে দেখতে পাবেন। আপনি তাদের
প্রান্তভাগ মাত্র দেখতে পাবেন, সম্পূর্ণ দেখতে
পাবেন না; ঐ স্থান থেকে আমার জন্য তাদেরকে
বদদোয়া দিন।
১৪ তখন বালাক তাকে পিস্‌গার শৃঙ্গস্থিত
সোফীম মাঠে নিয়ে গিয়ে সেই স্থানে সাতটি
কোরবানগাহ্‌ তৈরি করলেন, আর প্রত্যেক
কোরবানগাহে এক একটি ষাঁড় ও এক একটি
ভেড়া কোরবানী করলেন। ১৫ পরে সে বালাককে
বললো, আমি যতক্ষণ ঐ স্থানে মাবুদের সঙ্গে
সাক্ষাৎ করি, ততক্ষণ আপনি এই স্থানে আপনার
পোড়ানো-কোরবানীর কাছে দাঁড়িয়ে থাকুন।
১৬ পরে মাবুদ বালামের কাছে দেখা দিয়ে তার
মুখে একটি কালাম দিলেন এবং বললেন, তুমি
বালাকের কাছে ফিরে গিয়ে এরকম কথা বল।

[২৩:১১] ইউসা ২৪:১০; নহি ১৩:২। [২৩:১২] শুমারী ২২:১৮, ২০। [২৩:১৩] শুমারী ২২:৪১। [২৩:১৪] শুমারী ২১:২০; ২৭:১২। [২৩:১৬] হিজ ৪:১৫; শুমারী ২২:৩৮। [২৩:১৮] শুমারী ২২:২। [২৩:১৯] ১শামু ১৫:২৯; আইউ ১২:১৩; ৩৬:৫; জবুর ৩৩:১১; ৮৯:৩৪; ১০২:২৭; ১১০:৪; ইব ৬:১৮; ৭:২১; ইয়াকুব ১:১৭। [২৩:২০] পয়দা ২২:১৭; শুমারী ২২:১২। [২৩:২১] পয়দা ২৬:৩; হিজ ২৯:৪৫, ৪৬; দ্বি:বি ৪:৭; জবুর ৩৪:১৭-১৮; ১৪৫:১৮; জাকা ২:১০। [২৩:২২] শুমারী ২৪:৮; ইশা ৩৪:৭। [২৩:২৩] পয়দা ৩০:২৭; শুমারী ২৪:১। [২৩:২৪] ইহি ১৯:২; নহূম ২:১১; পয়দা ৪৯:৯। [২৩:২৬] শুমারী ২২:১৮, ২০। [২৩:২৮] দ্বি:বি ৩:২৯; ৪:৩; ইউসা ২২:১৭; জবুর ১০৬:২৮; হোশেয়

১৭ তাতে সে তাঁর কাছে উপস্থিত হল; আর দেখ,
মোয়াবের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বালাক তাঁর
পোড়ানো-কোরবানীর কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন।
আর বালাক তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, মাবুদ কি
বললেন? ১৮ তখন সে তার দৈববাণী গ্রহণ করে
বললো,
উঠ, বালাক, শোন;
হে সিপ্পোরের পুত্র, আমার কথায়
কান দাও;
১৯ আল্লাহ্‌ মানুষ নন যে, মিথ্যা বলবেন;
তিনি মানুষের-সন্তান নন যে, অনুশোচনা
করবেন;
তিনি যা বলেছেন তা কি করবেন না?
তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা কি সিদ্ধ
করবেন না?
২০ দেখ, আমি দোয়া করার হুকুম পেলাম,
তিনি দোয়া করেছেন, আমি অন্যথা
করতে পারি না।
২১ তিনি ইয়াকুবের মধ্যে অধর্ম দেখতে
পান নি,
ইসরাইলের মধ্যে জুলুম দেখেন নি;
তার আল্লাহ্‌ মাবুদ তার সহবর্তী,
বাদশাহ্‌র জয়ধ্বনি ওদের মধ্যবর্তী।
২২ আল্লাহ্‌ মিসর থেকে ওদের এনেছেন;
সে ষাঁড়ের মত শক্তিশালী।
২৩ নিশ্চয়ই ইয়াকুবের বিরুদ্ধে কোন
মায়াশক্তি,
বা ইসরাইলের বিরুদ্ধে কোন মন্ত্র কার্যকর
হবে না;
এখন ইয়াকুবের ও ইসরাইলের বিষয়
বলা যাবে,
আল্লাহ্‌ কি না সাধন করেছেন।
২৪ দেখ, ঐ জাতি সিংহীর মত উঠছে,
সে সিংহের মত গাত্রোত্থান করছে;
সে শয়ন করবে না, যতক্ষণ না নিহত পশু
ভোজন করে,
যতক্ষণ না নিহত লোকদের রক্ত

২৩:১১-১২ বালাক বালামকে বললেন। ২২:২-৪ ও ২২:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

২৩:১৪ পিস্‌গার শৃঙ্গস্থিত ... সাতটি কোরবানগাহ্‌। ২১:১৮-২০ ও ২৩:১-৪ আয়াতের নোট দেখুন।

২৩:১৬ এই কথা বলেন। নবীদের বলা কথাকে কখন কখন "দৈববাণী" ও বলা হতো।

২৩:২০ আমি দোয়া করার হুকুম পেলাম। একবার প্রতিজ্ঞা করা হয়ে গেলে আল্লাহ্‌র আশীর্বাদও আর ফিরিয়ে নেয়া যায় না (২২:১২ দেখুন), ঠিক যেমন কোন অভিশাপও একবার উচ্চারিত হয়ে গেলে পর আর ফিরিয়ে নেয়া যায় না (পয়দা ২৭:২-৪০)।

২৩:২১ তার আল্লাহ্‌ মাবুদ ... বাদশাহ্‌র জয়ধ্বনি। যদি কিতাবুল মোকাদ্দসের কিতাবগুলো যেভাবে লেখা হয়েছিলো ঠিক সেভাবে সাজানো হয় নি, তবুও এখানেই সর্ব প্রথম আল্লাহ্‌কে ইসরাইল জাতির বাদশাহ্‌ হিসাবে দেখা যায় (আরো দেখুন জবুর ৮:১,৯; ১৪৫:১; ইশাইয়া ৪১:২১-২৪)। ১:১ মাবুদ ও ২২:৯ আয়াতের আল্লাহ্‌ আয়াতের নোট দেখুন। এটা লক্ষণীয় যে ইসরাইলের আল্লাহ্‌কে সর্বপ্রথম বাদশাহ্‌ বলেছিল একজন অ-ইসরাইলীয়, বালাম (২২:৭-৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

২৩:২৩ মায়াশক্তি ... মন্ত্র। ভাগ্য গণনাকারী রূপে বালাম হয়তো মন্ত্র ব্যবহার করতো। কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাই বালাম বলছে যে, ইসরাইল জাতির লোকদের বিরুদ্ধে মন্ত্রে কোন কাজ হবে না, কারণ আল্লাহ্‌ তাদের রক্ষা করবেন।

২৩:২৮ পিয়োর-শৃঙ্গে। কিতাবুল মোকাদ্দসে আর অন্য কোথাও এ পাহড়ের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় না। হয়তো বৈৎ-পিয়োরের কাছের কোন পাহাড় হয়ে থাকবে (দেখুন দ্বিতীয় বিবরণ ৩:২৯; ৩৪:৬; ইউসা ১৩:২০)।

বালাম

বালাম ছিল ইউফ্রেটিস নদীর তীরে বা মেসোপটেমিয়ার পাথোর শহরের বাউরের ছেলে। সে ছিল মাদিয়ানীয়দের উচ্চ পদস্থ লোকদের মধ্যে একজন, যে অনেক ঐতিহাসিক কাজ করেছিল (শুমারী ৩১:৮)। সে মেসোপটেমিয়ার পাথোর নামে একটি শহরে বাস করতো (দ্বি.বি. ২৩:৪; শুমারী ২৩:৭)। এই সাক্ষ্য প্রমাণিত যে, যদিও সে প্রতিমা পূজারীদের সঙ্গে বসবাস করতো তবুও জীবন্ত আল্লাহ্ মাবুদ সম্পর্কে তার কিছু জ্ঞান ছিল। সে যাদের দোয়া করতো তারা সত্যিই দোয়াপ্রাপ্ত হতো, আর যাদের তিনি বদদোয়া দিত তারা বদদোয়া পেত। বনি-ইসরাইলরা যখন মোয়াবের সমভূমিতে গিয়ে জেরিকো শহরের উল্টোদিকে জর্ডান নদীর ওপারে ছাউনি ফেলেছিল, তখন মোয়াবের পূর্বদিকে মরুভূমিতে অবস্থিত ইয়ী-অবারীম থেকে বালামকে ডেকে আনবার জন্য বালাক লোক পাঠিয়েছিলেন, যেন সে বনি-ইসরাইলদের বদদোয়া দেয়; কিন্তু আল্লাহ্ মাবুদ এই বিষয়ে তাকে বারণ করলে, বালাক যা করতে চেয়েছিলেন তার সেই ইচ্ছা পূরণ করা যে তার পক্ষে সম্ভব নয় তা তাকে জানিয়ে দেয়। যদিও বালাম বনি-ইসরাইলদের বদদোয়া দেয় নি বা দিতে পারে নি, তবুও সে তাদের এমন জীবন যাপনের পরামর্শ দিয়েছিল যাতে করে আল্লাহ্‌র গজব তাদের উপর নেমে আসে (শুমারী ২৫:১)। বনি-ইসরাইল এবং মাদিয়ানীয়দের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের সময় বালাকের পাশে থাকা বালামকেও হত্যা করা হয়েছিল (শুমারী ৩১:৮)। প্রকা ২:১৪ আয়াতে "বালামের এমন শিক্ষার" বিষয় বলা হয়েছে, যে শিক্ষার মধ্য দিয়ে বালাক বনি-ইসরাইলদের গুনাহের দিকে পরিচালিত করেছিল। বনি-ইসরাইলদের সুন্দর, চমৎকার একটি ভবিষ্যত জীবন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য বালামকে বাধ্য করা হয়েছিল (শুমারী ২৪:৫-৯,১৭)।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:
- তাঁর দোয়া ও বদ-দোয়ার জন্য বেশ পরিচিত ছিল।
- বাদশাহ্ বালাকের ঘুষের প্রলোভন সত্ত্বেও ইসরাইলদের দোয়া করতে বাধ্য হয়েছিল।

তাঁর জীবনের দুর্বল দিকগুলো:
- ইসরাইলরা যেন মূর্তিপূজা করে সেই জন্য তাদের সামনে প্রলোভন রেখেছিল (শুমারী ৩১:১৬)।
- মোয়াবে ফিরে গিয়েছিল ও যুদ্ধে মারা পরেছিল।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:
- কাজের মতই আমাদের উদ্দেশ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
- তোমার সম্পদ যেখানে তোমার হৃদয় সেখানে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:
- **অবস্থান:** মেসোপটেমিয়ার পাথোর নামে একটি শহরে বাস করতো এবং সেখান থেকে মোয়াবে গিয়েছিল।
- **কাজ:** মন্ত্রজ্ঞ, ভণ্ড নবী
- **আত্মীয়-স্বজন:** পিতা: বিয়োর
- **সমসাময়িক লোক:** বাদশাহ্ বালাক, মূসা ও হারুন

মূল আয়াত: "তারা সোজা পথ ত্যাগ করে বিপথগামী হয়েছে, বিয়োরের পুত্র বালামের পথ ধরেছে; সেই ব্যক্তি তো অধার্মিকতার বেতন ভালবাসত; কিন্তু সে নিজের অপরাধের জন্য তিরষ্কৃত হল; একটি বাক্‌শক্তিহীন গাধা মানুষের মত কথা বলে সেই নবীর উন্মত্ততা নিবারণ করলো" (২ পিতর ২:১৫-১৬)।

বালামের কাহিনীটি শুমারী ২২:১-২৪:২৫ আয়াতে পাওয়া যায়। এছাড়া, শুমারী ৩১:৭,৮,১৬; দ্বি: বি: ২৩:৪,৫; ইউসা ২৪:৯, ১০; নহিমিয়া ১৩:২; মীখা ৬:৫; ২ পিতর ২:১৫, ১৬; এহুদা ১১ আয়াতে তার বিষয়ে উল্লেখ করা আছে।

পান করে।
২৫ তখন বালাক বালামকে বললেন, আপনি
ওদেরকে বদদোয়াও দেবেন না, দোয়াও করবেন
না। ২৬ কিন্তু বালাম উত্তরে বালাককে বললো,
মাবুদ আমাকে যা যা বলবেন, তা-ই করবো, এই
কথা কি আপনাকে বলি নি?
২৭ পরে বালাক বালামকে বললেন, আরজ
করি, আসুন, আমি আপনাকে অন্য স্থানে নিয়ে
যাই; হয়তো সেই স্থান থেকে আমার জন্য
তাদেরকে আপনার বদদোয়া দেওয়া আল্লাহ্‌র
দৃষ্টিতে সন্তোষজনক হবে। ২৮ পরে বালাক
মরুভূমির অভিমুখে পিয়োর-শৃঙ্গে বালামকে নিয়ে
গেলেন। ২৯ বালাম বালাককে বললো, এই স্থানে
আমার জন্য সাতটি কোরবানগাহ্‌ তৈরি করুন
এবং এই স্থানে আমার জন্য সাতটি ষাঁড় ও
সাতটি ভেড়ার আয়োজন করুন। ৩০ তখন
বালাক বালামের কথানুযায়ী কাজ করলেন এবং
প্রত্যেক কোরবানগাহে এক একটি ষাঁড় ও এক
একটি ভেড়া কোরবানী করলেন।

বালামের তৃতীয় দৈববাণী

২৪ ১ বালাম যখন দেখলো, ইসরাইলকে
দোয়া করতেই মাবুদের মনঃপূত, তখন
আর আগের মত মন্ত্র পাবার জন্য গমন করলো
না, কিন্তু মরুভূমির দিকে মুখ করলো। ২ বালাম
চোখ তুলে দেখলো, ইসরাইলরা গোষ্ঠীর ক্রম
অনুযায়ী বাস করছে; আর আল্লাহ্‌র রূহ্‌ তার
উপরে আসলেন। ৩ তখন সে তার দৈববাণী গ্রহণ
করে বললো,
বিয়োরের পুত্র বালাম বলছে,
যার চোখ খোলা, সেই পুরুষ বলছে;
৪ যে আল্লাহ্‌র কালাম শোনে,
যে সর্বশক্তিমানের দর্শন পায়,
সে সেজদায় পড়েছে ও যার চোখ খুলে
গেছে সে বলছে;
৫ হে ইয়াকুব, তোমার সমস্ত তাঁবু,
হে ইসরাইল,
তোমার শরীয়ত-তাঁবুগুলো কেমন
মনোহর।
৬ সেগুলো উপত্যকার মত বিস্তৃত,
নদীর তীরের বাগানের মত,
মাবুদের রোপিত অগুরু গাছের মত,
জলাশয়ের তীরে এরস গাছের মত।
৭ তার কলস থেকে পানি উথলে উঠবে,
তার বীজ অনেক পানিতে সিক্ত হবে,
তার বাদশাহ্‌ অগাগের চেয়েও
মহান হবেন,
তার রাজ্য উন্নত হবে।
৮ আল্লাহ্‌ মিসর থেকে তাদের এনেছেন,
তিনি ষাঁড়ের মত শক্তিশালী;
সে তার বিপক্ষ জাতিদেরকে গ্রাস করবে,
তাদের অস্থি চূর্ণ করবে,
সে তীর দ্বারা তাদেরকে ভেদ করবে।
৯ সে শয়ন করলো, গুঁড়ি মারলো,
সিংহ ও সিংহীর মত;
কে তাকে উঠাবে?
যে তোমাকে দোয়া করে,
সে দোয়া লাভ করে,
যে তোমাকে বদদোয়া দেয়,
সে বদ্‌দোয়াগ্রস্ত হোক।
১০ তখন বালামের প্রতি বালাকের ক্রোধ
প্রজ্বলিত হলে তিনি মুষ্টিবদ্ধ হাতে আস্ফালন
করে বালামকে বললেন, আমার দুশমনদেরকে
বদদোয়া দিতে আমি আপনাকে আনিয়েছিলাম,
আর দেখুন, এই তিনবার আপনি সর্বতোভাবে
তাদেরকে দোয়া করলেন। ১১ এখন স্বস্থানে
পালিয়ে যান; আমি বলেছিলাম, আপনাকে
অতিশয় গৌরবান্বিত করবো, কিন্তু দেখুন, মাবুদ
তা আপনাকে পেতে দিলেন না। ১২ তাতে
বালাম বালাককে বললো, আমি কি আপনার
প্রেরিত দূতদের সাক্ষাতেই বলি নি, ১৩ যদিও
বালাক সোনা ও রূপায় পরিপূর্ণ তাঁর বাড়ি
আমাকে দেন, তবুও আমি নিজের ইচ্ছায় ভাল
বা মন্দ করার জন্য মাবুদের হুকুম লঙ্ঘন করতে
পারব না, মাবুদ যা বলবেন, আমি তা-ই বলবো;

৯:১০।
[২৪:১] শুমারী ২৩:২০।
[২৪:২] শুমারী ১১:২৫, ২৬।
[২৪:৪] পয়দা ১৫:১।
[২৪:৫] ইয়ার ৪:২০; ৩০:১৮; মালা ২:১২।
[২৪:৬] আইউ ২৯:১৯; জবুর ১:৩; ১০৪:১৬; ইহি ৩১:৫।
[২৪:৭] দ্বি:বি ২৮:১; ২শামু ৫:১২; ১খান্দান ১৪:২; জবুর ৮৯:২৭; ১৪৫:১১-১৩।
[২৪:৮] ২শামু ১৮:১৪; জবুর ৪৫:৫।
[২৪:৯] পয়দা ১২:২।
[২৪:১০] আইউ ২৭:২৩; ৩৪:৩৭; মাতম ২:১৫; ইহি ২১:১৪; ২২:১৩; ২৫:৬।
[২৪:১০] দ্বি:বি ২৩:৫।
[২৪:১৪] পয়দা ৪৯:১; শুমারী ৩১:৮, ১৬; মীখা ৬:৫।
[২৪:১৬] পয়দা ১৪:১৮; ইশা ১৪:১৪।

২৪:১ মন্ত্র পাবার জন্য গমন করলো না। ২২:৭-৮ আয়াতের নোট দেখুন। বালাম হয়তো কোরবানী করা পশুর দেহের ভিতরের বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা করে দেখে থাকবেন (দেখুন ২২:৪০)। তবে এর কোন প্রমান নেই যে, তিনি যখন আল্লাহ্‌র কাছ থেকে প্রথম উত্তর দু'টি পেয়েছিলেন তার জন্য তিনি যাদুমন্ত্রের উপরে নির্ভর করেছিলেন।
মরুভূমির দিকে। জর্ডান নদীর পূর্ব দিকে ও মরু সাগরের উত্তরে (২৩:২৮ দেখুন)।
২৪:২ আল্লাহ্‌র রূহ্‌। ১১:২৫ আয়াতের নোট দেখুন।
২৪:৪ সর্বশক্তিমানের দর্শন পায় ... সে সেজদায় পড়েছে। "সর্বশক্তিমান" এর বিষয়ে আরো জানার জন্য "আল্লাহ্‌র নাম" - ছোট্ট রচনাটি দেখুন। "উবুর হয়ে পড়ার" দ্বারা কোন একটা বিশেষ ভাবে আবিষ্ট হয়ে পড়াকেও বুঝানো হয়ে থাকতে পারে। নারীরা যখন আল্লাহ্‌র দর্শন পেতেন তখন তাদের অবস্থা এমন হতো (১১:২৪-২৯; ১ শামুয়েল ১০:৫-১৯:২০-২৪ দেখুন)।
২৪:৬ অগুরু গাছের মত। সেগুলো আসলে হয়তো ছিল খেজুর গাছ; কারণ ঐ গাছ সে অঞ্চলে প্রচুর হতো। খেজুর গাছ ষাট ফুটের মত লম্বা হতো, এবং তা প্রায় দুশো বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকত। "অগুরু গাছ" এখানে "অগুরু লতাগুল্ম" নয়। সেই অগুরু তার ছালের নির্যাসের মিষ্টি গন্ধের জন্য বিখ্যাত।
২৪:৭ অগাগের চেয়েও মহান হবেন। ১৩:২৮-২৯ আয়াতের নোট দেখুন। আমালেকীয়রা অনেক দিন ধরে বনি-ইসরাইলদের শত্রু ছিল। অগাগ ছিল তাদের একজন শক্তিশালী বাদশাহ্‌।
২৪:১৬ আল্লাহ্‌তা'লার তত্ত্ব জানে, যে সর্বশক্তিমানের দর্শন পায়। "মহান আল্লাহ্‌" হচ্ছেন হিব্রু শব্দ এল-এলাইয়োন' এর অনুবাদ। এই নামের এক দেবতা ছিল জেরুশালেমের কেনানীয়দের এক দেবতা (পয়দা ১৪:৮-১৪)। এখানে "মাবুদ"কে ঐ নামে দেখানো হয়েছে (আরো দেখুন দ্বিতীয়

BACIB International Bible CHURCH

[১৪] এখন দেখুন, আমি স্বজাতির কাছে যাচ্ছি;
আসুন, এই জাতি ভবিষ্যতে আপনার জাতির
প্রতি কি করবে, তা আপনাকে জানাই।

বালামের চতুর্থ দৈববাণী

[১৫] পরে সে তার দৈববাণী গ্রহণ করে বললো;
বিয়োরের পুত্র বালাম বলছে,
যার চোখ খোলা রয়েছে,
সেই পুরুষ বলছে;
[১৬] যে আল্লাহ্‌র কালাম শোনে,
যে আল্লাহ্‌তা'লার তত্ত্ব জানে,
যে সর্বশক্তিমানের দর্শন পায়,
সে সেজদায় পড়েছে
ও যার চোখ খুলে গেছে
সে বলছে;
[১৭] আমি তাঁকে দেখবো, কিন্তু এখন নয়,
তাঁকে দর্শন করবো কিন্তু কাছে নয়;
ইয়াকুব থেকে একটি তারা উদিত হবে,
ইসরাইল থেকে একটি রাজদণ্ড উঠবে,
তা মোয়াবের দুই পাশ ভেঙ্গে ফেলবে,
কলহের সন্তানদেরকে সংহার করবে।
[১৮] সে ইদোম অধিকার করবে,
তার দুশমন সেয়ীরও আসবে তার
অধিকারে,
আর ইসরাইল বীরের কাজ করবে।
[১৯] ইয়াকুব থেকে উৎপন্ন এক জন
কর্তৃত্ব করবেন,
নগরের অবশিষ্ট লোকদেরকে
বিনষ্ট করবেন।
[২০] পরে সে আমালেকের প্রতি দৃষ্টিপাত করলো
এবং তার দৈববাণী গ্রহণ করে বললো,
আমালেক জাতিদের মধ্যে প্রথম ছিল,

[২৪:১৭] পয়দা ১৯:৩৭; দ্বি:বি ২৩:৬।
[২৪:১৮] ২শামু ৮:১২।
[২৪:১৯] পয়দা ৪৯:১০; মীখা ৫:২।
[২৪:২০] দ্বি:বি ২৫:১৯; ১শামু ১৫:২০; ৩০:১৭-২০।
[২৪:২১] জবুর ৩৭:২৭; মেসাল ১:৩৩; ইশা ৩২:১৮; ইহি ৩৪:২৭।
[২৪:২২] পয়দা ১০:২২;
[২৪:২৪] পয়দা ১০:৪।
[২৫:১] ইউসা ২:১; ১করি ১০:৮; প্রকা ২:১৪।
[২৫:২] ১করি ১০:২০।
[২৫:৩] ইয়ার ১:১৬; ৪৪:৩।
[২৫:৪] ইউসা ৭:২৬; ইয়ার ৪৪:৩।
[২৫:৫] হোশেয় ৯:১০।
[২৫:৬] উজা ১০:১; জবুর ১২৬:৬; ইয়ার ৪১:৬।
[২৫:৭] হিজ ৬:২৫।
[২৫:৮] জবুর ১০৬:৩০।

কিন্তু বিনাশ হবে এর সর্বশেষ পরিণাম।
[২১] পরে সে কেনীয়দের প্রতি দৃষ্টিপাত করলো
এবং তার দৈববাণী গ্রহণ করে বললো,
তোমার নিবাস অতি দৃঢ়
তোমার বাসস্থান শৈলে স্থাপিত।
[২২] তবুও কেনীয় ক্ষয় পাবে,
শেষে আশেরিয়া তোমাকে বন্দী করে
নিয়ে যাবে,
[২৩] পরে সে তার দৈববাণী গ্রহণ করে বললো,
হায়, যখন আল্লাহ্‌ এই করেন, তখন কে বাঁচবে?
[২৪] কিন্তু সাইপ্রাসের তীর থেকে জাহাজ
আসবে,
তারা আশেরিয়াকে জুলুম করবে,
এবরকে নির্যাতন করবে,
কিন্তু তারও বিনাশ ঘটবে।
[২৫] পরে বালাম উঠে স্বস্থানে ফিরে গেল এবং
বালাকও তার পথে চলে গেলেন।

ইসরাইলদের মূর্তিপূজা ও জেনা

২৫ [১] পরে ইসরাইল শিটীমে বাস করলো,
আর লোকেরা মোয়াবের কন্যাদের
সঙ্গে জেনায় লিপ্ত হল। [২] সেই কন্যারা
তাদেরকে তাদের দেবতার প্রসাদ ভোজনের
দাওয়াত করলো এবং লোকেরা ভোজন করে
তাদের দেবতাদের কাছে সেজ্‌দা করলো।
[৩] আর ইসরাইল বাল্‌-পিয়োর (দেবতার) প্রতি
আসক্ত হতে লাগল; অতএব ইসরাইলের বিরুদ্ধে
মাবুদের ক্রোধ প্রজ্বলিত হল। [৪] মাবুদ মূসাকে
বললেন, তুমি লোকদের সমস্ত নেতাকে সঙ্গে
নিয়ে মাবুদের উদ্দেশে সূর্যের সম্মুখে ওদেরকে
টাঙ্গিয়ে দাও; তাতে ইসরাইলের উপর থেকে
মাবুদের প্রচণ্ড ক্রোধ নিবৃত্ত হবে। [৫] তখন মূসা

বিবরণ ৩২:৮ এবং ২৪:৪ আয়াতের নোট)।

২৪:১৭ ইসরাইল থেকে একটি রাজদণ্ড উঠবে। বিলিয়মের ভবিষ্যদ্বাণীর কমপক্ষে দু'শ বছর পরেও ইসরাইলের বাদশাহ্‌ দাউদ মোয়াবীয়দের ও ইদোমীয়দের পরাজিত করেছিলেন (২ শামুয়েল ৮:২, ১৩-১৪) মোয়াবীয়দের বিষয়ে ২১:২৪; ২১:২৯ আয়াতের নোট দেখুন।

২৪:১৮ ইদোম। ২০:১৪ আয়াতের নোট দেখুন।

২৪:২১-২২ কেনীয়দের ... আশেরিয়া। কেনীয়রা ছিল এক কনানীয় জাতি বা গোত্র যারা ইসরাইলের দক্ষিণ দিকের মরু-এলাকায় বাস করতো (পয়দা ১৫:১৯ দেখুন)। তারা ছিল মূসার সম্বন্ধী হোববের বংশধর (কাজী ৪:১১)। কিতাবুল মোকাদ্দসের পুরাতন নিয়মের কালে আসিরিয়া ছিল খুব শক্তিশালী একটা রাজ্য। কিন্তু তারা যে কোন সময় কেনীয়দের পরাজিত করেছে এমন কোন লিখিত প্রমান পাওয়া যায় না।

২৪:২৪ সাইপ্রাসের ... আশেরিয়াকে ... এবরকে। 'সাইপ্রাস' হচ্ছে "কিত্তিম" শব্দের অনুবাদ। হয়তো সাইপ্রাস দ্বীপ, অথবা এর দ্বারা বিভিন্ন জাতির লোকদের বুঝানো হয়ে থাকতে পারে যারা পশ্চিম থেকে এসে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশকে আক্রমণ করতো (ইয়ারমিয়া ২:১০, দানিয়াল ১১:৩০)। "এবর" বলতে হয়তো ইউফ্রেটিস নদীর পূর্ব দিকের কোন দেশকে বুঝানো হয়েছে, যেমন: ব্যাবিলন (ইউসা ২৪:৩; ইশাইয়া ৭:২০)। পয়দায়েশ ১০:২১-৩১ এবরকে ইসরাইল জাতির পূর্বপুরুষদের তালিকায় দেখানো হয়েছে।

২৫:১ শিটীম। জেরিকোর সোজা জর্ডান নদীর ওপারে মোয়াবের একটা জায়গা যেখানে ইসরাইলরা শিবির স্থাপন করেছিল (২২:১; ৩৩:৪৯; ইউসা ২:১, ৩:১ দেখুন)।

২৫:২-৩ দেবতার প্রসাদ ভোজনের ... সেজ্‌দা করলো। ইসরাইলের পুরুষদের সঙ্গে যৌনকাজের পরে মোয়াবীয় স্ত্রীলোকেরা মোয়াবের দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ-অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য তাদের ফুসলিয়ে ছিল। তাদের অনেক উর্বতার দেবতার নাম ছিল বাল-পিয়োর। ঐ সমস্ত অঞ্চলের অনেক স্থানেই বাল-দেবতার পূজা হতো। পিয়োর ছিল একটা স্থানের নাম যেখানে বাল নামের এই দেবতার পূজা হতো (আরো দেখুন ৩১:১৬; দ্বিতীয় বিবরণ ৪:৩, হোশেয় ৯:১০)।

২৫:৫ ইসরাইলের বিচারকর্তাদের। বিশেষ দায়িত্বে নিয়োজিত নেতা, যারা হয়তো সম্পূর্ণ একটা বংশ অথবা তার অংশও বিশেষের জন্য দায়িত্ব পালন করতো (আরো দেখুন ১:৪-১৫ ও ১১:১৬; হিজরত ১৮:২৫-২৬)।

২৫:৬ মাদিয়ানীয়া। ১০:২৯ আয়াতের নোট দেখুন। এখানে এ নামের দ্বারা জর্ডান নদীর পূর্ব অঞ্চলের নানান জাতিকেই বুঝানো হয়েছে। ঐ জাতির মধ্যে কোন কোন জাতি হয়তো মোয়াবীয় বাদশাহ্‌র অধীন ছিল (দেখুন পয়দায়েশ ৩৬:৩৫)।

ইসরাইলের বিচারকর্তাদেরকে বললেন, তোমরা
প্রত্যেকে বাল-পিয়োরের প্রতি আসক্ত নিজ নিজ
লোকদেরকে হত্যা কর।
৬ আর দেখ, মূসা ও বনি-ইসরাইলদের সমস্ত
মণ্ডলীর সাক্ষাতে বনি-ইসরাইলদের মধ্যে এক
জন পুরুষ তার জ্ঞাতিদের কাছে এক মাদিয়ানীয়া
স্ত্রীকে আনলো, সেই সময় লোকেরা জমায়েত-
তাঁবুর দ্বারে কান্নাকাটি করছিল। ৭ তা দেখে
ইমাম হারুনের পৌত্র ইলিয়াসরের পুত্র পীনহস
মণ্ডলীর মধ্য থেকে উঠে হাতে বর্শা নিলেন;
৮ আর সেই ইসরাইলীয় পুরুষের পিছনে পিছনে
কুঠরীতে প্রবেশ করে ঐ দু'জনকে, অর্থাৎ সেই
পুরুষ এবং সেই স্ত্রীলোকের পেটে তা বিদ্ধ
করলেন। তাতে বনি-ইসরাইল থেকে মহামারী
নিবৃত্ত হল। ৯ যারা ঐ মহামারীতে মারা
গিয়েছিল, তারা সংখ্যায় চব্বিশ হাজার।
১০ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, ১১ লোকদের
মধ্যে আমার পক্ষে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করাতে
ইমাম হারুনের পৌত্র ইলিয়াসরের পুত্র পীনহস
বনি-ইসরাইলদের মধ্য থেকে আমার ক্রোধ
নিবৃত্ত করলো; এজন্য আমি অন্তর্জ্বালায় বনি-
ইসরাইলকে সংহার করলাম না। ১২ অতএব তুমি
এই কথা বল, দেখ, আমি তাকে আমার শান্তির
নিয়ম দিয়েছি; ১৩ তা তার ও তার ভাবী বংশের
পক্ষে চিরস্থায়ী ইমামতির নিয়ম হবে; কেননা সে
তার আল্লাহ্‌র পক্ষে ভীষণ আগ্রহ প্রকাশ করেছে
এবং বনি-ইসরাইলদের জন্য কাফ্‌ফারা করেছে।
১৪ ইসরাইলীয় যে পুরুষ ঐ মাদিয়ানীয়া স্ত্রীর
সঙ্গে নিহত হয়েছিল, তার নাম সিম্রি, সে সালূর
পুত্র; সে শিমিয়োন গোষ্ঠীর এক জন কুলপতি
ছিল। ১৫ আর ঐ নিহত মাদিয়ানীয়া স্ত্রীর নাম
কস্‌বী, সে সূরের কন্যা; ঐ সূর ছিল
মাদিয়ানীয়দের এক জন গোষ্ঠী প্রধান।
১৬ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, ১৭ তুমি
মাদিয়ানীয়দেরকে কষ্ট দাও ও আঘাত কর।
১৮ কেননা পিয়োর বিষয়ক ছলনায় এবং সেই
পিয়োরের জন্য মহামারীর দিনে তাদের জ্ঞাতি
মাদিয়ানীয় গোষ্ঠী প্রধানের কন্যা কস্‌বী বিষয়ক
ছলনায়, তারা তোমাদেরকে প্রবঞ্চনা করে কষ্ট
দিয়েছে।

[২৫:৯] ১করি ১০:৮।
[২৫:১১] জবুর ১০৬:৩০।
[২৫:১২] মালা ২:৪, ৫।
[২৫:১৩] ১বাদশা ১৯:১০।
[২৫:১৪] শুমারী ১:৬।
[২৫:১৫] হবক ৩:৭।
[২৫:১৭] হিজ ২৩:২২।
[২৫:১৭] ২বাদশা ৯:২৭; ১০:২৫।
[২৫:১৮] শুমারী ২৩:২৮।
[২৬:২] হিজ ৩০:১১-১৬।
[২৬:৩] ইউসা ১৩:৩২।
[২৬:৪] হিজ ৬:১৪; ১৩:৩।
[২৬:৫] ১খান্দান ৫:৩।
[২৬:৬] ১খান্দান ৫:৩।
[২৬:১০] হিজ ৩:১২।
[২৬:১১] দ্বি:বি ৫:৯; ২৪:১৬; ইহি ১৮:২০।
[২৬:১২] পয়দা ৪৬:১০।
[২৬:১৩] পয়দা ৪৬:১০।
[২৬:১৪] পয়দা ৪৬:১০।
[২৬:১৫] পয়দা ৪৬:১৬।
[২৬:১৮] পয়দা ৩০:১১; ইউসা ১৩:২৪-২৮।
[২৬:১৯] পয়দা ৩৮:৩।
[২৬:২০] ইউসা ৭:১৭।
[২৬:২১] রূত ৪:১৯; ১খান্দান ২:৯।

বনি-ইসরাইলদের দ্বিতীয়বার আদমশুমারী

২৬ ১ মহামারীর পরে মাবুদ মূসা ও
হারুনের পুত্র ইমাম ইলিয়াসরকে
বললেন, ২ তোমরা বনি-ইসরাইলদের সমস্ত
মণ্ডলীর মধ্যে নিজ নিজ পিতৃকুল অনুসারে বিশ
বছর ও তার চেয়েও বেশি বয়স্ক লোকদের,
ইসরাইলের মধ্যে যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত
লোককে গণনা কর। ৩ তাতে মূসা ও ইমাম
ইলিয়াসর জেরিকোর নিকটস্থ জর্ডান-সমীপে
মোয়াবের উপত্যকাতে তাদেরকে বললেন,
৪ বিশ বছর ও তার চেয়েও বেশি বয়স্ক
লোকদের গণনা কর; যেমন মাবুদ মূসাকে ও
মিসর দেশ থেকে বের হয়ে আসা বনি-
ইসরাইলকে হুকুম দিয়েছিলেন।
৫ রূবেণ ইসরাইলের প্রথমজাত। রূবেণের
সন্তানেরা হল হনোক থেকে হনোকীয় গোষ্ঠী;
পলু থেকে পলুয়ীয় গোষ্ঠী; ৬ হিষ্রোণ থেকে
হিষ্রোণীয় গোষ্ঠী; কর্মি থেকে কর্মীয় গোষ্ঠী।
৭ এরা রূবেণীয় গোষ্ঠী; এদের মধ্যে গণনা-করা
লোক তেতাল্লিশ হাজার সাত শত ত্রিশ জন।
৮ আর পলুর সন্তান ইলীয়াব। ৯ ইলীয়াবের
সন্তান নমূয়েল, দাথন ও অবীরাম; কারুনের দল
যখন মাবুদের সঙ্গে ঝগড়া করেছিল, সেই সময়
তার মধ্যে মণ্ডলীর বেছে নেওয়া লোক, যে দাথন
ও অবীরাম মূসা ও হারুনের সঙ্গে ঝগড়া
করেছিল, এরা সেই দুই জন। ১০ সেই সময়ে
দুনিয়া মুখ খুলে তাদেরকে ও কারুনকে গ্রাস
করেছিল, তাতে সেই দল মারা পড়লো এবং
আগুন দুই শত পঞ্চাশজনকে গ্রাস করলো, আর
তারা নিদর্শন-স্বরূপ হল। ১১ কিন্তু কারুনের
সন্তানেরা মারা পড়ে নি।
১২ নিজ নিজ গোষ্ঠী অনুসারে শিমিয়োনের
সন্তানেরা হল নমূয়েল থেকে নমূয়েলীয় গোষ্ঠী;
যামীন থেকে যামীনীয় গোষ্ঠী; যাখীন থেকে
যাখীনীয় গোষ্ঠী; ১৩ সেরহ থেকে সেরহীয় গোষ্ঠী;
তালুত থেকে তালুতীয় গোষ্ঠী।
১৪ শিমিয়োনীয়দের এসব গোষ্ঠীতে লোক ছিল
বাইশ হাজার দুই শত।
১৫ নিজ নিজ গোষ্ঠী অনুসারে তাদের সন্তানেরা
হল সিফোন থেকে সিফোনীয় গোষ্ঠী; ১৬ হগি
থেকেই হগীয় গোষ্ঠী; শূনি থেকে শূনীয় গোষ্ঠী;

২৫:৮ মহামারী। এখানে বুঝিয়ে বলা হয় নি তা ঠিক কোন ধরনের মড়ক ছিল; তবে ৬ আয়াতে তার বিষয়ে লোকদের প্রতিক্রিয়ার বিষয় জানা যায়।

২৫:১৪ শিমিয়োন গোষ্ঠীর। ২:১০-১৫ ও ২:১৭ আয়াতের নোট দেখুন।

২৬:১ ইলিয়াসরকে। হারুনের মৃত্যুর পরে তাঁর ছেলে ইলিয়াসর ইসরাইলের মহা-ইমাম হন (২০:২৭-২৮)।

২৬:২ যুদ্ধে গমনোযোগ্য সমস্ত লোককে গণনা কর। প্রথম লোক গণনার পরে চল্লিশ বছর পাড় হয়ে গেছে (দেখুন ১:১-৪৬)। দ্বিতীয়বার লোক গণনার সময়ে ইসরাইলের কেনান দেশে প্রবেশ করতে পেরেছিল (১৪:২০-২৩; ২৯-৩২)।

২৬:৩ জেরিকোর নিকটস্থ জর্ডান-সমীপে মোয়াবের উপত্যকাতে। ২২:১ আয়াতের নোট দেখুন।

২৬:৫-১৮ রূবেণের সন্তানেরা … গাদের সন্তানদের। ২:১০-১৫ আয়াতের নোট ও "উনি-ইসরাইলদের দ্বিতীয়বার গণনা" নামের চার্টটি দেখুন।

২৬:১৯-২৭ এহুদার পুত্র … ইষাখরের এসব গোষ্ঠী … সবূলূনীয়দের। ২:৩-৮ আয়াতের নোট দেখুন। এহুদার ছেলেদের জন্য পয়দায়েশ ৩৮:১-১০ দেখুন।

বনি-ইসরাইলদের দুইবার আদমশুমারী

মূসার নেতৃত্বে ইসরাইল জাতির লোকদের দু'বার গণনা করা হয়। মূসাকে আল্লাহ্ আদেশ দিয়েছিলেন যে, তিনি যেন বিশ বা তার চেয়ে বেশি বয়সের পুরুষ অর্থাৎ যারা যুদ্ধে যেতে পারবে, তাদের গণনা করার ব্যবস্থা করেন। প্রথম বার লোক গণনা করা হয়েছিল সীনয় এলাকায় মিসর থেকে তাদের বের হয়ে আসার এক বছর পরে। ঐ সময়ে যাদের গণনা করা হয়েছিল তারা ছিল সেই পুরানো প্রজন্মের লোক যাদের অবাধ্যতার কারণে আল্লাহ্ কেনান দেশে যেতে দেন নি (শুমারী ১৪:২১-৩৫)। দ্বিতীয় বারের গণনাটি হয় ৩৮ বছর পরে মোয়াব দেশের পাহাড়িয়া এলাকায় (শুমারী ২৬)। এই গণনায় যাদের গোণা হয়েছিল তারা ছিল নতুন প্রজন্মের লোক যাদের জন্ম হয়েছিল মরু-এলাকায়, এবং তারাই পরে কেনান দেশে যেতে পেরেছিল। ঐ দু'বার লোক গণনার মধ্যবর্তী সময়ে আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা না রাখার কারণে কোন কোন বংশের অনেক লোক ধ্বংস হয়ে যায়। আল্লাহ্ মূসাকে আদেশ দিয়েছিলেন যেন তিনি লেবীয় বংশের সকল পুরুষ ও কমপক্ষে এক বছর বয়স হয়েছিল এমন ছেলেদের গণনা করেন। লেবীয়দের অধিকারের জন্য কেনান দেশে কোন অঞ্চল দেয়া হয় নি; তাদের দায়িত্ব ছিল সারা দেশে ইমামের কাজ করা এবং আল্লাহ্‌র পবিত্র তাঁবু রক্ষণা-বেক্ষণ করে তাঁর সেবা করবে।

কেনান দেশে জায়গার অধিকার পাওয়া ও যুদ্ধের জন্য নির্ধারিত বংশসমূহ

ইসরাইলের বিভিন্ন বংশ	**পাক-কিতাবের অংশ শুমারী কিতাব ১:২০-৪৬**	**পাক-কিতাবের অংশ শুমারী কিতাব ২৬:১-৬৫**
রূবেণ	৪৬,৫০০	৪৩,৭৩০
শিমিয়োন	৫৯,৩০০	২২,২০০
গাদ	৪৫,৬৫০	৪০,৫০০
এহুদা	৭৪,৬০০	৭৬,৫০০
ইষাখর	৫৪,৪০০	৬৪,৩০০
সবুলূন	৫৭,৪০০	৬০,৫০০
ইফ্রয়িম	৪০,৫০০	৩২,৫০০
মানাশা	৩২,২০০	৫২,৭০০
বিন্‌ইয়ামীন	৩৫,৪০০	৪৫,৬০০
দান	৬২,৭০০	৬৪,৪০০
আশের	৪১,৫০০	৫৩,৪০০
নপ্তালি	৫৩,৪০০	৪৫,৪০০
মোট	৬০৩,৪০০	৬০১,৭৩০
পবিত্র তাঁবুর দায়িত্বে থাকা ইমামকুল		
লেবীয়	২২,০০০	২৩,০০০
সর্বমোট	**৬,২৫,৪০০**	**৬,২৪,৭৩০**

ওষ্ণি থেকে ওষ্ণীয় গোষ্ঠী; ১৭ এর থেকে এরীয়
গোষ্ঠী; আরোদ থেকে আরোদীয় গোষ্ঠী; অরেলি
থেকে অরেলীয় গোষ্ঠী। ১৮ গাদের সন্তানদের
এসব গোষ্ঠী গণনা করা হলে চল্লিশ হাজার পাঁচ
শত লোক হল।
১৯ এহুদার পুত্র এর ও ওনন; এর ও ওনন
কেনান দেশে ইন্তেকাল করেছিল। ২০ নিজ নিজ
গোষ্ঠী অনুসারে এহুদার সন্তানেরা হল শেলা
থেকে শেলায়ীয় গোষ্ঠী; পেরস থেকে পেরসীয়
গোষ্ঠী; সেরহ থেকে সেরহীয় গোষ্ঠী। ২১ আর
পেরসের এসব সন্তান; হিষ্রোণ থেকে হিষ্রোণীয়
গোষ্ঠী; হামূল থেকে হামূলীয় গোষ্ঠী। ২২ এহুদার
এসব গোষ্ঠী গণনা করা হলে ছেয়াত্তর হাজার
পাঁচ শত লোক হল।
২৩ নিজ নিজ গোষ্ঠী অনুসারে ইষাখরের
সন্তানেরা হল তোলয় থেকে তোলয়ীয় গোষ্ঠী;
পূয় থেকে পূনীয় গোষ্ঠী; ২৪ যাশূব থেকে যাশূবীয়
গোষ্ঠী; শিম্রোণ থেকে শিম্রোণীয় গোষ্ঠী।
২৫ ইষাখরের এসব গোষ্ঠী গণনা করা হলে
চৌষট্টি হাজার তিন শত লোক হল।
২৬ নিজ নিজ গোষ্ঠী অনুসারে সবূলূনের
সন্তানেরা হল সেরদ থেকে সেরদীয় গোষ্ঠী;
এলোন থেকে এলোনীয় গোষ্ঠী; যহলেল থেকে
যহলেলীয় গোষ্ঠী। ২৭ সবূলূনীয়দের এসব গোষ্ঠী
গণনা করা হলে ষাট হাজার পাঁচ শত লোক হল।
২৮ নিজ নিজ গোষ্ঠী অনুসারে ইউসুফের পুত্র
মানশা ও আফরাহীম। ২৯ মানশার সন্তানেরা হল
মাখীর থেকে মাখীরীয় গোষ্ঠী; মাখীরের পুত্র
গিলিয়দ; গিলিয়দ থেকে গিলিয়দীয় গোষ্ঠী।
৩০ গিলিয়দের সন্তানেরা হল ঈয়েষর থেকে
ঈয়েষরীয় গোষ্ঠী; হেলক থেকে হেলকীয় গোষ্ঠী;
৩১ অস্রীয়েল থেকে অস্রীয়েলীয় গোষ্ঠী; শেখম
থেকে শেখমীয় গোষ্ঠী; ৩২ শিমীদা থেকে
শিমীদায়ীয় গোষ্ঠী; হেফর থেকে হেফরীয় গোষ্ঠী।
৩৩ হেফরের পুত্র যে সলফাদ, তার পুত্র ছিল না,
কেবল কন্যা ছিল; সেই সলফাদের কন্যাদের নাম
মহলা, নোয়া, হগ্‌লা, মিল্‌কা ও তির্সা। ৩৪ এরা
মানশার গোষ্ঠী; এদের গণনা করা লোক বাহান্ন
হাজার সাত শত জন।
৩৫ নিজ নিজ গোষ্ঠী অনুসারে আফরাহীমের

[২৬:২৩] পয়দা ৪৬:১৩।
[২৬:২৪] পয়দা ৪৬:১৩।
[২৬:২৫] পয়দা ৩০:১৮।
[২৬:২৭] পয়দা ৩০:২০।
[২৬:২৮] পয়দা ৪১:৫২।
[২৬:২৯] কাজী ১১:১।
[২৬:৩০] ইউসা ১৭:২; কাজী ৬:১১; ৮:২।
[২৬:৩৩] ইউসা ১৭:৩; ১খান্দান ৭:১৫।
[২৬:৩৮] পয়দা ৪৬:২১; ১খান্দান ৮:৪০।
[২৬:৪০] পয়দা ৪৬:২১।
[২৬:৪২] কাজী ১৮:১৯।
[২৬:৪৮] পয়দা ৩০:৮।
[২৬:৫০] শুমারী ১:৪৩।
[২৬:৫১] হিজ ১২:৩৭।
[২৬:৫৩] ইউসা ১১:২৩; ১৪:১; ইহি ৪৫:৮।
[২৬:৫৪] শুমারী ৩৩:৫৪।
[২৬:৫৫] লেবীয় ১৬:৮।
[২৬:৫৭] পয়দা ৪৬:১১।

সন্তানেরা হল শূথলহ থেকে শূথলহীয় গোষ্ঠী;
বেখর থেকে বেখরীয় গোষ্ঠী; তহন থেকে
তহনীয় গোষ্ঠী। ৩৬ আর এরা শূথলহের সন্তান;
এরণ থেকে এরণীয় গোষ্ঠী। ৩৭ আফরাহীমের
সন্তানদের এসব গোষ্ঠী গণনা করা হলে বত্রিশ
হাজার পাঁচ শত লোক হল। নিজ নিজ গোষ্ঠী
অনুসারে এরা ইউসুফের সন্তান।
৩৮ নিজ নিজ গোষ্ঠী অনুসারে বিন্‌-ইয়ামীনের
সন্তানেরা হল বেলা থেকে বেলায়ীয় গোষ্ঠী;
অস্‌বেল থেকে অস্‌বেলীয় গোষ্ঠী; অহীরাম
থেকে অহীরামীয় গোষ্ঠী; ৩৯ শূফম থেকে
শূফমীয় গোষ্ঠী; হূফম থেকে হূফমীয় গোষ্ঠী।
৪০ আর বেলার সন্তান অর্দ ও নামান; (অর্দ
থেকে) অর্দীয় গোষ্ঠী; নামান থেকে নামানীয়
গোষ্ঠী। ৪১ নিজ নিজ গোষ্ঠী অনুসারে এরা
বিন্‌ইয়ামীনের সন্তান। এদের গণনা-করা লোক
পঁয়তাল্লিশ হাজার ছয় শত জন।
৪২ নিজ নিজ গোষ্ঠী অনুসারে দানের এসব
সন্তান; শূহম থেকে শূহমীয় গোষ্ঠী; এরা নিজ
নিজ গোষ্ঠী অনুসারে দানের গোষ্ঠী। ৪৩ শূহমীয়
সমস্ত গোষ্ঠী গণনা করা হলে চৌষট্টি হাজার চার
শত লোক হল।
৪৪ নিজ নিজ গোষ্ঠী অনুসারে আশেরের
সন্তানেরা হল যিম্না থেকে যিম্নীয় গোষ্ঠী; যিস্‌বি
থেকে যিস্‌বীয় গোষ্ঠী; বরিয় থেকে বরিয়ীয়
গোষ্ঠী। ৪৫ এরা বরিয়ের সন্তান; হেবর থেকে
হেবরীয় গোষ্ঠী; মল্কীয়েল থেকে মল্কীয়েলীয়
গোষ্ঠী। ৪৬ আশেরের কন্যার নাম সারহ।
৪৭ আশেরের সন্তানদের এসব গোষ্ঠী গণনা করা
হলে তিপ্পান্ন হাজার চার শত লোক হল।
৪৮ নিজ নিজ গোষ্ঠী অনুসারে নপ্তালির সন্তানেরা
হল যহসীয়েল থেকে যহসীয়েলীয় গোষ্ঠী; গূনি
থেকে গূনীয় গোষ্ঠী; ৪৯ যেৎসর থেকে যেৎসরীয়
গোষ্ঠী; শিল্লেম থেকে শিল্লেমীয় গোষ্ঠী। ৫০ নিজ
নিজ গোষ্ঠী অনুসারে এসব নপ্তালির গোষ্ঠী।
এদের গণনা-করা লোক পঁয়তাল্লিশ হাজার চার
শত জন।
৫১ বনি-ইসরাইলদের মধ্যে গণনা-করা এসব
লোকের সংখ্যা ছয় লক্ষ এক হাজার সাত শত
ত্রিশ।

২৬:২৮-৪১ মানশা ... আফরাহীমের সন্তানদের ... বিন্‌ইয়ামীনের সন্তানেরা। ২:১৮-২৩ আয়াতের নোট দেখুন। লক্ষ্য করুন যে, এই দ্বিতীয় গণনার সময়ে আফরাহীম ও মানশার স্থান বদলে দেয়া হয়েছে। সলফাদ্‌ ও তাঁর পাঁচজন মেয়ের বিষয়ে ২৭:১-১১, ৩৬:১-১২ দেখুন।

২৬:৪২-৫০ দানের এসব সন্তান ... নপ্তালির সন্তানেরা। ২:২৫-৩০ আয়াতের নোট দেখুন।

২৬:৫১ এসব লোকের সংখ্যা। এই সংখ্যার সঙ্গে ১:৪৬ এর সংখ্যাকে তুলনা করুন। দ্বিতীয় বারের গণনায় প্রত্যেক বংশের মধ্যের বিভিন্ন বংশেরও উল্লেখ করা হয়েছে।

২৬:৫৩ নাম ও সংখ্যা অনুসারে ... দেশ বিভক্ত হবে। লেবীয় বংশের লোকদের কোন জায়গা দেওয়া হয় নি (২৬:৬২; আরো দেখুন ১:৪৭ আয়াতের নোট)। কোন বংশ কত পরিমাণ জায়গা পাবে তা ঠিক করা হয়েছিল দ্বিতীয়বারের গণনার ফলাফল অনুসারে। কিভাবে দেশ ভাগ করা হয়েছিল তার জন্য আরো দেখুন ইউসা ১৩:৮-১৯:৪৮। ইউসা কিতাবের লেখক বলেছেন যে, মূসা জর্ডান নদীর পূর্ব পাড়ে রূবেণ, গাদ ও মানশা-বংশের অর্দ্ধেক লোককে জায়গা ভাগ করে দিয়েছিলেন (ইউসা ১৩:৮, ১৪:১-২)। জর্ডান নদীর পশ্চিম পাশে কেনান দেশে যারা প্রবেশ করেছিল কেবল তাদের মধ্যেই পরে ইউসা জায়গা ভাগ করে দেন (৩৪:১৩ ও দেখুন)।

৫২ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, ৫৩ নাম ও
সংখ্যা অনুসারে তাদের অধিকারের জন্য এদের
মধ্যে দেশ বিভক্ত হবে। ৫৪ যার লোক বেশি তুমি
তাকে বেশি ও যার লোক অল্প, তাকে অল্প
অধিকার দেবে, যার যত গণনা-করা লোক,
তাকে তত অধিকার দেওয়া যাবে। ৫৫ তবুও দেশ
গুলিবাঁট দ্বারা বিভক্ত হবে; তারা নিজ নিজ
পিতৃবংশের নাম অনুসারে অধিকার পাবে।
৫৬ অধিকার বেশি অথবা অল্প তা গুলিবাঁট দ্বারাই
বিভক্ত হবে।
৫৭ নিজ নিজ গোষ্ঠী অনুসারে লেবীয়দের মধ্যে
এসব লোককে গণনা করা হল; গের্শোন থেকে
গের্শোনীয় গোষ্ঠী, কহাৎ থেকে কহাতীয় গোষ্ঠী,
মরারি থেকে মরারীয় গোষ্ঠী। ৫৮ লেবীয় গোষ্ঠী
এসব– লিব্‌নীয় গোষ্ঠী, হেবরনীয় গোষ্ঠী, মহলীয়
গোষ্ঠী, মূশীয় গোষ্ঠী, কারুনীয় গোষ্ঠী। ৫৯ ঐ
কহাতের পুত্র অম্রাম। ইমরানের স্ত্রীর নাম
ইউখাবেজ, তিনি লেবির কন্যা, মিসরে লেবির
ঔরসে তাঁর জন্ম হয়। তিনি ইমরানের জন্য
হারুন, মূসা ও তাঁদের বোন মরিয়মকে প্রসব
করেছিলেন। ৬০ হারুন থেকে নাদব ও অবীহূ
এবং ইলিয়াসর ও ঈথামর জন্মগ্রহণ করেছিল।
৬১ কিন্তু মাবুদের সম্মুখে নাপাক আগুন নিবেদন
করাতে নাদব ও অবীহূ মারা পড়েছিল।
৬২ তাদের মধ্যে এক মাস ও তার চেয়েও বেশি
বয়স্ক পুরুষ গণনা করা হলে তেইশ হাজার জন
হল; বনি-ইসরাইলদের মধ্যে তাদেরকে কোন
অধিকার না দেওয়াতে বনি-ইসরাইলদের মধ্যে
তাদের গণনা করা হয় নি।
৬৩ এসব লোককে মূসা ও ইমাম ইলিয়াসর
গণনা করলেন। তাঁরা জেরিকোর নিকটস্থ জর্ডান-
সমীপে মোয়াবের উপত্যকাতে বনি-ইসরাইলকে
গণনা করলেন। ৬৪ কিন্তু মূসা ও ইমাম হারুন
যখন সিনাই মরুভূমিতে বনি-ইসরাইলকে গণনা
করেছিলেন, তখন যাদেরকে তাঁরা গণনা
করেছিলেন, তাদের এক জনও এদের মধ্যে ছিল
না। ৬৫ কারণ মাবুদ তাদের বিষয়ে বলেছিলেন,
তারা মরুভূমিতে মরবেই মরবে; আর তাদের
মধ্যে যিফূন্নির পুত্র কালুত ও নূনের পুত্র ইউসা
ছাড়া এক জনও অবশিষ্ট রইলো না।

[২৬:৫৮] হিজ ৬:২০।
[২৬:৫৯] হিজ ২:১।
[২৬:৬০] হিজ ৬:২৩।
[২৬:৬১] লেবীয় ১০:১-২।
[২৬:৬২] শুমারী ৩:৩৯।
[২৬:৬৩] শুমারী ১:১৯।
[২৬:৬৪] শুমারী ১৪:২৯।
[২৬:৬৫] শুমারী ১৪:২৮; ১করি ১০:৫।
[২৭:১] ইউসা ১৭:২, ৩; ১খান্দান ২:২১।
[২৭:২] শুমারী ১:১৬; ৩১:১৩; ৩২:২; ৩৬:১।
[২৭:৩] শুমারী ২৬:৬৫।
[২৭:৫] পয়দা ২৫:২২; হিজ ১৮:১৯।
[২৭:৫] শুমারী ৯:৮।
[২৭:৭] আইউ ৪২:১৫; ইউসা ১৭:৪;
[২৭:১২] ইয়ার ২২:২০।
[২৭:১৩] শুমারী ২০:১২; ৩১:২; দ্বি:বি ৪:২২; ৩১:১৪; ৩২:৫০; ১বাদশা ২:১।
[২৭:১৪] হিজ ১৭:৭।
[২৭:১৬] আইউ ২১:২০।
[২৭:১৭] ১বাদশা ২২:১৭; ২খান্দান ১৮:১৬; ইহি ৩৪:৫; জাকা ১০:২; মথি ৯:৩৬।
[২৭:১৮] পয়দা

পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্যাদের অধিকার

২৭ ১ পরে ইউসুফের পুত্র মানশার গোষ্ঠী-
ভুক্ত সলফাদের কন্যারা আসল।
সলফাদ হেফরের সন্তান, হেফর গিলিয়দের
সন্তান, গিলিয়দ মাখীরের সন্তান, মাখীর মানশার
সন্তান। সেই কন্যাদের নাম হল মহলা, নোয়া,
হগ্‌লা, মিল্কা ও তির্সা। ২ তারা মূসা ও ইমাম
ইলিয়াসরের এবং নেতৃবর্গের ও সমস্ত মণ্ডলীর
সম্মুখে জমায়েত-তাঁবুর দ্বারে দাঁড়িয়ে বললো,
৩ মরুভূমিতে আমাদের পিতার মৃত্যু হয়েছে;
তিনি কারুনের দলের মধ্যে, মাবুদের বিরুদ্ধে
চক্রান্তকারীদের দলের মধ্যে ছিলেন না; কিন্তু
নিজের গুনাহে তাঁর মৃত্যু হয়েছে এবং তাঁর পুত্র
হয় নি। ৪ আমাদের পিতার পুত্র নেই বলে তাঁর
গোষ্ঠী থেকে তাঁর নাম কেন লোপ পাবে?
আমাদের পিতৃকূলের ভাইদের মধ্যে আমাদেরকে
অধিকার দিন।
৫ তখন মূসা মাবুদের সম্মুখে তাদের বিচার
উপস্থিত করলেন। ৬ আর মাবুদ মূসাকে
বললেন, ৭ সলফাদের কন্যারা যথার্থ বলছে;
তুমি ওদের পিতৃকুলের ভাইদের মধ্যে অবশ্য
ওদেরকে স্বত্বাধিকার দেবে ও ওদের পিতার
অধিকার ওদেরকে দেবে। ৮ আর বনি-
ইসরাইলকে বল, কেউ যদি অপুত্রক হয়ে মারা
যায় তবে তোমরা তার অধিকার তার কন্যাকে
দেবে। ৯ যদি তার কন্যা না থাকে, তবে তার
ভাইদেরকে তার অধিকার দেবে। ১০ যদি তার
ভাই না থাকে, তবে তার চাচাদেরকে তার
অধিকার দেবে। ১১ যদি তার চাচা না থাকে,
তবে তার গোষ্ঠীর মধ্যে নিকটস্থ জ্ঞাতিকে তার
অধিকার দেবে, সে তা অধিকার করবে; মাবুদ
মূসাকে যেমন হুকুম দিয়েছিলেন, সেই অনুসারে
এটি বনি-ইসরাইলদের পক্ষে বিচারের নিয়ম
হবে।

হযরত মূসা ও ইউসার বিষয়

১২ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, তুমি এই
অবারীম পর্বতে উঠ, আর যে দেশ আমি বনি-
ইসরাইলকে দিয়েছি, তা দেখ। ১৩ দেখার পর
তোমার ভাই হারুনের মত তুমিও তোমার
পূর্বপুরুষদের কাছে সংগৃহীত হবে। ১৪ কেননা

২৬:৫৭ লেবীয়দের মধ্যে ... মরারীয় গোষ্ঠী। ১:৪৭, ও ২:১৭ (লেবীয়-গোষ্ঠী); ৩:২১ (গের্শোনীয়); ৩:২৭ (কহাতীয়); ৩:৩৩ (মরারীয়) আয়াতের নোট দেখুন।

২৬:৬৩ জেরিকোর ... মোয়াবের উপত্যকাতে। ২২:১ আয়াতের নোট দেখুন।

২৭:২ ইলিয়াসর। ২০:২৬ আয়াতের নোট দেখুন।

২৭:৩ আমাদের পিতার মৃত্যু হয়েছে ... তাঁর পুত্র হয় নি। যারা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কারণে শাস্তি পেয়ে মারা গিয়েছিল সলফাদ তাদের সঙ্গে মারা যায় (১৩:১-১৪:৪৫)। ইসরাইলে সাধারণত ছেলে হতো বাবার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। যদি কারও কোন ছেলে না থাকত তাহলে তার মেয়ে থাকলে সে বা তারা তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতো।

২৭:১২-১৪ অবারীম পর্বতে ... সীন মরুভূমিতে ... কাদেশস্থ মরীবার। অবারীম পর্বত জর্ডান নদীর পূর্ব দিকে মরু সাগরের উত্তর পাড় ঘিরে। ২০:১৩ (মরীবা); ১৩:২৬ (কাদেশ) ও ১৩:১৭-২২ (দক্ষিণের মরু-এলাকা) আয়াতের নোট দেখুন।

২৭:১৩-১৪ তুমিও তোমার পূর্বপুরুষদের কাছে সংগৃহীত হবে ... বিরুদ্ধাচরণ করেছিলে। ২০:১-১৩ এবং ২০:১২ এর নাট দেখুন। হারুনের মৃত্যুর বিষয়ে ২০:২২-২৯ আয়াতে বলা হয়েছে, আর মূসার মৃত্যুর বিষয়ে বলা হয়েছে ৩৪:১-৮ আয়াতে। আরো দেখুন দ্বিতীয় বিবরণ ৩:২৩-২৭; ৩২:৪৮-৫২ আয়াত।

সীন মরুভূমিতে মণ্ডলীর বিবাদে তোমরা পানির
বিষয়ে লোকদের সম্মুখে আমাকে পবিত্ররূপে
মান্য না করে আমার কথার বিরুদ্ধাচরণ
করেছিলে। এটা সীন মরুভূমির কাদেশস্থ মরীব-
ার পানির ক্ষেত্রে ঘটেছিল।
১৫ আর মূসা মাবুদকে বললেন, ১৬ সর্বজীবের
আল্লাহ্ মাবুদ মণ্ডলীর উপরে এমন এক ব্যক্তিকে
নিযুক্ত করুন, ১৭ যে তাদের সম্মুখে বাইরে যায়
ও তাদের সম্মুখে ভিতরে আসে এবং তাদেরকে
বাইরে নিয়ে যায় ও ভিতরে নিয়ে আসে; যেন
মাবুদের মণ্ডলী রক্ষকবিহীন ভেড়ার পালের মত
না হয়। ১৮ তখন মাবুদ মূসাকে বললেন, নূনের
পুত্র ইউসার উপর আল্লাহ্‌র রূহ্ অধিষ্ঠিত; তুমি
তাকে নিয়ে গিয়ে তার মাথায় হস্তার্পণ কর;
১৯ এবং ইমাম ইলিয়াসরের ও সমস্ত মণ্ডলীর
সম্মুখে তাকে উপস্থিত করে তাদের সম্মুখে তাকে
হুকুম দাও। ২০ আর তাকে তোমার সম্মানের
ভাগী কর, যেন বনি-ইসরাইলদের সমস্ত দল
বাধ্য হয়। ২১ আর সে ইলিয়াসর ইমামের সম্মুখে
দাঁড়াবে এবং ইলিয়াসর তার জন্য মাবুদের
সম্মুখে উরীমের বিচার দ্বারা জিজ্ঞাসা করবে; সে
ও তার সঙ্গে সমস্ত বনি-ইসরাইল, অর্থাৎ সমস্ত
মণ্ডলী তার হুকুমে বাইরে যাবে ও ভিতরে
আসবে। ২২ পরে মূসা মাবুদের হুকুম অনুযায়ী
কাজ করলেন। তিনি ইউসাকে নিয়ে ইমাম
ইলিয়াসরের ও সমস্ত মণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত
করলেন; ২৩ এবং তাঁর মাথায় হস্তার্পণ করে
তাঁকে হুকুম দিলেন; যেমন মূসার মাধ্যমে মাবুদ
বলেছিলেন।

প্রতিদিনের কোরবানীর নিয়ম

২৮ ১ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, ২ তুমি
বনি-ইসরাইলকে হুকুম কর, তাদেরকে
বল, আমার উপহার, আমার উদ্দেশে খোশবুযুক্ত
অগ্নিকৃত আমার শস্য-উৎসর্গ, যথা সময়ে আমার
উদ্দেশে নিবেদন করতে হবে। ৩ আর তুমি
তাদেরকে এই কথা বল, তোমরা মাবুদের

৪১:৩৮; প্রেরিত ৬:৬।
[২৭:১৯] দ্বি:বি ৩:২৮; ৩১:১৪, ২৩।
[২৭:২০] ইউসা ১:১৬, ১৭।
[২৭:২১] পয়দা ২৫:২২; ইউসা ৯:১৪; জবুর ১০৬:১৩; ইশা ৮:১৯; হগয় ১:১৩; মালা ২:৭; ৩:১।
[২৮:২] লেবীয় ২৩:১-৪৪।
[২৮:৩] হিজ ২৯:৩৮; আমোস ৪:৪;
[২৮:৪] হিজ ২৯:৩৯।
[২৮:৬] লেবীয় ১:৩।
[২৮:৭] লেবীয় ৩:৭।
[২৮:৮] হিজ ২৯:৩৯।
[২৮:৯] হিজ ২০:১০; মথি ১২:৫।
[২৮:১০] লেবীয় ২৩:৩৮।
[২৮:১১] শুমারী ১০:১০।
[২৮:১২] শুমারী ১৫:৬; ২৯:৩।
[২৮:১৩] লেবীয় ৬:১৪।
[২৮:১৪] ২খান্দান ২:৪; উজা ৩:৫।
[২৮:১৫] লেবীয় ৪:৩; শুমারী ২৯:১৬, ১৯।

উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার হিসেবে এসব নিবেদন
করবে; প্রতিদিন আগুনে-দেওয়া কোরবানীর
জন্য এক বছরের নিখুঁত দু'টি ভেড়ার বাচ্চা;
৪ একটি ভেড়ার বাচ্চা খুব ভোরে ও আর একটি
ভেড়ার বাচ্চা সন্ধ্যাবেলা কোরবানী করবে।
৫ আর শস্য-উৎসর্গের জন্য এক হিনের চার
ভাগের এক ভাগ ছেঁচা জল-পাইয়ের তেল এক
ঐফার দশ ভাগের এক ভাগ সুজির সঙ্গে
মিশাবে। ৬ এটা প্রতি-দিনের পোড়ানো-
কোরবানী; মাবুদের উদ্দেশে খোশবুযুক্ত অগ্নিকৃত
উপহার বলে এই তুর পর্বতে নিরূপিত হয়েছিল।
৭ আর তার একটি ভেড়ার বাচ্চার জন্য এক
হিনের চার ভাগের এক ভাগ পেয় উৎসর্গ হবে;
তুমি পবিত্র স্থানে মাবুদের উদ্দেশে মদিরার পেয়
উৎসর্গ ঢেলে দেবে। ৮ আর একটি ভেড়ার বাচ্চা
সন্ধ্যাবেলা কোরবানী করবে; সকাল বেলার শস্য
-উৎসর্গের ও পেয় উৎসর্গের মত তাও মাবুদের
উদ্দেশে খোশবুযুক্ত অগ্নিকৃত উপহার বলে উৎসর্গ
করবে।

বিশ্রামবারের কোরবানী

৯ আর বিশ্রামবারে এক বছর বয়সের নিখুঁত দু'টি
ভেড়ার বাচ্চা ও তেল মিশানো (এক ঐফার)
বিশ ভাগের এক ভাগ সুজির শস্য-উৎসর্গ ও
তৎসম্বন্ধীয় পেয় উৎসর্গ নিবেদন করবে।
১০ প্রতিদিনের পোড়ানো-কোরবানী ও
তৎসংক্রান্ত পেয় উৎসর্গ ভিন্ন এটাই হচ্ছে প্রতি
বিশ্রামবারের পোড়ানো-কোরবানী।

প্রতি মাসের কোরবানী

১১ আর প্রতি মাসের সূচনায় তোমরা মাবুদের
উদ্দেশে পোড়ানো-কোরবানীর জন্য নিখুঁত দু'টি
ষাঁড়, একটি ভেড়া ও এক বছরের সাতটি ভেড়ার
বাচ্চা কোরবানী করবে। ১২ এক একটি বাছুরের
জন্য তিন দশমাংশ তেল মিশানো সুজির শস্য-
উৎসর্গ এবং সেই ভেড়ার জন্য বিশ ভাগের এক
ভাগ তেল মিশানো সুজির ভক্ষ-নৈবেদ্য; ১৩ এবং
এক একটি ভেড়ার বাচ্চার জন্য দশ ভাগের এক

২৭:১৮ নূনের পুত্র ইউসার উপর ...হস্তার্পণ কর। ১১:২৮ আয়াতের নোট দেখুন। মূসা ইউসার উপরে তাঁর হাত রাখলেন যেন লোকেরা দেখতে পায় যে, তাঁর ক্ষমতা তাঁর কাছ থেকে ইউসার মধ্যে দেয়া হয়েছে। কারও উপরে হাত রাখার দ্বারা এও বুঝানো হতো যে, ঐ ব্যক্তিকে কোন দায়িত্বের জন্য মনোনীত করা হয়েছে। আরো দেখুন ২৭:২৩; হিজরত ২৪:১৩।

২৭:২১ সে ইলিয়াসর ইমামের সম্মুখে দাঁড়াবে ... জিজ্ঞাসা করবে। ইউসা ছিলেন ইসরাইলের সামরিক নেতা, কিন্তু তাঁকে মহা-ইমাম ইলিয়াসরের উপদেশ শুনতে হতো। ইলিয়াসর উরীম নামের কাঠের বা পাথরের টুকরার সাহায্যে বা "গুলিবাট" করে মাবুদের ইচ্ছা বা তাঁর উত্তর কি ছিল তা জেনে নিতেন। উরীম আসলে কিভাবে ব্যবহার করা হতো তা আর এখন জানা যায় না। আরো দেখুন হিজরত ২৮:৩০, ১ শামুয়েল ১৪:৪১, ২৮:৬।

২৮:৩ প্রতিদিন আগুনে-দেওয়া কোরবানীর জন্য। ৭:১২-৮৩ (উপহার... উৎসর্গ) আয়াতের নোট ও ৬:১৪-১৫ দেখুন। এই রকম কোরবানী নানা কারণে করা হতো। এই রকম কোরবানীর মধ্যে ছিল ইমামদের করা প্রতিদিন সকাল ও বিকালের কোরবানী (দেখুন হিজরত ২৯:৩৮-৪২, লেবীয় ৬:৮-১৩, শুমারী ২৮:৯-১০)।

২৮:৯-১০ বিশ্রামবারে... প্রতিদিনের পোড়ানো-কোরবানী। ১৫:৩২ ও ২৮:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

২৮:১১ প্রতি মাসের ... পোড়ানো-কোরবানীর জন্য। ১০:১০ (নতুন চাঁদ) ও ৭:১২-৮৩ (পোড়ানো-কোরবানী) আয়াতের নোট দেখুন।

২৮:১২ তেল মিশানো সুজির শস্য-উৎসর্গ। ১৫:৬-৭ আয়াতের নোট দেখুন।

২৮:১৪-১৫ প্রতিদিনের পোড়ানো-কোরবানী। ২৮:১-৮ ও ২৮:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

ভাগ তেল মিশানো সুজির শস্য-উৎসর্গ হবে; তাতে সেই পোড়ানো-কোরবানী মাবুদের উদ্দেশে খোশবুযুক্ত অগ্নিকৃত উপহার হবে। [১৪] এক একটি বাছুরটির জন্য এক হিনের অর্ধেক ও সেই ভেড়ার জন্য এক হিনের তিন ভাগের এক ভাগ ও এক একটি ভেড়ার বাচ্চার জন্য এক হিনের চার ভাগের এক ভাগ আঙ্গুর-রস তার পেয় উৎসর্গ হবে। এই কোরবানী সারা বছর ধরে করার জন্য প্রতি মাসের মাসিক পোড়ানো-কোরবানী। [১৫] আর গুনাহ্‌-কোরবানীর জন্য মাবুদের উদ্দেশে একটি ছাগল; প্রতিদিনের পোড়ানো-কোরবানী ও তার পেয় উৎসর্গ ভিন্ন এই কোরবানী করতে হবে।

ঈদুল ফেসাখের কোরবানী

[১৬] আর প্রথম মাসের চতুর্দশ দিনে মাবুদের ঈদুল ফেসাখ। [১৭] এই মাসের পঞ্চদশ দিনে উৎসব হবে; সাতদিন খামিহীন রুটি ভোজন করতে হবে। [১৮] প্রথম দিনে পবিত্র মিলন-মাহ্‌ফিল হবে; তোমরা কোন পরিশ্রমের কাজ করবে না। [১৯] কিন্তু মাবুদের উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার বলে পোড়ানো-কোরবানীর জন্য দু'টি ষাঁড়, একটি ভেড়া ও এক বছর বয়সের সাতটি ভেড়ার বাচ্চা কোরবানী করবে, তোমাদের জন্য সেগুলো নিখুঁত হওয়া চাই; [২০] এবং এক একটি বাছুরের জন্য তিন দশমাংশ ও সেই ভেড়ার জন্য বিশ ভাগের এক ভাগ, [২১] এবং সাতটি ভেড়ার বাচ্চার মধ্যে এক একটি বাচ্চার জন্য দশ ভাগের এক ভাগ তেল মিশানো সুজির শস্য-উৎসর্গ, [২২] এবং তোমাদের জন্য কাফ্‌ফারা করতে গুনাহ্‌-কোরবানী হিসেবে একটি ছাগল, [২৩] প্রাতঃকালীন পোড়ানো-কোরবানী ছাড়াও এ সব তোমরা নিবেদন করবে। [২৪] এই নিয়ম অনুযায়ী তোমরা সাত দিন যাবৎ প্রতিদিন মাবুদের উদ্দেশে খোশবুযুক্ত অগ্নিকৃত উপহাররূপ ভক্ষ্য-নিবেদন করবে; প্রতিদিনের পোড়ানো-কোরবানী ও তার পেয় উৎসর্গ ছাড়াও এসব নিবেদন করতে হবে। [২৫] আর সপ্তম দিনে তোমাদের পবিত্র মিলন-মাহ্‌ফিল হবে; তোমরা কোন পরিশ্রমের কাজ করবে না।

সাত সপ্তাহের উৎসবের কোরবানী

[২৬] আবার অগ্রিমাংশের দিনে, যখন তোমরা তোমাদের সাত সপ্তাহের উৎসবে মাবুদের উদ্দেশে নতুন শস্য-উৎসর্গ আনবে, তখন তোমাদের পবিত্র মিলন-মাহ্‌ফিল হবে; তোমরা কোন পরিশ্রমের কাজ করবে না। [২৭] কিন্তু মাবুদের উদ্দেশে খোশবুযুক্ত পোড়ানো-কোরবানী হিসেবে দু'টি ষাঁড়, একটি ভেড়া ও এক বছর বয়সের সাতটি ভেড়ার বাচ্চা কোরবানী করবে; [২৮] এবং তাদের শস্য-উৎসর্গ বলে একেকটি বাছুরের জন্য তিন দশমাংশ, [২৯] একটি ভেড়ার জন্য বিশ ভাগের এক ভাগ এবং সাতটি ভেড়ার বাচ্চার মধ্যে একেক বাচ্চার জন্য দশ ভাগের এক ভাগ তেল মিশানো সুজি; [৩০] তোমাদের জন্য কাফ্‌ফারা করবার জন্য একটি ছাগল। [৩১] প্রতিদিনের পোড়ানো-কোরবানী ও তার শস্য-উৎসর্গ ছাড়াও পেয় উৎসর্গ নিবেদন করবে; এসব নিখুঁত হওয়া চাই।

তূরীধ্বনির দিনের কোরবানী

২৯ [১] সপ্তম মাসের প্রথম দিনে তোমাদের পবিত্র মিলন-মাহ্‌ফিল হবে; তোমরা কোন পরিশ্রমের কাজ করবে না; সেদিন তোমাদের তূরীধ্বনির দিন হবে। [২] তোমরা মাবুদের উদ্দেশে খোশবুযুক্ত পোড়ানো-কোরবানী হিসেবে নিখুঁত একটি ষাঁড়, একটি ভেড়া ও এক

[২৮:১৬] হিজ ১২:১১; ২খান্দান ৩০:১৩; ৩৫:১।
[২৮:১৭] হিজ ১২:১৯।
[২৮:১৮] হিজ ১২:১৬।
[২৮:১৯] লেবীয় ১:৯।
[২৮:২০] লেবীয় ১৪:১০।
[২৮:২২] লেবীয় ৪:৩; রোমীয় ৮:৩।
[২৮:২৪] লেবীয় ১:৯।
[২৮:২৬] হিজ ৩৪:২২।
[২৯:১] শুমারী ২৮:১৮।
[২৯:২] লেবীয় ১:৯; শুমারী ২৮:১১।
[২৯:৩] শুমারী ২৮:১২।
[২৯:৪] শুমারী ২৮:১৩।
[২৯:৫] শুমারী ২৮:১৫।
[২৯:৬] লেবীয় ১:৯; শুমারী ২৮:২।

২৮:১৬-১৭ ঈদুল ফেসাখ ... খামিহীন রুটি। ৯:২-৫ (ঈদুল ফেসাখ) আয়াতের নোট দেখুন। খামিহীন রুটির ঈদ শুরু হতো ঈদুল ফেসাখের সময় দিন ও তা সাত দিন ধরে চলতো। খামিহীন রুটি ঈদের সময় খাওয়া হতো। এভাবে তার স্মরণ করতো কিভাবে তারা মিসর থেকে খুব তাড়াতাড়ি বের হয়ে আসার জন্য খামিহীন রুটি তাদের খেতে হয়েছিল। আরো দেখুন হিজরত ১২:১-২০; ২৩:১৫; ৩৪:১৮; দ্বিতীয় বিবরণ ১৬:১-৮।

২৮:১৯-২৪ অগ্নিকৃত উপহার বলে পোড়ানো-কোরবানী ... খোশবুযুক্ত অগ্নিকৃত উপহাররূপ ভক্ষ্য-নিবেদন করবে। ২৮:৩ এবং ৭:১২-৮৩ (উপহার ... উৎসর্গ) আয়াতের নোট দেখুন।

২৮:২৬ সাত সপ্তাহের উৎসবে। এই উৎসবটি খামিহীন রুটির ঈদের পঞ্চাশ দিন পরে হতো (লেবীয় ২৩:১৫-১৬)। এটা ছিল প্রথমে তোলা ফসল উৎসর্গের উৎসব। লোকেরা আল্লাহ্‌কে তাঁর সকল আশীর্বাদের সব প্রয়োজন মিটান তার জন্য তাঁর উপরে বিশ্বাসের চিহ্নরূপে তাঁর উদ্দেশ্যে শস্য উপহার দিত। আরো দেখুন হিজরত ২৩:১৬; ৩৪:২২; দ্বিতীয় বিবরণ ১৬:৯-১২।

২৮:২৭-৩১ মাবুদের উদ্দেশে খোশবুযুক্ত ... পোড়ানো-কোরবানী। ৭:১২-৮৩ (উপহার ... কোরবানী) এবং ৮:৮ আয়াতের নোট দেখুন।

২৮:৩১ প্রতিদিনের ... নিবেদন করবে। ২৮:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

২৯:১ সপ্তম মাসের ... তূরীধ্বনির দিন হবে। হিব্রু ক্যালেন্ডারে সপ্তম মাস তিস্‌রি (ইথানিম ও বলা হয়) হচ্ছে সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত। এই মাসের প্রথম দিনে তূরী বাজাবার উৎসবের আরম্ভের দিন। ঐ উৎসব তূরী বাজিয়ে, বিশেষ বিশেষ কোরবানী করে ও কাজ থেকে বিশ্রামের মাধ্যমে পালন করা হতো। এখন সপ্তম মাসের প্রথম দিনকে বলা হয় "রোজ হাশান্না", যার মানে "বছরের আরম্ভ"। এটা জানা যায় না কেন সপ্তম মাসে "নববর্ষ রূপে" পালন করতে হবে। এই বিষয়ে আরো জানার জন্য "ইহুদীদের ক্যালেন্ডার ও উৎসব" এর চার্ট দেখুন। আরো দেখুন লেবীয় ২৩:২৩-২৫; আমোস ৮:৫, ২ বাদশাহ্‌ ১১:১৪; উজা ৩:১০।

২৯:২-৬ এ সব কোরবানী করবে। ৭:১২-৮৩ (উপহার ... কোরবানী); ৮:৮; এবং ২৮:৩ আয়াতের নোট দেখুন। শুমারী ২৮:১১-১৫ এ প্রত্যেক মাসের প্রথম দিনের কোরবানীর বর্ণনা আছে। আরো জানার জন্য "কোরবানী ও উপহার" নামের চার্ট দেখুন।

বছরের সাতটি ভেড়ার বাচ্চা, ৩ এবং তাদের
শস্য-উৎসর্গ বলে সেই বাছুরটির জন্য তিন
দশমাংশ, ভেড়ার জন্য বিশ ভাগের এক ভাগ,
৪ ও সাতটি ভেড়ার বাচ্চার মধ্যে এক একটি
ভেড়ার বাচ্চার উদ্দেশ্যে দশ ভাগের এক ভাগ
তেল মিশানো সুজি; ৫ এবং তোমাদের কাফ্‌ফারা
করার জন্য গুনাহ্‌-কোরবানী হিসেবে একটি
ছাগল, এ সব নিবেদন করবে। ৬ অমাবস্যার
পোড়ানো-কোরবানী ও তার শস্য-উৎসর্গ এবং
প্রতিদিনের পোড়ানো-কোরবানী ও তার শস্য-
উৎসর্গ এবং নিয়ম অনুযায়ী উভয়ের পেয় উৎসর্গ
ছাড়া তোমরা মাবুদের উদ্দেশে খোশবুযুক্ত অগ্নিকৃ
ত উপহার হিসেবে এ সব কোরবানী করবে।

গুনাহের কাফ্‌ফারা দেবার ঈদের কোরবানীর নিয়ম

৭ সেই সপ্তম মাসের দশম দিনে তোমাদের
পবিত্র মিলন-মাহ্‌ফিল হবে; আর তোমরা অন্তর
ভেঙ্গেচুরে কষ্ট স্বীকার করবে এবং কোন কাজ
করবে না। ৮ কিন্তু মাবুদের উদ্দেশে খোশবুযুক্ত
পোড়ানো-কোরবানী হিসেবে তোমরা একটি ষাঁড়,
একটি ভেড়া ও এক বছর বয়সের সাতটি ভেড়ার
বাচ্চা কোরবানী করবে। তোমাদের জন্য এসব
নিখুঁত হওয়া চাই; ৯ এবং তাদের শস্য-উৎসর্গ
বলে সেই বাছুরটির জন্য তিন দশ ভাগের এক
ভাগ, সেই ভেড়ার জন্য বিশ ভাগের এক ভাগ,
১০ ও সাতটি ভেড়ার বাচ্চার মধ্যে একেক বাচ্চার
জন্য একেক দশমাংশে তেল মিশানো সুজি;
১১ এবং গুনাহ্‌-কোরবানী হিসেবে একটি ছাগল,
এ সব কোরবানী করবে। গুনাহ্‌র জন্য কাফ্‌ফারা
কোরবানী, প্রতিদিনের পোড়ানো-কোরবানী এবং
তার শস্য-উৎসর্গ ও পেয় উৎসর্গ থেকে এগুলো
ভিন্ন।

কুটির উৎসবের কোরবানীর নিয়ম

১২ সপ্তম মাসের পঞ্চদশ দিনে তোমাদের
পবিত্র মিলন-মাহ্‌ফিল হবে; তোমরা কোন
পরিশ্রমের কাজ করবে না এবং সাত দিন
মাবুদের উদ্দেশে উৎসব পালন করবে। ১৩ আর
মাবুদের উদ্দেশে খোশবুযুক্ত অগ্নিকৃত পোড়ানো-
কোরবানী হিসেবে তেরটি ষাঁড়, দু'টি ভেড়া ও
এক বছরের চৌদ্দটি ভেড়ার বাচ্চা কোরবানী
করবে; এসব নিখুঁত হওয়া চাই। ১৪ তাদের শস্য
-উৎসর্গ হিসেবে তেরটি পুরুষ বাছুরের মধ্যে
প্রত্যেক বাছুরের জন্য তিন তিন দশ ভাগের এক
ভাগ, দু'টি ভেড়ার মধ্যে একেক ভেড়ার জন্য
দু'টা করে দশ ভাগের এক ভাগ, ১৫ এবং
চৌদ্দটি ভেড়ার বাচ্চার মধ্যে একেক বাচ্চার
জন্য একেক দশ ভাগের এক ভাগ তেল মিশানো
সুজি, ১৬ এবং গুনাহ্‌-কোরবানী হিসেবে একটি
ছাগল, এ সব কোরবানী করবে। প্রতিদিনের
পোড়ানো-কোরবানী এবং তার শস্য-উৎসর্গ ও
পেয় উৎসর্গ থেকে এসব ভিন্ন।
১৭ দ্বিতীয় দিনে তোমরা নিখুঁত বারোটি ষাঁড়,
দু'টি ভেড়া ও এক বছরের চৌদ্দটি ভেড়ার
বাচ্চা, ১৮ এবং বাছুরটির, ভেড়ার ও ভেড়ার
বাচ্চার জন্য তাদের সংখ্যা অনুসারে নিয়ম অনু-
যায়ী তাদের শস্য-উৎসর্গ ও পেয় উৎসর্গ,
১৯ এবং গুনাহ্‌-কোরবানী হিসেবে একটি ছাগল,
এ সব কোরবানী করবে। প্রতিদিনের পোড়ানো-
কোরবানী এবং তার শস্য-উৎসর্গ ও পেয় উৎসর্গ
থেকে এসব ভিন্ন।
২০ তৃতীয় দিনে তোমরা নিখুঁত এগারটি ষাঁড়,
দু'টি ভেড়া ও এক বছর বয়সের চৌদ্দটি ভেড়ার
বাচ্চা, ২১ এবং ষাঁড়, ভেড়া ও ভেড়ার বাচ্চার
জন্য তাদের সংখ্যা অনুসারে নিয়ম অনুযায়ী
তাদের শস্য-উৎসর্গ ও পেয় উৎসর্গ, ২২ এবং
গুনাহ্‌-কোরবানী হিসেবে একটি ছাগল, এগুলো
কোরবানী করবে। প্রতিদিনের পোড়ানো-
কোরবানী এবং তার শস্য-উৎসর্গ ও পেয় উৎসর্গ
থেকে এগুলো ভিন্ন।
২৩ চতুর্থ দিনে তোমরা নিখুঁত দশটি ষাঁড়, দু'টি
ভেড়া ও এক বছর বয়সের চৌদ্দটি ভেড়ার
বাচ্চার, ২৪ এবং বাছুরের, ভেড়ার ও ভেড়ার
বাচ্চার জন্য তাদের সংখ্যা অনুসারে নিয়ম অনু-
যায়ী তাদের শস্য-উৎসর্গ ও পেয় উৎসর্গ,
২৫ এবং গুনাহ্‌-কোরবানী হিসেবে একটি ছাগল,
এ সব কোরবানী করবে। প্রতিদিনের পোড়ানো-
কোরবানী এবং তার শস্য-উৎসর্গ ও পেয় উৎসর্গ
থেকে এগুলো ভিন্ন।
২৬ পঞ্চম দিনে তোমরা নিখুঁত নয়টি ষাঁড়, দু'টি
ভেড়া ও এক বছর বয়েসী চৌদ্দটি ভেড়ার বাচ্চা,
২৭ এবং বাছুরের, ভেড়ার ও ভেড়ার বাচ্চার জন্য
তাদের সংখ্যা অনুসারে নিয়ম অনুযায়ী তাদের
শস্য-উৎসর্গ ও পেয় উৎসর্গ, ২৮ এবং গুনাহ্‌-
কোরবানী হিসেবে একটি ছাগল, এ সব
কোরবানী করবে। প্রতিদিনের পোড়ানো-
কোরবানী এবং তার শস্য-উৎসর্গ ও পেয় উৎসর্গ

[২৯:৭] প্রেরিত ২৭:৯।
[২৯:৯] শুমারী ২৮:১২।
[২৯:১০] শুমারী ২৮:১৩।
[২৯:১১] লেবীয় ১৬:৩।
[২৯:১২] ১বাদশা ৮:২; ১২:৩২।
[২৯:১৩] শুমারী ২৮:৩।
[২৯:১৪] শুমারী ১৫:৬।
[২৯:১৫] শুমারী ২৮:১৩।
[২৯:১৬] শুমারী ২৮:১৫।
[২৯:১৭] লেবীয় ২৩:৩৬।
[২৯:১৮] শুমারী ২৮:৭।
[২৯:১৯] শুমারী ২৮:১৫।

২৯:৭ সপ্তম মাসের ... পবিত্র মিলন-মাহ্‌ফিল হবে। ২৯:১ (সপ্তম মাস) আয়াতের নোট দেখুন। পবিত্রও মিলন-মাহফিলের বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে জানার জন্য লেবীয় ১৬ অধ্যায় দেখুন। আরো দেখুন লেবীয় ২৩:২৬-৩৪।

২৯:১২ সাত দিন মাবুদের উদ্দেশে উৎসব পালন করবে। এটা ছিল কুঁড়ে-ঘরের ঈদ যা পালন করা হতো শরৎ কালের শস্য কাটার পরে (হিজ ২৩:১৬, দ্বিতীয় বিবরণ ১৬:১৩-১৭) লোকেরা গাছের ডাল-পালা দিয়ে অস্থায়ী ঘর বানাতো এবং তার মধ্যে তারা সাত দিন বাস করতো (লেবীয় ২৩:৪২)। এভাবে তারা স্মরণ করতো যে তাদের পূর্বপুরুষরা মরু-এলাকা দিয়ে চলার সময় অস্থায়ী ভাবে বিভিন্ন স্থানে বাস করেছে। আরো দেখুন নহিমিয় ৮:১৩ এবং ইহুদীদের ক্যালেন্ডার ও উৎসব নামের চার্ট।

২৯:১২-১৬,৩৮ কোরবানী করতে হবে। ৭:১২-৮৩ (উপহার ... কোরবানী); ৮:৮ (গুনাহ্‌-কোরবানী); ও ২৮:৩ (আগুনে-করা কোরবানী) এর উপর নোট দেখুন।

BACIB
International Bible
CHURCH

থেকে এসব ভিন্ন।
২৯ ষষ্ঠ দিনে তোমরা নিখুঁত আটটি ষাঁড়, দু'টি
ভেড়া ও এক বছরের চৌদ্দটি ভেড়ার বাচ্চার,
৩০ এবং বাছুরের, ভেড়ার ও ভেড়ার বাচ্চার জন্য
তাদের সংখ্যা অনুসারে নিয়ম অনুযায়ী তাদের
শস্য-উৎসর্গ ও পেয় উৎসর্গ, ৩১ এবং গুনাহ্-
কোরবানী হিসেবে একটি ছাগল, এ সব
কোরবানী করবে। প্রতিদিনের পোড়ানো-
কোরবানী এবং তার শস্য-উৎসর্গ ও পেয় উৎসর্গ
থেকে এগুলো ভিন্ন।
৩২ সপ্তম দিনে তোমরা নিখুঁত সাতটি ষাঁড়,
দু'টি ভেড়া ও এক বছর বয়সের চৌদ্দটি ভেড়ার
বাচ্চার, ৩৩ এবং বাছুরের, ভেড়ার ও ভেড়ার
বাচ্চার জন্য তাদের সংখ্যা অনুসারে নিয়ম অনু-
যায়ী তাদের শস্য-উৎসর্গ ও পেয় উৎসর্গ,
৩৪ এবং গুনাহ্-কোরবানী হিসেবে একটি ছাগল,
এ সব কোরবানী করবে। প্রতিদিনের পোড়ানো-
কোরবানী এবং তার শস্য-উৎসর্গ ও পেয় উৎসর্গ

[২৯:৩৫] লেবীয় ২৩:৩৬।
[২৯:৩৬] লেবীয় ১:৯।
[২৯:৩৯] লেবীয় ১:৩; ১খান্দান ২৩:৩১; ২খান্দান ৩১:৩।
[৩০:১] শুমারী ১:৪।
[৩০:২] দ্বি:বি ২৩:২১-২৩; কাজী ১১:৩৫; আইউ ২২:২৭; জবুর ২২:২৫; ৫০:১৪; ৬১:৫, ৮; ৭৬:১১; ১১৬:১৪; মেসাল ২০:২৫; হেদা ৫:৪, ৫; ইশা ১৯:২১; ইউ ১:১৬; ২:৯।

থেকে এ সব ভিন্ন।
৩৫ অষ্টম দিনে তোমাদের উৎসব হবে; তোমরা
কোন পরিশ্রমের কাজ করবে না। ৩৬ কিন্তু
মাবুদের উদ্দেশে খোশবুযুক্ত অগ্নিকৃত পোড়ানো-
কোরবানী হিসেবে নিখুঁত একটি ষাঁড়, একটি
ভেড়া ও এক বছর বয়সের সাতটি ভেড়ার বাচ্চা,
৩৭ এবং বাছুরের, ভেড়ার ও ভেড়ার বাচ্চার জন্য
তাদের সংখ্যা অনুসারে নিয়ম অনুযায়ী তাদের
শস্য-উৎসর্গ ও পেয় উৎসর্গ, ৩৮ এবং গুনাহ্-
কোরবানী হিসেবে একটি ছাগল, এ সব
কোরবানী করবে। প্রতিদিনের পোড়ানো-
কোরবানী এবং তার শস্য-উৎসর্গ ও পেয় উৎসর্গ
থেকে এসব ভিন্ন।
৩৯ এ সব তোমরা তোমাদের নিরূপিত
ঈদগুলোতে মাবুদের উদ্দেশে কোরবানী করবে।
তোমাদের পোড়ানো-কোরবানী, শস্য-উৎসর্গ ও
পেয় উৎসর্গ এবং মঙ্গল-কোরবানীদানযুক্ত যে
মানত ও স্বেচ্ছাদত্ত উপহার, তা থেকে এগুলো

৩০:২ মাবুদের উদ্দেশে মানত করে, কিংবা ব্রতবন্ধনে নিজেকে আবদ্ধ করার জন্য কসম খায়। এর দ্বারা কোন কিছু দেবার অথবা কোন কিছু করার প্রতিজ্ঞা বা মানত বুঝায়। প্রতিজ্ঞা বা মানতকে খুব আন্তরিক ভাবে নেয়া হতো। কেউ কোন বিষয়ে মানত করে থাকলে তা ভাঙ্গা যেত না। আরো দেখুন দ্বিতীয় বিবরণ ২৩:২১-২৩, মথি ৫:৩৩ আয়াত।

মানত বা ব্রত ছিল আল্লাহ্‌র কাছে মৌখিকভাবে করা প্রতিজ্ঞা, এবং তা করা হতো আল্লাহ্‌র কাছ থেকে কোন বিশেষ আশীর্বাদ পাবার জন্য। কেউ মানত করলে তার জন্য কোন একটা জিনিষ দিত, বা কোন কাজ করতো অথবা ভবিষ্যতে কোন কাজ করার প্রতিজ্ঞা করতো। এটা ছিল আল্লাহ্ ও কোন ব্যক্তির মধ্যে বিশ্বস্ততার কাজ। কেউ কোন কিছু করলে সে তার প্রতিজ্ঞাত জিনিষ দিয়ে বা কাজ করে তা রক্ষা করতো। কিতাবুল মোকাদ্দসে মানতকে বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করতো। 'মানত' আর 'শপথ' এক বিষয় নয়। প্রতিজ্ঞা হচ্ছে অন্যের কাছে সত্যবাদী হবার নিশ্চয়তা দান। কিন্তু মানত করা হয় আল্লাহ্‌র কাছে শপথের মাধ্যমে। ইঞ্জিল শরীফে শপথ করা নিষেধ করা হয়েছে (মথি ৫:৩৪-৩৭; ইয়াকুব ৫:১২)। কখনও কখনও মানত করা হতো আল্লাহ্‌র কাছ থেকে কিছু পাবার জন্য। আল্লাহ্‌র সেই আশীর্বাদের জন্য কিছু করা কিংবা তাঁকে কিছু দেবার শপথ করা হতো। যেমন, ইয়াকুব মানত করেছিলেন যে, আল্লাহ্ যদি তাঁকে রক্ষা করেন তাহলে তিনি তাঁর এবাদত করবে এবং তাঁকে তাঁর সমস্ত কিছুর দশমাংশ দান করবে (পয়দা ২৮:২০-২২)। সাহসী বীর যিপ্তহ আল্লাহ্‌র কাছে মানত করেছিলেন যে, তিনি যদি অম্মোনীয় বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাঁকে জয় লাভ করতে দেন তাহলে তাঁর উদ্দেশ্যে তিনি তাকেই কোরবানী করবে যে ব্যক্তিকে সেই যুদ্ধের পরে বাড়ি ফিরে আসলে তিনি সর্ব প্রথমে দেখতে পাবে (কাজী ১১)। হান্না মুনাজাত করেছিলেন যেন আল্লাহ্ তাঁকে একটা পুত্র সন্তান দান করেন এবং তাঁর মানত ছিল যে, তিনি সেই সন্তানকে শীলোতে মাবুদের সেবা করার জন্য দান করে দেবে (১ শামুয়েল১)। নবী ইউনুস যে জাহাজে ছিলেন সে জাহাজের নাবিকেরা আল্লাহ্‌র কাছে নানা মানত করে মুনাজাত করেছিল যাতে ঝড় থামে (ইউনুস ১:১৩-১৬)। আরো দেখুন প্রেরিত ২১:২৩।

অন্যান্য শপথ করা হতো আল্লাহ্‌কে শুধু ধন্যবাদ দেবার জন্য। এসব ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে কিছু চাওয়া হতো না। বাদশাহ্ দাউদ শপথ করে মানত করেছিলেন যে, তিনি যতদিন না মাবুদ ও তাঁর পবিত্র সিন্দুকের জন্য একটা আশ্রয় না পাবেন ততদিন বিশ্রাম করবেন না (জবুর ১৩২:২-৫)।

ঈশ্বরও শপথ করতেন। এ বিষয়ে "নিয়ম স্থাপন" এর উপরে লেখা ছোট্ট রচনাটি দেখুন। আল্লাহ্ তাঁর সমস্ত শপথ পূর্ণ করেন (শুমারী ২৩:১৯ দেখুন)। দাউদ যদিও চান নি তথাপি আল্লাহ্ তাঁর কাছে শপথ করেছিলেন যে, তাঁর বংশে চিরদিন রাজত্ব স্থির থাকবে (২ শামুয়েল ৭, জবুর ১৩২:১১-১২)। আল্লাহ্‌র করা আরো কিছু শপথের কথা আছে পয়দায়েশ কিতাবে। ঐ কিতাবে ৮:২১ আয়াতে মাবুদ শপথ করেছিলেন যে, তিনি আর কোনদিন পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে ধ্বংস করবেন না, বা মানুষের দুষ্টতার জন্য পৃথিবীকে আর দণ্ড দেবেন না। পয়দায়েশ ১২:২-৩ আয়াতে মাবুদ ইব্রাহিমকে দোয়া করার জন্য ও তাঁর বংশধরদের একটা মহৎ জাতিতে পরিণত করার জন্য, এবং পয়দায়েশ ১৫:৫-৬ আয়াতে তিনি ইব্রাহিমের কাছে তাঁর বংশধরদের আকাশের তারার মত অস্যংখ্য করার জন্য শপথ করেছিলেন।

মূসার শরীয়তে শপথ বা মানত করার নিয়ম-কানুন ছিল মঙ্গল-কোরবানীর কোন মানত করার জন্য আইন-কানুন ছিল (লেবীয় ৭:১৬-১৮) এবং মঙ্গল-কোরবানীর জন্য কি প্রকারের দান দেয়া যাবে সেই বিষয়ে আইন-কানুন ছিল (লেবীয় ২২:১৭-২৫; শুমারী ১৫:১-১০)। গোলামী থেকে কোন মানুষকে অর্থ দিয়ে ছাড়িয়ে আনা ও আল্লাহ্‌র কাছে উৎসর্গ করা কোন সম্পদ ফিরে পাবার জন্য যে অর্থ দিতে হতো তাও আইন-কানুনে বলা ছিল (লেবীয় ২৭:১-২৫)। আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নাসরীয় হবার উদ্দেশ্যে মানত করার বিষয়েও বিশেষ নিয়ম-কানুন ছিল (শুমারী ৬:১-২১)। পৌল হয়তো কিংক্রিয়ায় থাকাকালে নাসরীয় ব্রত গ্রহণ করেছিলেন যখন তিনি তাঁর চুল কেঁটেছিলেন ও আল্লাহ্‌র কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন (প্রেরিত ১৮:১৮) শুমারী ৩০ অধ্যায়ের অধিকাংশ শপথ স্ত্রীলোকদের। বাবার বাড়িতে থাকা অবস্থায় যুবতীরা শপথ করতে পারত, তবে তাদের পিতাদের অধিকার ছিল তা বাতিল করার। তা যদি করা হতো তাহলে ঐ যুবতীদের তা রক্ষা করতে হতো না; আর তাদের তার জন্য কেউ দোষও দিত না। একইভাবে স্ত্রীদের শপথও

ভিন্ন।
[৪০] মূসা মাবুদের কাছ থেকে যে সব হুকুম
পেয়েছেন সেই অনুসারে বনি-ইসরাইলকে সমস্ত
কথা বললেন।

ব্রতবিষয়ক হুকুম

৩০ [১] পরে মূসা বনি-ইসরাইলদের
বংশের নেতৃবর্গকে বললেন, মাবুদ
এই বিষয় হুকুম করেছেন। [২] কোন পুরুষ যদি
মাবুদের উদ্দেশে মানত করে, কিংবা ব্রতবন্ধনে
নিজেকে আবদ্ধ করার জন্য কসম খায়, তবে সে
তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ না করুক, তার মুখ থেকে
বের হওয়া সমস্ত প্রতিশ্রুতি অনুসারে কাজ
করুক।
[৩] আর কোন স্ত্রীলোক যদি যৌবনকালে তার
পিতার বাড়িতে বাস করার সময়ে মাবুদের
উদ্দেশে মানত ও ব্রতবন্ধনে নিজেকে আবদ্ধ
করে, [৪] এবং তার পিতা যদি তার মানত ও যা
দ্বারা সে নিজেকে আবদ্ধ করেছে, সেই
ব্রতবন্ধনের কথা শুনে তাকে কিছু না বলে, তবে
তার সকল মানত স্থির থাকবে এবং যা দ্বারা সে
নিজেকে আবদ্ধ করেছে, সেই ব্রতবন্ধন স্থির
থাকবে। [৫] কিন্তু তার পিতা যেদিন সেই কথা
শুনবে সেদিন যদি তাকে নিষেধ করে, তবে তার
কোন মানত ও যা দ্বারা সে নিজেকে আবদ্ধ
করেছে, সেই ব্রতবন্ধন স্থির থাকবে না; আর তার
পিতার নিষেধ করার ফলে মাবুদ তাকে মাফ
করবেন।
[৬] আর যদি সে কোন পুরুষের স্ত্রী হয়ে মানত
দিয়ে নিজেকে আবদ্ধ করে, কিংবা যা দ্বারা সে
নিজের প্রাণকে আবদ্ধ করেছে, মুখ থেকে বের
হওয়া এমন ভাবনা-চিন্তাহীন কথার অধীন হয়ে
থাকে, [৭] এবং যদি তার স্বামী তা শুনলেও সেই
সময় তাকে কিছু না বলে, তবে তার মানত স্থির
থাকবে এবং যা দ্বারা সে নিজেকে আবদ্ধ করেছে,
সেই ব্রতবন্ধন স্থির থাকবে। [৮] কিন্তু তার স্বামী
যেদিন সেই কথা শুনবে সেদিন যদি তাকে নিষেধ
করে, তবে সে যে মানত করেছে ও তার মুখ
থেকে বের হওয়া ভাবনা-চিন্তাহীন কথা দ্বারা সে
নিজেকে আবদ্ধ করেছে, তার স্বামী তা ব্যর্থ
করবে, আর মাবুদ তাকে মাফ করবেন। [৯] কিন্তু
বিধবা কিংবা স্বামীর পরিত্যক্তা স্ত্রী যা দ্বারা
নিজেকে আবদ্ধ করেছে, সেই ব্রতের সমস্ত কথা
তার জন্য স্থির থাকবে। [১০] আর সে যদি স্বামীর
বাড়িতে থাকবার সময়ে মানত করে থাকে,
কিংবা কসম দ্বারা নিজেকে ব্রতবন্ধনে আবদ্ধ
করে থাকে, [১১] এবং তার স্বামী তা শুনে তাকে
নিষেধ না করে নীরব হয়ে থাকে, তবে তার
সমস্ত মানত স্থির থাকবে এবং সে যা দ্বারা
নিজেকে আবদ্ধ করেছে, সেসব ব্রতবন্ধন স্থির
থাকবে। [১২] কিন্তু তার স্বামী যেদিন তা শুনেছে
সেদিন যদি সেসব বাতিল করে, তবে তার
মানত বিষয়ে ও তার ব্রতবন্ধন বিষয়ে তার মুখ
থেকে যে কথা বের হয়েছিল, তা স্থির থাকবে
না; তার স্বামী তা বাতিল করেছে; আর মাবুদ
সেই স্ত্রীকে মাফ করবেন। [১৩] স্ত্রীর প্রত্যেক
মানত ও অন্তর ভেঙ্গেচুরে করা ওয়াদাযুক্ত
প্রত্যেক কসম তার স্বামী মেনে নিতেও পারে,
নাও পারে। [১৪] তার স্বামী যদি অনেক দিন পর্যন্ত
তার প্রতি সর্বতোভাবে নীরব থাকে, তবে সে
তার সমস্ত মানত কিংবা সমস্ত ব্রতবন্ধন
অনুমোদন করে; যেদিন তা শুনেছে সেদিন নীরব
থাকাতেই সে তা অনুমোদন করেছে। [১৫] কিন্তু
তা শোনার পর যদি কোনভাবে স্বামী তা বাতিল
করে, তবে স্ত্রীর অপরাধ বহন করবে।
[১৬] পুরুষ ও স্ত্রীর বিষয়ে এবং পিতা ও
যৌবনকালে পিতার বাড়িতে অবস্থিত কন্যার
বিষয়ে মাবুদ মূসাকে এসব বিধি হুকুম করলেন।

মাদিয়ানীয়দের পরাজয় ও বিনাশ

৩১ [১] মাবুদ মূসাকে বললেন, [২] তুমি বনি-
ইসরাইলদের জন্য মাদিয়ানীয়দেরকে
প্রতিফল দাও; তারপর তুমি তোমার
পূর্বপুরুষদের কাছে গৃহীত হবে। [৩] তখন মূসা
লোকদেরকে বললেন, তোমাদের কিছু লোক
যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হোক, মাবুদের জন্য

[৩০:৬] লেবীয় ৫:৪।
[৩০:৮] পয়দা ৩:১৬।
[৩০:১২] ইফি ৫:২২; কল ৩:১৮।
[৩১:২] পয়দা ২৫:২।
[৩১:২] শুমারী ২০:২৬।
[৩১:৩] কাজী ১১:৩৬; ১শামু ২৪:১২; ২শামু ৪:৮; ২২:৪৮।
[৩১:৬] হিজ ৬:২৫।
[৩১:৭] দ্বি:বি ২০:১৩।

তাদের স্বামীরা বাতিল করতে পারত। বিধবা ও তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীরা যদি মানত বা শপথ করতো তাহলে তাদের তা রাখতে হতো কারণ তা বাতিল করার জন্য তাদের কেউ ছিল না। আল্লাহ্‌র কাছে শপথ বা মানত করার জন্য কোন হুকুম দেয়া হয় নি, তবে তা করলে পর আল্লাহ্‌ চাইতেন যেন রক্ষা করা হয় (দ্বিতীয় বিবরণ ২৩:২১-২৩; মেসাল ৫:৪-৫)।

৩০:৩-১৬ কোন স্ত্রীলোক যদি যৌবনকালে তার পিতার বাড়িতে ... বিধবা কিংবা স্বামীর পরিত্যক্তা স্ত্রী ... স্বামীর বাড়িতে থাকবার সময়ে। স্ত্রীলোকদের মানত বা প্রতিজ্ঞার বিষয়ে যে সকল নিয়ম-কানুন আছে তার দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে, প্রাচীন কালে ইসরাইল সমাজ ছিল অত্যন্ত বেশি পুরুষ শাসিত। বিবাহের আগে কোন মেয়ে কোন প্রতিজ্ঞা করলে তার বাবা তা ভাংতে পারত; এবং স্বামী ভাংতে পারত তার স্ত্রীর করা প্রতিজ্ঞা। তবে তার স্ত্রীর প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য স্বামী মাত্র একদিন সময় পেত। বিধবা ও তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীলোকেরা যদি মাবুদের কাছে কোন প্রতিজ্ঞা করতো তাহলে তাদের তা রাখতেই হতো।

৩১:২ মাদিয়ানীয়দেরকে। ১০:২৯ আয়াতের নোট দেখুন। আরো দেখুন ২২:৪, ২৫:৬-১৮।

৩১:৬ পীনহসকে ... সঙ্গে ছিল। মহা-ইমাম ইলিয়াসর আল্লাহ্‌র আবাস-তাঁবু ছেড়ে বাইরে যেতে পারতেন না এবং তিনি কোন মৃতদেহও স্পর্শ করতে পারতেন না, তাই পীনহসকে ইসরাইলের ইমাম হিসাবে সৈন্যদের দিয়ে পাঠানো হল। মাদিয়নীদের সঙ্গে যুদ্ধে ইমামের সঙ্গে একটি পবিত্র বস্তু ছিল (দ্বিতীয় বিবরণ ২০, ইউসা ৬:১-২১ ও দেখুন)। এটা স্পষ্ট নয় যে কোন পবিত্র বস্তু যুদ্ধে নেয়া হয়েছিল। তবে হয়তো শিংগা, বা উরীম বা "গুলিবাঁট" আল্লাহ্‌র ইচ্ছা জানার জন্য ব্যবহার করা হতো (দেখুন ২৭:২১)। অথবা শরীয়ত-সিন্দুকও হতে

BACIB
International Bible
CHURCH

মাদিয়ানকে প্রতিফল দিতে মাদিয়ানের বিরুদ্ধে
যাত্রা করুক। ৪ তোমরা ইসরাইল-বংশগুলোর
প্রত্যেক বংশ থেকে একেক হাজার লোক যুদ্ধে
প্রেরণ করবে। ৫ তাতে হাজার হাজার
ইসরাইলের মধ্যে একেক বংশ থেকে একেক
হাজার মনোনীত হলে যুদ্ধের জন্য বারো হাজার
লোক সজ্জিত হল। ৬ এভাবে মূসা একেক
বংশের একেক হাজার লোককে এবং ইমাম
ইলিয়াসরের পুত্র পীনহসকে যুদ্ধে প্রেরণ
করলেন। পবিত্র স্থানের সমস্ত পাত্র ও রণবাদ্যের
তূরী পীনহসের সঙ্গে ছিল। ৭ পরে মূসার প্রতি
মাবুদের দেওয়া হুকুম অনুসারে তারা মাদিয়ানের
সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের সমস্ত পুরুষকে হত্যা
করলো। ৮ আর তারা মাদিয়ানের বাদশাহ্‌দেরকে
তাদের অন্যান্য নিহত লোকদের সঙ্গে হত্যা
করলো; ইবি, রেকম, সূর, হূর ও রেবা,
মাদিয়ানের এই পাঁচ জন বাদশাহ্‌কে হত্যা
করলো; বিয়োরের পুত্র বালামকেও তলোয়ার
দ্বারা হত্যা করলো। ৯ আর বনি-ইসরাইল
মাদিয়ানের সকল স্ত্রীলোক ও বালক-
বালিকাদেরকে বন্দী করে নিয়ে গেল এবং তাদের
সমস্ত পশু, সমস্ত ভেড়ার পাল ও সমস্ত সম্পত্তি
লুট করে নিল; ১০ আর তাদের সমস্ত নিবাস-নগর
ও সমস্ত ছাউনি পুড়িয়ে দিল। ১১ আর তারা
লুটদ্রব্য এবং মানুষ বা পশুপাল, সমস্ত ধৃত জীব
সঙ্গে নিয়ে চললো। ১২ তারা জেরিকোর
নিকটবর্তী জর্ডানতীরস্থ মোয়াবের উপত্যকায়
মূসার, ইলিয়াসর ইমামের ও বনি-ইসরাইলদের
সমস্ত মণ্ডলীর কাছে বন্দীদেরকে ও যুদ্ধে ধৃত
জীবগুলোকে এবং লুণ্ঠিত সমস্ত দ্রব্য শিবিরে
নিয়ে গেল।

যুদ্ধ থেকে ফিরে আসা

১৩ মূসা, ইমাম ইলিয়াসর ও মণ্ডলীর সমস্ত
নেতা তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে শিবিরের
বাইরে গেলেন। ১৪ তখন যুদ্ধ থেকে প্রত্যাগত
সেনাপতিদের, অর্থাৎ সহস্রপতি ও শতপতিদের
উপরে মূসা ক্রুদ্ধ হলেন। ১৫ মূসা তাদেরকে
বললেন, তোমরা কি সমস্ত স্ত্রীলোককে জীবিত
রেখেছ? ১৬ দেখ, বালামের পরামর্শে তারাই
পিয়োর দেবতার ঘটনায় বনি-ইসরাইলকে
মাবুদের বিরুদ্ধে বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়েছিল,
সেজন্যই মাবুদের মণ্ডলীতে মহামারী হয়েছিল।
১৭ অতএব তোমরা এখন বালক-বালিকাদের
মধ্যে সমস্ত বালককে হত্যা কর এবং শয়নে
পুরুষের পরিচয় পেয়েছে এমন সমস্ত
স্ত্রীলোককেও হত্যা কর; ১৮ কিন্তু যে বালিকারা
শয়নে পুরুষের পরিচয় পায় নি, তাদেরকে
তোমাদের জন্য জীবিত রাখ। ১৯ আর তোমরা
সাত দিন শিবিরের বাইরে ছাউনি করে থাক;
তোমরা যত লোক মানুষ হত্যা করেছ ও নিহত
লোককে স্পর্শ করেছ, সকলে তৃতীয় দিন ও
সপ্তম দিনে নিজেদেরকে ও নিজ নিজ
বন্দীদেরকে পাক-সাফ কর; ২০ আর যাবতীয়
কাপড়, চামড়া দিয়ে তৈরি যাবতীয় বস্তু,
ছাগলের লোম দিয়ে তৈরি সমস্ত বস্তু ও কাঠ
দিয়ে তৈরি যাবতীয় বস্তুর বিষয় নিজেদের পাক-
সাফ কর।
২১ যারা যুদ্ধে গিয়েছিল, ইমাম ইলিয়াসর সেই
যোদ্ধাদেরকে বললেন, মাবুদ কর্তৃক মূসাকে
দেওয়া শরীয়তের এই নিয়ম; ২২ কেবল সোনা,
রূপা, ব্রোঞ্জ, লোহা, রাঙ্গ ও সীসা প্রভৃতি
২৩ যেসব দ্রব্য আগুনে নষ্ট হয় না, সেসব
আগুনের মধ্য দিয়ে চালাবে, তাতে তা পাক-
সাফ হবে; তবুও তা পাক-পবিত্রকরণ পানি দিয়ে
পাক-সাফ করতে হবে; কিন্তু যে যে দ্রব্য আগুনে
নষ্ট হয়, তা তোমরা পানির মধ্য দিয়ে চালাবে।
২৪ আর সপ্তম দিনে তোমরা নিজ নিজ কাপড়
ধুয়ে ফেলবে; তাতে পাক-সাফ হবে; পরে
শিবিরে প্রবেশ করবে।

লুটের জিনিস ভাগ

২৫ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, ২৬ তুমি ও
ইলিয়াসর ইমাম এবং মণ্ডলীর পিতৃকুল-পতিগণ
যুদ্ধে ধৃত প্রাণীদের, অর্থাৎ বন্দী মানুষ ও
পশুদের সংখ্যা গণনা কর। ২৭ আর যুদ্ধে ধৃত
সেই প্রাণীদেরকে দুই অংশ করে, যে যোদ্ধারা
যুদ্ধে গিয়েছিল, তাদের ও সমস্ত মণ্ডলীর মধ্যে

[৩১:৮] ইউসা ১৩:২১।
[৩১:৯] পয়দা ৩৪:২৯।
[৩১:১০] ইহি ২৫:৪।
[৩১:১১] দ্বি:বি ২০:১৪।
[৩১:১২] হিজ ১৫:৯।
[৩১:১৪] হিজ ১৮:২১; দ্বি:বি ১:১৫; ২শামু ১৮:১;
[৩১:১৬] শুমারী ২২:৫; ২৪:১৪; ২পিতর :১৫।
[৩১:১৭] দ্বি:বি ৭:২; ২০:১৬-১৮; কাজী ২১:১১।
[৩১:১৯] লেবীয় ২১:১।
[৩১:২০] লেবীয় ১১:৩২।
[৩১:২২] ইউসা ৬:১৯; ২২:৮।
[৩১:২৩] ১করি ৩:১৩।
[৩১:২৪] লেবীয় ১১:২৫।
[৩১:২৬] শুমারী ১:১৯।
[৩১:২৭] ইউসা ২২:৮; ১শামু ২৫:১৩; ৩০:২৪।
[৩১:২৮] শুমারী ১৮:২১।
[৩১:৩০] শুমারী ৩:৭; ১৮:৩।

পারে তাদের সঙ্গে ছিল। আরো দেখুন “পবিত্র যুদ্ধ” নামের ছোট্ট রচনা।

৩১:৮ বিয়োরের পুত্র বালামকেও। ২২:৫ আয়াতের নোট দেখুন। ইউসা ১৩:১৭-২১ ও দেখুন।

৩১:৯-১৮ বন্দী করে নিয়ে গেল ... তাদেরকে তোমাদের জন্য জীবিত রাখ। যেহেতু মাদিয়োনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ছিল পবিত্র যুদ্ধ সেহেতু যে সমস্ত জিনিষ ও মানুষ সেখানে তারা পেল তার সবই ছিল মাবুদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গকৃত। এর অর্থ ছিল যে, লোকদের মেরে ফেলতে হয়েছে ও শহরগুলো ধ্বংস করতে হয়েছে। দ্বিতীয় বিবরণ ২০:১৬ ও লেবীয় ২৭:২৮-২৯ অনুসারে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা এবং পবিত্র যুদ্ধে পাওয়া সমস্ত মানুষ ও পশুই ধ্বংস করে ফেলতে হতো। কিন্তু দ্বিতীয় বিবরণ ২০:১০-১৫ আয়াতে বলা হয়েছে যে, স্ত্রীলোকদের ও শিশুদের গোলাম-বাঁদী করার জন্য বাঁচিয়ে রাখতে পারবে। এখানে মূসা বলেছেন, যে সমস্ত স্ত্রীলোক কুমারী ছিল না তাদের মেরে ফেলা হবে। কারণ তাদের কেউ কেউ ইসরাইলীয় পুরুষদের সঙ্গে যৌন কাজ করে তাদের বাল-পিয়োরের পূজার জন্য ফুসলিয়েছিল (দেখুন ২৫:১-১৮ আয়াত)। কুমারী মেয়েরা, যারা যৌন কাজ করেনি তাদের বাঁদী হিসাবে ব্যবহারের জন্য বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল।

৩১:১৯ নিহত লোককে স্পর্শ করেছ। ১৯:১১ আয়াতের নোট ও “পাক-পবিত্র ও নাপাক” নামের ছোট্ট রচনাটি দেখুন।

৩১:২৬-২৭ যুদ্ধে ধৃত প্রাণীদের। ৩১:৯ এবং ১০:২৯ আয়াতের নোট দেখুন।

৩১:২৮-৩০ মাবুদের জন্য কর গ্রহণ কর ... লেবীয়দেরকে দাও। যুদ্ধে পাওয়া সব কিছুর একটা অংশ এবং ক্ষেতের সমস্ত ফসলের এক অংশ ইমাম ও লেবীয়দের দেয়া হতো। ৫:৯-১০ ও ১৮:২১ আয়াতের নোট দেখুন।

BACIB
International Bible CHURCH

ভাগ কর। ২৮ আর যুদ্ধে গমনকারী যোদ্ধাদের
কাছ থেকে মাবুদের জন্য কর গ্রহণ কর; তাদের
ভাগ থেকে মানুষ, গরু, গাধা ও ভেড়া,
২৯ এগুলোর মধ্যে প্রতি পাঁচ শত জীবের মধ্য
থেকে একটি প্রাণীকে নিয়ে মাবুদের উদ্দেশে
উত্তোলনীয় উপহার হিসেবে ইমাম ইলিয়াসরকে
দাও। ৩০ আর তুমি বনি-ইসরাইলদের ভাগ থেকে
মানুষ, গরু গাধা ও ছাগল-ভেড়া বা অন্য সমস্ত
পশুর মধ্য থেকে প্রতি পঞ্চাশ প্রাণী থেকে একটি
প্রাণী নাও এবং মাবুদের শরীয়ত-তাঁবুর প্রতি
কর্তব্য পালনকারী লেবীয়দেরকে দাও।
৩১ মূসাকে মাবুদ যেমন হুকুম করলেন, মূসা ও
ইমাম ইলিয়াসর সেভাবেই সমস্ত কিছু করলেন।
৩২ যোদ্ধাদের কর্তৃক লুণ্ঠিত বস্তুগুলো ছাড়া ঐ
ধৃত প্রাণীগুলো ছয় লক্ষ পঁচাত্তর হাজার ভেড়া,
৩৩ বাহাত্তর হাজার গরু, ৩৪ একষট্টি হাজার গাধা,
৩৫ আর বত্রিশ হাজার মানুষ, অর্থাৎ শয়নে
পুরুষের পরিচয় পায় নি এমন স্ত্রীলোক ছিল।
৩৬ তাতে যারা যুদ্ধে গিয়েছিল, তাদের প্রাপ্য
অর্ধাংশের সংখ্যা হল তিন লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার
পাঁচ শত ভেড়া; ৩৭ সেই ভেড়া থেকে মাবুদের
লভ্য কর হল ছয় শত পঁচাত্তরটি। ৩৮ আর গরু
ছিল ছত্রিশ হাজার, তাদের মধ্যে মাবুদের কর
বাহাত্তরটি। ৩৯ আর গাধা ছিল ত্রিশ হাজার পাঁচ
শত, তাদের মধ্যে মাবুদের কর একষট্টিটি।
৪০ আর মানুষ ছিল ষোল হাজার, তাদের মধ্যে
মাবুদের কর হল বত্রিশ জন। ৪১ মাবুদ মূসাকে
যেমন হুকুম করলেন, সেই অনুসারে মূসা সেই
কর অর্থাৎ মাবুদের উত্তোলনীয় উপহার ইমাম
ইলিয়াসরকে দিলেন।
৪২ আর মূসা যে অর্ধেক ভাগ যোদ্ধাদের কাছ
থেকে নিয়ে বনি-ইসরাইলকে দিয়েছিলেন,
৪৩ মণ্ডলীর সেই অর্ধেক ভাগে তিন লক্ষ সাঁইত্রিশ
হাজার পাঁচ শত ভেড়া, ৪৪ ছত্রিশ হাজার গরু,
৪৫ ত্রিশ হাজার পাঁচ শত গাধা, ৪৬ ও ষোল
হাজার মানুষ ছিল। ৪৭ পরে মূসা বনি-
ইসরাইলদের সেই অর্ধেক ভাগ থেকে মানুষ ও
পশুর মধ্যে প্রতি পঞ্চাশটি প্রাণী থেকে একটি
প্রাণী নিয়ে মাবুদের শরীয়ত-তাঁবুর প্রতি কর্তব্য
পালনকারী লেবীয়দেরকে দিলেন, যেমন মাবুদ
মূসাকে হুকুম করলেন।
৪৮ পরে হাজার সৈন্যের উপরে কর্তৃত্বকারী
সহস্রপতি ও শতপতিরা মূসার কাছে আসলেন;
৪৯ তাঁরা মূসাকে বললেন, আপনার এই
গোলামেরা আমাদের অধীন যোদ্ধাদের সংখ্যা
গণনা করেছে, আমাদের মধ্যে এক জনও কমে
নি। ৫০ আমরা প্রত্যেক জন সোনার অলংকার,
নূপুর, বলয়, আংটি, কুণ্ডল ও হার, এই যেসব
পেয়েছি, তা থেকে মাবুদের সম্মুখে আমাদের
প্রাণের জন্য কাফ্‌ফারা করতে মাবুদের উদ্দেশে
উপহার এনেছি। ৫১ তখন মূসা ও ইমাম
ইলিয়াসর তাঁদের কাছ থেকে সেই সোনা,
কারুকাজ করা গহনা নিলেন। ৫২ আর মাবুদের
উদ্দেশে নিবেদিত সহস্রপতি ও শতপতিদের
উত্তোলনীয় উপহারের সমস্ত সোনা ষোল হাজার
সাত শত পঞ্চাশ শেকল পরিমিত হল।
৫৩ যোদ্ধারা প্রত্যেকেই নিজের জন্য লুণ্ঠিত দ্রব্য
গ্রহণ করেছিল। ৫৪ পরে মূসা ও ইমাম ইলিয়াসর
সহস্রপতি ও শতপতিদের কাছ থেকে সেই
সোনা গ্রহণ করলেন এবং মাবুদের সম্মুখে বনি-
ইসরাইলদের স্মরণ করার চিহ্ন হিসেবে তা
জমায়েত-তাঁবুতে আনলেন।

জর্ডানের পূর্বপারস্থ দেশের বিভাগ

৩২ ১ রূবেণ-বংশের লোকদের ও গাদ-
বংশের লোকদের বিস্তর পশুধন ছিল;
তারা যাসের দেশ ও গিলিয়দ দেশ নিরীক্ষণ করে
দেখলো, সেই স্থান পশু-পালনের উপযুক্ত স্থান।
২ পরে গাদ-বংশের লোকেরা ও রূবেণ-বংশের
লোকেরা এসে মূসা, ইমাম ইলিয়াসর ও মণ্ডলীর
নেতৃবর্গকে বললো, ৩ অটারোৎ, দীবোন, যাসের,
নিম্রা, হিষ্‌বোন, ইলিয়ালী, সেবাম, নবো ও
বিয়োন, ৪ এই যে দেশকে মাবুদ ইসরাইলদের
সম্মুখে আঘাত করেছেন, এটি পশু-পালনের
উপযুক্ত দেশ, আর আপনার এই গোলামদের
পশু আছে। ৫ তারা আরও বললো, আমরা যদি
আপনার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ লাভ করে থাকি, তবে
আপনার গোলামদের এই দেশের অধিকার দিতে
হুকুম হোক, আমাদেরকে জর্ডানের অন্য পারে
নিয়ে যাবেন না।
৬ তখন মূসা গাদ ও রূবেণ-বংশের লোকদের
বললেন, তোমাদের ভাইয়েরা যুদ্ধ করতে যাবে,
আর তোমরা কি এই স্থানে বসে থাকবে? ৭ আর
মাবুদের দেওয়া দেশে পার হয়ে যেতে বনি-
ইসরাইলদের মন কেন নিরাশ করছো?
৮ তোমাদের পিতারা, যখন আমি দেশ দেখতে
কাদেশ-বর্ণেয় থেকে তাদেরকে পাঠিয়েছিলাম,
তখন তা-ই করেছিল; ৯ তারা ইষ্কোলের
উপত্যকা পর্যন্ত গমন করে দেশ দেখে আসবার

[৩১:৪১] শুমারী ৫:৯; ১৮:৮।
[৩১:৪৯] ইয়ার ২৩:৪।
[৩১:৫০] হিজ ৩০:১৬।
[৩১:৫৩] পয়দা ৩৪:২৯; দ্বি:বি ২০:১৪।
[৩১:৫৪] হিজ ২৭:২১; ৪০:২।
[৩২:১] কাজী ৫:১৬।
[৩২:২] লেবীয় ৪:২২।
[৩২:৩] দ্বি:বি ৩২:৪৯; ৩৪:১; ইউসা ১৩:১৭; ১খান্দান ৫:৮; ইহি ২৫:৯।
[৩২:৪] হিজ ১২:৩৮।
[৩২:৮] শুমারী ১৩:৩, ২৬; দ্বি:বি ১:১৯-২৫।
[৩২:৯] শুমারী ১৩:২৩; দ্বি:বি ১:২৪।
[৩২:১১] হিজ ৩০:১৪।
[৩২:১৩] হিজ ৪:১৪।

৩১:৩৬-৪৭ লেবীয়দেরকে দিলেন। ১:৪৭ ও ২:১৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৩২:১ রূবেণ-বংশের লোকদের ও গাদ-বংশের লোকদের। ২:১০-১৫ আয়াতের নোট দেখুন।

যাসের দেশ ও গিলিয়দ দেশ। যাসের ঠিক কোথায় ছিল তা স্পষ্ট নয়। সাধারণ ভাবে গিলিয়দ বলতে যা বুঝায় জর্ডান নদীর পূর্বে উচুঁ ও উর্বর এক ভূমি যেখানে পশুপালনের জন্য সুন্দর জায়গা ছিল (দেখুন পয়দায়েশ ৩১:২১, ৪৭-৪৮)।

৩২:৩-৪ অটারোৎ ... বিয়োন। এই সব শহরের অনেকগুলো ঠিক কোথায় কোথায় ছিল তা জানা যায় নি। হিষবোনের বিষয়ে ২১:২১ ও ২১:২৫ আয়াতের নোট দেখুন। দীবোনের বিষয়ে ২১:৩০ আয়াতের নোট দেখুন। নবো শহর আর নবো পর্বত এক নয়। নবো পর্বতে মূসা মারা যান (দেখুন দ্বিতীয় বিবরণ ৩৪:১ আয়াত)।

পর মাবুদের দেওয়া দেশে যেতে বনি-
ইসরাইলদের মন নিরাশ করেছিল। ১০ আর
সেদিন মাবুদের ক্রোধ প্রজ্বলিত হলে তিনি শপথ
করে বলেছিলেন, ১১ আমি ইব্রাহিম, ইস্‌হাক ও
ইয়াকুবকে যে দেশ দিতে কসম খেয়েছি, মিসর
থেকে আগত পুরুষদের মধ্যে বিশ বছর ও তার
চেয়েও বেশি বয়স্ক কেউই সেই দেশ দেখতে
পাবে না; কেননা তারা সম্পূর্ণভাবে আমার
অনুগত হয় নি; ১২ কেবল কনিসীয় যিফুন্নির পুত্র
কালুত ও নূনের পুত্র ইউসা তা দেখবে, কারণ
তারাই সম্পূর্ণভাবে মাবুদের অনুগত হয়েছে।
১৩ তখন ইসরাইলের প্রতি মাবুদের ক্রোধ
প্রজ্বলিত হল, আর তিনি চল্লিশ বছর পর্যন্ত,
মাবুদের দৃষ্টিতে কুকর্মকারী সমস্ত লোক নিঃশেষ
না হওয়া পর্যন্ত, তাদেরকে মরু-ভূমিতে ভ্রমণ
করালেন। ১৪ আর দেখ, ইসরাইলের বিরুদ্ধে
মাবুদের ভয়ানক ক্রোধ আরও বৃদ্ধি করার জন্য,
গুনাহ্‌গার লোকদের বংশ যে তোমরা, তোমরা
তোমাদের পিতৃগণের স্থলে উঠেছ। ১৫ কেননা
যদি তোমরা তাঁর পশ্চাদ্‌গমন থেকে ফিরে যাও,
তবে তিনি পুনর্বার ইসরাইলকে মরুভূমিতে
পরিত্যাগ করবেন, তাতে তোমরা এই সব
লোককে বিনষ্ট করবে।
১৬ তখন তারা তাঁর কাছে এসে বললো, আমরা
এই স্থানে আমাদের পশুগুলোর জন্য মেষবাথান
ও আমাদের বালক-বালিকাদের জন্য নগর নির্মাণ
করবো। ১৭ আর আমরা যতক্ষণ বনি-
ইসরাইলকে নিজেদের দেশে প্রতিষ্ঠিত না করি,
ততক্ষণ সশস্ত্র হয়ে তাদের আগে আগে যাব;
কেবল আমাদের বালক-বালিকারা দেশবাসীদের
ভয়ে প্রাচীরবেষ্টিত নগরে বাস করবে। ১৮ বনি-
ইসরাইল প্রত্যেকে যতক্ষণ নিজ নিজ অধিকার না
পায়, ততক্ষণ আমরা নিজস্ব পরিবারের কাছে
ফিরে আসবো না। ১৯ কিন্তু আমরা জর্ডানের
পারে বা তার ওদিকে ওদের সঙ্গে অধিকার গ্রহণ
করবো না, কারণ জর্ডানের এই পূর্ব পারে,
আমাদের অধিকার মিলেছে।
২০ মূসা তাদের বললেন, তোমরা যদি এই
কাজ কর, যদি সশস্ত্র হয়ে মাবুদের সম্মুখে যুদ্ধের
জন্য গমন কর; ২১ এবং তিনি যতক্ষণ তাঁর
দুশমনদেরকে তাঁর সম্মুখ থেকে অধিকারচ্যুত না
করেন, ততক্ষণ যদি তোমরা প্রত্যেকে সশস্ত্র হয়ে

[৩২:১৪] দ্বিঃবি ১:৩৪; জবুর ৭৮:৫৯।
[৩২:১৫] দ্বিঃবি ৩০:১৭-১৮; ২খান্দান ৭:২০।
[৩২:১৬] ১শামু ২৪:৩; জবুর ৫০:৯; ৭৮:৭০।
[৩২:১৭] দ্বিঃবি ৩:১৮; ইউসা ৪:১২, ১৩।
[৩২:১৯] ইউসা ১২:১; ২২:৭।
[৩২:২২] ইউসা ২২:৪।
[৩২:২৩] পয়দা ৪:৭; ইশা ৩:৯।
[৩২:২৪] শুমারী ৩০:২।
[৩২:২৫] ইউসা ১:১৬, ১৮; ২২:২।
[৩২:২৬] ইউসা ১:১৪; ১২:২; ২২:৯; ২শামু ২:৯; ১খান্দান ৫:৯।
[৩২:২৮] ইউসা ১:১৩।
[৩২:৩২] ইউসা ১২:৬।
[৩২:৩৩] ১শামু ১৩:৭।
[৩২:৩৪] কাজী ১১:২৬।
[৩২:৩৫] কাজী ৮:১১।
[৩২:৩৭] ইহি ২৫:৯;
[৩২:৩৮] ইশা ১৫:২।
[৩২:৩৯] পয়দা ৫০:২৩।
[৩২:৩৯] দ্বিঃবি ২:৩৬।

মাবুদের সম্মুখে জর্ডান পার হও; ২২ তবে দেশ
মাবুদের বশীভূত হলে তোমরা ফিরে আসবে
এবং মাবুদ ও ইসরাইলের কাছে নির্দোষ হবে,
আর মাবুদের সম্মুখে এই দেশে তোমাদের
অধিকার হবে। ২৩ কিন্তু যদি সেরকম না কর,
তবে দেখ, তোমরা মাবুদের কাছে গুনাহ্‌ করলে
এবং নিশ্চয় জেনো, তোমাদের গুনাহ্‌
তোমাদেরকে ধরবে। ২৪ তোমরা নিজ নিজ পুত্র
কন্যাদের জন্য নগর ও ভেড়াগুলোর জন্য বাথান
নির্মাণ কর এবং নিজেদের প্রতিশ্রুতি অনুসারে
কাজ কর।
২৫ তখন গাদ-বংশের লোকেরা ও রূবেণ-বংশের
লোকেরা মূসাকে বললো, আমাদের মালিক যে
হুকুম করলেন, আপনার গোলাম আমরা তা-ই
করবো। ২৬ আমাদের পুত্র কন্যারা, আমাদের
স্ত্রীলোকেরা, আমাদের গবাদির পালগুলো ও
আমাদের সমস্ত পশুধন এই স্থানে গিলিয়দের
নগরগুলোতে থাকবে। ২৭ আর আমাদের
মালিকের নির্দেশ অনুসারে আপনার এই
গোলামেরা, সশস্ত্র প্রত্যেকজন যুদ্ধ করতে
মাবুদের সম্মুখে পার হয়ে যাবে।
২৮ তখন মূসা তাদের বিষয়ে ইমাম ইলিয়াসর,
নূনের পুত্র ইউসা ও বনি-ইসরাইলদের
বংশগুলোর পিতৃকুলপতিদেরকে হুকুম করলেন।
২৯ মূসা তাদেরকে বললেন, গাদ-বংশের
লোকেরা ও রূবেণ-বংশের লোকেরা, যুদ্ধের জন্য
সশস্ত্র প্রত্যেকজন যদি তোমাদের সঙ্গে মাবুদের
সম্মুখে জর্ডান পার হয়, তবে এই দেশ
তোমাদের অধিকারে আসার পর তোমরা অধিক-
ার হিসেবে তাদেরকে গিলিয়দ দেশ দেবে।
৩০ কিন্তু যদি তারা সশস্ত্র হয়ে তোমাদের সঙ্গে
পার না হয়, তবে তারা তোমাদের মধ্যে কেনান
দেশে অধিকার পাবে। ৩১ পরে গাদ-বংশের
লোকেরা ও রূবেণ-বংশের লোকেরা জবাবে
বললো, মাবুদ আপনার এই গোলামদেরকে যা
বলেছেন, তা-ই আমরা করবো। ৩২ আমরা
সশস্ত্র হয়ে মাবুদের সম্মুখে পার হয়ে কেনান
দেশে যাব; আর জর্ডানের পূর্ব পারে আমাদের
অধিকারে আমাদের স্বত্বাধিকার স্থায়ী হল।
৩৩ পরে মূসা তাদের, অর্থাৎ গাদ-বংশের
লোকেরা, রূবেণ-বংশের লোকেরা ও ইউসুফের
পুত্র মানশার অর্ধেক বংশকে আমোরীয়দের

৩২:১৬-১৭ আমরা এই স্থানে আমাদের ... প্রাচীরবেষ্টিত নগরে বাস করবে। মূসা রূবেণ ও গাদের বংশগুলোর সঙ্গে শলা পরামর্শ করে একটা বিষয়ে একমত হন। রূবেণ ও গাদের বংশ জর্ডনের পশ্চিম পাড়ে কেনানে গিয়ে যুদ্ধ করবে। অন্যান্য বংশের লোকেরা সেখানে ঠিকমত অধিকার করে বাস করা শুরু করার পরেই তারা জর্ডনের পূর্ব পাড়ে ফিরে এসে তাদের জন্য জায়গা অধিকার করে নেবে।

৩২:২৯ গাদ-বংশের লোকেরা ও রূবেণ-বংশের লোকেরা ... তাদেরকে গিলিয়দ দেশ দেবে। ৩২:১ আয়াতের নোট দেখুন।

৩২:৩৩ আমোরীয়দের বাদশাহ্‌ সীহোনের রাজ্য ও বাশনের বাদশাহ্‌ উজের রাজ্য। মানশার বিষয়ে দেখুন ২৭:১-১১ ও ২:১৮-২২৩ আয়াতের নোট দেখুন। বাদশাহ্‌ সিহোনের বিষয়ে আরো জানার জন্য ২১:২১ ও ২১:২৫ দেখুন। বাশনের বিষয়ের জন্য দেখুন ২১:৩৩।

৩২:৩৪-৩৭ গাদ-বংশের লোকেরা ... রূবেণ-বংশের লোকেরা। এই দুই বংশের লোকদের জন্য জায়গা ভাগ করে দেবার বিষয়ে আরো একটি বিবরণ আছে ইউসা ১৩:১৫-২৮ আয়াতে।

BACIB
International Bible
CHURCH

বাদশাহ্ সীহোনের রাজ্য ও বাশনের বাদশাহ্
উজের রাজ্য, সেই দেশ, পরিসীমাসুদ্ধ সেখানকার
সমস্ত নগর অর্থাৎ দেশের চারদিকের নগরগুলো
দিলেন। [৩৪] আর গাদ-বংশের লোকেরা দীবোন,
[৩৫] অটারোৎ, অরোয়ের এবং [৩৬] অট্‌রোৎ-শোফন,
যাসের, যগ্‌বিহ এবং বৈৎ-নিম্রা, বৈৎ-হারণ,
এসব প্রাচীরবেষ্টিত নগর ও মেষবাথান নির্মাণ
করলো। [৩৭] আর রূবেণ-বংশের লোকেরা
হিষ্‌বোন, ইলিয়ালী ও কিরিয়াথয়িম, [৩৮] এবং
নবো ও বাল্‌-মিয়োন এবং সিব্‌মা, এই সব নগর
নির্মাণ করে তাদের নির্মিত নগরগুলোর নাম নতুন
করে রাখল। [৩৯] আর মানশার পুত্র মাখীরের
সন্তানরা গিলিয়দে গিয়ে তা হস্তগত করে সেই
স্থানে বসবাসকারী ইমোরীয়দেরকে অধিকারচ্যুত
করলো। [৪০] আর মূসা মানশার পুত্র মাখীরকে
গিলিয়দ দিলেন এবং সে সেখানে বাস করলো।
[৪১] আর মানশার সন্তান যায়ীর গিয়ে সেখানকার
গ্রামগুলো অধিকার করলো এবং তাদের নাম
হব্বোৎ-যায়ীর [যায়ীরের গ্রামগুলো] রাখল।
[৪২] আর নোবহ গিয়ে কনাৎ ও তার গ্রামগুলো
অধিকার করলো এবং তার নাম অনুসারে নাম
রাখল নোবহ।

ইসরাইলদের যাত্রার ধাপগুলোর নাম

৩৩ [১] বনি-ইসরাইল মূসা ও হারুনের
অধীনে নিজ নিজ সৈন্যশ্রেণী
অনুসারে মিসর দেশ থেকে বের হয়ে আসবার
পর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থেমে থেমে চলছিল। [২] মূসা
মাবুদের হুকুমে তাদের যাত্রা অনুসারে সেই
যাত্রার ধাপগুলোর বিবরণ লিখলেন। তাদের যাত্রা
অনুসারে ধাপগুলোর বিবরণ হচ্ছে: [৩] প্রথম
মাসে, প্রথম মাসের পঞ্চদশ দিনে তারা রামিষেষ
থেকে প্রস্থান করলো; ঈদুল ফেসাখের পরদিন
বনি-ইসরাইল মিসরীয় সব লোকের সাক্ষাতে
বীরবিক্রমে বের হল। [৪] সেই সময়ে মিসরীয়েরা,
তাদের মধ্যে যাদেরকে মাবুদ আঘাত
করেছিলেন, তাদের সমস্ত প্রথমজাতকে দাফন
করছিল; আর মাবুদ তাদের দেবতাদেরকেও দণ্ড
দিয়েছিলেন।
[৫] রামিষেষ থেকে যাত্রা করে বনি-ইসরাইল সুক্কো
তে শিবির স্থাপন করলো। [৬] সুক্কোৎ থেকে যাত্রা
করে মরুভূমির সীমাস্থিত এথমে শিবির স্থাপন
করলো। [৭] এথম থেকে যাত্রা করে বাল-
সফোনের সম্মুখস্থ পী-হহীরোতে ফিরে
মিগ্‌দোলের সম্মুখে শিবির স্থাপন করলো।
[৮] হহীরোতের সম্মুখ থেকে যাত্রা করে সমুদ্রের
মধ্য দিয়ে মরুভূমিতে প্রবেশ করলো এবং এথম
মরুভূমিতে তিন দিনের পথ গিয়ে মারাতে শিবির
স্থাপন করলো। [৯] মারা থেকে যাত্রা করে এলীমে
উপস্থিত হল; এলীমে পানির বারোটি ফোয়ারা ও
সত্তরটি খেজুর গাছ ছিল; তারা সেই স্থানে
শিবির স্থাপন করলো। [১০] এলীম থেকে যাত্রা
করে লোহিত সাগরের পাশে শিবির স্থাপন
করলো। [১১] লোহিত সাগর থেকে যাত্রা করে সীন
মরুভূমিতে শিবির স্থাপন করলো। [১২] সীন
মরুভূমি থেকে যাত্রা করে দপ্‌কাতে শিবির
স্থাপন করলো। [১৩] দপ্‌কা থেকে যাত্রা করে
আলূশে শিবির স্থাপন করলো। [১৪] আলূশ থেকে
যাত্রা করে রফীদীমে শিবির স্থাপন করলো; সেই
স্থানে লোকদের পান করার জন্য কোন পানি
ছিল না। [১৫] তারা রফীদীম থেকে যাত্রা করে
সিনাই মরুভূমিতে শিবির স্থাপন করলো।
[১৬] সিনাই মরুভূমি থেকে যাত্রা করে কিব্রোৎ-
হত্তাবাতে শিবির স্থাপন করলো। [১৭] কিব্রোৎ-
হত্তাবা থেকে যাত্রা করে হৎসেরোতে শিবির
স্থাপন করলো। [১৮] হৎসেরোৎ থেকে যাত্রা করে
রিৎমাতে শিবির স্থাপন করলো। [১৯] রিৎমা থেকে
যাত্রা করে রিম্মোণ পেরসে শিবির স্থাপন
করলো। [২০] রিম্মোণ-পেরস থেকে যাত্রা করে

[৩২:৪০] পয়দা ৫০:২৩।
[৩২:৪১] দ্বিঃবি ৩:১৪।
[৩২:৪২] ইশা ২২:১৬; ৫৬:৫।
[৩৩:১] হিজ ১৭:১; ৪০:৩৬।
[৩৩:২] হিজ ১৭:১৪।
[৩৩:৩] ইউসা ৫:১০।
[৩৩:৪] ২খান্দান ২৪:২৪।
[৩৩:৫] হিজ ১২:৩৭।
[৩৩:৬] হিজ ১৩:২০।
[৩৩:৭] হিজ ১৪:৯।
[৩৩:৮] হিজ ১৪:২।
[৩৩:৯] হিজ ১৫:২৭।
[৩৩:১০] হিজ ১৬:১।
[৩৩:১১] হিজ ১৬:১।
[৩৩:১৪] হিজ ১৫:২২; ১৭:২।
[৩৩:১৫] হিজ ১৭:১।
[৩৩:১৬] শুমারী ১১:৩৪।
[৩৩:২০] ইউসা ১০:২৯; ১২:১৫; ১৫:৪২।

৩২:৩৯-৪২ মাখীরের সন্তানরা ... নোবহ। মাখীর ছিল মানাশার এক ছেলে (ইউসা ১৩:৩০-৩১)। তারা গিলিয়দ অধিকার করার পরে এই বংশ জর্ডনের পশ্চিম পাড়েও জায়গা লাভ করে (ইউসা ১৭:১-৩)। ২১:২১ আয়াতের নোট দেখুন। যায়ীর হয়তো বাশন অঞ্চলে ছিল (ইউসা ১৩:৩০-৩১। নোবহকে সাধারণত কাজী ৮:১১ এর নোবহ মনে করা হয়ে থাকে।

৩৩:২ তাদের যাত্রা অনুসারে ধাপগুলোর বিবরণ হচ্ছে। মিসর থেকে আরম্ভ করে মোয়াবের নিম্ন অঞ্চল পর্যন্ত ইসরাইল জাতির আসা পর্যন্ত চল্লিশ বৎসরের যাত্রার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জানার জন্য ৩৩:১-৪৮ আয়াত দেখুন।

৩৩:৩-৪ প্রথম মাসে, ... তারা রামিষেষ থেকে। রামিষেষ শহরটি সম্ভবত। নীল নদীর উত্তর-পূর্ব এলাকায় গোশনে অবস্থিত ছিল। ৯:১ আয়াতের নোট দেখুন। আরো দেখুন হিজরত ১২:১-৩।

৩৩:৫-১৫ সুক্কোৎ ... সিনাই মরুভূমিতে। সুক্কোৎ হয়তো পিথোমের কাছে ছিল এবং পীহ-হিরোৎ হয়তো বাল-সফোনে কাছে ছিল। বাল-সফোনে ছিল উত্তর সিনাই এলাকায় কোন একটা হ্রদের কাছের একটা প্রাচীন মন্দির। হিব্রু ভাষায় “মিগদোল” অর্থ “উচুঁঘর” এবং তা দ্বারা হয়তো উত্তর সিনাই এলাকার নির্মিত বাল-সফোন নামের দুর্গকে বুঝানো হয়ে থাকতে পারে। এখানে লোহিত সাগর বলতে সূয়েজ উপসাগর নামক লোহিত সাগরের উত্তর-পশ্চিম শাখাকে বুঝানো হয়েছে। ইথম মরু-এলাকাটা কোথায় ছিল তা জানা যায় নি। “এলীম” অর্থ বড় বড় গাছ এবং প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে তা ছিল ‘ঘরান্দেল’ নামে পরিচিত স্রোতের কাছে। সিনাই মরুভূমি সূয়েজ উপসাগর ও আকাবা উপসাগরের মাঝখানে যে সিনাই উপদ্বীপ তার উপর দিয়ে চলে যায়। লোহিত সাগর থেকে সিনাই পর্বত পর্যন্ত রফীদীম ছিল ইসরাইলদের শেষ থামবার জায়গা (দেখুন ১৭:১-৭)। আরো দেখুন ১৩:১৭–১৯:১ আয়াত।

৩৩:১৬-৩৭ সিনাই মরুভূমি ... ইদোম দেশের। তাদের যাত্রা পথের একটা পূর্ণ বিবরণের জন্য ১০:১১-২১:১ আয়াত দেখুন। সীন মরু-এলাকার বিষয়ের জন্য আরো দেখুন ১৩:১৭-২২ আয়াত। আরো দেখুন ১৩:২৬ ও ২০:১৪ আয়াতের নোট দেখুন। হোর পাহাড় কোথায় ছিল তা জানা যায় নি।

BACIB
International Bible
CHURCH

লিব্‌নাতে শিবির স্থাপন করলো। ২১ লিব্‌না থেকে
যাত্রা করে রিস্‌সাতে শিবির স্থাপন করলো।
২২ রিস্‌সা থেকে যাত্রা করে কহেলাথায় শিবির
স্থাপন করলো। ২৩ কহেলাথা থেকে যাত্রা করে
শেফর পর্বতে শিবির স্থাপন করলো। ২৪ শেফর
পর্বত থেকে যাত্রা করে হরাদাতে শিবির স্থাপন
করলো। ২৫ হরাদা থেকে যাত্রা করে মখেলোতে
শিবির স্থাপন করলো। ২৬ মখেলোৎ থেকে যাত্রা
করে তহতে শিবির স্থাপন করলো। ২৭ তহৎ
থেকে যাত্রা করে তেরহে শিবির স্থাপন করলো।
২৮ তেরহ থেকে যাত্রা করে মিৎকাতে শিবির
স্থাপন করলো। ২৯ মিৎকা থেকে যাত্রা করে
হশ্‌মোনাতে শিবির স্থাপন করলো। ৩০ হশ্‌মোনা
থেকে যাত্রা করে মোষেরোতে শিবির স্থাপন
করলো। ৩১ মোষেরোৎ থেকে যাত্রা করে
বনেয়াকনে শিবির স্থাপন করলো। ৩২ বনেয়াকন
থেকে যাত্রা করে হোর্‌-হগিদ্‌-গদে শিবির স্থাপন
করলো। ৩৩ হোর্‌ হগিদ্‌গদ থেকে যাত্রা করে
যট্‌বাথাতে শিবির স্থাপন করলো। ৩৪ যট্‌বাথা
থেকে যাত্রা করে অব্রোণাতে শিবির স্থাপন
করলো। ৩৫ অব্রোণা থেকে যাত্রা করে ইৎসিয়োন
-গেবরে শিবির স্থাপন করলো। ৩৬ ইৎসিয়োন-
গেবর থেকে যাত্রা করে সিন মরুভূমিতে অর্থাৎ
কাদেশে শিবির স্থাপন করলো। ৩৭ কাদেশ থেকে
যাত্রা করে ইদোম দেশের প্রান্তস্থিত হোর পর্বতে
শিবির স্থাপন করলো।
৩৮ আর ইমাম হারুন মাবুদের হুকুম অনুসারে
হোর পর্বতে উঠলেন এবং মিসর থেকে বনি-
ইসরাইলদের বের হবার চল্লিশ বছরের পঞ্চম
মাসের প্রথম দিনে সেই স্থানে ইন্তেকাল
করলেন। ৩৯ হোর পর্বতে হারুনের ইন্তেকালের
সময়ে তাঁর এক শত তেইশ বছর বয়স হয়েছিল।
৪০ আর কেনান দেশের দক্ষিণ অঞ্চল নিবাসী
কেনানীয় অরাদের বাদশাহ্‌ বনি-ইসরাইলদের
আগমন সংবাদ শুনলেন।
৪১ পরে তারা হোর পর্বত থেকে যাত্রা করে
সল্‌মোনাতে শিবির স্থাপন করলো। ৪২ সল্‌মোনা
থেকে যাত্রা করে পূনোনে শিবির স্থাপন করলো।
৪৩ পূনোন থেকে যাত্রা করে ওবোতে শিবির
স্থাপন করলো। ৪৪ ওবোৎ থেকে যাত্রা করে
মোয়াবের প্রান্তস্থিত ইয়ী-অবারীমে শিবির স্থাপন
করলো। ৪৫ ইয়ীম থেকে যাত্রা করে দীবোন-
গাদে শিবির স্থাপন করলো। ৪৬ দীবোন-গাদ
থেকে যাত্রা করে অল্‌মোন-দিব্লাথয়িমে শিবির
স্থাপন করলো। ৪৭ অল্‌মোন-দিব্লাথয়িম থেকে
যাত্রা করে নবোর সম্মুখস্থিত পর্বতময় অবারীম
অঞ্চলে শিবির স্থাপন করলো। ৪৮ পর্বতময়
অবারীম অঞ্চল থেকে যাত্রা করে জেরিকোর
নিকটবর্তী জর্ডানের কাছে মোয়াবের উপত্যকাতে
শিবির স্থাপন করলো; ৪৯ সেখানে জর্ডানের
কাছে বৈৎ-যিশীমোৎ থেকে আবেল-শিটীম পর্যন্ত
মোয়াবের উপত্যকাতে শিবির স্থাপন করে
রইলো।

কেনান দেশ জয়ের নির্দেশনা

৫০ তখন জেরিকোর নিকটবর্তী জর্ডান নদীর
পাশে মোয়াবের উপত্যকাতে মাবুদ মূসাকে
বললেন, ৫১ তুমি বনি-ইসরাইলকে বল, তোমরা
যখন জর্ডান পার হয়ে কেনান দেশে উপস্থিত
হবে, ৫২ তখন তোমাদের সম্মুখ থেকে সেই দেশ
-নিবাসী সকলকে অধিকারচ্যুত করে তাদের
সমস্ত মূর্তি ভেঙে ফেলবে, সমস্ত ছাঁচে ঢালা মূর্তি
বিনষ্ট ও সমস্ত উচ্চস্থলী উচ্ছিন্ন করবে।
৫৩ তোমরা সেই দেশ অধিকার করে তার মধ্যে
বাস করবে; কেননা আমি অধিকার হিসেবে সেই
দেশ তোমাদেরকে দিয়েছি। ৫৪ আর তোমরা
গুলিবাঁট দ্বারা নিজ নিজ গোষ্ঠী অনুসারে দেশের
অধিকার ভাগ করে নেবে; বেশি লোককে বেশি
অংশ ও অল্প লোককে অল্প অংশ দেবে; যার
অংশ যে স্থানে পড়ে তার অংশ সেই স্থানে হবে;
তোমরা নিজ নিজ পিতৃবংশানুসারে অধিকার
পাবে। ৫৫ কিন্তু যদি তোমরা নিজেদের সামনে
থেকে সেই দেশবাসীদেরকে অধিকারচ্যুত না
কর, তবে যাদেরকে অবশিষ্ট রাখবে তারা
তোমাদের চোখের কাঁটা ও তোমাদের পাঁজরের
হুল-স্বরূপ হবে এবং তোমাদের সেই বাসভূমিতে
তোমাদেরকে কষ্ট দেবে। ৫৬ আর আমি তাদের
প্রতি যা করতে মনস্থ করেছিলাম, তা তোমাদের
প্রতি করবো।

[৩৩:৩০] দ্বি:বি ১০:৬।
[৩৩:৩১] দ্বি:বি ১০:৬।
[৩৩:৩৩] দ্বি:বি ১০:৭।
[৩৩:৩৫] দ্বি:বি ২:৮।
[৩৩:৩৭] পয়দা ৩৬:১৬; শুমারী ২০:১৬।
[৩৩:৩৮] হিজ ১৬:৩৫।
[৩৩:৪০] পয়দা ১০:১৮।
[৩৩:৪৩] শুমারী ২১:১০।
[৩৩:৪৪] শুমারী ২১:১১।
[৩৩:৪৭] শুমারী ২৭:১২।
[৩৩:৪৭] শুমারী ৩২:৩।
[৩৩:৪৮] পয়দা ১৩:১০; শুমারী ২২:১; ইউসা ১২:৯।
[৩৩:৪৯] ইউসা ১২:৩; ১৩:২০; ইহি ২৫:৯।
[৩৩:৫১] শুমারী ৩৪:২; ইউসা ৩:১৭।
[৩৩:৫২] হিজ ৩৪:১৩; লেবীয় ২৬:১।
[৩৩:৫৩] দ্বি:বি ১১:৩১।
[৩৩:৫৪] লেবীয় ১৬:৮।
[৩৩:৫৫] জবুর ১০৬:৩৬; ২করি ১২:৭।
[৩৪:২] পয়দা ১৭:৮ ইউসা ২৩:৪।
[৩৪:৩] ইউসা ১৫:১-৩।
[৩৪:৪] ইউসা ১৫:৩; কাজী

৩৩:৩৮ পঞ্চম মাসের। ইবরানী ক্যালেন্ডারের পঞ্চম মাস আব। এই মাস ছিল জুলাইয়ের মাঝামাঝি থেকে আগস্টের মাঝামাঝি পর্যন্ত। "ইহুদীদের ক্যালেন্ডার ও উৎসব" নামের চার্টটি দেখুন।

৩৩:৪০ কেনান দেশের দক্ষিণ অঞ্চল নিবাসী। ১৩:১৭-২২ আয়াতের নোট দেখুন। আরো দেখুন ২১:১ আয়াত।

৩৩:৪১-৪৯ হোর পর্বত থেকে যাত্রা করে... আবেল-শিটীম পর্যন্ত মোয়াবের উপত্যকাতে। ২১:২৯, ২৭:১২-১৪, ২২:১ ও ২৫:১ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৩:৫১ কেনান দেশে। ১১:১২ ও ১৩:২৮-২৯ আয়াতের নোট এবং "প্যালেস্টাইন" নামের ছোট্ট রচনাটি দেখুন। হিজরত ২৩:২৩-৩৩; দ্বিতীয় বিবরণ ৭:১-৬, ১২:২-৪ ও দেখুন। আরো দেখুন "কেনানীয়দের দেব-দেবী"।

৩৪:৩-১২ সিন মরুভূমি ... চর্তুদিকের সীমা অনুসারে এটা তোমাদের দেশ হবে। এই আয়াতগুলোতে যেভাবে ইসরাইল জাতির দেশের সীমানা দেয়া হয়েছে আসলে ইতিহাসে কোনদিনও তাদের সেই সীমানা ছিল না। তাছাড়া এখানে কেনান দেশকেও জর্ডান নদীর পশ্চিম দিকেই সীমাবদ্ধ ভাবে দেখানো হয়েছে, এবং তার মধ্যে রূবেণ, গাদ ও মানাশার অর্ধ বংশকে (শুমারী ৩২ দেখুন) দেখানো হয় নি। দক্ষিণ সীমানা মরু-সাগরের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে সীন মরুভূমি (১৩:১৭-২২ দেখুন), হয়ে অক্রব্বীম পাহাড়ের পথ (কোথায় ছিল, তা জানা

কেনান দেশের সীমা নির্ধারণ ও বিভাগ

৩৪ ১ মাবুদ মূসাকে বললেন, ২ তুমি বনি-
ইসরাইলকে হুকুম কর, তাদেরকে
বল, তোমরা কেনান দেশে প্রবেশ করতে উদ্যত
আছ; তোমরা অধিকার হিসেবে যে দেশ পাবে,
চারদিকের সীমানা অনুসারে সেই কেনান দেশটি
এমন: ৩ ইদোমের নিকটস্থিত সীন মরুভূমি থেকে
তোমাদের দক্ষিণ অঞ্চল হবে ও পূর্ব দিকে লবণ
সমুদ্রের প্রান্ত থেকে তোমাদের দক্ষিণ সীমা হবে।
৪ আর তোমাদের সীমা অক্রব্বীম আরোহণ-
পথের দক্ষিণ দিকে ফিরে সিন পর্যন্ত যাবে ও
সেখান থেকে কাদেশ-বর্ণেয়ের দক্ষিণ দিকে যাবে
এবং হৎসর-অদ্দরে এসে অস্‌মোন পর্যন্ত যাবে।
৫ পরে ঐ সীমা অস্‌মোন থেকে মিসরের নদী
পর্যন্ত বেড়িয়ে আসবে এবং সমুদ্র পর্যন্ত এই
সীমার শেষ হবে।
৬ পশ্চিম সীমার জন্য মহাসমুদ্র তোমাদের
পক্ষে রইলো, এ-ই তোমাদের পশ্চিম সীমা হবে।
৭ আর তোমাদের উত্তর সীমা এরকম; তোমরা
মহাসমুদ্র থেকে তোমাদের জন্য হোর পর্বত লক্ষ্য
করবে। ৮ হোর পর্বত থেকে হমাতের প্রবেশস্থান
লক্ষ্য করবে। সেখান থেকে সেই সীমা সদাদ
পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। ৯ আর সেই সীমা সিফ্রোণ
পর্যন্ত যাবে ও হৎসর-ঐনন পর্যন্ত বিস্তৃত হবে;
এ-ই তোমাদের উত্তর সীমা হবে।
১০ পূর্ব সীমার জন্য তোমরা হৎসর-ঐনন
থেকে শফাম লক্ষ্য করবে। ১১ পরে সেই সীমা
শফাম থেকে ঐনের পূর্ব দিক হয়ে রিব্লা পর্যন্ত
নেমে যাবে; সে সীমা নেমে পূর্ব দিকে কিন্নেরৎ
হ্রদের তট পর্যন্ত যাবে। ১২ পরে সে সীমা জর্ডান
দিয়ে যাবে এবং লবণ-সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত হবে;
চারদিকের সীমা অনুসারে এটা তোমাদের দেশ
হবে।
১৩ আর মূসা বনি-ইসরাইলকে এই হুকুম
করলেন, যে দেশ তোমরা গুলিবাঁট দ্বারা অধিকার
করবে, মাবুদ সাড়ে নয় বংশকে যে দেশ দিতে
হুকুম করেছেন, এটা সেই দেশ। ১৪ কেননা নিজ
নিজ পিতৃকুল অনুসারে রূবেণ-বংশের লোকদের
বংশ, নিজ নিজ পিতৃকুল অনুসারে গাদ-বংশের
লোকদের বংশ তার অধিকার পেয়েছে ও
মানশার অর্ধেক বংশও পেয়েছে। ১৫ জেরিকোর
নিকটস্থ জর্ডানের পূর্বপারে সূর্যোদয়ের দিকে
সেই আড়াই বংশ নিজ নিজ অধিকার লাভ
করেছে।

বার বংশের নেতা নিয়োগ

১৬ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, ১৭ যারা
তোমাদের অধিকারের জন্য দেশ ভাগ করে
দেবে তাদের নাম হচ্ছে: ইমাম ইলিয়াসর ও
নূনের পুত্র ইউসা। ১৮ আর তোমরা প্রত্যেক বংশ
থেকে একেক জন নেতাকে দেশ ভাগ করার
জন্য গ্রহণ করবে। ১৯ সেই ব্যক্তিদের নাম এই:
শিমিয়োন-বংশের যিফুন্নির পুত্র কালুত।
২০ শিমিয়োন-বংশের অম্মীহূদের পুত্র শামুয়েল।
২১ বিন্‌ইয়ামীন-বংশের কিশ্‌লোনের পুত্র
ইলীদদ। ২২ দান-বংশের নেতা যগ্‌লির পুত্র বুক্কি
। ২৩ ইউসুফের পুত্রদের মধ্যে মানশা-বংশের
নেতা এফোদের পুত্র হন্নীয়েল। ২৪ আফরাহীম-
বংশের নেতা শিপ্তনের পুত্র কমূয়েল। ২৫ সবূলূন-
বংশের নেতা পর্ণকের পুত্র ইলীষাফণ।
২৬ ইষাখর-বংশের নেতা অস্‌-সনের পুত্র
পল্‌টিয়েল। ২৭ আশের-বংশের নেতা শলোমির
পুত্র অহীহূদ। ২৮ নপ্তালি-বংশের নেতা
অম্মীহূদের পুত্র পদহেল। ২৯ কেনান দেশে বনি-
ইসরাইলদের জন্য অধিকার ভাগ করে দিতে
মাবুদ এসব লোককে হুকুম করলেন।

লেবীয়দের নগর

৩৫ ১ পরে মাবুদ মোয়াবের উপত্যকাতে
জেরিকোর নিকটস্থ জর্ডানের কাছে
মূসাকে বললেন, ২ তুমি বনি-ইসরাইলকে হুকুম
কর, যেন তারা নিজ নিজ অধিকৃত অংশ থেকে

১:৩৬।
[৩৪:৬] ইউসা ১:৪।
[৩৪:৭] ইহি ৪৭:১৫-১৭।
[৩৪:৮] ইউসা ১৩:৫।
[৩৪:১০] ইউসা ১৫:৫।
[৩৪:১১] ইউসা ১৫:৩২।
[৩৪:১১] হিউসা ১১:২; ১৩:২৭।
[৩৪:১৩] মীখা ২:৫।
[৩৪:১৪] ইউসা ১৪:৩;
[৩৪:১৭] শুমারী ১১:২৮; দ্বি:বি ১:৩৮।
[৩৪:১৮] ইউসা ১৪:১।
[৩৪:১৯] পয়দা ২৯:৩৫।
[৩৪:২০] পয়দা ২৯:৩৩।
[৩৪:২১] পয়দা ৪৯:২৭।
[৩৪:২৩] শুমারী ১:৩৪।
[৩৪:২৪] শুমারী ১:৩২।
[৩৪:২৫] পয়দা ৩০:২০।
[৩৪:২৭] শুমারী ১:৪০।
[৩৫:১] শুমারী ২২:১।
[৩৫:২] লেবীয় ২৫:৩২-৩৪।

যায় নি) পার হয়ে কাদেশে-বর্নেয়োর (১৩:২৬ আয়াতের নোট দেখুন) দক্ষিণ দিকে চলে গেছে। তার পরে তা উত্তর-পশ্চিম দিকের মিসরের পাহাড়িয়া সরু পথ, সম্ভবত যা হচ্ছে বর্তমান ওয়াদি এল-আরিশ (কাদেশ-বর্নেয়ো) হয়ে ভূমধ্য সাগরই হচ্ছে তার পশ্চিম সীমানা। উত্তর সীমানার আরম্ভ হয়েছে হোর পর্বত সোজা ভূমধ্য সাগরের পাড়ে (এ সেই হোর পর্বত নয় যেখানে হারুন মারা যান; ২০:২২ দেখুন) এবং তা পূর্ব দিকে লেবো-হমাৎ পযন্ত চলে গেছে (১৩:১৭-২২ আয়াতের নোট দেখুন)। সদাদ এর সঠিক অবস্থান কোথায় ছিল তা জানা যায় নি। তবে মনে হয় দমেস্কের উত্তর-পূর্ব দিকে ছিল। পূর্ব দিকের সীমান হৎসোর-ঐনান (কোথায় ছিল তা জানা যায় নি) থেকে গালীল সাগরের দিকে চলে যায়। সেখান থেকে তা জর্ডান নদী হয়ে মরু সাগর পর্যন্ত চলে যায়।

৩৪:১৭-১৮ ইমাম ইলিয়াসর ও নূনের পুত্র ইউসা ... একেক জন নেতাকে দেশ ভাগ করার জন্য গ্রহণ করবে। ইলিয়াসর ছিল হারুনের ছেলে (২০:২৬ দেখুন)। ইউসার জন্য ১১:২৮ আয়াতের নোট দেখুন। কালেব ছাড়া ৩৪:১৯-২৮ আয়াতে যেসব নেতাদের নাম দেয়া হয়েছে তারা নতুন প্রজন্মের নেতা যে প্রজন্মের লোকেরা কেনান দেশে প্রবেশ করবে। ইলিয়াসর ও ইউসা এই নতুন প্রজন্মের লোকদের নেতৃত্ব দান করবেন (দেখুন ১৪:২০-২৪, ২৬-৩৫, ২৭:১২-২৩)। মানাশা ছাড়া বংশগুলোর নামের তালিকা করা হয়েছে দক্ষিণ অঞ্চল থেকে আরম্ভ করে উত্তর অঞ্চলের দিকে। মানাশার নাম রাখা হয়েছে ইফ্রয়িমের আগে, কারণ মানাশা ছিল ইউসুফের দু'ছেলের মধ্যে বড় (পয়দা ৪১:৫০-৫২)।

৩৫:১ মোয়াবের উপত্যকাতে। ২১:২৯ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৫:২-৩ লেবীয়দের ... কতকগুলো নগর ... চারদিকের চারণ-ভূমি। ১:৪-১৫ ও ১:৪৭ আয়াতের নোট দেখুন। আরো দেখুন ইউসা ২১:১-৪২ আয়াত।

৩৫:৬ আশ্রয়-নগর। এই নগরগুলো ছিল যদি কোন মানুষ অনিচ্ছাবশতঃ অন্য মানুষকে হত্যা করে ফেলত সেই রকম লোকদের আশ্রয়ের জন্য। ইসরাইল জাতির ইতিহাসে ঐ সময়ে কোন লোককে হত্যা করা হলে তার নিকটতম আত্মীয়ের ঐ হত্যার প্রতিশোধ নেবার অধিকার ছিল (৩৫:১৬-১৯)। ঐ

বাস করার জন্য কতকগুলো নগর লেবীয়দেরকে
দেয়। তোমরা সেসব নগরের সঙ্গে চারদিকের
চারণ-ভূমিও লেবীয়দেরকে দেবে। ৩ সেসব নগর
তাদের নিবাসের জন্য হবে ও নগরগুলোর চারণ-
ভূমি তাদের সমস্ত পশু, সম্পত্তি ও প্রাণীগুলোর
জন্য হবে। ৪ আর তোমরা নগরগুলোর যেসব
চারণ-ভূমি লেবীয়দেরকে দেবে, তার পরিমাণ
নগর প্রাচীরের বাইরে চারদিকে এক হাজার হাত
হবে। ৫ আর তোমরা নগরের বাইরে তার পূর্ব
সীমা দুই হাজার হাত, দক্ষিণ সীমা দুই হাজার
হাত, পশ্চিম সীমা দুই হাজার হাত ও উত্তর সীমা
দুই হাজার হাত পরিমাণ করবে; মধ্য স্থলে
থাকবে নগরটি। তাদের জন্য তা নগরের চারণ
-ভূমি হবে।
৬ নরহন্তাদের পলায়নের জন্য যে ছয়টি আশ্রয়
-নগর তোমরা দেবে, সেসব এবং তা ছাড়া
আরও বেয়াল্লিশটি নগর তোমরা লেবীয়দেরকে
দেবে। ৭ মোট আটচল্লিশটি নগর ও সেগুলোর
চারণ-ভূমি লেবীয়দেরকে দেবে। ৮ আর বনি-
ইসরাইলদের অধিকার থেকে সেসব নগর দেবার
সময়ে তোমরা বেশি থেকে বেশি ও অল্প থেকে
অল্প নেবে; প্রত্যেক বংশ যে অধিকার পেয়েছে
সেই অনুসারে কতকগুলো নগর লেবীয়দেরকে
দেবে।

আশ্রয়-নগর নির্ধারণ

৯ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, ১০ তুমি বনি-
ইসরাইলকে বল, যখন তোমরা জর্ডান পার হয়ে
কেনান দেশে উপস্থিত হবে, ১১ তখন তোমাদের
আশ্রয়-নগরের জন্য কতকগুলো নগর নির্ধারণ
করবে; যে জন ভুলবশত কারো প্রাণ নষ্ট করে,
এমন নর-হন্তা যেন সেখানে পালিয়ে যেতে
পারে। ১২ ফলত সেসব নগর প্রতিশোধদাতার
হাত থেকে তোমাদের আশ্রয়স্থান হবে; যেন
নরহন্তা বিচারের জন্য মণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত
হবার আগে মারা না পড়ে।
১৩ তোমরা যেসব নগর দেবে, তার মধ্যে ছয়টি
আশ্রয় নগর হবে। ১৪ তোমরা জর্ডানের পূর্ব পারে
তিনটি নগর ও কেনান দেশে তিনটি নগর দেবে;
সেগুলো আশ্রয় নগর হবে। ১৫ বনি-ইসরাইলদের
জন্য এবং তাদের মধ্যে প্রবাসী ও বিদেশীদের
জন্য এই ছয়টি নগর আশ্রয়স্থান হবে; যেন কেউ
ভুলবশত মানুষকে খুন করলে সেই স্থানে
লুকাতে পারে।

খুনের ও রক্তের প্রতিশোধদাতার বিষয়ে

১৬ এছাড়া, যদি কেউ লোহার অস্ত্র দ্বারা
কাউকেও এমন আঘাত করে যে তাতে সে মারা
যায়, তবে সেই ব্যক্তি নরহন্তা; সেই নরহন্তার
প্রাণদণ্ড অবশ্য হবে। ১৭ আর যা দ্বারা মারা
যেতে পারে, এমন পাথর হাতে নিয়ে যদি সে
কাউকেও আঘাত করে ও তাতে সে মারা যায়,
তবে সে নরহন্তা; সেই নরহন্তার প্রাণদণ্ড অবশ্য
হবে। ১৮ কিংবা যা দ্বারা মারা যেতে পারে, এমন
কোন কাঠের তৈরি বস্তু হাতে নিয়ে যদি সে
কাউকেও আঘাত করে, আর তাতে সে মারা
যায়, তবে সে নরহন্তা; সেই নরহন্তার প্রাণদণ্ড
অবশ্য হবে। ১৯ রক্তের প্রতিশোধদাতা নিজে
নরহন্তাকে হত্যা করবে; তার দেখা পেলেই
তাকে হত্যা করবে। ২০ আর যদি হিংসা করে
কেউ কাউকেও আঘাত করে, কিংবা লক্ষ্য করে
তার উপরে অস্ত্র নিক্ষেপ করে ও তাতে সে মারা
যায়; ২১ কিংবা শত্রুতা করে যদি কেউ কাউকেও
নিজের হাতে আঘাত করে ও তাতে সে মারা
যায়; তবে যে তাকে আঘাত করেছে, তার
প্রাণদণ্ড অবশ্য হবে; সে নরহন্তা; রক্তের
প্রতিশোধদাতা তার দেখা পেলেই সেই
নরহন্তাকে হত্যা করবে।
২২ কিন্তু যদি শত্রুতা ছাড়া হঠাৎ কেউ কাউকেও
আঘাত করে, কিংবা লক্ষ্য না করে তার শরীরে
অস্ত্র নিক্ষেপ করে, ২৩ কিংবা যা দ্বারা মরতে
পারে, এমন পাথর যদি কারো উপরে যদি না
দেখে ফেলে, আর তাতেই যদি তার মৃত্যু হয়,
অথচ সে তার দুশমন বা অনিষ্টচেষ্টাকারী ছিল
না; ২৪ তবে মণ্ডলী সেই নরহন্তার এবং রক্তের
প্রতিশোধ নেবার অধিকারী সম্বন্ধে এসব
অনুশাসন অনুযায়ী বিচার করবে। ২৫ আর মণ্ডলী
রক্তের প্রতিশোধদাতার হাত থেকে সেই
নরহন্তাকে উদ্ধার করবে এবং সে যেখানে
পালিয়েছিল, তার সেই আশ্রয়-নগরে মণ্ডলী
তাকে পুনর্বার পৌঁছে দেবে। আর যে পর্যন্ত
পবিত্র তেলে অভিষিক্ত মহা-ইমামের মৃত্যু না
হয়, ততদিন সে সেই নগরে থাকবে। ২৬ কিন্তু
সেই নরহন্তা যে আশ্রয়-নগরে পালিয়েছে, কোন

[৩৫:৩] দ্বি:বি ১৮:৬।
[৩৫:৫] লেবীয় ২৫:৩৪।
[৩৫:৬] ইউসা ২১:১৩।
[৩৫:৮] শুমারী ২৬:৫৪; ৩৩:৫৪।
[৩৫:১০] শুমারী ৩৩:৫১; দ্বি:বি ৯:১; ইউসা ১:২, ১১।
[৩৫:১১] হিজ ২১:১৩।
[৩৫:১২] দ্বি:বি ১৯:৬; ইউসা ২০:৩; ২শামু ১৪:১১।
[৩৫:১৬] হিজ ২১:১২।
[৩৫:২০] হিজ ২১:১৪।
[৩৫:২১] হিজ ২১:১৪।
[৩৫:২২] হিজ ২১:১৩।
[৩৫:২৫] হিজ ২৮:৪১।

আশ্রয়-নগরে আশ্রয় নেয়া কোন হত্যাকারী আসামী যদি সত্যিই দোষী বলে প্রমানিত হতো তাহলে তাকে সেখান থেকে বের করে নিয়ে মৃত্যু দণ্ড দেয়া হতো। আর যদি সে নির্দোষ প্রমানিত হতো তাহলে তাকে সেই আশ্রয়-নগরে আশ্রয় দিয়ে রাখা হতো যাতে মারা যাওয়া ব্যক্তির আত্মীয়রা তাকে মেরে না ফেলতে পারে (৩৫:২৪৫)। এই বিষয়ে আরো জানার জন্য "আশ্রয়-নগর" নামের ছোট্ট রচনাটি দেখুন। ৩৫:১৫ এ "কোন লোক" বলতে যারা ইসরাইলীয় নয় এবং যারা ইসরাইলদের দেশের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করতো তাদের বুঝানো হয়েছে। আরো দেখুন হিজরত ২১:১২-১৪, দ্বিতীয় বিবরণ ৪:৪১-৪৩; ১৯:২-৪ আয়াত।

৩৫:২৮ মহা-ইমামের মৃত্যু পর্যন্ত। রক্তপাত করা– তা ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক– সব সময়ই তা আল্লাহ্‌র ব্যবস্থার বিরুদ্ধ কাজ (হিজ ২০:১৩) এবং তার দ্বারা যে অপবিত্র হতো (পয়দা ৪:১০–১১; শুমারী ৩৫:৩৩) তার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হতো এবং এই অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিকে ও দেশকে আবার পাক-পবিত্র করার জন্য উপযুক্ত কোরবানীর অনুষ্ঠান করতে হতো (হিজ ২১:১২-৩৬; লেবীয় ৪:১-৫:১৯)। কোন মহা-ইমামের মৃত্যুকে তাঁর মহা-ইমাম থাকার সময়ে যত লোককে হত্যা করা হতো তার জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ হিসাবে ধরা

BACIB
International Bible
CHURCH

বনি-ইসরাইলের ইতিহাসে ইসরাইলের ইমামগণ

শুমারী ৩৫ঃ২৫-২৮ আয়াতে মহা-ইমামের মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে। প্রত্যেক মহা-ইমামকে হারুনের বংশ থেকে আসতে হতো। এখানে মাত্র তাদেরই তালিকা দেওয়া হয়েছ যাদের কথা কিতাবুল মোকাদ্দসের অন্যান্য জায়গায়ও উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমাম	ইতিহাসে তাদের গুরুত্ব	রেফারেন্স
হারুন	হযরত মূসার ভাই ও প্রথম ইমাম।	হিজরত ২৮:১-৩
ইলিয়াসর	তিনি তার দুই ভাইয়ের মৃত্যু দেখেছিলেন যারা ইমাম হিসাবে তাদের ভুলের জন্য আল্লাহ্‌র আগুনে পুড়ে মারা যান। এর পর তিনি ইমাম হন ও আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন করেন এবং হারুনের মৃত্যুর পর তিনি মহা-ইমাম হয়ে ইসরাইলদের নেতৃত্ব দেন।	লেবীয় ১০ শুমারী ৩:৩২
পিন্‌হস	মিদিয়নীয় এক স্ত্রীলোকের সঙ্গে ব্যভিচারের জন্য তিনি একজন যুবক ইসরাইলকে হত্যা করেন এবং এই শাস্তির জন্য মহামারী থেমে গিয়েছিল। এর পর আল্লাহ্‌ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তার ইমামীয় বংশ কখনো লোপ পাবে না।	শুমারী ২৫:১-১৫
অহিটুব	বাদশাহ্‌ তালুতের সময়ের একজন ইমাম	১ শামুয়েল ১৪:৩
সাদোক	বাদশাহ্‌ দাউদের সময়ে একজন বিশ্বস্ত মহা-ইমাম। তিনি ও নবী নাথন সোলায়মানকে দাউদের পরে বাদশাহ্‌ হিসাবে অভিষেক করেছিলেন।	২ শামুয়েল ৮:১৭ ১ বাদশাহ্‌ ১:৩৮,৩৯
অহিমাস	অবশালোমের মৃত্যুর খবর বাদশাহ্‌ দাউদের কাছে নিয়ে এসেছিলেন কিন্তু তাকে সেই কথা বলতে ভয় পেয়েছিলেন।	২ শামুয়েল ১৮:১৯-২০
অসরিয়	সোলায়মানের সময়ে মহা-ইমাম।	১ বাদশাহ্‌ ৪;২
অসরিয়	বাদশাহ্‌ উষিয়ের সময়ে মহা-ইমাম। বাদশাহ্‌ যখন ধূপ জ্বালিয়েছিলেন তখন তিনি তাঁকে ভর্ৎসনা করেছিলেন। যখন হিষ্কিয় বাদশাহ্‌ হলেন তখন তিনি আবার বায়তুল মোকাদ্দসের নিয়মিত কার্যক্রম চালু করেন এবং তখন আবার অসিরিয় মহা-ইমাম হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।	২ খান্দান ২৬:১৭-২১ ২ খান্দান ২৬:১৭-২১
অমরিয়	বাদশাহ্‌ যিহোশাফট তাঁকে প্রধান বিচারক হিসাবে নিয়োগ দান করেন যেন তিনি বিদ্রোহীদের বিচার করে শাস্তি বিধান করতে পারেন।	২ খান্দান ১৯:১১
হিল্কিয়	বাদশাহ্‌ যোশিয়ের সময়ে তিনি আইন-কানুন তথা শরীয়তের কিতাবখানি খুঁজে পান।	২ বাদশাহ্‌ ২২:৩-১৩ ২ খান্দান ৩৪:১৪-২১
অসরিয়	খুব সম্ভবত তিনিই প্রথম ইমাম যিনি ব্যাবিলনের বন্দিদশা থেকে প্রথমে জেরুশালেমে ফিরে আসেন।	১ খান্দান ৯:১০-১১
সরায়	মহা-ইমাম উজায়েরের পিতা।	উজায়ের ৭:১-৫

সময়ে যদি সে তার সীমার বাইরে যায়, ২৭ এবং
রক্তের প্রতিশোধদাতা আশ্রয়-নগরের সীমার
বাইরে তাকে পায়, তবে সেই রক্তের
প্রতিশোধদাতা তাকে হত্যা করলেও রক্তপাতের
অপরাধী হবে না। ২৮ কেননা মহা-ইমামের মৃত্যু
পর্যন্ত নিজের আশ্রয়-নগরে থাকা তার উচিত
ছিল; কিন্তু মহা-ইমামের মৃত্যু হলে সেই নরহন্তা
তার বাড়িতে ফিরে যেতে পারবে।
২৯ তোমাদের পুরুষানুক্রমে তোমাদের সমস্ত
নিবাসে এ সব তোমাদের পক্ষে বিচার বিধি
হবে।
৩০ যে ব্যক্তি কোন লোককে হত্যা করে, সেই
নরহন্তা সাক্ষীদের কথায় হত হবে; কিন্তু কোন
লোকের বিরুদ্ধে একমাত্র সাক্ষীর সাক্ষ্য
প্রাণদণ্ডের জন্য গ্রাহ্য হবে না। ৩১ আর প্রাণদণ্ডের
অপরাধী নরহন্তার প্রাণের জন্য তোমরা কোন
মুক্তিপণ গ্রহণ করবে না; তার প্রাণদণ্ড অবশ্যই
হবে। ৩২ আর যে কেউ তার আশ্রয়-নগরে
পালিয়েছে, সে যেন ইমামের মৃত্যুর আগে
পুনর্বার দেশে এসে বাস করতে পারে, এজন্য
তার কাছ থেকে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করবে না।
৩৩ এভাবে তোমরা তোমাদের নিবাস দেশ নাপাক
করবে না; কেননা রক্ত দেশকে নাপাক করে এবং
সেখানে যে রক্তপাত হয়, তার জন্য যে রক্তপাত
ঘটায় তার রক্তপাত ছাড়া দেশের কাফ্‌ফারা হতে
পারে না। ৩৪ আর তোমরা যে দেশ অধিকার
করবে ও যার মধ্যে আমি বাস করি, তুমি তা
নাপাক করবে না; কেননা আমি মাবুদ বনি-
ইসরাইলদের মধ্যে বাস করি।

পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণীদের নিয়ম

৩৬ ১ পরে ইউসুফ-সন্তানদের
গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে মানশার পৌত্র
মাখীরের পুত্র গিলিয়দের সন্তানদের গোষ্ঠীর
পিতৃকুলপতিগণ এসে মূসা ও নেতৃবর্গের সম্মুখে,
বনি-ইসরাইলদের পিতৃকুলপতিদের সম্মুখে কথা
বললেন। ২ তাঁরা বললেন, মাবুদ গুলিবাঁট দ্বারা
অধিকার হিসেবে বনি-ইসরাইলকে দেশ দিতে
আমার মালিককে হুকুম করেছেন এবং আপনি
আমাদের ভাই সলফাদের অধিকার তাঁর
কন্যাদেরকে দেবার হুকুম মাবুদ থেকে
পেয়েছেন। ৩ কিন্তু বনি-ইসরাইলদের অন্য কোন
বংশের সন্তানদের মধ্যে কারো সঙ্গে যদি তাদের
বিয়ে হয়, তবে আমাদের পিতৃগণের অধিকার
থেকে তাদের অধিকার কাটা যাবে ও তারা যে
বংশে যাবে, সেই বংশের অধিকারে তা যুক্ত
হবে; এভাবে তা আমাদের অধিকারের অংশ
থেকে কাটা যাবে। ৪ আর যখন বনি-
ইসরাইলদের জুবিলী উপস্থিত হবে, সেই সময়
তাদের যে বংশে বিয়ে হয়েছে, সেই বংশের
অধিকারে তাদের অধিকার যুক্ত হবে; এভাবে
আমাদের পিতৃবংশের অধিকার থেকে তাদের
অধিকার কাটা যাবে।
৫ তখন মূসা মাবুদের নির্দেশ অনুসারে বনি-
ইসরাইলকে হুকুম করলেন, বললেন, ইউসুফ-
সন্তানদের বংশ যথার্থ বলছে। ৬ মাবুদ
সলফাদের কন্যাদের বিষয়ে এই হুকুম করছেন,
তারা যাকে মনোনীত করবে, তাকে বিয়ে করতে
পারবে; কিন্তু কেবল নিজেদের পিতৃবংশের কোন
গোষ্ঠীর মধ্যে বিয়ে করবে। ৭ এভাবে বনি-
ইসরাইলদের অধিকার এক বংশ থেকে অন্য
বংশে যাবে না; বনি-ইসরাইল প্রত্যেকে নিজ
নিজ পিতৃবংশের অধিকারভুক্ত থাকবে। ৮ আর
বনি-ইসরাইল প্রত্যেকে যেন নিজ নিজ পৈতৃক
অধিকার ভোগ করে, এজন্য বনি-ইসরাইলদের
কোন বংশের মধ্যে অধিকারিণী প্রত্যেক কন্যা
তার পিতৃবংশীয় গোষ্ঠীর মধ্যে কোন এক
পুরুষের স্ত্রী হবে। ৯ এভাবে এক বংশ থেকে
অন্য বংশে অধিকার যাবে না, কারণ বনি-
ইসরাইলদের প্রত্যেক বংশ নিজ নিজ
অধিকারভুক্ত থাকবে।
১০ মূসাকে মাবুদ যেরকম হুকুম করলেন,
সলফাদের কন্যারা সেইভাবে কাজ করলো।
১১ ফলত মহলা, তির্সা, হগ্‌লা মিল্কা ও নোয়া,
সলফাদের এই কন্যারা নিজ নিজ চাচাতো
ভাইদের সঙ্গে বিবাহিতা হল। ১২ ইউসুফের পুত্র
মানশার সন্তানদের গোষ্ঠীর মধ্যে তাদের বিয়ে
হল; তাতে তাদের অধিকার তাদের পিতৃগোষ্ঠীর
সম্পর্কীয় বংশেই রইলো।
১৩ মাবুদ জেরিকোর নিকটস্থ জর্ডানের সমীপে
মোয়াবের উপত্যকায় মূসা দ্বারা বনি-ইসরাইলকে
এ সব নির্দেশ ও অনুশাসন দান করলেন।

[৩৫:২৯] শুমারী ২৭:১১।
[৩৫:২৯] হিজ ১২:২০।
[৩৫:৩০] দ্বিঃবি ১৭:৬; ১৯:১৫; মথি ১৮:১৬; ইউ ৭:৫১।
[৩৫:৩১] হিজ ২১:৩০; আইউ ৬:২২; জবুর ৪৯:৮; মেসাল ১৩:৮।
[৩৫:৩৩] পয়দা ৪:১০।
[৩৫:৩৪] লেবীয় ১৮:২৪, ২৫।
[৩৬:১] শুমারী ২৬:৩০।
[৩৬:২] শুমারী ৩৩:৫৪।
[৩৬:৪] লেবীয় ২৫:১০।
[৩৬:৭] লেবীয় ২৫:২৩।
[৩৬:৮] ১খান্দান ২৩:২২।
[৩৬:১১] শুমারী ২৬:৩৩।
[৩৬:১২] ১খান্দান ৭:১৫।
[৩৬:১৩] লেবীয় ৭:৩৮; ২৭:৩৪।

হতো। আরো দেখুন ১৭:৫-৭; ১৯:১৫।

৩৬:১-৩ গিলিয়দের সন্তানদের ... তাদের অধিকার কাটা যাবে। গিলিয়দ ছিল ইউসুফের ছেলে মানাশার নাতি। গিলিয়দ বংশের নেতারা মূসার কাছে যায় কারণ তারা সল্‌ফাদের মেয়েদের বিষয়ে তাঁর দেয়া ব্যবস্থায় (২৭:১-১১) তারা সন্তুষ্ট ছিল না। তারা চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল যে, যদি মেয়েদের নিজ নিজ বংশের বাইরে বিয়ে হয় তাহলে তাদের জমি তাদের স্বামীদের বংশের মালিকানায় চলে যাবে।

৩৬:৪-৯ জুবিলী উপস্থিত হবে ... এভাবে এক বংশ থেকে অন্য বংশে অধিকার যাবে না। বনি-ইসরাইলদের এই পবিত্র বছর যাকে সাধারণত "জুবলী বছর" বলা হয়ে থাকে তা হতো পঞ্চাশতম বছরে, সাত গুনিত সাত বছরে (দেখুন লেবীয় ২৫:৮-৫৫)। এই বছরে সমস্ত জমি মূল মালিকের কাছে ফিরে যেত। কিন্তু যদি কোন মেয়ের তার বংশের মালিকানায় তার সম্পত্তি থাকত ও তা ফেরত দেয়া যেত না। সলফাদের মেয়েদের যে সমস্ত জমি দেয়া হয়েছিল তা যাতে মানাশার বংশ না হারায় তার জন্য মূসা ব্যবস্থা দিয়েছিলেন যেন মানাশার কোন বংশের পুরুষদের সঙ্গে ঐ মেয়েদের বিয়ে হয়। তার পরে ঐ ব্যবস্থাটা জমি পাবার জন্য উপযুক্ত সমস্ত মেয়েদের জন্য ব্যবহার করা হয় (৩৬:৮-৯)।

BACIB
International Bible
CHURCH